শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭৩

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭৩। ৪ গোবিন্দ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭। | ১ম সংখ্যা

বহির্ম্মুখতা ও কপটতা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

আমরা আজ্‌কে শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে উপস্থিত। অনেকে জিজ্ঞেস কর্‌তে পারেন যে নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ বাড়ীতে বসে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ারই বা কি দরকার?

বাড়ীতে বসে থাক্‌লে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁদের নিকট হ'তে কথাবার্ত্তা শুন্‌বার অবসর পাই না—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্পে, গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দি'। সাধুদের সঙ্গে থাক্‌লে হরিকথা শুন্‌তে পারি, নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক'রে থাকি, তা'হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারি। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুন্‌লে আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি।

হরি নির্গুণ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'বার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাতবস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম করে **নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই একমাত্র 'কাণ' ছাড়া।** ছ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হ'তে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই যতদিন আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হয়ে যায়। **গুণজাত জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় ব'লে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় না।**

আমরা গুণাতীত জগতের আদর কর্‌বার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তু গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে। যে সকল

কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শোনা আছে, তা'তেই আমাদের রুচি হয়; যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তা'তে আমাদের রুচি হয় না। জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়।

আমরা চাই — ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাত-রমণীয় বিষয়কে আদর করে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবন-যাপন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেবে যাচ্ছে। জড়জগতে যা'তে জড়তা উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তাই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে—যে শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়; আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হয়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে লয়ে যায়। এসকল শব্দ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য— আমাদিগকে মুগ্ধ করবার জন্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুনধর্ম্মে রত হওয়া, মরে যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তা'ই এই জগতের শব্দ। জড়বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হ'তে পারে এই শব্দের দ্বারা। চৈতন্যচন্দ্র এ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার করতে। কিন্তু সেই পরম কৃপাময়ের সেই কৃপা-কথা এখনও লোকের কাণে যাচ্ছে না। তা'রা যোষিৎসঙ্গ করে—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ক'রে তা'তেই ভুলে থাকে, এজন্য তা'দের মঙ্গল হয় না —

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

[ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার জন্য যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়-দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু]

সৃষ্টির প্রারম্ভে যোষিৎ ও যোষিতের ভোক্তা এ-জগতে আবির্ভূত হ'য়েছেন, তাঁ'রই অধস্তন-সূত্রে এই সকল যোষিৎসঙ্গি-সমাজ জগতে বিস্তার লাভ করায় জগতের এত অমঙ্গল হ'য়েছে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যোষিৎসঙ্গী নহেন—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান॥"

মহাপ্রভু বাগানের মালী-হিসাবে আমার ভোগের ফুলের তোড়া আমাকে যোগাবেন, এই বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি; ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁ'রা ইতর-ব্যোমের শব্দের বাহাদুরী ল'য়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধমতিকৃত্তদোষ মহাপ্রভু দেখিয়েছেন, যে সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁ'রাই এ সকল কথা বুঝ্‌তে পারেন; যা'রা ভাগ্যহীন, তা'রা কথা শ্রবণ করছে মনে কর্‌লে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুন্‌লে না— বঞ্চিত হোলো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি

ভজনীয় বস্তুরসেবা কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হ'লেই আমাদের কাণে কথা যাবে—আমরা কথা শুন্‌তে পার্‌ব—ধর্‌তে পার্‌ব। যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হবে—যমে ছাড়্‌বে না গায়ে বিষ্ঠা মাখ্‌লে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। **যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে।** যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্‌ব,—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্‌ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস্ কর্‌বে।

পশুর যে বৃত্তি, তা'র সঙ্গে যা'রা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শুন্‌তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। **জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তা'দের উপলব্ধি হবে না, তা'রা হরিকথা বল্‌তে পারে না, তা'দের কথা গ্রামফোনের গানের মত। তারা বিষয়েই ডুবে যাবে—সত্যের উপলব্ধি হবে না।** বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড় জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু তা'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করাবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আন্‌বে—সুখ 'দুঃখ' আনবে—দুঃখ 'সুখ' আন্‌বে ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গত্যাগ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সদ্‌বৃত্তি (সাধুজীবন ও সাধু প্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে 'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য' ও 'তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন'-বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ দুই-প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুই প্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুই প্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সেই সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা, শ্রীগীতায় (২।৬২-৬৩),—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

এই শ্রীভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি-বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে,—জীব চিন্ময়; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে।

শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না, সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়, অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত সংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন, আমরা বিজাতীয় সঙ্গ-বিষয়ে বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত ন'ন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না; জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব, জ্ঞানবাদীদের সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদের চেষ্টা! আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত-জ্ঞানিগণও শ্রীভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন, ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং, জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন; কিন্তু, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্য-ভক্তি বা ঈশ-আনুগত্যের কোন-প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা 'জ্ঞানী' বলিয়া একটী সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অবস্থাভেদমাত্র। তাহা ভগবৎপ্রসাদে কেবল শুদ্ধভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন; যথা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রী চৈঃ চঃ, ম ২২।২৯),—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটী সাধন-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ-লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব, তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সে কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল-তাৎপর্য্য—কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব, কর্ম্মী ব্যক্তিকেও অভক্ত বলা যায়। যোগিগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র' তাঁহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে অবকাশ পা'ন না, তাঁহারাও অভক্ত-মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে বুদ্ধি নাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎসংসর্গ। যোষিৎসংসর্গও বড় অনিষ্টকর। শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪), —

অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুই প্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, 'যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১২০), —

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥

বৈষ্ণবী স্ত্রী-সম্বন্ধে (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১২।৪২), —

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈলা প্রভুর দরশন॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি। গৃহস্থ ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেশ্যার সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্য প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক, সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে 'বিধি' বলা হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম 'অধর্ম্ম'; সেই সমস্ত বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র, কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই অর্থ। সেই সমস্ত অর্থ-ভোগের জন্য কাম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিকেই 'ত্রিবর্গ' বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত্ত-গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থ যাত্রাদি কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি ও চিৎসুখ-প্রাপ্তি। শুষ্কজ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। **বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন, অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না।** বৈষ্ণব গৃহীই হউন, বা গৃহত্যাগীই হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত এক-যোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হ'ন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রী-সঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীসূত গোস্বামী (২।৯-১০,১৩-১৪) সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটিকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাধানরূপে ত্রিবর্গ ধর্ম্মের উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মা-

ধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি 'ধর্ম্মশাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯) এই ভগবদ্বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে আর ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্কজ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হ'ন। বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলে শ্রীভগবৎ-কৃপালাভ করত যাঁহাদের ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থলাভ করেন এবং সেই অর্থ ভোগ-বিষয়ে যে কাম-প্রাপ্ত হ'ন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্তির অনুকূল পবিত্র জীবন-যাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এই স্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব, গৃহস্থ বৈষ্ণব জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের উদ্দেশ্যে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাঁহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং, গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গধর্ম্ম-লক্ষণ ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ চেষ্টা সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমার্থ-চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না; অতএব, তাহাতে যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব, কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎসঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে পূর্ব্বোক্ত সংসর্গ-রূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রশস্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ]

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ সপ্তম বর্ষে নবকলেবরে প্রকাশিতা হইলেন। নববর্ষে শ্রীচৈতন্যবাণী-মন্দির শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ নূতন মনোজ্ঞরূপ ধারণ করতঃ সজ্জনগণের উল্লাস বর্দ্ধক ও আকর্ষক হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করি। তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী-রূপে নিরন্তর জীবের হৃদ্দেশে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করুন। জীবসমূহ জড়ের মোহ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণ-নখশোভা সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করুন। শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বকে প্রাকৃত কাম হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রমত্ত করুন। বিশ্ববাসী কামজনিত উন্মত্ততা হইতে, অপস্বার্থপর চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন, পরস্পর পরস্পরের সুখ বিধানে, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন।

আজ সপ্তম বর্ষে শ্রীচৈতন্যবাণীর সপ্তধারা সর্ব্বানর্থ বিদূরিত করিয়া মনুষ্যগণকে প্রেমানন্দামৃতে নিমজ্জিত করুন।

বর্ত্তমান বিশ্বে সর্ব্বত্র ত্রিতাপদগ্ধ মনুষ্যসমাজ বাসস্থান ও খাদ্যাভাবের তাড়নায় ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক ভীষণ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন।

স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কল, কারখানা, দোকান-পাট, ট্রাম, বাস, মোটর, রেল, পথ-ঘাট, গৃহ, দেবালয় কোথায়ও কেহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারিতেছেন না। সকলেই অশান্ত ও অসুখী। রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবর্গ দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য নিজ নিজ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা দেশ-বাসীর বাস্তব সুখ শান্তি কতটা বৰ্দ্ধিত হইতেছে, তাহার খতিয়ান করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই।

সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী "শ্রীচৈতন্যবাণী"-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে মনুষ্য **প্রথমতঃ** নিজের শুদ্ধ চিন্ময় নিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করিবেন; দেহ-গেহাদি সম্বন্ধীয় আগমাপায়ী নশ্বর বস্তুগুলিকে ব্যবহার করিয়াও তাহাতে অধিক আবেশলাভ করিবেন না; অনাসক্তভাবে দেহসম্পর্কিত কৃত্যগুলি সম্পাদনে বললাভ করিতে পারিবেন; চিত্তের পার্থিব নশ্বর ও সীমাবিশিষ্ট পদার্থের জন্য লালসা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু সংসার-দাব-জ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তি ইতর বাসনাজনিত পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ও তজ্জনিত ত্রিবিধতাপ হইতে রেহাই পাইবেন। যে জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করতঃ ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের জন্য মুনিঋষিগণ কত না কঠোর তপস্যা দীর্ঘ দিন ধরিয়া করিতেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় ফলস্বরূপে সহজেই সিদ্ধ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের **তৃতীয় ফল** স্বরূপে বাস্তব মঙ্গল-রূপ কুমুদের সুস্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হইয়া অখিল কল্যাণ বিধান করিবে।

অতঃপর **চতুর্থ ফল** স্বরূপে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে মনুষ্য অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের অনুভূতিলাভ করিতে পারিবেন। তৎপরে **পঞ্চম ধারায়** অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন-জনিত অপ্রাকৃত আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধন হইতে থাকিবে। **ষষ্ঠ ধারায়** শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করাইবেন। অসীম বা পূর্ণের অংশও অসীম বা পূর্ণ। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণীর **সপ্তম ধারায়** শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সপ্তম ফলস্বরূপে শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তগণ জড়ের অভি-নিবেশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বানন্দ ঘনীভূতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবায় নিবদ্ধ থাকিবেন। এবম্প্রকার শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী পরম ঔদার্য্যময়ী 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পরমোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন। আজ এই শুভদিনে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবক ও সমাদরকারী সৌভাগ্যবান্ সজ্জনগণের জয়গান করতঃ নিজকে কৃতার্থবোধ করিতেছি।

বর্ষারম্ভে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী — শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন— শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ — শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ —ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব স্ব-স্ব নিত্যধাম ও নিত্যলীলাপরিকরগণসহ জয়যুক্ত হউন, শ্রীনৃসিংহবদনবিলাসিনী বাগধিষ্ঠাত্রী 'বাগীশা' শুদ্ধা সরস্বতী, তদ্ বক্ষোবিলাসিনী শুদ্ধভক্তিসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভক্তি-শ্রী-রূপিণী লক্ষ্মীদেবী এবং তদ্হৃদয়বিলাসিনী শুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী

সম্বিচ্ছক্তি জয়যুক্তা হউন, শ্রীনৃসিংহদেব আমাদের ভক্তি-পথের সকল বাধা বিদূরিত করিয়া 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র নববর্ষে নবোদ্যমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ 'নয়ননাথ'-জিউর শ্রীপাদপদ্মসেবার এবং তাঁহাদেরই শ্রীমুখনিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরূপিণী 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'-সেবায় উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ এবং নিত্য নবনবায়মান অনুরাগ প্রদান করুন, শ্রীচৈতন্যবদনবিলাসিনী 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সর্বদা সর্বতোভাবে জয়যুক্তা হউন, সুপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সেবায় অধিকার প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য-সম্পাদক-সঙ্ঘের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয়তম পার্ষদ—প্রিয়স্বরূপ দয়িতস্বরূপ সহজাভিরূপ স্ববিলাসরূপ শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-চরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে মনোঽভীষ্ট স্বয়ং আচার-মুখে প্রচার করিয়াছেন, তদনুগবর্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারকালে যে শ্রীরূপ এবং তদনুগ রঘুনাথানুগত্যকে আমাদের স্বরূপের একমাত্র পরিচয়রূপে জানাইয়া গিয়াছেন, "আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥" [অর্থাৎ দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্বক ইহাই আমি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করি যে, যেন জন্মে জন্মে আমি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদের চরণ ধূলি হইতে পারি।] — ইহাই যাঁহার অপ্রকট-কালের চরম উক্তি, শ্রীমদ্ রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও "শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" [অর্থাৎ যিনি ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই এই শ্রীরূপগোস্বামিচরণ কবে আমাকে তাঁহার শ্রীপদান্তিকে স্থান দিবেন।"] এই শ্লোকোক্তি-দ্বারা যে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, সেই মনোঽভীষ্টের আচার-প্রচারসেবাই 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-সেবকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের আরাধ্য—সম্বন্ধতত্ত্ব, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী তদীয়া কায়ব্যূহ-স্বরূপা নিজযূথ ললিতাদি সখীবৃন্দসহ যে ভাবে তাঁহার উপাসনা বা আরাধনা করিয়াছেন, সেই আরাধনাই আমাদের অভিধেয়তত্ত্বরূপে অনুসরণীয়া, শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের অমল প্রমাণ-স্বরূপ, পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই মত বা মনোঽভীষ্ট, ইহাতেই আমাদের পরম আদর। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেমের আচার-প্রচারই শ্রীরাধা ভাব-বিভাবিত শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিততনু শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দের নিগূঢ় মনোঽভীষ্ট। সেই মনোঽভীষ্ট সেবায় শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সাধন। বৈধী ও রাগানুগা সাধনভক্তি মধ্যে রাগানুগা ভক্তিই ব্রজপ্রেমপ্রাপিকা। 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'। কিন্তু বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাগমার্গে অধিকার প্রবেশ ও অনর্থ উৎপাদন করে। তাই "বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা-রত্ন দানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥" ইহাই মহাজনোপদেশ। 'রাগ' বলিতে ইষ্টে পরমাবেশ-ময়ী স্বাভাবিকী রতি, ইহাকেই 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' বলে। ইহার অনুসন্ধানদাতা সদ্গুরুও বড়ই দুর্ল্লভ, আর এই মতি একমাত্র 'লৌল্য' মাত্র মূল্য দ্বারাই তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। সেই লৌল্যও কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারা লভ্য হয় না, একমাত্র তাদৃশ মহৎ-কৃপালভ্য। "মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়।" ব্রজবাসীর স্বাভাবিকী কৃষ্ণাসক্তির নামই রাগাত্মিকা বা মূর্ত্তিমতী রাগস্বরূপা রতি। তাহার আনুগত্য করাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে। সখীর অনুগত হইবারই কথা আছে। 'সখী' সাজিবার কোন কথা নাই। অত্যন্ত তন্ময় অবস্থায় একটি 'লীলানুকরণ'-রূপ ভাব আসিলেও এই প্রাকৃত দেহের দাড়ি গোঁফ কামাইয়া স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রালঙ্কার পরাইবার কোন কথা শাস্ত্র বা মহাজনের আদর্শ আচরণে পাওয়া যায় না। 'মহাজনের যেই মত, তা'তে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার' ইহাই মহাজন বাক্য। যাহাতে আমরা তর্কপথ বা অনুকরণের অশ্রৌত

পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রৌতপথ অনুসরণ করিয়া ভজন-পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারি তদ্‌বিষয়ে মহাজনানুমোদিত পথের আলোচনা করাই আমাদের এই শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার মহদুদ্দেশ্য। "পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ 'ছলে'॥" প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপক শ্রীমদ্‌ভাগবত কি উদ্দেশ্যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়-কামনাকে অজ্ঞান তমোময় 'কৈতব' বলিয়া জানাইলেন, তাহা নিরপেক্ষ-ভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে সঙ্কীর্ণ চিত্ত বলিয়া গালি দিতে যাওয়া নিতান্ত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-রহিত বালকোচিত চাপল্যমাত্র। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী প্রীতি বা প্রেমভক্তিই একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় হইলে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগাকাঙ্ক্ষা-স্বরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞান-চেষ্টা তাহাতে কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। কর্ম্ম বা জ্ঞান ভগবৎ-সম্বন্ধী হইলে তাহা ভক্তিপর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে, নতুবা তাহা শুদ্ধভক্তি-পথানুশীলনকারীর পক্ষে কখনই আদরণীয় হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবকসূত্রে আমরা এই সকল কথা শাস্ত্রকর্ত্তা মহাজন-বাক্য উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের সন্দেহ নিরাকরণের চেষ্টা করিয়া থাকি। সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু-গণের সংশয় নিরাকরণার্থ সম্পাদক-সঙ্ঘের সেবকগণ এবং সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ গোস্বামি মহারাজও বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সচ্ছাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত শ্রবণের বিশেষ অবকাশ প্রদানার্থ আমাদের শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় (আরাত্রিকের পর) পাঠকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সময়েও প্রয়োজনবোধে ইষ্টগোষ্ঠীর সুযোগ দেওয়া হয়।

সাধুসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অপর কিছুতেই আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধা হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার শ্রীমুখ বাক্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে বিশেষ করিয়া আত্মবিনাশী নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত কি করিয়া এই নরকের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব হইবে? ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আজ ধর্ম্মকে কিভাবে নির্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া চলিয়াছে, তাহা অদুর-দর্শী অজ্ঞ বালক বা যুবকগণের বুঝিবার সামর্থ্য না থাকিলেও তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তৃপক্ষগণও কি তাঁহাদের বংশধরগণের হিতাকাঙ্ক্ষায় উদাসীন থাকিবেন? নিজে ভগবান্‌কে জানিবার এবং তৎসহ অপরকেও জানাইবার চেষ্টা করাই 'বিদ্যা'-শব্দের প্রাণ-স্বরূপ 'বিদ্' ধাতুর মর্ম্মার্থ। মুণ্ডক শ্রুতি বলিতে'ছেন — দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চ। পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে অর্থাৎ পরা ও অপরা—এই দুই প্রকার বিদ্যা। অক্ষর-বস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরা-বিদ্যা। শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই সেই পরবিদ্যাবধূর জীবন বলিয়া জানাইয়াছেন। বিদ্যা বলিতে সেই পরা-বিদ্যার অনুশীলন না হইলে অবিদ্যার যে পরিণতি অধুনা চাক্ষুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস করিতে হইবে না। মহাপাতক, অতিপাতক, উপপাতক, পাতক আজ জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। নৃহত্যা, অন্যান্য প্রাণিহত্যা—গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরদ্রব্যাপহরণ, খাদ্যদ্রব্যে অখাদ্য অমেধ্য বস্তু এমনকি বিষক্রিয়া করে এমন সকল দ্রব্যও মিশ্রিত করিয়া মানুষকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রভৃতি যে সকল অপচেষ্টা মনুষ্য নাম-ধারিগণের সমাজে অবাধে চলিতেছে, এই সকল পাপ-চেষ্টাকে 'অধর্ম্ম' বলিতে গেলেই আজ তাহাকে সমাজে হেয় হইতে হইতেছে। ঐ সকল অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠের নিকট ধার্ম্মিকের ধর্ম্মাচরণ যেন একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাপের প্রতি—অন্যায় আচরণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন বা তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাহাকে অধুনাতন সমাজে নিন্দনীয় বা অপ্রিয় হইতে হইবে! ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা দুখ্ লাগে ওর হাসি! শিক্ষায়তনসমূহে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কৃতি

প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া যে বিদ্যা অর্জন করিয়া কৃষ্ণে মতি না জন্মায় পয়সা খরচ করিয়া এতকষ্ট করিয়া সে অসন্মতি লাভ করিয়া বা করাইয়া সমাজের কি হিত সাধিত হইতেছে, তাহা কি সমাজহিতৈষিগণের আলোচ্য বিষয় হইবে না? শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥ পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি লভিবারে। তা যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?" ইহা কি অনুধাবনের বিষয় নহে?

আমাদেরই জানা শুনা কএকজন গৃহস্থ বিশেষজ্ঞ পঞ্চতীর্থ ষট্‌তীর্থ সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে যাহা পাইতেছেন, তাহাতে অতিকষ্টেও তাঁহাদের পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না, এজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ইহা কি দুঃখের কথা! যে সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চাতেই ভারতের সকল গৌরব অন্তর্নিহিত, সেই সংস্কৃত চর্চ্চা বিষয়ে সরকার বাহাদুর কি একেবারেই উদাসীন থাকিবেন? সংস্কৃতে বিতৃষ্ণ হইবার জন্যই জগতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিরোধী নানা অপধর্ম্ম প্রবল হইতেছে। পাপের পঙ্কিল স্রোতঃ প্লাবনে পরম পবিত্র ভারত-মাতাকে প্লাবিত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি সর্ব্বথাই গর্হণযোগ্য। বিদ্যা-শিক্ষার নাম করিয়া এই অবিদ্যাশিক্ষা-পদ্ধতি অবিলম্বে সংস্কৃত হওয়া প্রয়োজন।

সপ্তসিন্ধুপরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপবতী এই বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপ বা এশিয়া খণ্ডই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে এই ভারত ভূমি আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অল্পভাগ্যে এই ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় না, যে ভারতে যুগে যুগে স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার স্বাংশ অবতারগণ সপার্ষদে কত না লীলা বিলাস করিয়াছেন, যে ভারতে কত না মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণচরণ-চিহ্নরঞ্জিত পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ ভারতাজিরের পূতধূলি মস্তকে ধারণের সৌভাগ্য পাইয়া আমরা কি আজ সেই মাতার প্রাণপতির নামগুণগাথা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার সুখবিধান-চেষ্টা করিতে পারিব না? সেখানে ভগবানের নাম লইলেই নিরপেক্ষতার হানি হইয়া যাইবে? পরন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।" অধর্ম্মের অপেক্ষা ছাড়িয়া ধর্ম্মের অপেক্ষা সংরক্ষণই ত' প্রকৃত নিরপেক্ষতা।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও, তাঁহারই অনুগ্রহে পরাশান্তি এবং শাশ্বত স্থান গোলোক বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে। এই কথা বলিতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি কাহার আপত্তি থাকিতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাব বা ভাষাভেদানুসারে ভগবানের নাম বা উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া দরকার, একথাটিও কি মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইবে না? বিদ্যালয়ে কি এই সকল সৎশিক্ষার প্রয়োজন কিছুই থাকিবে না?

বস্তুতঃ বিদ্যালয়ে এই সকল শিক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করায় জগতে আজ পাপের তাণ্ডব নৃত্য প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে! সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে! আহা! ইহাই কি আমাদের সেই বেদধ্বনি মুখরিত পুণ্যভূমি তপোভূমি ভারতবর্ষ? হায় হায়! আমরা সেই সকল শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি হইতে কত নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছি, আমাদের কি সর্ব্বনাশই না সাধিত হইয়াছে, আমরা পশু হইতেও অধম হইয়াছি! ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমাদিগকে। এত হীন জঘন্য প্রবৃত্তি আমাদের, ভারতবাসী বলিয়া—ভারতমাতার সুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কি আমাদিগের লজ্জাও হয় না?

যদি সত্যসত্যই আমরা ভারতমাতার সুসন্তান হইতে চাহি, তাহা হইলে মায়ের মনোঽভীষ্ট পালন করিতে

হইবে। যে ভরতের নামানুসারে এই 'অজনাভ'-বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে, সেই ভরতের ভগবদ্‌ভজনাদর্শ কি আমাদের আলোচ্য এবং অনুসরণীয় বিষয় হইবে না?

দেবতারাও পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবদ্‌ভজন-সৌভাগ্যলাভের জন্য লালায়িত, সেই ভারতে জন্মলাভ করিয়া আমরা কি আজ ধর্ম্মের নামটিও করিতে পারিব না? ভারতের নরনারীর আদর্শ কি হইবে নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষা—সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া বৈদেশিকগণের মন রাখিয়া চলা? নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া— ধর্ম্মকর্ম্ম—শিক্ষা-সংস্কৃতি—যথা সর্ব্বস্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া বৈদেশিক-গণের নিকট উদারতা দেখান? ইহারই নাম কি স্বাধীনতা? এই 'স্ব' কোন্ 'স্ব'?

শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণ তাঁহার পাঠক পাঠিকা গ্রাহক অনুগ্রাহিকা সকলকেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের 'সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে' শ্রীচৈতন্যবাণী-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছেন। রাজনীতি বা লৌকিক সকল নীতিকেই উঁহারা পরমার্থনীতির অন্তর্গত বলিয়া জানেন। 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং' এই বিচারানুসারে পরমার্থনীতি-রূপা সুনীতি পুষ্ট হইলেই তন্মধ্যে জগতের সকল সুনীতিই অনুস্যূত থাকিবে। পরমার্থনীতিকে বাদ দিয়া অর্থনীতি বা ব্যবহারিকনীতির প্রাধান্য দিতে গেলে দুর্নীতি কখনই দমিত হইবে না, পরন্তু বাড়িয়াই চলিবে। এজন্য 'মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকরী'— ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী'র বিচার।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' তাঁহার কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সুখদায়িনী নিখিল কল্যাণবিধায়িনী বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠ প্রাঙ্গণস্বরূপ ভারতাজিরের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যগাথা গান করিতে করিতে আজ ৬ষ্ঠ বর্ষ হইতে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত বিশাল সৌধ এবং শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠ ও শ্রীধামবৃন্দাবন, দক্ষিণ ভারত ও আসাম প্রভৃতি স্থানস্থিত মঠসমূহ—এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁহার আরাধনাগার—তাঁহার সেবাই মঠবাসীর মঠবাসের সার্থকতা—তাঁহার সেবাই তাঁহাদের জীবাতু স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। আমরা যাহাতে তাঁহার ও তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ-স্বরূপ শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে থাকিয়া অহর্নিশ তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সেইরূপ কৃপা বিতরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপ বেণুর আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বপুর আনুগত্য করিতে গেলে বপুতে প্রাকৃত বিচার প্রবল হইয়া উঠিবে, আবার বপু-সেবা ছাড়িয়াও নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হইবে না। বাণীর আনুগত্যে বপুর অপ্রাকৃতত্বানুভূতিসহ বপু বা বিগ্রহসেবাই বপুর যথার্থ সুখজনক হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের যে বাণীতে তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, সেই বেদবাণী কালপ্রভাবে লুপ্ত হওয়ায় শ্রীভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে তাহা ব্রহ্মাকে জানাইলেন, ব্রহ্মা মনুকে, মনু ভৃগু মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু—এই সপ্তর্ষিকে, তাঁহারা আবার তাঁহাদের পুত্র দেবদানবাদিকে তাহা প্রদান করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জীবের প্রকৃতি-বৈচিত্র-হেতু মূল ধর্ম্ম-মর্ম্ম নানা-ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল—এক একজন এক একটিকে শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শ্রীভগবানে শুদ্ধাভক্তিই যে সর্ব্বশাস্ত্রসারমর্ম্ম তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া নানা অপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল। যখন যখন এই প্রকারে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়া নানা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তৎপ্রণীত সদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করেন। 'ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতং'। কোন সময়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার অংশ-রূপে অবতীর্ণ হন, কখনও বা তচ্ছক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা আচরণমুখে প্রকৃত ধর্ম্মমর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মগ্লানি অপনোদন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নানা অপধর্ম্ম বা ছলধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নামে প্রচারিত হইয়া লোকসকলকে উৎপথগামী করিতেছিল। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচারমুখে যে বিশুদ্ধধর্ম্মমত প্রচার করিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যবাণীর একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল শুকমুখামৃতদ্রবসংযুত সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ ভাগবতকেই অমল প্রমাণরূপে স্বীকার পূর্ব্বক যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই তৎপার্ষদ গোস্বামিগণ বিভিন্ন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সম্পাদক-সঙ্ঘ সেই সমস্ত শাস্ত্র-সার তাঁহাদের লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি ইহা নিখিল জগতের কল্যাণপ্রদ হইবে।

আর একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে,—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত মঠসৌধের দ্বিতলোপরি একটি বিশাল গ্রন্থাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রাখা হইতেছে। বেদ, উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, ষড়দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থ ও শব্দকোষাদি বহুগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। গবেষণামূলক চর্চ্চা এবং গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধাদি লিখনকার্য্যে ঐ সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

"গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন॥
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে এইরূপ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর আমরা বৈষ্ণবগণের সকলেরই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহকগণেরও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

বস্তুর দুইটী দিক আছে—একটী বাহ্য আকৃতিক দিক (morphological aspect), অপরটী তাত্ত্বিক দিক (ontological aspect)। প্রাকৃত স্থূল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য যে ভাবটী তাহা বস্তুর বাহ্য দিক মাত্র। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বস্তুর বাহ্যরূপ-সম্বন্ধীয় (thing as it appears) সর্ব্বসম্মত ও সকলের সম্বন্ধে প্রকৃতির নিয়মবাধ্য যে জ্ঞান (universal and necessary) তাহা লাভে মানুষের অধিকারের কথা স্বীকার করিলেও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব (thing in itself এর) জ্ঞানলাভে মানুষের অযোগ্যতার কথা বলিয়াছেন। অবশ্য পরবর্ত্তিকালে জার্ম্মান্ দার্শনিক হেগেল ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার (speculative reason) দ্বারা বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানলাভে মানুষের যোগ্যতা প্রতিপাদন করিলেও ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লে তাহা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে মানুষ ভাবনাত্মক বুদ্ধি বিচারের দ্বারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ নহে, সাক্ষাৎ প্রতীতি (mere feeling or immediate presentation এর) দ্বারাই বস্তুর তাত্ত্বিক দিকের আভাস অনুভবের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা কেহই বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন বা পন্থা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মানুষ সসীম বুদ্ধির সাহায্যে আরোহপন্থায় (inductive process এ) বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভে কোন দিনই সমর্থ হইবে না ইহা ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণ দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুর যথাযথ অবতরণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে — ইহাকে অবতরণবাদ, অবতারবাদ (deductive process) বলা হয়, ইহাই বেদের মত। এতৎ প্রসঙ্গে ঋক্ বেদের মন্ত্র বিশেষ প্রণিধানযোগ্য —

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" (১।২২।২০) যেমন স্বপ্রকাশ বস্তু সূর্য্যের দর্শন সূর্য্য উদিত হইলে সূর্য্যালোকের মাধ্যমেই হয়, অন্য আলোর সাহায্যে হয় না তদ্রূপ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমতত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশবস্তু বিষ্ণুর কৃপালোকেই মুক্তপুরুষগণ বিষ্ণুর-পরম পদ নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন। "নায়মাত্মাপ্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" (কঠোপনিষদ ১;২.২৩, মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৩)। বাগ্মিতা, মেধা বা বহু পাণ্ডিত্যের দ্বারা পরমাত্মবস্তুকে পাওয়া যায় না। যিনি প্রপন্ন হন তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটই সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকট করিয়া থাকেন।

স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাবলে তাঁহাতে শরণাগত শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব যথাযথ-রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় কৃপাপারম্পর্য্যে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে উহা বাহিরে শব্দব্রহ্ম-রূপে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রূপে প্রকাশিত হইয়া জগজ্জীবের প্রতি অসীম কৃপা বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন—

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৭)

সহস্রফণাযুক্ত শেষ নাগ—যাঁহার একটীফণায় পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী সর্ষপের ন্যায় বিরাজমান—তিনি দশদেহে (ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন) শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং নিরবধি সহস্র বদনে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কারণ ও অংশী ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—যিনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পুরুষ ও ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, ক্ষীরোদ-সাগরের তটে দেবতাগণের প্রার্থনায় যিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, যাঁহাকে যোগিগণ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা-রূপে দর্শন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর কারণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু — [illegible] পুরুষাবতার — পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যি[illegible] স্বেদজলে অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। [illegible] মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র চরণ ও হস্ত এবং সহস্র ন[illegible] ও সর্ব্ব অবতারবীজ (যিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা রুদ্র এবং লীলাবতারসমূহের মূল)। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর কারণ ও অংশী প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু—যাঁহার ঈক্ষণে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, যাঁহার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ এবং প্রশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের লয়। উক্ত প্রথম পুরুষাবতারের কারণ বৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহার কারণ গোলোকস্থ (দ্বারকায়) আদি চতুর্ব্যূহান্তর্গত মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব। দ্বারকায় বলদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, ব্রজে গোপবেশ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ বা প্রথম প্রকাশবিগ্রহ—গোপবেশ শ্রীবলরাম। এই মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সেবক অভিমানকারী, এজন্য তাঁহাকে গুরুতত্ত্বের আকর বলা হয়। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার চরণে তুলসী অর্পণের দ্বারা পূজার বিধান। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব গুরুর চরণে তুলসী অর্পণ বিধিসম্মত নহে, তাঁহার হস্তে তুলসী দেওয়াই বিধি। তুলসী শ্রীকৃষ্ণসেবিকা, গুরু-দেবও শ্রীকৃষ্ণের সেবক বা সেবিকা, উভয়েই শক্তিজাতীয় সেবকতত্ত্ব হওয়ায় এক সেবককে অপর সেবকের চরণে অর্পণ করিতে গেলে মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভগবত্তত্ত্ব বা সশক্তিক অধোক্ষজ বস্তুই পরতত্ত্বের আকর স্বরূপ। "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"(ভাঃ ১।২।১১) তত্ত্ববিদ্গণ 'অদ্বয়জ্ঞান'কে তত্ত্ব বলেন। উক্ত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ রূপে কথিত হন। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অসম্যক্ প্রকাশ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ—পরমাত্মা ও পূর্ণপ্রকাশ—ভগবান্। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভগবত্তা বা সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। 'নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥' (চৈঃ চঃ আঃ ২।৯)

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (চৈঃ চঃ)

"উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই" উক্ত ভগবত্তত্ত্বের দুই প্রকার অবস্থিতি—স্বরূপে ও শক্তিরূপে— "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭) একই ভগবত্তত্ত্বের দুইটী দিক—বস্তু ও বস্তুশক্তি—ভোক্তা ও ভোগ্য (Predominating and Predominated), আরাধ্য ও আরাধক—বিষয় ও আশ্রয়। পরম পুরুষ ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পূর্ণতমা আরাধিকা শক্তি শ্রীরাধিকা। শ্রীবলদেব বস্তু-তত্ত্ব, তাঁহার শক্তিদ্বয় শ্রীরেবতী ও শ্রীবারুণী। তদ্রূপ গৌরলীলায় গৌরনারায়ণের শক্তিদ্বয় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরকৃষ্ণের শক্তি শ্রীগদাধর এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তিদ্বয় শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলায় ও শ্রীগৌরলীলায় রসগত পার্থক্য আছে,—একটীতে মাধুর্য্যপ্রধান সম্ভোগরস, অপরটীতে ঔদার্য্যপ্রধান বিপ্রলম্ভ রস। শক্তি ও শক্তিমান্ দুই লইয়াই পূর্ণতত্ত্ব। ভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তির যে সম্বন্ধ তাহা প্রাকৃত পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধের ন্যায় নহে। কিন্তু ভগবন্মায়ামোহিত জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া তাঁহাতে মনুষ্যবুদ্ধি করতঃ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন — "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনায় তাঁহাদের তত্ত্ব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ॥
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।"

"যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ, যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।"

"অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥"

"করুণাময়, মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই উভয়ের মধ্যে শৌক্র-ভ্রাতৃত্ব লীলার অভিনয় নাই। পারমার্থিক-গণ সেব্য পরমার্থ-বিচারে তাঁহাদিগের 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ং-প্রকাশ'-লীলাদ্বয়ের পরস্পর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্যই তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃদ্বয়' বলিয়াছেন।"

"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-মহিমা বোধের বিষয় হয় না। যে কৃষ্ণনাম সর্ব্বোত্তম, যে এক

স্বধামে শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রধান শুভানুধ্যায়ী শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বিগত ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন চরিত্র পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে

কৃষ্ণনাম তিন সহস্র বিষ্ণুনাম ও তিন রামনামের তুল্য-যে কৃষ্ণনামের মহিমা অনন্ত, সেই কৃষ্ণনামেও অপরাধের বিচার আছে। কৃষ্ণনামাভাসে অশেষ পাপ প্রনষ্ট হয়, এমন কি যোগী-জ্ঞানিগণেরও দুর্লভ মুক্তি অনায়াসে লভ্য হয়। কিন্তু অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণনামের কৃপা হয় না। বৈকুণ্ঠ-বস্তু অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধীয় অবজ্ঞাকে অপরাধ এবং বদ্ধ জীবের প্রতি অন্যায়াচরণকে পাপ বলে। পাপ অপেক্ষা অপরাধের গুরুত্ব অধিক। ঔদার্যামূর্ত্তি শ্রীগৌর-হরি ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপার কৃপার এইরূপ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা অপরাধীকেও কৃপা করিতে ছাড়েন নাই—

"'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪,৩১)

যাহারা ভগবানের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ মানে না, ভগবানের স্বরূপ, ধাম ও পরিকর-গণকে মায়িক মনে করে, এক ব্রহ্ম বৈ দ্বিতীয় নাই জীবই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মে লয় বা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিকেই চরম মৃগ্য মনে করে, তাহাদের মায়াবাদরূপ বিচারজনিত অতিশয় কার্কশ্য দোষ দুষ্ট চিত্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শুদ্ধভক্তিরসের-দ্বারা সরস করিয়া-ছিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধার-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষাও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুতে অধিক কৃপার প্রাকট্য দৃষ্ট হয়। মহাপাপিষ্ঠ ও মহাপরাধীর একমাত্র ভরসাস্থল, যাহার কুত্রাপি গতি নাই তাহার ও একমাত্র গতি এবং আশ্রয়স্থল—এমন যে পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাতে যদি প্রীতির অভাব হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা দুর্দৈবের বিষয় আর কি হইতে পারে? জরাসন্ধ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ আচরণের ফলে অসুর সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়াও শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি অসুর আখ্যাই লাভ করিবে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত নামধারী হইয়া যদি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দাকারী হয় তবে সেও কপট এবং অসুর বলিয়াই আখ্যাত হইবে।

"দুই ভাই একতনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৭৫-১৭৭)

যাঁহার পদরেণু শুদ্ধভক্ত মাত্রেরই বন্দনীয় এবং কাম্য সেই মহাভাগবতোত্তম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিজ স্বাভাবিক নির্ব্যলীক দৈন্যোক্তিপূর্ণ ভাষায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পতিতপাবনত্বের অসমোর্দ্ধ মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে যথা,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৫-২০৭)

সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়াও যে দুর্ভাগা জীব তাঁহার নিন্দা করে তাঁহারও মঙ্গল বিধানের জন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পদরেণু প্রদানের দ্বারা জীব দুঃখকাতরভাব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, —

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

আমাদের পূর্ব্ব গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাস্মরণমুখে এই অযোগ্য দাম্ভিক ব্যক্তিও তৎকৃপালাভের দৃঢ় আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে —

"নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

শ্রীনাম-প্রাপ্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তি

[শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থ-বোধক শক্তি দুইপ্রকার (১) অজ্ঞরূঢ়ি (২) বিদ্বদ্রূঢ়ি। অজ্ঞরূঢ়িতে জগদ্বাসীর জীবন-যাত্রার মান নির্ণীত হয় এবং বিদ্বদ্রূঢ়িতে বৈকুণ্ঠ-বস্তুর দিগ্‌দর্শন হইয়া থাকে। বস্তু-প্রকাশক ইন্দ্রিয়ার্থ-পঞ্চকের মধ্যে শব্দই অন্যান্য চারিটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। বিচার-বৈশিষ্ট্যে শব্দকেই সর্ব্বোপরি বা সর্ব্বময় বলিতে হয়। শব্দের পবিত্রতা সংরক্ষণে যে সমাজ বা যে দেশ যত অসমর্থ, সে সমাজ বা সে দেশ আদর্শ হইতে তত চ্যুত, তত অবাস্তব ও তত অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। যে শব্দের প্রতিষ্ঠা অদ্বয়জ্ঞানে সিদ্ধ হয় না, তাহাই অজ্ঞরূঢ়ি বা জগৎ। জগদ্বাসী শব্দমায়া মোহিত। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি সর্ব্বদাই অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ও বন্ধমোক্ষবিৎ সাধুগণের একমাত্র আশ্রয়। শব্দই আদি, শব্দই অনন্ত, শব্দই বস্তু এবং শব্দই বস্তু-প্রকাশক। "শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু।" (ভাঃ) "পরম ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্ত্তিমান।" ইহা বিলাসগত-বৈশিষ্ট্য মাত্র, ইহাতে তনুগত কোন পার্থক্য নাই। আদ্যবন্তে মধ্যে সর্ব্বত্র শব্দেরই জয়গান। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা শ্রীভগবৎ স্বরূপ-পঞ্চক বা অর্থপঞ্চক সবই শব্দময়। শব্দের ঈষৎস্ফুরণেই রূপাদির প্রকাশ। "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।" (ঋক্)

মহাজন-পদেও দেখা যায়,—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

* * *

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥ (শরণাগতি)

শ্রীনামের অনেক বিলাস আছে যেমন,—

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন,
নন্দতনয় রসকূপ॥
পূতনা-ঘাতনা, তৃণাবর্ত্তহন,
শকট ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল॥ (গীতাবলী)

এই সব লীলোদ্দীপক শ্রীভগবন্নাম সমূহ সাক্ষাৎ শব্দ-বিলাসময় শ্রীভগবন্মূর্ত্তি। রূপবিলাস শব্দ-বিলাসেরই অন্তর্গত। ভক্তিহীন মনুষ্য এই রূপ দেখিয়াও দেখে না, এই শব্দ শুনিয়াও শুনে না। মানবজ্ঞানে প্রকট ও অপ্রকট শ্রীভগবল্লীলাবলীকে স্থান, কাল ও সময়ান্তর্গত করিতে চাহিলেও তাহা কখনই পরিমিত জ্ঞানের বিষয় বস্তু নহেন। পরন্তু স্বরূপস্থ লীলাময় ভাবগুলি ও তদভিন্ন তৎপ্রকাশক শব্দ ও নামগুলি প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ মানবরূপে কখনও কখনও প্রকটিত হইয়া জীবজগৎকে আকর্ষণ করতঃ নিজ অনেক গুপ্ত-নাম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

"তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥" (গীতাবলী)

অতএব শ্রীনামই সর্ব্বোপরি, শ্রীনামাশ্রয়ই শ্রীভগবদাশ্রয়, শ্রীনামপ্রাপ্তিই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি এবং শ্রীনামোচ্চারণই শুদ্ধাভক্তি বা কেবলা ভক্তি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭৩

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৭ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭৩।
৩ বিষ্ণু, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বুধবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৭। { ২য় সংখ্যা

বহির্ম্মুখতা ও কপটতা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩য় পৃষ্ঠার পর)

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? **সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুনবার ছল করে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করেনি, অসৎ লোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে।** ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক্ আর না-ই থাকুক্, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব যে নির্গুণ-বস্তু; জীব যখন নিজকে গুণ-বদ্ধবস্তু মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতের কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আসবার কোন আবশ্যকতা নেই—**জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূল বিষয় হ'তে আমরা তফাৎ হই।**

ভোগরাজ্য প্রতি মুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ কচ্ছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ কচ্ছে, স্ত্রী-হাতী দ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত করবার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ কচ্ছে। অসদ্বস্তুকে সত্য জ্ঞান ক'রে তা'তে উপকার হবে মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সুখটাকে রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা করবার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়্‌শী। যে ভোগী হবে, সে বঞ্চিত হবে—বিদ্ধ হবে। খাবে দাবে নরকে যাবে এই বুদ্ধি, বিচারসম্পন্ন মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি! এই বুদ্ধির হাত হতে রক্ষা করবার জন্য Sugar coating দিয়ে Quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ইতর ব্যোমের অসৎ-শব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে — এই শব্দটাই যত গোলমাল করছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হচ্ছে। তাই গৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয়

সংযোগ ক'রে 'জিলেটিং' দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা কচ্ছেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহা-পাপিষ্ঠদের কার্য্য; তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গীরণ করবেই করবে।

যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না করেন, সেই সকল সাধুর আদর নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমান-কালে যাঁরা লোককে বিপথগামী কচ্ছেন, তাঁদের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমান-কালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁ'রা প্রকৃত সাধু—যাঁ'রা অসাধুকে ধো'রে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ, কপটগণ, চোরগণ তা'দিগকে আবার উল্টো "ঐ চোর"—"ঐ অসাধু"—"ঐ ভণ্ড" ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না—কতরকম ক'রে খাঁটি সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি কচ্ছে।

কুলিয়ায় রাসলীলার গান হচ্ছে— কত শ্রোতা! আর কীর্ত্তনীয়ারই বা কত তাল-মান ভাঁজার কসরৎ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর শুন্‌লে যে নরকের পথে ধাবিত হ'তে হয়, রাইকানুর গান (?) শুনেও তাই হচ্ছে। এতে অদ্বিতীয় কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে না, সেখানে নিজেরাই কামদেব সাজ্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রাইকানুর গান এদের মুখ হ'তে বের হ'তে পারে না। কৃমি যেমন মানুষের সব রক্ত খেয়ে ফেলে—মানুষকে পুষ্ট হ'তে দেয় না, তেম্‌নি এদের যত চেষ্টা, সব অমঙ্গলের পথে যাওয়ার সোপান মাত্র। যা'দের ইন্দ্রিয় জয় হয়নি', তা'রা কি ক'রে রাইকানুর গান গাইতে বা শুন্‌তে পারে? মহাদেবের জন্য যে ব্যবস্থা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্যও কি সে ব্যবস্থা হ'তে পারে? এত লোক যে কালকূট-বিষ পান করতে ধাবিত হচ্ছে—'সুধা' মনে ক'রে গরলের ভাণ্ড বরণ ক'রে নিচ্ছে, তখন আচার্য্যের চীৎকার কি একবারও এদের কাণে যাবে না? সদ্বৈদ্য রোগীর মঙ্গলের জন্য বিনা দর্শনীতে প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছেন, আর রোগিগণ সেই বৈদ্যবিনাশ-কার্য্যে উঠে পড়ে লেগেছে! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌ছে! যে-শাখায় বসেছে, সেই শাখাই কাট্‌ছে!

কপটতা একটা আলাদা জিনিষ। আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধুলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা-মাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এদের কোন-কালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যারা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করে'ছ, তা'দের মঙ্গল হবে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে — নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাক্‌বে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেহ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে যায়—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তা'হলে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলে—হরিভজনের নামে আর কিছু কর্‌লে! লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"
(ভাঃ ২।৭।৪২)

[ভগবান অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি" ও "আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না]

'আমি কে'--এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে, সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা নিয়ত শ্রবণ না করলে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥" (ভাঃ ৬।৩।২৮)

[মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহেই ঐকান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।]

আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন কপটতারাক্ষসী আমাকে আশ্রয় না করে; কারণ, মঙ্গলকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ ব'লেছেন, সরলতার অপর নামই—বৈষ্ণবতা। পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণম্"

আমি কোন ব্যক্তিকে কোন কটাক্ষ ক'রে বল্‌ছি না, প্রকৃত প্রস্তাবে যা'তে আমি সরল হ'য়ে নির্গুণ ভগবানের সেবা করতে পারি, আমাকে সকলে মিলে সেই আশীর্ব্বাদ করুন্। বড় বিপন্ন আমি,—আমার তুল্য বিপন্ন আর কেহ নাই, আপনারা আমায় রক্ষা করুন্—সকলের চরণে আমার এই বিজ্ঞপ্তি—আপনারা আমার মঙ্গল বিধান করুন্। আপনারা যদি আমার মঙ্গল-বিধান করেন, তা'হলে পরম লাভবান্ হ'বেন। আমাকে যে রক্ষা করবে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁ'কে রক্ষা করবেন। আমি হরিকথা জানিনে—হরিকথা শুন্‌বার জন্যে আমার চেষ্টা থাকে মাত্র; কিন্তু প্রতি পদে পদে কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম আমাকে বাহ্য-বিষয়ে প্রধাবিত করিয়ে কপটতা শিখায়। আপনারা দয়া ক'রে আমার মঙ্গল-বিধান করুন্—এই আমার প্রার্থনা সকলের চরণে।

সঙ্গত্যাগ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও জড়দ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন ও আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞানচেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গ-শরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই

সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা শ্রীগীতায় (৫।১৪),—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

"অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্ত-প্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বম্" ইতি—ভাষ্যকারঃ।

পুনশ্চ, (শ্রীগীঃ ১৮।৬০),—

স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে শ্রীগীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন; যথা,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

তত্র ভাষ্যকারঃ—"জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্ ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।"

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার, তৎপ্রসূতা আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদীদিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম-সঙ্গীদিগের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে। (শ্রীগীঃ ৩।২৬),—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার-সঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহু-চেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকে না, তখন তাহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। জীব মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারে না। তখন প্রাক্তন কুসংস্কার তাহার দ্বিতীয় স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারে। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধে (২৩।৫৫),—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসদ্ব্যক্তির সহিত যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অজ্ঞানে অসতের সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে (১২।১-২),—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-বিদ্যা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম—এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়াও জীব সঙ্গদোষ-শূন্য হয় না, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্তহৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ-দোষ দূর হয়। এই সংস্কার-সঙ্গদোষেই রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবা-বজ্ঞা উদিত হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটি নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের

চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। শ্রীকৃষ্ণে একেশ্বর বুদ্ধির বিরোধিনী হইয়া সংসারাসক্তি দুর্ভাগা জীবকে অনন্যশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ, শ্রীভগবন্নামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের সাম্যবুদ্ধি, নামচ্ছলে পাপাচরণ, 'অহংতা মমতা'-জনিত বৈমুখ্য, অপাত্রে নাম-বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সে-স্থলে জীবের আর মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে ?

অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীনারদের সঙ্গবলে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—"যদি তুমি আপনাকে কোনও চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে"। বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্তচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়। এমন কি, আহার ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রী-সঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্মজ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য, তামাক, ধূম্রপান, তাম্বূল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থ-কালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথাজল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কারাসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধনসঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'— এইরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহিলোকের গৃহদ্বার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীর, নিজ শরীর, ভোজ্য-বস্তু, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্রপান, তাম্বূল-ভোজন, মৎস্য-মাংসাদি ও মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করেন না। মুহুর্মুহুঃ ধূম্র-পানে স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তি-গ্রন্থ-পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আস্বাদন ও দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি, ভক্তিপূর্ণ চেষ্টাদ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা-আবশ্যক। শ্রীভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ-দ্বারা ঐ-সকল আসক্তি দূরীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর-ব্রত ও শ্রীজয়ন্তীব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ-সকল আসক্তি দূর হয়। ব্রতনিয়ম-পালনেই আসক্তিক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভোগ্য-দ্রব্য দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য প্রাণ-রক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয় তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয় তোষকদ্রব্য একবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য

প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থা অনুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণ-রক্ষক দ্রব্য-সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্তজীবের ভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্কোচাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, 'কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেন-না, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপি। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে এক মাসব্যাপি ও চতুর্ম্মাস-ব্যাপি (চাতুর্ম্মাস্য) ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। যাহাদের ব্রত-পালন-সম্বন্ধে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা'—এই শ্রীগীতাবচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ি।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ—সংসর্গদ্বয় বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি-দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণবব্রত সমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপট আসিয়া কার্য্যসমুদয় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই তাঁহাদের পক্ষে, অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ কি করিলে হয়? এ-বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতেও পারে, কেন-না, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ-ত্যাগের উপায় থাকে না। যে-পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যক্ত হইতে পারে? পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থবৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? গৃহত্যাগী হইলেও কপটি-বেশ-ধারী ব্যক্তিকে ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন, বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব, অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগসীমা-সম্বন্ধে 'শ্রীউপদেশামৃতে' এইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে,—

> দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
> ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তির নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ের সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগকে দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সৎসঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। সংসারী বান্ধবাদির মিলনে নিতান্ত আবশ্যক বার্ত্তামাত্র বলিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। কিন্তু, যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হ'ন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত

এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয় সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ী-দিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয় সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না এবং সৎসঙ্গও হইবে। এইরূপে অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদগৃহস্থের গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা যাহা পা'ন, উক্ত বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধিযোগের উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না। অতএব, 'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

অজ-ভগবানের জন্মলীলা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যখন কহিলেন (গীতা ৪র্থ অঃ)— "হে অর্জ্জুন, আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছিলাম, সূর্য্য তাহা মনুকে এবং মনু আবার তাহা ইক্ষ্বাকুকে বলেন, এইরূপে পরম্পরা-ক্রমে রাজর্ষিসকল এই যোগের বিষয় জ্ঞাত হন, কিন্তু বহুকাল গত হওয়ায় ইহা বর্ত্তমানে নষ্টপ্রায় হইয়াছে। সেই পুরাতন উত্তম যোগের কথা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া তোমাকে আজ তাহা উপদেশ করিলাম। তুমি এই যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর।" শ্রীভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন — "হে কৃষ্ণ, তুমি বলিতেছ, তুমি এই যোগের কথা পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছিলে, কিন্তু তুমি ত' সূর্য্যের বহু পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি ইহা পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছ, ইহা কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?" তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে পরন্তপ অর্জ্জুন, ইতঃপূর্ব্বে আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরতা-নিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞতা-প্রযুক্ত আমি সে সমুদয় স্মরণ করিতে পারি, তুমি যুগে যুগে আমার পার্ষদরূপে আবির্ভূত হইলেও আমার লীলা-সিদ্ধি নিমিত্ত তোমার জ্ঞান আবৃত থাকায় তুমি তৎসমুদয় স্মরণ করিতে পারিতেছ না।" বিভুচৈতন্য মায়াধীশ ভগবানের ইচ্ছানু-সারে তৎসহ অনুচৈতন্য মায়াবশ জীবের অনেকানেক জন্ম হইলেও জীবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকে না। তাই শ্রীভগবান্ কহিলেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (গীঃ ৪।৬)

—হে অর্জুন, যদিও তোমরা ও আমি—আমরা পুনঃ পুনঃ জগতে আগমন করিতেছি, তথাপি তোমাদের আগমন ও আমার আগমনে পার্থক্য এই যে—আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় অর্থাৎ অনশ্বরস্বরূপ হইয়াও স্বীয় আত্মভূতা মায়া—যোগমায়া—চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই। কিন্তু তোমরা জীবসকল আমার অচিচ্ছক্তি—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রভাবে মায়াবশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ কর, তাই তোমাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে না। জীবের ন্যায় আমাকে কর্ম্মফল-বাধ্যত্বহেতু স্থূল ও লিঙ্গদেহাবৃত্ত হইয়া দেবতির্য্যগাদি যোনি স্বীকার করিতে হয় না। আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর স্থূল ও লিঙ্গদেহ দ্বারা আবৃত হয় না। তবে যে আমার দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, তাহা আমারই স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ সম্ভব হইয়া থাকে। আমার অবিচিন্ত্যশক্তি কোন প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত বিধির বাধ্য হয় না। আমি আমার স্বীয় নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ বা স্বভাবই স্বেচ্ছায় প্রাপঞ্চিক জগতে পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকি।

এস্থলে 'স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়' অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'স্বস্বরূপমধিষ্ঠায়'—এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন—"স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ব্যবহরামীতি" অর্থাৎ "নিজ স্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়াই আমি সম্ভূত হই। দেহদেহিভাব ব্যতীতই দেহিবৎ অর্থাৎ দেহধারী জীববৎ আচরণ করিয়া থাকি।" শ্রীল স্বামিপাদ "স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিং" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল রামানুজাচার্য্যচরণ—"প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ' অর্থাৎ "স্বস্বভাব আশ্রয় পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় স্বরূপে আবির্ভূত হই" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও তাই বলিয়াছেন — তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘনৈকরস-স্বভাবই মায়াকে ব্যাবৃত্ত করা, সুতরাং 'স্বাং প্রকৃতিং' বলিতে স্বস্বরূপই বুঝাইতেছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজস্বরূপেই এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন, আবার স্বেচ্ছায় যথেষ্ট লীলাবিলাসান্তে সেই স্বরূপেই আত্মগোপন করেন—লোকলোচনের অন্তরালে থাকেন।

'আত্মমায়য়া' শব্দ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যদি বল, তুমি তোমার অনশ্বর মৎস্য কূর্ম্মাদি স্বরূপে আবির্ভূত হও, তাহা হইলে তোমার বর্ত্তমান প্রাদুর্ভূত স্বরূপের সহিত পূর্ব্ব প্রাদুর্ভূত সেই স্বরূপসকল যুগপৎ কেন উপলব্ধ হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"আত্মভূতা যা মায়া, তয়া। স্বস্বরূপাবরণ-প্রকাশন-কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়েত্যর্থঃ। তয়া হি পূর্ব্বকালাবতীর্ণ স্বরূপানি পূর্ব্বমেব আবৃত্য বর্ত্তমান স্বরূপং প্রকাশ্য সংভবামীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "আত্মভূতা বা স্বরূপভূতা যে মায়া তদ্দ্বারা। স্বস্বরূপ আবরণ ও প্রকাশন-কর্ম্ম যদ্দ্বারা অর্থাৎ যে চিচ্ছক্তিবৃত্তি বা যোগমায়াদ্বারা সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা—এই অর্থ। এই যোগমায়াদ্বারাই পূর্ব্বকালাবতীর্ণ স্বরূপসমূহ পূর্ব্বেই আবৃত করিয়া বর্ত্তমান স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্ভূত হই, ইহাই অর্থ।" 'মায়া' শব্দে জ্ঞান ও কৃপা অর্থও হইতে পারে।

"যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করি। আমার একান্ত ভক্তগণের আমার অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং আমার ভক্তগণকে দুঃখদানকারী আবার আমাছাড়া অন্যের অবধ্য রাবণ-কংসকেশ্যাদি দুষ্কৃতিশালি ব্যক্তিগণকে বিনাশপূর্ব্বক মদীয় ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তন-লক্ষণ পরমধর্ম্ম যাহা আমি ছাড়া অন্যদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইবার নহে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থাপনার্থ আমি প্রতিযুগে বা প্রতিকল্পে আবির্ভূত হই"। (এস্থলে দুষ্টনিগ্রহকৃত্যে শ্রীভগবানের বৈষম্যও আশঙ্কনীয় নহে, যেহেতু সেই সকল অসুরকে স্বহস্তে নিধন দ্বারা তাহাদের বিবিধ দুষ্কর্ম্মফলস্বরূপ নরকপাত এবং ভীষণ সংসারদুঃখাপ্তি হইতে পরিত্রাণ সম্ভাবিত হওয়ায় তাদৃশ নিগ্রহ অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।) —শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখনিঃসৃত 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'—

বাক্যদ্বারা কলিকালেও তাঁহার অবতার হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীগোপীনাথাচার্যের কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "হাঁ শ্রীচৈতন্যদেব মহাভাগবত হইতে পারেন, কিন্তু কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার হয় না, এজন্যই বিষ্ণুর এক নাম 'ত্রিযুগ', তোমরা তাঁহাকে 'অবতার' বলিতেছ কোন্ বিচারে?"—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য বলিতে লাগিলেন—

"ভট্টাচার্য্য, তুমি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর বটে, কিন্তু পঞ্চমবেদ-স্বরূপ মহাভারত ও সেই ভারতার্থ বিনির্ণয় মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত—এই দুই প্রধান শাস্ত্র-বাক্যে দেখিতেছি তোমার অবধান নাই। সেই দুই গ্রন্থেই কলিতে যে সাক্ষাৎ অবতার আছেন, ইহা সুস্পষ্ট রূপেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কলিতে লীলাবতার নাই বলিয়াই তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিযুগেই যে কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, ইহা ত' স্বয়ং ভগবানেরই শ্রীমুখসিদ্ধান্ত!"

শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।৩৮ শ্লোকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"ইত্থং নৃতির্য্যগ্ঋষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"

["এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা ও মৎস্য প্রভৃতি অবতার-কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।]

এস্থলে কলিযুগে অবতার নাই, একথা ত' বলা হয় নাই। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকায় লিখিয়াছেন—

"কলৌ তু (বধরক্ষণাদিকং) ন করোষি; যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ। অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবন্তু ত্বং ত্রিযুগ ই'তি প্রসিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্ কলিতে তুমি বধরক্ষণাদি অবতার কার্য্য কর না, যেহেতু তুমি কলিতে প্রচ্ছন্ন, অতএব ত্রিযুগে আবির্ভাব-হেতু তুমি 'ত্রিযুগ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"—এই শ্রীকরভাজন-বাক্যে কলিতে শ্রীগৌরাবতারের কথা স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কুতর্ককর্কশ তর্কনিষ্ঠ হৃদয় উহা স্বীকার করিতে না চাহিলেও ইহাই পরম সত্য। মহাভারতোক্ত 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥' শ্লোকেও স্পষ্টই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" ইহাই মূল কথা। শ্রীভগবৎ কৃপা না হইলে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেও তাহাতে বিশ্বাস হইবে না। এইজন্যই শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
(গীঃ ৭।২৫

["আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যামসুন্দর-স্বরূপ নিত্য; ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপে স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়া-রূপ ছায়া দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ় লোকগণ অব্যয়-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"]

মথুরাদ্বারকাদি ধামে কৃষ্ণসূর্য্য সর্ব্বদা প্রকট থাকিলেও জ্যোতিশ্চক্রে সুমেরু শৈলবিরাজিত থাকায় যেমন সূর্য্য সব সময়ে আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হন না, কৃষ্ণসূর্য্যও সেইরূপ নিত্য প্রকটিত থাকিলেও সুমেরু সদৃশ যোগমায়াকৃত আবরণ বশতঃ সব সময়ে সকলের চক্ষুর

বিষয়ীভূত হন না। প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রের সম্মুখ হইতে যোগমায়া তাঁহার আবরণ সরাইয়া লন। তখনই তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ লীলাবিলাসাদিকে দিব্য— অপ্রাকৃত বা অলৌকিক জানিয়া যাঁহারা তাঁহাতে নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, দয়াময় শ্রীহরি তাঁহাদেরই নিকট তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নতুবা তিনি যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া সকলেরই দুর্ব্বোধ্য হন। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

মহাজন-বাক্যও এইরূপ—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয় ধূলাতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

মঠ মন্দিরাদির উপযোগিতা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ]

কোন বস্তুর বা ব্যক্তির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে উক্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে আলস্য হইলে বা উদাসীনতা দেখা গেলে উহার প্রয়োজন স্থির করাও সম্ভব হয় না। কেবল বাহ্য আকৃতির আবশ্যকতা নির্ণীত হইলে এবং উহা পূরণ হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় না। আর্য্য ঋষিগণ এই নিমিত্তই বস্তুর তাত্ত্বিক ও বাহ্য আকৃতি উভয় দিক্ বিচার পূর্ব্বক মনুষ্যের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিশ্বে মনীষী ও বৈজ্ঞানিক প্রকট থাকিলেও তাঁহাদের অধিকাংশই মনুষ্যের তাৎকালিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। স্থায়ী সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা-পূর্ণ উপদেশ আমরা খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকি। অধিকাংশ উপদেশক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া জীবের মুখ্য প্রয়োজন সম্বন্ধে নীরব থাকেন। স্থূলধী মনুষ্যগণ স্থূল বস্তু পাইলেই আনন্দে নৃত্য করে দেখিয়া উপদেশকবর্গও তাহাদের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে তদ্রূপই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মই যে স্থূলের কারণ, ইহা সাধারণ লোকে জানে না ; কিন্তু বিজ্ঞম্মন্য ব্যক্তিগণ উহা জানিলেও অজ্ঞজনের পূজালাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের স্থূল প্রয়োজনের কথাই জোর গলায় বলিয়া থাকেন এবং বাহবা সংগ্রহ করতঃ নিজ মনস্তুষ্টির যত্ন করেন। ফলে জন-সাধারণ স্থায়ী সুখলাভে বঞ্চিত থাকে।

চেতনেরই প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের বিচার থাকে। তাহারই সুখ দুঃখের কথা হয়। জড়ের বোধ না থাকায় সুখ-দুঃখের, ভাল-মন্দের কথা জড় সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বোধযুক্ত প্রাণীর মধ্যে বোধ বিকাশের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্যাদির মধ্যে বা জলচর, স্থলচর ও খেচরাদির মধ্যে তারতম্য বিচারে মনুষ্যের বোধ-শক্তির বিকাশই সমুন্নত। আমরা অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনাদির কথা আলোচনা না করিয়াও আমাদের মনুষ্য-সমাজের কথাই সংক্ষেপে বিচার

করিতে পারি। আমাদের প্রকৃত আবশ্যক কি? কোন্ বস্তু লাভ হইলে আমাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে এবং আমরা স্থায়ী সুখী হইতে পারি? পৃথিবীর মনুষ্যের সুখের জন্য বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক নেতৃবর্গ চেষ্টা করিতেছেন। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ রাজতন্ত্র, কেহ প্রজাতন্ত্র, কেহ সমাজ-তন্ত্র, কেহ বা সাম্যবাদাদি রকমারী মতবাদকে বিশ্বশান্তির মান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। যিনি যে মতবাদই প্রচার করুন, তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে বহু যুক্তিও প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থ নৈতিকদের মধ্যে কেহ ব্যক্তিগত যোগ্যতানুরূপ ধনের, কেহ সমষ্টিগত রাষ্ট্রীয় ধনের এবং কেহ-বা সকলের মধ্যে ধনের সমবণ্টনের পক্ষপাতী। সমাজনেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত পৃথিবীতে নর মাত্রেরই এক সমাজ সংগঠনের, কেহ বা ভৌগোলিক স্থিতিরদ্বারা সমাজ গঠনের, কেহ বা বংশপরম্পরা জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করতঃ সমাজ রক্ষার এবং কেহ-বা গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমাজ সংগঠনের উপকারিতা নিজ নিজ যুক্তির সহিত উপস্থাপিত করিতেছেন। ধর্ম্মনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকারী এবং কেহ-বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের অস্বীকার-কারীরূপে রহিয়াছেন। আবার এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বহু বিভাগ রহিয়াছে।

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না অথচ নীতি মানেন, তাঁহাদের বিচারের সুযৌক্তিকতা বুঝা যায় না। ঈশ্বর—কারণ-চেতন অথবা পূর্ণ-চেতনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে অচেতনের বা প্রকৃতির মুখ্যত্ব ও কারণত্ব বাধ্য হইবে। উহা শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় না।

প্রত্যেক বস্তুর ও ক্রিয়ার কারণ চিত্তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না। জড়ের কোন ক্রিয়া বা বোধ নাই। চেতনের সান্নিধ্য-হেতুই বাহ্যতঃ জড়ের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। "অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ"। সুতরাং ক্রিয়াশীল বস্তুর চেতনতা স্বীকৃত। পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ হইবে যে—জৈব-চৈতন্যই কি মূল চিত্তত্ত্ব, সর্ব্ব কারণের কারণ অথবা এতদ্ভিন্ন অন্য চেতন বা কারণ রহিয়াছে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি জৈব-চৈতন্যই মূল চিত্তত্ত্ব হইত, তাহা হইলে তাহাতে পূর্ণতা, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সকলের উপর নিয়ন্তৃত্ব থাকিত। উহার অভাব সকল জীবেই দৃষ্ট হয় বলিয়া কোন জীবকেই চিত্তত্ত্বের মূল কারণ বলা যায় না। জীব-স্বরূপের চিদ্ধর্ম্ম তাহাকে অচিৎ হইতে পৃথক্ প্রমাণ করিয়াছে। পুনঃ পূর্ব্ব-পক্ষ হইতে পারে যে, যেহেতু জীব চিদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সেই হেতু অসীম চেতন না হইলেও জীব তাঁহারই স্বাংশ হইবে। উত্তরে বলা যায় যে, জীব অসীমের স্বাংশ হইলে জীবও অসীমই হইত। যেহেতু জীব সর্ব্বশক্তিমান নহে, সেই হেতু জীব পূর্ণ চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের স্বাংশ বা বস্ত্বংশ নহে। জীব শ্রীভগবানের প্রকৃতির অংশ। বস্তুর প্রকৃতিতে কোন কোন স্থলে বস্তুর স্বাধর্ম্ম্যের সাদৃশ্য থাকায় অতীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ জীবকে ব্রহ্ম বা ভগবান্ বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। পূর্ণ চিত্তত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার প্রকৃতির অংশ জীবে তাঁহার (সচ্চিদানন্দের) প্রকৃতির অংশই বর্ত্তমান। জীব সচ্চিদানন্দ বস্তু-তত্ত্ব নহে অর্থাৎ ভগবান্ নহে; সাম্বন্ধিক বা সাপেক্ষিক তত্ত্ব। জীব ভগবানের প্রকৃতির অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হওয়ায় ভগবানের সহিত তাহার নিত্য অভেদ সম্বন্ধ এবং তদীয় বিচারে সর্ব্বদাই ভেদ-যুক্ত। চিত্তত্ত্ব অচিৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া অচিজ্জাত মনের গতির বাহিরে স্থিত। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবের নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধই সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুসিদ্ধান্ত। চেতনের ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি আদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অচেতনে উহার অভাব লক্ষিত হয়। যথায় ইচ্ছা, ক্রিয়া ও অনুভূতি রহিয়াছে, তথায়ই ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং কারণ চেতন ও কার্য্য-চেতন উভয়ই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। অতএব শ্রীভগবান্ ব্যক্তিত্ব-রহিত নহেন। আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা হইতে ব্যক্তিত্বের যে সীমাবিশিষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে,

তাহা প্রকৃতির অতীত বস্তুতে আরোপ করা অজ্ঞতার ও পক্ষপাতযুক্তাবস্থারই প্রকাশক। চিৎ, অচিৎ ও তটস্থা শক্তির এবং যাবতীয় কার্য্য-কারণাদির হেতু অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান, পূর্ণ চিত্তত্ত্ব বা অসীম ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহা হইতে, তাঁহার দ্বারা ও তাঁহাতেই সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি। অতএব সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের সুখের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতির কারণ। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ। জৈব-সুখ আপেক্ষিক। এমতাবস্থায় পূর্ণ-চেতন শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-চেষ্টাই জৈব-সুখের উপায়।

জৈব সুখের জন্য যদি রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক নেতৃবর্গ সর্ব্ব-কারণেরও মূলতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া অথবা তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কোন নীতি তৈয়ারী করেন, তাহা হইলে উহা কখনই বাস্তব সুখপ্রদ হইবে না, কেবল অ-সুখের রকমারী ফের হইবে ও মুখ পাল্টাইবে মাত্র। মনুষ্যের মধ্যে আনুকরণিক প্রবৃত্তি থাকায় নেতৃবর্গ যদি শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া শিক্ষা ও ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের সাধারণ লোক তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অবিচারেই উক্ত মত শ্রেষ্ঠ বিচার করতঃ পরস্পর ভোক্তৃ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া নিরন্তর অসূয়া স্পর্দ্ধাদি দ্বারা নিজেদের অহিত সাধন করিবে ও বাস্তব সুখাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে। বহুবিধ সমস্যাচ্ছন্ন দেশে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্যা সমাধানের যত্ন না করিয়া যাবতীয় নীতিসমূহের প্রাণ-কেন্দ্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই দেশবাসীকে নিজে আচরণ করতঃ উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক মূলকেন্দ্রের পরিচয় ও মহিমা অজ্ঞাত বলিয়া তদ্‌বিষয়ে উদাসীন হইতে পারে। তাহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখকর নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় বলিয়া কেন্দ্রের মহিমা অবগত সুধীসকল এবং তত্ত্বদর্শিগণ হিতাহিত-বিবেকহীন কুরুচিবিশিষ্ট সেই জনগণের অসৎ ও অহিতকর মনোবৃত্তির ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন না। তাঁহারা ঐ সকল অজ্ঞজনগণকে ক্রমমার্গে নিয়ন্ত্রিত করতঃ তাহাদের পরম প্রয়োজনসাধক, নিত্য সুখ-বর্দ্ধক শ্রীভগবৎ প্রেমের নিমিত্ত প্রেরণা দান করিয়া সর্ব্বোত্তম দয়া ও প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন। অবোধ শিশুগণ যেমন লেখাপড়া করিতে চাহে না, বিদ্যালয়ের নামে ক্ষিপ্ত হয় দেখিয়া স্নেহময় জনক জননী সন্তানের অমঙ্গলপ্রসূ ভাবসমূহের প্রশ্রয় না দিয়া কখনও স্নেহময় ব্যবহারে এবং কখনও বা তাড়ন-ভর্ৎসনাদির দ্বারা শিশুগণের ভবিষ্যৎ হিতের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। সমাজের অভিভাবকগণ তদ্রূপ মনুষ্যের বাস্তব মঙ্গলের নিমিত্ত সাধারণ লোকের ভবিষ্যৎ-সুখ সুবিধার চিন্তা করতঃ সমাজের মধ্যে আত্মরতি-লাভের ব্যাপ্তির আশায় ক্রমমার্গে কুরুচি-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ পরস্পরের বাস্তব মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন।

শ্রীচৈতন্যানুচরগণ শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বস্তরের লোকের পক্ষে একমাত্র বাস্তব সুখকর ও মৃগ্য জানিয়া তজ্জন্য নানাভাবে যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ, তদনুগ শ্রীশ্রীনিবাস-শ্রীনরোত্তম-শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়, তদনুগ রসিকমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈদান্তিক আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, তৎপরে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ শ্রীরূপানুগবর্য্য আচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া-ধারা জগতে প্রবাহিত রাখিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কেবল অবিভক্ত ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যদেব কথিত প্রেমভক্তির-বাণী নিজ যোগ্য শিষ্য—আচারবান্ আদর্শ-চরিত্র আচার্য্যগণের দ্বারা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির অনুশীলন ও বিস্তার কল্পে তিনি ভারতের বাহিরে প্রায়

৫০টি মঠ মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পরে তাঁহার অধস্তন আচার্য্যগণও শ্রীগুরু-মনোভীষ্ট পূরণের তথা জগতের মনুষ্যগণের বাস্তব মঙ্গলের সন্ধান প্রদানের নিমিত্ত আরও প্রায় শতাধিক মঠ মন্দির প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্গই মনুষ্যকে সু বা কুপথে প্রেরণা দিয়া থাকে। সঙ্গ হইতেই মানবের প্রবৃত্তির উদয় ও বিকাশ হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত রুচি পরিবর্ত্তনের অথবা স্বভাব সংগঠনের অন্য কোন সহজতর ও সুনিশ্চিত পন্থা নাই। তজ্জন্যই আর্য্য ঋষি ও আচার্য্যগণ প্রাচীন ভারতের নানা-স্থানে আশ্রম, মঠ মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তথায় সাধুসঙ্গের, সৎশাস্ত্রালোচনায় এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ পরতত্ত্ব অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এবং বিশ্বের সর্ব্বপ্রাণীর সু-হিতের জন্য আত্ম-নিয়োগের সুব্যবস্থা থাকে।

সকল স্তরের সকল প্রাণীই সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া— দুঃখ দূর ও সুখলাভের জন্যই নানাবিধ আইন প্রণয়ন, সদসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, বহু ক্লেশে বিদ্যার্জ্জন, সমাজ সংস্কারাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং এত বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখের রূপটি কি, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সুখের কি বাস্তবিক কোন সত্তা আছে অথবা উহা কেবল ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন-জনিত একপ্রকার অনুভব মাত্র? দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন— 'আত্মার রূপই সুখের রূপ'। 'আত্মা' বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই বুঝায়, আত্মার কারণ-স্বরূপই পরমাত্মা বা ভগবান্। সুতরাং মূল সুখের স্বরূপই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। অনুসুখরূপ আত্মাই বিভু সুখস্বরূপ শ্রীভবানের অন্বেষণ করে ও আস্বাদন করে। অনু-আত্মা ও বিভু-আত্মা উভয়ই ব্যক্তি। সুতরাং সুখের ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। এই ব্যক্তিত্ব প্রাকৃত নয়—চিন্ময়— অপ্রাকৃত। সুখ অপ্রাকৃত হওয়ায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সুখের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যদিকটা চিন্ময় সুখের মায়া বা ছায়া মাত্র। যাঁহারা বাস্তব-সুখ প্রার্থী, তাঁহারা সুখের ছায়া-রূপে বা মায়াতে প্রকৃত সুখাস্বাদন সম্ভব নয় জানিয়া অপ্রাকৃত নিখিল সুখ স্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণান্বেষণই তাঁহাদের সাধন। তাঁহারা সকলকেই শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের সাধ্য ও সাধন, এবম্প্রকার সাধুগণই শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠের সেবক। এই মঠের সেবকগণ বিশ্বের সকল জীবের স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিহিত জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা কপটতা না করিলে কি-প্রকারে অন্যান্য মনুষ্যকে কৃষ্ণতর বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন? শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত পথে তথা শ্রীভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক-মার্গে নর মাত্রেরই বাস্তব কল্যাণ সুনিশ্চিত জানিতে পারিয়া তদ্ভিন্ন অনিশ্চিত পথে বা সময়ক্ষেপের পথে চলেন না এবং চলিবার উপদেশও কোন ব্যক্তিকে করেন না। অনন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিই এই মঠের জীবাতু। এবম্প্রকার মঠাদির প্রাকট্য না থাকিলে আমাদের ন্যায় ইতর চেষ্টা-বিশিষ্ট জনগণের শ্রীকৃষ্ণো-ন্মুখ হওয়ার এবং বাস্তব সুখাস্বাদনের পথে গমনের সুযোগলাভ হইত না।

বিশ্বাসযোগ্য শ্রীভগবদনুকূল অনুশীলনের স্থান প্রকট না থাকিলে, আত্মধর্ম্মের নামে দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা ছলধর্ম্মাদি সমাজে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিবে। যেমন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ভাগে পূর্ব্বে বিশ্বাসযোগ্য শুদ্ধ খাদি-ভাণ্ডার প্রকাশিত না থাকাকালে অর্থলোভী দোকানদার-গণ জাপানী খদ্দর বিক্রয় করতঃ দেশের প্রাপ্য টাকা বিদেশে পাঠাইত, তাহাতে দেশের গরীবের হিত সাধিত হইত না, তদ্রূপ নির্ভরযোগ্য শ্রীভগবদনুকূল অনুশীলনের কোন প্রতিষ্ঠান বা মঠ মন্দির না থাকিলে সাধারণ লোক ধর্ম্মের মার্কা দেখিয়া ছলধর্ম্ম যাজন করতঃ নিজেদের শক্তি ও ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অবাঞ্ছিত স্থানে নিয়োগ করিবে। এই নিমিত্তই বর্ত্তমান জগতে, যে-সময়ে মনুষ্যগণ ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া নিজেদের ও সমাজের অহিত সাধনে ব্রতী হইতে চলিয়াছে, সেই

সময়ে সদ্ধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

শ্রীভগবৎ-প্রেমলাভের নিমিত্ত যাঁহারা মঠাশ্রয় করেন, তাঁহারা ভোগের বা ত্যাগের কসরৎ করিয়া নিজেদের মূল্যবান্ সময় ও শক্তি ব্যয় করেন না। শ্রীভগবৎ-প্রীতির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্র ও মহাজন অনুসৃত-পথে বিষয়াদি গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যুক্ত-বৈরাগ্যই ভক্তির সহায়ক। কেবল চিন্মাত্র-বোধ অথবা বিষয়ে বিরক্তিই ভক্তির হেতু নয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গই ভক্তির হেতু ও পোষক। ভক্তি-সাধনকারী যে কোন বর্ণে ও আশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া—তত্তদ্ বর্ণ এবং আশ্রমে অভিমানরহিত হইয়া শুদ্ধ সাধু ভক্তের সঙ্গ দ্বারা ভক্তি পুষ্ট করতঃ ক্রমশঃ শ্রীভগবৎ-প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারেন। নিষ্কপট সেবাই সাধুসঙ্গ বা শ্রেষ্ঠের সঙ্গলাভের অব্যর্থ উপায়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি কেবলমাত্র ভক্তির অনুকূল অনুশীলনের স্থান নহে, পরন্তু ভক্তি-সমৃদ্ধি ও বিস্তারের স্থান। অশান্তচিত্ত, ত্রিতাপ দগ্ধ, সাংসারিক বিবিধ জ্বালায় জর্জ্জরিত ব্যক্তিগণের অশান্তি বিদূরণের, জ্বালা নিবারণের ও সুখ সন্ধানের তথা প্রকৃত শান্তিলাভের আশ্রয় স্থল। সুতরাং এইরূপ মঠ মন্দিরাদির উপ-যোগিতা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত। কিন্তু যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি মঠ মন্দিরাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়াও উহাকে নিজেদের ভোগাগারে পরিণত করে এবং নিজেদের পার্থিক ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য বিষয়রূপে ব্যবহারের ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মঠ মন্দিরাদি পতনের ও বন্ধনের স্থান হইবে। বিষয়-বিমূঢ় কপটগণ শ্রীহরি-সেবার নামে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, সাধুভক্ত এবং শ্রীভগবৎ-সেবার উপকরণ-সমূহকে কৌশলে ভোগের চেষ্টা করিলে অথবা ছলধর্ম্মের অবতারণা করিলে কেবলমাত্র তাহারাই মঠ মন্দিরাদির প্রকৃত উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইবে। সজ্জনগণের বা সেবনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণান্বেষণকারী সাধকগণের কখনই অমঙ্গল হয় না। ভক্ত-বৎসল শ্রীহরি নিজ-ভজনেচ্ছু সাধকদিগকে নানাভাবে সন্মার্গ প্রদর্শন করতঃ স্বীয় চরণকমলের মধুপানের সুনিশ্চিত সুযোগ প্রদান করেন। ধূর্ত্ত ও পাষণ্ডগণ কোথাও কোথাও কখনও মঠ মন্দিরাদির অপব্যবহার করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা যদি বাস্তবমঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বজনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে তফাৎ থাকি, তাহা হইলে মঠ মন্দিরাদির কোন অসুবিধা হয় না; কেবল অবিবেচক আমরাই উহার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হই। বর্ত্তমান বিশ্বে যে-সময়ে মনুষ্যের জড়-বিষয়-লোলুপতা সীমাহীন, শাস্ত্র-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য অতি প্রবল, নীতি পদদলিত, পরস্পরের মর্য্যাদা প্রায় সর্ব্বস্তরে লঙ্ঘিত হইতেছে এবং হিংসা আদি অহিতকর কার্য্যে লোক যেরূপ প্রমত্ত, সেই সময়ে সর্ব্বজনহিতকর ও সজ্জনগণের আশ্রয়স্থল শুদ্ধভক্তিমঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা সমধিক বিবেচিত হইতেছে। হিন্দু, অহিন্দু আদি নিঃশ্রেয়সার্থীর পারমার্থিক আশ্রয়-স্থল পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রকাশিত হউন, ইহাই শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে প্রার্থনা।

— পরলোকগত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের —
॥ সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ॥

স্বধামগত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৮৯৫) যশোহর জেলার চাঁদড়া গ্রামে মধুমতী নদীতটে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুখোপাধ্যায় পরিবারে ৺বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফুকুরা হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইণ্টারমিডিয়েট

পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন কলিকাতা মেট্রোপলিটন্ কলেজ হইতে। অতঃপর কুমিল্লা জেলার ময়নামতি স্কুল অব্ মাইনস্ হইতে তিনি সার্ভে পরীক্ষায় পাশ করেন।
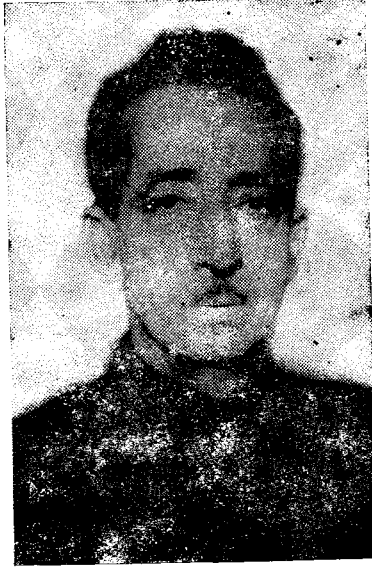
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে সৎ-সাহস উৎসাহ এবং কর্ম্মদক্ষতাহেতু অল্পদিনের মধ্যে তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া-কলিকাতা করপোরেশনে যোগদান করেন।

যৌবন বয়সেই তিনি দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথমে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে যশোহর খুলনা সেবা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকরূপে তিনি বাংলায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের কষ্ট নিবারণার্থ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগকালে তিনি স্বনামধন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হিন্দু মহাসভার সভ্য হন। জন্মভূমির প্রতি মমতা-বশতঃ তিনি নিজের পিতৃভিটা ও গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর জন্মস্থান হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হইয়া দক্ষিণ কলিকাতায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার দেশপ্রীতি নিবন্ধন স্বজন, গ্রামবাসী, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তদ্দারা নানাভাবে উপকৃত হইয়াছেন। ছাত্রজীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হওয়ায় দীন-দুঃখীর প্রতি তিনি ছিলেন অত্যধিক দয়ালু এবং দানে মুক্ত হস্ত। আপন বেশভূষায় ও আহার-বিহারাদিতে তিনি অত্যধিক সংযমী ছিলেন। পরার্থপরতাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত তিনি অবৈতনিক পরিচালকরূপে যশোহর খুলনা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা করপোরেশনেও তিনি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও ব্যবহার-নিপুণতাহেতু সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ নির্দ্দেশ ও সহায়তায় অনেকেই উন্নতিলাভ করিয়াছেন। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সুন্দর হাস্যরস ও প্রবল আকর্ষণশক্তিবলে মুগ্ধ হইয়াছেন। ন্যায় ও সত্য নিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, বহু প্রতিরোধ সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার বিধানে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গম্ভীর প্রকৃতি, সরস আলাপ, সহৃদয় আচরণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সুচিন্তিত সৎ পরামর্শ প্রভৃতি সদ্‌গুণ চিরস্মরণীয় ও আদর্শস্থানীয়।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা করপোরেশন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সমাজের নানা দুর্নীতি দূর করিবার দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম উভক্ষেত্রেই প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।

শ্রীভগবানে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। ভগবদিচ্ছায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার সেই বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়, তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংস্পর্শে আসিয়া মঠের একজন পরম অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ী বান্ধবরূপে পরিগণিত হন।

পূজ্যপাদ মহারাজের দক্ষিণ কলিকাতার কোথায়ও মঠের একটি স্থায়ী শাখা স্থাপনের সদিচ্ছা জানিতে পারিয়া মণিকণ্ঠ বাবু তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও চেষ্টান্বিত হন। ভগবদিচ্ছায় একটি প্লটের অনুসন্ধানও মিলিয়া যায়। দৈবপ্রেরিত একজন ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য মাড়োয়ারীর প্রদত্ত অর্থানুকূল্যে দুইটি বিল্ডিংসহ ঐ জমিটি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভাড়াটিয়া উঠাইয়া দখল লওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। ক্রমশঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবাপ্রাণতায় ও সেবা-বুদ্ধি কৌশলে জমি ও জমির উপরিস্থিত অট্টালিকা-দ্বয়ের দখলও লওয়া হইল। কিছুদিন তথায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পূজা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি মঠসেবাকার্য্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবার পর তথায় শ্রীভগবদিচ্ছায়ই সুরম্য নূতন মন্দির ও বিরাট পঞ্চতল মঠসৌধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইল। মণিকণ্ঠ বাবু নিজে সার্ভেয়ার বলিয়া মঠ মন্দিরের প্লানিং ও ডিজাইনের কুটিনাটি পূজ্যপাদ মহারাজকে বুঝাইয়া দেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে প্লান অনুমোদন ও গঠনকর্ম্ম তত্ত্বাবধানাদি বিষয়ে মহারাজকে নানাভাবে সহায়তা করেন। শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় কএকজন ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রাণা মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী সজ্জন ও মহিলার অর্থ-সাহায্যে অভাবনীয় ও অলৌকিকভাবে শ্রীমঠ মন্দিরের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সমস্ত কার্য্য অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বয়ং আসিয়া সর্বসময়ে পর্য্যবেক্ষণ না করিতে পারিলেও তিনি টেলিফোন যোগে বা লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সহিত প্রথম পরিচয়াবধি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য না হইয়াও তিনি তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন যে, তাদৃশী শ্রদ্ধা-প্রীতি অনেক দীক্ষিত শিষ্যেও দেখা যায় না। মঠের সম্পর্কে আসা অবধি মঠই যেন ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান, কি করিয়া মঠের শ্রীবৃদ্ধি হয়, মঠের প্রচার বৃদ্ধি পায়, ইহা তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই চিন্তা করিতেন। শুধু নিজে নহে, আত্মীয়-স্বজনগণকেও মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে, মঠের সেবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ করিতেন। মঠের একটু প্রশংসা কাহারও মুখে শুনিলে তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইতেন। যতদিন আসিবার সামর্থ্য ছিল ততদিন নিজে কষ্ট করিয়া আসিয়া মঠমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য দর্শন, যেখানে যে কার্য্যটি হইলে দেখিতে সুন্দর হয়, তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রদান করিয়াছেন। অর্থাভাব জন্য আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে আমাদিগকে কতই না উৎসাহ প্রদান করিতেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকটও তিনি মঠের সেবার জন্য নিজে ভিক্ষা চাহিয়াছেন—মঠই যেন ছিল তাঁহার জীবাতু।

রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় নিজের শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও আমরা শুনিয়াছি মঠমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যটি কিভাবে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি প্রায় সবসময়েই চিন্তা করিতেন। আজ মঠমন্দির যে এমন সুন্দর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছে, ভগবদ্গৃহে এই আলোকদান সেবার মূলে আছে মণিকণ্ঠ বাবুর প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা। তাহা তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া স্ব-স্ব সামর্থ্যানুযায়ী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবার কথা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে ত' তাঁহার প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা—সর্ব্বতোভাবে মঠের সেবা করিয়া গিয়াছেনই, তাঁহার পুত্রকন্যা এমন কি জামাতাগণ দ্বারাও মঠসেবায় আনুকূল্য করাইয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদের মঠের দীক্ষিতশিষ্য না হইয়াও মঠের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমরা দীক্ষিতাভিমানী হইয়াও তাদৃশ প্রাণবন্ত হইতে পারি নাই। মঠের জমি সম্বন্ধে নানা জটিল সমস্যা সমাধানার্থ তিনি শারীরিক অসমর্থতাকে তুচ্ছ করিয়াও রাঁচি পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন সেবাপ্রাণ অন্তরঙ্গ বান্ধবকে হারাইয়া পূজ্যপাদ মহারাজ

অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছেন,—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥" মণিকণ্ঠবাবু শুধু যে মহারাজেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার অমায়িক স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মঠবাসী সকলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনিও মঠ-সেবকগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতেন। এজন্য তাঁহার প্রয়াণে মঠসেবকমাত্রেরই প্রাণ কাঁদিয়াছে। তিনি প্রায়ই মঠের সেক্রেটারী শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে ডাকাইয়া তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করাইতেন, নিজে ত' শুনিতেনই, যাহাতে গৃহের আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সদ্ধর্ম্মানুরক্ত হন, তদ্বিষয়েও তাঁহার আন্তরিক স্পৃহা ছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার ভক্তবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিবিশিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক অনেকেই একে একে অন্তর্দ্ধান করিতেছেন দেখিয়া, বিশেষতঃ মঠগত প্রাণ প্রিয়তম মণিকণ্ঠবাবুও যাহাতে মঠপ্রবেশ উৎসব দেখিয়া যাইতে পারেন, এজন্য পূজ্যপাদ মহারাজ মঠনির্ম্মাণকার্য্য অনেক বাকী থাকা সত্ত্বেও শীঘ্র শীঘ্র গত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৬৭) নবনির্ম্মিত মঠমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথের নবমন্দিরে প্রবেশ এবং শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন-মহোৎসব সম্পাদন করাইলেন। মণিকণ্ঠ বাবুর শয্যা হইতে উঠিবার সামর্থ্য নাই কিন্তু তিনি তচ্ছ্রবণে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উল্লাস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বহুদিনের স্বপ্ন আজ এতদিনে সার্থক হইল জানিয়া অন্তরে যে অনাবিল আনন্দ অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভাব-জনিত পরম দুঃখের মধ্যেও আমাদের ইহাই একমাত্র শান্তির কারণ হইয়াছে। তিনি অন্ততঃ তাঁহার জীবদ্দশায়ই অনুভব করিয়া গেলেন যে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত এত সাধের নবনির্ম্মিত মঠ মন্দিরে তাঁহার আরাধ্য দেবতা—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধানয়ননাথ-জিউ তাঁহাদের সেবকগণ সহ শুভবিজয় করিলেন। ২৬শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী — বাংলা ১২ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী মহামহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইবার সংবাদও তিনি পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়া গিয়াছেন—মহাপ্রসাদ এবং চরণামৃতও ভক্তিভরে সম্মান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার সকল আশাই পূর্ণ করিয়া উৎসব সমাপ্তির পর দিবস ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁহাকে তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতিময় অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে চির-আশ্রয় প্রদান করিলেন। অকস্মাৎ অশনিসম্পাতের ন্যায় তাঁহার প্রয়াণ-বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীল মহারাজ ও তৎসহ কতিপয় মঠসেবক তাঁহার গৃহে ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহার কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাপূত কলেবরকে শ্রীভগবৎ প্রসাদী নির্ম্মাল্য দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধিত করত পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে শ্রীভগবৎ-কথা কীর্ত্তন দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই বিভিন্নস্থান হইতে আসিয়া মিলিত হইলে পরদিন তাঁহাকে সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় তাঁহার বড় সাধের মঠে আনা হইল। ভক্তগণ করুণ সুরে গাইয়া উঠিলেন শ্রীনামগান। মহারাজ অশ্রুভারাক্রান্ত-নেত্রে প্রিয় ভক্তের ললাটে শ্রীভগবৎ-প্রসাদী চন্দন এবং গলদেশে প্রসাদী পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। তখনকার সেই হৃদয়বিদারক চির বিদায়ের করুণ দৃশ্য দর্শনে অশ্রু সম্বরণ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। ভক্তগণ শেষের সম্বল শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিতে দিতে তাঁহার বিমানারূঢ় দেহকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া চলিলেন এবং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন মধ্যে যথাবিধি শেষকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

সাংসারিক কর্ত্তব্যের প্রতিও মণিকণ্ঠ বাবুর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল, তিনি ছিলেন প্রীতিপূর্ণ গৃহস্বামী, স্নেহময়

পিতা। তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও পরমা ভক্তিমতী, তাঁহার পঞ্চপুত্র যথোচিত শিক্ষা ও বৈদেশিক ট্রেণিং এর ফলে সকলেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; তাঁহার কন্যা, পুত্রবধূ ও জামাতাগণও শিক্ষা দীক্ষায় মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন। তাঁহার মধুর আচরণে ও সস্নেহ শাসনে সংসারটি যেন একসূত্রে গ্রথিত পুষ্প-মাল্যের ন্যায় সুসংবদ্ধ। তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবচ্চরণে রতিমতি সম্পন্ন হইয়া মণিকণ্ঠবাবুর পরলোকগত আত্মার সন্তোষ বিধান করুন — নিজেরাও নিত্য কল্যাণ লাভ করিয়া মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করুন, ইহাই তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ি-স্বরূপে ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্ব-সাত্বতশাস্ত্রই ভগবদ্ ভজনকেই পরম নিঃশ্রেয়স বলিয়া জানাইয়াছেন।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1.	Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta 26.
2.	Periodicity of its publication :	Monthly.
3.	& 4. Printer's and publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary.
	Nationality ;	Indian.
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5.	Editor's name ;	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
	Nationality :	Indian
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, calcutta-26.
6.	Name and address of the owner of the news paper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

Dated 29-3-1967

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কে ভগবানের দর্শন পায় ?

উত্তর—ভগবান্ একমাত্র ভক্তিমানের লভ্য। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর দৃশ্য নহেন। উপরিচরবসুর যজ্ঞে ভগবান্ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উপরিচরবসু তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই যজ্ঞে পুরোহিতবর্গ ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। (বৃঃ ভাঃ)

প্রশ্ন—মুক্তগণ কি সেবা করেন ?

উত্তর—ভগবানের ন্যায় জীবের সচ্চিদানন্দত্বাদি ধর্ম্ম আছে। সুতরাং তাহারা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অংশত্ব-হেতু ভিন্ন। মুক্তির পরেও সেই ভেদ বিদ্যমান থাকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :— বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া কোন কোন জীব স্বেচ্ছায় ভগবৎ-সেবোপযোগী দেহ গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকে।

পদ্মপুরাণও বলেন—ভগবানে লীন হইলেও নৃদেহ মুনি পুনর্ব্বার নারায়ণ নামক মুনিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

নৃসিংহ-পুরাণও বলেন—বেশ্যাসহ কোন বিপ্র ভগবানে লীন হইলেও পুনরায় ভার্য্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—অন্তর্দর্শন ও সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনে কি বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর— ধ্যানে ভগবদ্দর্শন ও সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের অভাবে স্বামীহীন অনাথের ন্যায় মনে হয়। সাক্ষাৎ দর্শনে ধ্যানাদি দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখ লাভ হয়। এজন্য প্রহ্লাদ স্বীয় হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও বাহ্যচক্ষুতে সর্ব্বদা প্রভুকে দর্শন করিতে অভিলাষ করেন।

(বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলা কি ঠিক ?

উত্তর—যোগবাশিষ্টে দেখা যায়—যাহারা অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' উপদেশ করে, তাহারা সেই অপরাধে অনন্তকাল নরক ভোগ করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন—যে ব্যক্তি মায়িক বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া 'অহং ব্রহ্ম' বলে, সে ব্যক্তি কল্পকোটী সহস্র বৎসর নরকে পচিয়া থাকে।

অন্য শাস্ত্রও বলেন—সংসারী ব্যক্তি যদি 'আমিই ব্রহ্ম' একথা বলে, তবে সেই দুর্ভাগাকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করিবে। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—মায়াবাদ কে প্রচার করেন ?

উত্তর—মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবানের আদেশে ইহা প্রচার করেন।

পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী বলিয়াছেন—দেবি, কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে আমার দ্বারাই অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ কথিত হইয়াছে। ইহাতে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য এবং নির্গুণ-স্বরূপই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌযুগে—আমি জগৎকে মোহিত করিবার জন্য ইহা প্রচার করিয়াছি। যদি বল, এরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিলেন ? শ্রীকৃষ্ণের আদেশে করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—শঙ্কর, তুমি কল্পিত তন্ত্র-শাস্ত্র দ্বারা দুর্ভাগা লোকসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর। শ্রীভগবানের এই আদেশে আমি হরিবিমুখজনের জন্য এই অসৎ মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি।

প্রশ্ন—গুরু কি কৃষ্ণের অবতার ?

উত্তর—কৃষ্ণস্য মহানবতারস্তে তব গুরুঃ। শ্রীকৃষ্ণের অবতার তোমার মহান্ গুরু। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—কোন্ ভক্তি অনুক্ষণ করণীয় ?

উত্তর—নিরন্তর মন্ত্রজপাদির আসক্তি পরিত্যাগ

করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। তবে ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ বিধেয়। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—লীলাকথা শ্রবণ কি অবশ্য কৃত্য?

উত্তর—ভক্তিবোধক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অনুশীলন কর। ভগবানের লীলাকথা প্রত্যহ শ্রবণ কর। নবধা ভক্তির মধ্যে প্রথমতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাকথা শ্রবণ। তাহা পরমাকর্ষক বলিয়া পরমহিতকারী। প্রীতির সহিত লীলা-কথা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাই কি মঙ্গলের মূল?

উত্তর—হাঁ। নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাসের সহিত করিলেই প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হন। শ্রদ্ধা হইতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে প্রেম। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।' এই ভক্তিদ্বারাই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—হৃদ্‌রোগ কি?

উত্তর—ভক্তি কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই হৃদ্‌রোগ। স্বসুখকামনা ভগবৎ-প্রাপ্তির বিরোধ বা বাধক। এজন্য ভক্তি প্রীতির সহিত করা কর্ত্তব্য। কি জন্য? প্রীতিতে অন্য ফলানুসন্ধান থাকে না। এজন্য তাহা সুখস্বরূপ। প্রথমে কিছু কামনা থাকিলেও প্রীতির সহিত শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

হৃদয়ে অন্য কামনা উপস্থিত হইলে বিবিধ চিন্তারূপ জ্বর উপস্থিত হয়। তাহা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই অনর্থজনক। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কোথায় থাকেন?

উত্তর—নবধা ভক্তি যে-স্থানে প্রীতির সহিত সম্পাদিত হয়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ। সেই সেই স্থানে শ্রীহরি সর্ব্বদা বিরাজ করেন। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি—

'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥'

যে স্থানে ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন—ভজন করেন, সেই স্থান বৈকুণ্ঠ হইলেও শ্রীভগবান্ বিচিত্র সৌন্দর্য্য-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের ন্যায় অন্যত্র সর্ব্বদা দৃষ্ট হন না। এজন্য ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোকের অবশ্য অপেক্ষা করেন। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—বদ্ধ ও মুক্তের ধারণায় কি ভেদ?

উত্তর—সা ভক্তির্নিজেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারতয়ৈব নবীন সেবকানাং ভক্তৌ প্রথম-প্রবর্ত্তমানাং প্রতিভাতি। কিমর্থং? প্রীত্যা সম্যক্ প্রবৃত্তয়ে 'অহো মম কর্ণ-জিহ্বাদীনীমানি ভগবন্নামানি গৃহ্ণন্তি সন্তি' ইতি হর্ষেণ তত্র নিষ্ঠাসম্পত্তয়ে; অন্যথা স্বপ্রয়াস সাধ্যত্ব অভাবেন তত্র তত্র ঔদাসীন্যাপত্তেঃ।

প্রথম প্রবর্ত্তমান নবীন সেবকগণের প্রবৃত্তি বা উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সেই ভক্তি নিজেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা মনে করেন—অহো! আমার কর্ণ ভগবন্নাম শ্রবণ করিতেছে, আমার জিহ্বা হরিনাম করিতেছে—এইরূপে তাঁহাদের হর্ষযুক্ত নিষ্ঠা সঞ্জাত হয়। নতুবা নিজ প্রয়াসের অসাধ্য মনে হইলে তাঁহারা উদাসীন হইয়া পড়িবেন।

ভক্তিনিষ্ঠ মহদ্‌গণ ভক্তিকে নিজশক্তির অধীন বা নিজ ইন্দ্রিয়সাধ্য মনে করেন না। পরন্তু ভক্তিকে তাঁহারা ভগবানের পরমানুগ্রহ বলিয়াই জানেন। ভক্ত ভক্তিকে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদরূপেই অনুভব করেন, নিজ শক্তিসাধ্যত্বরূপে নহে। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—সত্বর ভগবৎ-প্রাপ্তি কিসে হয়?

উত্তর—ব্রজভূমি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

যাঁহারা সকলের সর্ব্বাভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে অচিরে প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজভূমিই শ্রেষ্ঠ।

তুমি ব্রজভূমিতে গিয়া শ্রীভগবানের সদা সঙ্গ-আশা করিয়া নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তির মধ্যে প্রধান শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-রূপা ভক্তির অনুষ্ঠান কর। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবে তোমার শীঘ্রই প্রেম-সম্পত্তির উদয় হইবে।

ত্বরয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত্যর্থং প্রায়ো ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনং কার্য্যম্।

নিষ্কাম হইয়া ভগবানের সুখের জন্য নিরন্তর হরিনাম করিলে সাধক শীঘ্র সমস্ত অপরাধ ও অনর্থমুক্ত হইয়া সত্বর ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রভাবে যুগপৎ অনর্থনাশ ও অর্থপ্রাপ্তি হয়। অনিষ্টনাশের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টপ্রাপ্তিও সহজেই হয়। শাস্ত্র বলেন—

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥ (চৈঃ, চঃ)
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥ (চৈঃ, ভাঃ)
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রশ্ন—মনঃসংযম কি বিশেষ দরকার?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— (১১।২৩।৪৭)

একমাত্র মনোজয়েই সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় সিদ্ধ হয়। মন মহাবলবান্, অতিচঞ্চল, সত্ত্ব ভয়ানক অনর্থশত-উৎপাদন ক্ষম, পরম দুর্ব্বশ ও দুর্ব্বার। এই মন বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠ। যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সকল সংসারকে বশীভূত করিতে পারেন। দেবগণও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন।

স্বধর্ম্ম, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন সকলের চরম ফল মনঃসংযম। এজন্য মনের দমনই পরম যোগ।

(বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—স্মরণ অপেক্ষা কি কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—বৈষ্ণব-মহাজনগণের মতে স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম।

কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি বা নৃত্য করে এবং মনেও বিহার করে অর্থাৎ স্বয়ংই মানসযুক্ত হইয়া থাকে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ বা মনন আপনা হইতেই হয়। সেই কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকেও সেবকবৎ অধীন করিয়া থাকে। সেই কীর্ত্তন আত্মার ন্যায় নিজ সেবক শ্রোতৃবৃন্দকেও উপকৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব কীর্ত্তনই চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ। কীর্ত্তন ব্যতিরেকে মন স্মরণ-সামর্থ্য লাভ করিতে পারে না। মন চঞ্চল হইলে স্মরণও সিদ্ধ হয় না। এজন্য কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায়ে চঞ্চল মনকে স্থির করা অসম্ভব। সাধুগণ কীর্ত্তনের দ্বারাই লোকের চিত্তকে স্থির করিয়া থাকেন।

সাধুর শ্রীমুখে হরিকথাকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করিলেই চিত্ত অনায়াসে স্থির হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। শ্রীনামকীর্ত্তন-কারীকে নরকে যাইতে হয় না, স্বর্গলাভ ও ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, নামাভাসে মুক্তি লাভ হয়। সেই ভগবন্নাম-কীর্ত্তন যে সমস্ত অঘ নাশ করিয়া পরম ফল উৎপাদন করিবে, তাতে সন্দেহ কি?

সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেই সেই সমস্ত যুগের সাধনফলও অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

ধ্যান-যাগ-পূজাফলং সর্ব্বং কীর্ত্তনফলে অন্তর্ভবতি। জিতং সর্ব্বং জিতে রসে। বাগিন্দ্রিয় বা জিহ্বা জয় হইলেই সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় হয়। কীর্ত্তন-প্রভাবেই ইহা সম্ভব। বাক্য বা জিহ্বা কীর্ত্তনরত হইলেই তাহাকে বাক্য সংযম বলে। ইহা দ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

যাহাতে যাহার প্রীতি বা যে-সাধনে সুখোৎপত্তি হয়, তাহার পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং তাহাই অনুক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যাহার যে ভক্তি-অঙ্গে রুচি, তাহার পক্ষে শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত সর্ব্বদা সেই সাধন করা কর্ত্তব্য।

যেহেতু প্রীতির সহিত সাধন হইলে অতি শীঘ্র সিদ্ধি হয়।

প্রীতিবিষয়ত্বাৎ অচিরেণ নিজেষ্টসম্পাদনযোগ্যত্বাৎ। যাহার যে ভক্ত্যঙ্গে রুচি বা প্রীতি, তাহার পক্ষে তাহাই ফলপ্রদ, সুখজনক ও করণীয় সত্য, তথাপি তটস্থ বা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও শীঘ্র অধিক ফলপ্রদ সন্দেহ নাই।

নির্জ্জন ও একাকী না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সংকীর্ত্তন নির্জ্জনেও হইতে পারে, আবার বহু লোক মধ্যেও হইতে পারে। বহুজনসঙ্গে বা বহুবিঘ্ন সত্ত্বেও সংকীর্ত্তন সিদ্ধ হয় বলিয়া সংকীর্ত্তন-সিদ্ধি সরলা, আর ধ্যানসিদ্ধি বিঘ্ন-বহুলা। সংকীর্ত্তন সহজ-সাধ্য, সুখসাধ্য কিন্তু ধ্যান বহু আয়াস বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চিত্তস্থির না হইলে ধ্যান হইতেই পারে না। কিন্তু সংকীর্ত্তন সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব হয়। কীর্ত্তনন্তু সদৈব সিধ্যতি।

নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ নাম-সংকীর্ত্তনই শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। এজন্য উহাই শ্রেষ্ঠতম ভক্তি।

> কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
> তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥
> (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮)

টীকা—

শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনই পরম সেব্য মনে করি। বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি ভেদে বহু প্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কি জন্য মুখ্য? শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন স্বয়ংই অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রেম-উৎপাদনে সমর্থ।

ভগবন্নাম বহু হইলেও নিজপ্রিয় বা নিজাভীষ্ট শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেই অনায়াসে ও সুখে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। মনোরত্যা শীঘ্রং অনায়াসেন অর্থসাধকত্বাৎ।

ভক্তগণ নিজপ্রিয় মনোরম নাম একবার বলিয়া ক্ষান্ত হন না, তাই বারংবার আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীনামামৃতরস এক বাগিন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমুদয় ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

সংকীর্ত্তনমেব শ্রদ্ধয়া কার্য্যং। এই শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রদ্ধার সহিত হওয়া প্রয়োজন।

ধ্যানে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয় আর সংকীর্ত্তনে নিজের ও পরের উপকার এবং আনন্দ হয়। এইজন্য ধ্যান হইতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তন হইতে ধ্যানের ন্যূনতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীভগবানের ধ্যান পরোক্ষই যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান সঙ্গত হয় না। কিন্তু সংকীর্ত্তন সাক্ষাৎ (অপরোক্ষ) বা অসাক্ষাৎ (পরোক্ষ) সর্ব্বকালেই হইতে পারে।

মহাপ্রভোর্ধ্যানং সাক্ষাদপরোক্ষে ন তু যুজ্যেত সর্ব্বত্র, সংকীর্ত্তনং তু সদৈব যুক্তম্। (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৮৩)

প্রশ্ন—ভক্তের দুঃখ দেখা যায় কেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন — ইচ্ছাবশাৎ পাপমুপাসকানাং ক্ষীয়তে ভোগমুখমপ্যমুষ্মাৎ। প্রারব্ধমাত্রং ভবতীতরেষাং, কর্ম্মাবশিষ্টং তদবশ্যভোগ্যম্। (বৃঃ ভাঃ)

সদা ভগবন্নামসেবাপরায়ণ উপাসকের ভোগোন্মুখ পাপসমূহ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপাসক ভিন্ন অপরের (কদাচিৎ নামকীর্ত্তনকারীর) প্রারব্ধ অবশিষ্ট থাকে। যদি বল, এতাদৃশ মহাপ্রভাব সম্পন্ন নাম-সংকীর্ত্তন করিলেও কিজন্য ভক্তের দুঃখাদি দেখা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—নিরন্তর শ্রীনাম-সেবাপরায়ণ উপাসকগণের ভোগোন্মুখ (প্রারব্ধ ভোগ) পাপসকল তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নামসংকীর্ত্তনাদেব ক্ষীয়তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শুভফলজনক পুণ্যই অবশিষ্ট থাকে। কি জন্য? প্রারব্ধভোগ নাশ বা তাহার অবস্থিতি নামসংকীর্ত্তনকারীর ইচ্ছাধীন। শাস্ত্র বলেন,— যে কর্ম্মচক্র সুরাসুরগণও অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে তাহা অনায়াসে

অতিক্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতর অর্থাৎ উপাসক ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তি কদাচিৎ কোন প্রকারে নাম-সংকীর্ত্তন করিলেও তাহাদের অবশ্য ভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্মাদি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু অপ্রারব্ধ কূটস্থ কর্ম্মাদি ক্ষয় হইয়া যায়। কারণ তাহাদের পক্ষে অবশ্য ভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্মসকল কর্ম্মফলভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়।

টীকা—উপাসকানাং সদা ভগবন্নামসেবাপরাণাং ভোগোন্মুখং প্রারব্ধভোগমপি পাপং অমুষ্মাৎ নাম-সংকীর্ত্তনাদেব ক্ষীয়তে দুঃখফলত্বাৎ; অতঃ শুভফলত্বাৎ পুণ্যং তিষ্ঠেদেব। কুতঃ? ইচ্ছাবশাৎ তেষাং ইচ্ছাধীনত্বাৎ উপাসকানাং ইচ্ছয়ৈব কর্ম্ম তিষ্ঠেৎ নশ্যেদপি। যথোক্তং হরিভক্তিসুধোদয়ে — কর্ম্মচক্রন্তু যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ। মদ্ভক্তিপ্রবলৈর্মর্ত্ত্যৈর্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ॥ ইতি। ইতরেষাং উপাসক-ব্যতিরিক্তানাং কদাচিৎ কথমপি নামসংকীর্ত্তয়তামিত্যর্থঃ। প্রারব্ধ মাত্রং, ন তু কূটাদি-কর্ম্ম অবশিষ্টং ভবতি; যতস্তৎ প্রারব্ধং অবশ্য-ভোগ্যং, ভোগেনৈব তস্য ক্ষয়াৎ॥ (বৃঃ ভাঃ টীকা)

— কলিকাতা মঠের নব-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে —
॥ সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ॥

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে উক্ত মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-মণ্ডপের প্রবেশোৎসব এবং সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান কার্য্য নির্বিঘ্নে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায়—ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিভিন্ন দিনে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন, শ্রীসলিল কুমার হাজরা, বার-য়্যাট্‌-ল, শ্রীনন্দদুলাল দে সলিসিটার, অধ্যক্ষ শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা, কাব্য-তর্ক-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ এবং Joseph O' Connell (U.S.A.) বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন।

২৬শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে 'মঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা,' 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার,' 'শ্রীগীতার-শিক্ষা,' 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম,' 'শ্রৌত পথ ও তর্কপথ,' 'শ্রীচৈতন্যদেব ও সাধ্যসাধননির্ণয়' এবং 'যুগধর্ম্ম' বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল।

শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তন-মণ্ডপ, লাইব্রেরী হল, সেবক খণ্ড ও ভোগঘরাদির নির্ম্মাণসেবায় যাঁহারা বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার তাপুরিয়া, শ্রীযশোবন্ত রায় ওরা, শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জী, শ্রীরামেশ্বর লাল নোপানি, শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা, শ্রীভগবতী প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রহ্লাদ রায় আগরওয়াল, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবদেব ভকত, শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিতাই গোপাল দত্ত, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (টালীগঞ্জ) শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (যাদবপুর), শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দাসগুপ্তা, শ্রীমতী বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তরুলতা দাসগুপ্তা, শ্রীমতী কল্যাণী দে, শ্রীমতী মুকুল দাসগুপ্তা। এতদ্ভিন্ন শ্রীনন্দকিশোর ঝাঝারিয়া মহোদয় একটি গভীর নলকূপ খনন করাইয়া শ্রীমঠের সর্ব্বত্র জল সরবরাহের সুব্যবস্থা এবং শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী শ্রীবিগ্রহের রমণীয় সিংহাসন নির্ম্মাণের পূর্ণ আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীমঠের জমী সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদি যাবতীয় ব্যাপারে স্বধামগত শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টা সকলের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তন-মণ্ডপ, সেবকখণ্ড ও ভোগঘরাদির বৈদ্যুতকরণে পূর্ণ আনুকূল্য এবং শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবের বিশেষ আনুকূল্য করিয়া সকলের হার্দ্দী কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত করিতে শ্রীবৈজনাথ তাপুরিয়া, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার তাপুরিয়ার জননীদেবী ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের আন্তরিক সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এতৎ সম্বন্ধে বিগত ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী রবিবারের "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দির ও শ্রীগজানন্দ তাপুরিয়ার স্মৃতিতে নির্ম্মিত নব-সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ২৬শে জানুয়ারী ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নূতন মঠে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ দুটী সুসজ্জিত রথে, আটটী পাল্কীতে চতুঃসম্প্রদায়ের ও সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের আটটী আলেখ্যচিত্র ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ পুরাতন মঠ থেকে দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণান্তে বেলা ১১টায় নব মন্দিরে আগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর মহারাজ শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির ভাষণে জনসাধারণের মধ্যে সুনীতি ও ধর্ম্মবোধ জাগরণের জন্য বিশেষতঃ দেশের বর্ত্তমান দুর্দিনে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মন্দির স্থাপনের আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দেন।

১৩ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ বুধবার পর্যান্ত ছয়টী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালোয়াসিয়া, প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এড্ভোকেট্-জেনারেল শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, শ্রীগুরুপদ কর, বার-এট্-ল, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীপ্রাণ কিশোর গোস্বামী, বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু সভার প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন।"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

ভজন-সন্দর্ভ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? দুঃখ কেহ চাহে না, কিন্তু কেন আসে? দুঃখের মূল কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সরল ও সহজ সমাধান করিতে বহু শাস্ত্র ও বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের-দ্বারা সুমীমাংসিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত অভিনব গ্রন্থ। বহু শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করতঃ অর্থবোধ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাঁহাদের সময়, অর্থ এবং যোগ্যতা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থরাজ পরম বন্ধুরন্যায় সহায়ক। এই বিস্তৃত গ্রন্থ ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় খণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ও অন্যান্য অবতারগণের বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিচার দেখান হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা ৫'৭৫ পয়সা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— (১) শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড্। কলিকাতা—৩৫

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা—২৬

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড্, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮১ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৩-৭৪

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৩০ পয়সা। **সডাক**— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৪

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,

(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭৪। ৫ মধুসূদন, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার; ২৯ এপ্রিল, ১৯৬৭। | ৩য় সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চন শিক্ষা করিবার কথা বল্লেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বল্লেন, — 'শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন,— এ কথাও তিনি ব'লে দিলেন। যখন কোনও বস্তুর সমগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখান হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পঞ্চধা বস্তুটি—"শ্রীনাম"। ভগবদ্‌বিগ্রহ-শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজমান। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ', কিংবা 'নাম' হইতে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হইতে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হইতে 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য' ভিন্ন বস্তু নহেন)।

যদি কেহ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা'হলে তাঁর জানা উচিত,—এ জড়চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্ত্তে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় যে রূপ, তা' ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র— ভোক্তা; তিনি ভোগ্য-বস্তু ন'ন। ভোগ্য-বস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে; যে জিনিস এই চক্ষুদ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক্ বস্তু ন'ন। বিভিন্ন-ভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা, সকলই—শ্রীনাম।

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বল্লেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী

গান্ধর্ব্বা; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই 'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম—'সংকীর্ত্তন'। সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে উক্ত হ'য়েছে (চৈ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ ১২৫-১২৬),—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥"

এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনামভজনকেই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হ'য়েছে (ভাঃ ৬।৩।২২ ও ১২।৩।৫১-৫২),—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"
"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধাম-বাস-মূলেও নামভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অস্মিতায় বাস বা যে-স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধাম-বাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় 'প্রেমধন'॥"

সাত্বত-স্মৃত্যুক্ত সহস্র-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টি প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয় বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচার-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'ই একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই যে সকলপ্রকার সাধন-প্রণালী,—ইহা যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় — 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা'। (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ১২৯-১৩০)—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ॥"

বহু-অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ-সাধনের কথা ব'লেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা-বাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা' দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সকলই লাভ হয়! নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্প সঙ্গে"র যে-কোন একটিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় — 'নাম-সংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র-মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজেকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করতে থাকেন (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবাক্য),—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত-শত পূর্ব্ব-জন্মে বাসুদেবের সম্যগ্‌রূপে অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারি-সঙ্ঘের বিহার শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চন-পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠ-বাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিমঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ-মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে; কিন্তু ভক্তিমঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে যদি কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তাঁ'দেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়চালন ও নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তবে তাহা অক্ষজ-জ্ঞান-প্রমত্ত দ্রষ্টারই বিবর্ত্তমাত্র। যে-যে-বস্তুর দ্বারা হরি-সেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারে মঠেই আছে। মঠবাসিগণের সেবা করলেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁ'দের 'হরিজন' ব'লে উপলব্ধি নাই, তাঁ'দের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁ'রা গৃহস্থ, তাঁ'রাও যদি নিজেদের হরিভজন-দ্বারা গৃহপ্রতীতি হইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অস্মিতায় বাস কর্ত্তে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপ-করণরূপে না জেনে' কৃষ্ণসেবোপকরণ জানতে পারেন, তবে তাঁ'দেরও মঙ্গল হবে। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে কখনও শ্রীনাম-পরায়ণ হ'তে পারব না। (ক্রমশঃ)

"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥"

সাধু-বৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য', 'তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' ও 'সঙ্গত্যাগ'-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি 'সাধু-বৃত্তি'-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবভেদে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগি-বৃত্তি পৃথক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়েরই উপযোগী, তাহাও পৃথগ্রূপে বিবেচিত হইবে। 'বৃত্তি'-শব্দের দুই অর্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জীবন। স্বভাবকে প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাবজনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ৩১শ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥

সেই স্বভাবজাত-বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নির্গুণ-কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা, অধর্ম্মে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে (১১।৩২) বলেন,—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতযা বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥

'নির্গুণতা'-শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে, একাদশে (২৫।৩৩),—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥

'নির্গুণং-মদপাশ্রয়ং'—এই শ্রীভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নির্গুণ। (শ্রীভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫),—

"রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মুনিঃ॥"
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।

অতএব, সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ—সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবনযাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ-সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে (১১।৮-১২) কথিত হইয়াছে,—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা-গুণ), ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শি জনের সেবা, গ্রাম্য-চেষ্টা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়েহেক্ষা (নিষ্ফলচেষ্টা-দর্শন) বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন (আত্ম ও অনাত্ম বিচার), অন্নাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বুদ্ধি তথা শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই ত্রিশটী প্রবৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ও সন্ন্যাসী—এই চারিপ্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা, একাদশে (শ্রীভাঃ ১১।১৮।৪২),—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্॥

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপ ও ঈক্ষা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। বর্ণ-চতুষ্টয়ের জীবনবৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম;

তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়বৃত্তি,—প্রজাপালনে দণ্ড, শুল্কাদি-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য—বৈশ্যের বৃত্তি; কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্করজাতির কুল-প্রচলিত বৃত্তি — জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

এই-সমস্ত শ্রীভাগবতীয় সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এই জগতে অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীহরি-ভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য, আর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্থুল-দেহ ও লিঙ্গ-দেহকে ঐরূপ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না। সেই দেহ-দ্বয়ের আনুকূল্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথমে স্থুলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বহুদ্রব্য ও অন্ন-পানাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সদ্বিদ্যা ও সদ্বৃত্তির প্রয়োজন। দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির প্রয়োজনীয়তা। অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে। প্রথমে সত্ত্বগুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রজস্তমঃ গুণদ্বয়কে খর্ব্ব ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ হয়। এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয়।

আদৌ মানবের স্বভাব-জনিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতিকালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে—মানব ক্রমে ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবে। তদুদ্দেশ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে (১১।৫।২-৩) শ্রীল সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

> মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
> চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
> য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
> ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

যখন শ্রীল রামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন-বিধি এই,—

> বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
> বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
> (শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহ্য' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থুল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং, বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা বাহ্য। যথা (শ্রীভাঃ ১।২।৮),—

> ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
> নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসীর লীলায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়; কিন্তু, তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনতায় থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। পরধর্ম্মের পরিপক্বতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার দেহত্যাগের সহিতও তাহা পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীল রামানন্দ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, "বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম"। তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-অবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের শ্রীহরিভজনের অনুকূল জীবনযাপনের আর কোন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্তজীবন-লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ—এই কয়ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম

স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কুররূপে আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার জীবিকো-পায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমত কি, শ্রীহরিভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। জন্মই ইহাতে একমাত্র কারণ নয়, স্বভাবই একমাত্র কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে, সপ্তম স্কন্ধে (১১।৩৫) লিখিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন, — "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" এবম্ভূত সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্কর জাতি—সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নাগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি কোন সুকৃতিক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সত্ত্বগুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সাধুসঙ্গ-কৃপায় উন্নত সত্ত্বকে নির্গুণ অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ক্রম। ভক্তি থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও জীবন বৃথা।

একটি কথা এস্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন (শ্রীপ্রেঃ ভঃ চঃ),—"মহাজনের সেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি-মহাত্মগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীবশিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

সদ্বৃত্তি কি ?— ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি, —

ভজনের সহায়-স্বরূপে গৃহস্থ-ব্যক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন, (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১৫।২৫-২৬),—

'গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥'
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীরূপ পুত্র-কন্যার উদয় হয়; তাহাদিগকে প্রতি-পালন করার নাম কুটুম্বভরণ। এই সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৫।৪১, শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।৯৫),—

প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১২।৪৯, মঃ ৯।২৪১-২৪২),—

পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।

'অতিথি সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম' — ইহা প্রভুর আজ্ঞা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।২১, ২৬),—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যা'র যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিতে ভক্তি॥

সকলের সহিত গৃহস্থ সরল ব্যবহার করিবেন; কুটীনাটী, কপট কোন প্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।১৪২),—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১৫।২০),—

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ॥

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন; কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯),—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

পর-উপকার ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু বলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৯।৪১, ৭।৯২),—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥
নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥

ইহাতে ভক্তি আলোচনা কার্য্যে কপটি সঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নগর-কীর্ত্তনেও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নৃত্য গীতের উপদেশ। অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন।

গৃহস্থ সকল-কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবেন। প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৮।৫৫),—

শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৮৪),—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী— এক 'অসাধু', 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮),—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্ম পথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

গৃহস্থ পর-স্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবে না। যথা, কৃষ্ণদাস-বিষয়ে প্রভুর আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৯।২২৬-২২৭),—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তা'রে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল॥

প্রভু কেশে ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোক হইতে রক্ষা করিলেন। 'সরল-বিপ্র' অর্থে দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণকুমার। (ক্রমশঃ)

———

শ্রীধামবাস ও ভজনরহস্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবানের বিহার বা লীলাবিলাস স্থানই ভগবদ্ধাম বলিয়া খ্যাত। 'ধাম'-শব্দে গেহ, দেহ, ত্বিষ্ (কান্তি), প্রভাব, রশ্মি, স্থান, জন্ম, বিষ্ণু, তেজঃ প্রভৃতিও বুঝাইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যেমন অধোক্ষজ বস্তু—প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন, তাঁহার আবির্ভাবস্থল, বসতিস্থল বা লীলাস্থল শ্রীধামও তদ্রূপ অধোক্ষজ অপ্রাকৃত বস্তু। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই সেই স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে গেলে তাঁহাকে প্রপঞ্চান্তর্গত স্থান বিশেষ বলিয়াই অনুভূত হইবে। এজন্য ক্ষেত্রপাল সদাশিব ও ক্ষেত্র-পালিকা শিব-শক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়—

"প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী-কৃপা-অকপট।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা-সঙ্কট॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়॥"

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হইয়াছে—"একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥ অস্যা আবরিকা শক্তি-র্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভি-মানিনঃ॥" অর্থাৎ একা প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী যোগমায়া-কর্ত্তৃকই অখিলেশ্বর আদিদেব শ্রীভগবজ্-জ্ঞান সুলভ হইয়া থাকে। ইঁহারই আবরিকা শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া যাহা দ্বারা সমস্ত দেহাভিমানী জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী যোগমায়া নিষ্কপট-কৃপাপ্রকাশে তাঁহার আবরিকা শক্তি মহামায়াকৃত অজ্ঞানা-বরণ ও চিত্তবিক্ষেপ দূর না করিয়া দিলে চিদ্ধামের চিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শন ও চিত্তবিক্ষেপ রহিত হইয়া সতত ধামবাস-সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীধাম-নবদ্বীপ বা শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস বহু লোকেই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তথাপি বহুকাল বাস করিয়াও অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জন করা দূরের কথা, সাধারণ নৈতিক-জীবন পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করিতে পারেন না, নানা অপরাধ পঙ্কেই লিপ্ত হইয়া পড়েন। ইহার কারণ ও প্রতী-কারোপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

*   *   *

"ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ-জীব নাহি পায় হেথা গতি॥
ধামের উপরে জড়-মায়া পতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে'।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে দূরে॥
যদি কোন ভাগোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায়॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি॥"

মায়াজালোপরিস্থিত তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী দৈন্যহীন দাম্ভিক ধামবাসিব্রুব দম্ভবশতঃ নিজে যাহা করেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করেন, সাধুগুরুর উপদেশ

শ্রবণ করেন না, তাই নানা অপরাধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গক্রমে সাধুচরণ-প্রসাদে যখন তাঁহার দম্ভ দূরীভূত হইয়া হৃদয় দৈন্যভারাক্রান্ত হয়, নিজেকে তৃণাপেক্ষা হীন দীন বলিয়া জানিতে পারেন, বৃক্ষাপেক্ষাও সহিষ্ণুতাগুণ সম্পন্ন হন, নিজে অমানী হইয়া অন্যকে সম্মান দানে নিপুণতা লাভ করেন, তখন এই চারিটী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অপরাধ শূন্য হইয়া কৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তনে অধিকারী হন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্য-সম্বন্ধ বসিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার। শান্ত-দাস্য-ভাবে গৌরাঙ্গ-ভজন-প্রভাবে সাধকের কৃষ্ণে বাৎসল্যাদি রস লাভ হয়। সম্বন্ধজনিত স্ব-স্ব সিদ্ধ-ভাবানুসারে ভজনেও সেই সেই ভাবের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু গৌর-কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি কখনও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ লাভ করিতে পারেন না। সাধুসঙ্গ-ফলে দৈন্যাদি গুণ-বিশিষ্ট জীবই দাস্যরসে গৌরাঙ্গ-ভজন-সৌভাগ্য লাভ করেন, গৌরাঙ্গ-ভজনে দাস্যরস পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, সাধুগণও শ্রীগৌরসুন্দরকে 'মহাপ্রভু'ই বলিয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে যাঁহার মধুরপ্রেমে অধিকার হয়, তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরকে রাধাকৃষ্ণরূপে ভজন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্বতঃ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু। কিন্তু লীলা-গত বৈশিষ্ট্য নিত্য হওয়ায় রাধাকৃষ্ণের একীভূত অবস্থায় যুগলবিলাস স্বতঃ প্রকাশিত হন না। দাস্যরসে ভজনের পরিপক্বাবস্থায় যখন জীব-হৃদয়ে মধুররস মূর্ত্তিমান হইয়া উঠেন, তখনই ভজনীয়তত্ত্ব গৌরহরি ব্রজে রাধাকৃষ্ণ যুগল-রূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক সেই ভক্তকে তাঁহার যুগল-বিলাসের নিত্য ব্রজলীলারসে নিমজ্জিত করিয়া দেন। ভক্ত ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলারসাস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। একবস্তুই ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ও নবদ্বীপে সেই রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌররূপে লীলা করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে ও ব্রজে কোন ভেদ নাই। নবদ্বীপে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ও ব্রজে মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা—সর্ব্বরসসার। সহসা জীবের সেই সুদুর্ল্লভ অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অধিকার হয় না। কলিপ্রভাব-বশতঃ জীব নানা অপরাধগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এজন্য ইচ্ছা করিলেও ব্রজরসাস্বাদনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। অপরাধ থাকা-কালে রসাস্বাদন ব্যাপারে অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া হিতে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়, রস বিরস হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত রসাস্বাদন কখনই কলিহত জীবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। তাই পরম করুণ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ স্বয়ং তদ্ধাম বৃন্দাবন-সহ নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্র-সুত গৌররূপে আবির্ভূত হইয়া পরমৌদার্য্য বিস্তার করিলেন। বৃন্দাবনে বাস ও কৃষ্ণনাম গ্রহণে অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু পরমদয়াল নিতাই-গৌর নাম-গ্রহণে ও নবদ্বীপ বাসে অপরাধের বাধা রাখিলেন না। নবদ্বীপে বাস করিয়া নাম আশ্রয় করিলে অল্পকাল মধ্যেই অপরাধ ক্ষয় হইয়া গিয়া রসে অধিকার জন্মায়, নিতাই-গৌর-কৃপাফলে স্বল্পদিনেই কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন-যোগ্যতা প্রবল হইয়া উঠে। যুগলরসবিলাসবার্ত্তায় উত্তরোত্তর প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া যুগল-রসপীঠ বৃন্দাবনে বাসাধিকার লাভ হয়। ব্রজরসে অধিকারলাভার্থ নবদ্বীপাশ্রয়, ব্রজরসপ্রাপ্তি-কালে বৃন্দাবনবাস। আবার 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী' বিচারে গৌরলীলানুরক্ত সাধকের সিদ্ধি—মাধুর্য্য-প্রধান-প্রকাশ বৃন্দাবনাভিন্ন ঔদার্য্য-প্রধান-প্রকাশ নবদ্বীপ পীঠে এবং কৃষ্ণলীলানুরক্ত সাধকের সিদ্ধি মাধুর্য্য-প্রধান-প্রকাশ বৃন্দাবন-পীঠে হইয়া থাকে। নবদ্বীপ বৃন্দাবনে রসের প্রকাশ-ভেদ ব্যতীত অন্যকোন ভেদ নাই। একই নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় ধামে প্রকোষ্ঠ মাত্র ভেদ। হ্লাদিনীর কৃপায় জীব জড়বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান-লাভের সৌভাগ্য পাইয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণে অভেদ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাসপীঠ নবদ্বীপ ও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসপীঠ বৃন্দাবনে অভেদ দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণধাম ও গৌরধাম—এক অদ্বয়জ্ঞান চিন্ময়-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণধাম—সিদ্ধপীঠ, শ্রীগৌরধাম প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ সকলেরই স্থান। আবার কৃষ্ণধামে বসিয়াও গৌরভজন এবং

গৌরধামে বসিয়াও কৃষ্ণভজনে সিদ্ধি মিলিয়া থাকে। কিন্তু গৌরানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণভজন সুদুরপরাহত। স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাবতার প্রকটন পূর্ব্বক তাঁহার ভজন-রহস্য স্বীয় আদর্শ আচরণ-দ্বারা শিক্ষা দেওয়ায় সেই জগদ্গুরু গৌরাঙ্গের শিক্ষাদীক্ষা—আচার-বিচারানুবর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণভজন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই জন্যই বৈষ্ণব মহাজন গান করিয়াছেন—"যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে', রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা জগতে জানাত' কে?"

আবার গৌর-কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিমূলে গৌরাঙ্গে অধিক প্রীতি দেখাইয়া কৃষ্ণকে অনাদর করিলেও গৌরভজন হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দরই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জানাইয়া ঐ নামভজন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং বিশেষ সাবধানে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরূপদিষ্ট দীক্ষাশিক্ষানুসরণে ভজনে অগ্রসর হইতে হইবে।

— কলিকাতা মঠের নব-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে — ধর্ম্মসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির অভিভাষণ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নব-মন্দির ও নবসংকীর্ত্তন-মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে বিগত ৩১শে জানুয়ারী য়্যাড্ভোকেট্ জেনারেল শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বর্ত্তমান সময়ে জনগণকে ধর্ম্মবোধে উদ্বুদ্ধ কর্বার জন্য এ ধরণের ধর্ম্মসভার আবশ্যকতার কথা সুধী ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি কর্বেন। আমরা সংসারে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ কর্বার সুযোগ পাই না। কিন্তু এ জাতীয় ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ সাধুগণের নিকট ধর্ম্মের অনেক গূঢ় বিষয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে আমরা লাভবান হ'তে পারি। মঠের নবমন্দির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও রমণীয় হয়েছে। ভক্তগণের ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ উহা সাক্ষ্য প্রদান ক'র্ছে।"

প্রধান অতিথি শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যদেব ও সাধ্য-সাধন নির্ণয়' সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত ভাষায় সুন্দর তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে বলেন—

"মাননীয় সাধুসজ্জনবৃন্দ আপনাদের স্বচ্ছন্দ আহ্বানে পুণ্যমিলন-তীর্থে ভগবৎ-প্রসঙ্গের সুযোগ দান করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। আপনারা আমার যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন। এই নবতীর্থ-প্রতিষ্ঠাতা বহুদিন ধরিয়া ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া সমগ্র ধর্মপ্রাণ সাধুগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার উদার দৃষ্টিতে বর্ত্তমান প্রচার ক্ষেত্রটি একটি উন্নততর আধুনিক অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলন কেন্দ্ররূপে জনগণের আকর্ষণ সৃষ্টি করিবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিক আবির্ভাব মহোৎসবের আর মাত্র কুড়িবৎসর বাকী। আমরা বিগত দ্বাদশবর্ষ যাবত এই মহাব্রত উদ্যাপন করিবার নিমিত্ত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

আসিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুরক্ত সাধুগণ নিত্যই নব-নব প্রচেষ্টাদ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ভাগবতরসধারার প্রবর্ত্তন সংসিদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। নবনির্মিত মন্দিরটি তাহার প্রতিষ্ঠাতার গুণে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সমীপে ভগবৎপ্রেমালোকস্তম্ভ স্বরূপে বিরাজমান থাকিবে।

বহির্জগতের কলরোলের অন্তরালে অপার্থিব সত্বার আনন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরভাবনা। অনাদি অফুরন্ত বিষয়দাবদাহের জ্বালাময় সংসারী জীব সেই অমৃতানুভব বঞ্চিত। বেদ, উপনিষৎ, পঞ্চরাত্র, পুরাণ, সংহিতা, ভাগবত জীবের সেই দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রণা পরিপূর্ণ। উহাও ভগবানের কৃপার দান—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"

অপৌরুষেয় সাত্বত শাশ্বত বাণীর ধারায় রহিয়াছে জীবের পরম নির্বৃতির মূল। সেই মন্ত্র শ্রবণেই জীবের স্বরূপ-জিজ্ঞাসার হয় উন্মেষ। সনাতন জীবের সনাতন প্রশ্ন দেখা দেয় তাহার চরম সার্থকতা-সংবিধানের ব্যাকুলতায়। জিজ্ঞাসু মনের তৃপ্তি সন্ধান করে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্বানুশীলনে। বেদান্ত ও তদনুগ সকলশাস্ত্রে এই তিনটি বিষয় অবলম্বনে যুক্তি ও প্রমাণ-বহুল সমালোচনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে করা হইয়াছে। নিখিল বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নন্দনন্দন সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া ভাগবতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পরতত্ত্বের পরমোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণ। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভু —

"সেই রাধাভাব লইয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিশেষভাবেই উপলব্ধি হয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিশদভাবে সর্বজীবের অনায়াস লভ্য করিয়া দিবার জন্যই আবির্ভূত। তাঁহার আচার আচরণ শিক্ষা ও উপলব্ধি সর্বত্রই এই সাধ্য ও সাধন বিষয়ের বিচিত্র সমাধান। ভাগবত-ধর্ম শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তিময় অনুষ্ঠান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রিয়পার্ষদ ও অনুগ ভক্তগণের মধুময় জীবনছন্দে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাই রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেইদ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম॥"

নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্র ব্যাখ্যায় সকলকে চমৎকৃত করেন। পণ্ডিতেরা তর্কে পরাজিত কিন্তু বিনয়ের খনি নিমাই কাহারও দুঃখের কারণ হন নাই। অগণিত ছাত্র তাঁহার সমীপে বিদ্যালাভের নিমিত্ত সমাগত হয়। পূর্ববঙ্গে এই বিদ্যাবিলাসী পণ্ডিত নানা-স্থানে গমনাগমন করিয়া শাস্ত্রশিক্ষা ও নামসংকীর্ত্তন উপদেশ করেন। এক পণ্ডিত নাম তপনমিশ্র জ্ঞান-যোগ-কর্ম-প্রতিপাদন-পর বহু প্রকার শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন।

"বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥"

এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—এক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন—তপন, তুমি সাধ্য-সাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছ? যাও, নিমাই পণ্ডিতের সমীপে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিও। তিনিই তোমার ভ্রম অপনোদন করিয়া সাধ্যসাধন উপদেশ করিবেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তপন মিশ্র যথাবসরে স্বপ্নের নির্দেশমত নিমাই পণ্ডিতের সমীপে আসিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন—

"প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নাম-সংকীর্ত্তন কর, উপদেশ কৈল॥"

এই উপদেশ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন—সাধ্য-সাধন কি কহিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান না করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শুধু 'নাম-সংকীর্ত্তন কর' এই উপদেশটিই সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন। ইহাও হয়তো তাঁহার বক্তব্য যে এই নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যেই সাধ্য ও সাধন উভয় তত্ত্ব মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

তপনমিশ্রের কথা কাহারও অবিদিত নয় তিনি পরে প্রভুর অজ্ঞায় কাশীতে ছিলেন।

সন্ন্যাসলীলা প্রকাশের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান পূর্বক বাসুদেব সার্বভৌমকে উদ্ধার করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইলে গোদাবরীতীরে রায়-রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্বের বিশদ্ বিবরণ পাওয়া যায়। তপনমিশ্রের সাধ্যসাধন উপদেষ্টা রায়-রামানন্দ সমীপে প্রশ্নকর্ত্তা। রামানন্দ রায় বলেন, "আমাকে তুমি যাহা বলাও আমি তাহাই বলি"।

কবিকর্ণপূর রামানন্দ-মিলন কথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই প্রসঙ্গ আরও পরিস্ফুট করিয়া পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধ্য-সাধন বিষয়ে এরূপ খোলাখুলি কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে অপর কোথাও দেখা যায় না। আলোচনা শাস্ত্রভিত্তিক করিবার জন্যই প্রমাণ সহযোগে বর্ণনার ইঙ্গিত।

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"

বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ শ্লোক—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

বলা হইল কিন্তু মহাপ্রভু ইহাকে বহিরঙ্গ বলিয়া রামানন্দ রায়কে গূঢ়তর অন্তরঙ্গ সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করিলেন। বার বার প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণকর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি, প্রেমভক্তি পর্যন্ত আসিয়া একবার বলেন—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"দাস্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার॥"

প্রেম ভূমিকার প্রশ্নোত্তরেও দাস্য-প্রেমের পর সখ্য, বাৎসল্য পর্যন্ত বলা হইল।

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কান্তভাব—প্রেম-সাধ্যসার॥"

ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণে যে প্রেমের অনুরূপ প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসমর্থ ভাবিয়া ঋণী স্বীকার করেন উহা যে সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় একথা ঘোষণা করা হইয়াছে। তথাপি—

প্রভু কহে,—এই "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসায় রায় রামানন্দ বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গীতে বলেন — এত কথার পরেও আরো কিছু শুনিবার ইচ্ছুক কেহ আছে উহাতো ভাবিতে পারি নাই। তবে যদি প্রশ্ন উঠিয়াছে বলি—

"ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি'।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥"

প্রাকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভাগবত-রসতত্ত্বের সমালোচনা করিতে বসিয়া কেহ কেহ শ্রীরাধাতত্ত্বের দাক্ষিণাত্য ভাবাগম সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুধু আজ এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিব যে ভাগবত উত্তর ভারতেরই আর এই প্রসঙ্গই দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত হইয়া সেই দেশের আখ্যান ও উপন্যাসের বৈচিত্র্যে সুসজ্জিত হইয়া যদি পুনরায় উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়া থাকে তাহাতেও কি বলিতে হইবে সেই দেশ হইতে যে-সকল প্রসঙ্গ আসিয়াছে উহাই প্রমাণ আর সকলই অপ্রমাণ?

কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদতলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যে শিক্ষা লাভ করেন, তাহাতেও সাধ্য-সাধন বিষয়ে বিশেষ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। সনাতন প্রশ্ন করেন—

"কে আমি, আমারে কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥
'সাধ্য', 'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥"

প্রশ্ন একটি নয়—অনেকগুলি—জীবের স্বরূপ, দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করিবার উপায় বা সাধন, যথার্থ প্রয়োজন বা সাধ্যতত্ত্ব, তাহাড়া কৃপার মহিমারও উপলব্ধি

প্রার্থনা। জীব ভগবদংশ, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ, অনুস্বরূপ, নিত্যদাস, আরো কতভাবে তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছে। জীব সকলে একরকমও নয়। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব—নিত্যমুক্ত ও অনাদি বহির্মুখ এই দুই প্রকার। অনাদি বহির্মুখ জীবের নিমিত্ত সাধ্য-সাধন বিচার।

শ্রদ্ধালু জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া সাধন-ভক্তির পথে অগ্রসর হয়। চিৎকণজীবের অন্তরে যে নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভাব বা প্রেম আছে উহা যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপে ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ হয় তখন উহাকে সাধন-ভক্তি বলা হয়। এই সাধন ভিন্ন সাধ্য বস্তু পাওয়ারও অপর কোনো উপায় নাই। অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তিলাভের উপায়, প্রেমই প্রেম লাভের সাধন। সাধ্য ও সাধন একই বস্তুর দুইটি দিক্। একটি উপায়-রূপে সাধন, আর একটি দিক্ উপেয় সাধ্যরূপে আস্বাদনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

"এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া—তার স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে—উপজয় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রবণাদি চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ আবার বিধি ও রাগ ভেদে দুই ভাবে বিভিন্ন ভক্তজনের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইলে উহাকে বৈধী, আর লোভমূলে প্রবৃত্তি হইলে রাগ ভক্তি। রাগাত্মিক-জনের আনুগত্যে রাগানুগা ভক্তির চমৎকৃতি কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বিশ্লেষণ প্রমাণে বলা হইয়াছে—

"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

সাধনাবস্থায় সকল অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার কথা উঠে। সেই নিষ্ঠার পর রুচি, আসক্তি, ভাব-ভূমি পর্যন্ত গতি হইলে প্রেমোদয়ের কথা। মহাপ্রভু বলেন—

"সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্বানন্দ-ধাম॥"

সাধনভক্তির-লক্ষণ-সহ রাগভক্তির বিবরণ শ্রীসনাতন-শিক্ষায় যে ভাবে রহিয়াছে উহার সম্যক্ আলোচনা ও অনুশীলন কর্মব্যস্ততা-বহুল জীবনে সত্যই মনে হয় একান্ত দুর্লভ, তবে আশার কথাও আমরা এখানেই শুনিয়াছি—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।"

এই পাঁচটি প্রধানতম সাধনার মধ্যেও আবার সর্বজনের পরম বান্ধব পরমোপকারক পরম কৃপালু শ্রীকৃষ্ণের নামাবতার। সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় শ্রীনাম জীবনের সকল-দোষ দূর করিয়া পরম প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ। পরম অভিধেয় বা সাধন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ভাষায়—সংকীর্ত্তন-প্রধানস্তু তদাশ্রিতেষ্বসকৃদেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয়ঃ ইতি স্পষ্টম্। (সর্বসম্বাদিনী) শ্রীকৃষ্ণ-নাম পরম অভিধেয়।

"অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥" (সনাতন-শিক্ষা)

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলেন—

"অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোনো ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট ভালভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। তাই পদ্যাবলীতে দেখিতে পাই সংগ্রহ শ্লোক —

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি সংখ্যাধিকানামৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ। আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার-দান—নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়—গ্রহণ করা ভিন্ন নানা দুর্বাসনাদগ্ধহৃদয় অসহায় জীবের আর কোনো উপায় নাই ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

সৃষ্টি-লীলা

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস (শিলং)]

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মহাকাশে এমন নক্ষত্রও আছে যাহার আলো এত বেগে ছুটিয়াও আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছিতে কোটি কোটি বৎসর পথেই কাটাইয়া দেয়। কি বিশাল এই বিশ্ব, আর কি বিপুল মহিমা বিশ্বস্রষ্টার! ভাবিতে গেলে আমরা ক্ষুদ্র জীব বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই।

কিন্তু শুধু কি আমরাই?

তাহা নহে। স্বয়ং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে বিশ্বের বিশালতা ও বিশ্বস্রষ্টার মহিমার কথা ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন সেই সংবাদটিও দিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত। ব্রহ্মা বলিতেছেন—

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥

—ভা, ১০।১৪।১১

—হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি এই অষ্টাবরণ-সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী আমি কোথায়! আর যাঁহার গবাক্ষসদৃশ রোমবিবরসমূহে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, সেই তোমার মহিমাই বা কোথায়!

এই বিশাল বিশ্বের উৎপত্তি কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, জড় বিশ্বে জীবনের আবির্ভাবই বা কিরূপে ঘটিল, এই সকল প্রশ্ন লইয়া চিন্তাশীল মানুষ মাথা ঘামাইয়াছে চিরকাল। আধুনিক জড় বিজ্ঞান এখনও এই প্রশ্নগুলির কোন সুষ্ঠু সমাধান খুঁজিয়া পায় নাই। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহও এই বিষয়ে একমত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্রে সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, তাহার মূলে রহিয়াছেন ভগবান্, তাঁহার শক্তি, জীব, জীবাদৃষ্ট প্রভৃতি বস্তুর এবং শ্রৌত-পন্থায় অবরোহক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সেই বর্ণনাই অঙ্গীকার করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ এই অনুবর্ণনারও প্রধান অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গ-স্থিত্যন্তসংযমাঃ॥

—বি, পু, ১।২।২৬

—কালরূপী ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ধারাটি কখনও ছিন্ন হয় না।

ইহা হইতে জানা গেল, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। এই ব্যাপারগুলিতে যে একটা ছন্দ (Rhythm)-ও আছে

শাস্ত্র হইতে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-সংহিতার ৫।৪৮ শ্লোকের অনুসরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিঃশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥

—চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ

[তুলনীয়—"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং" ইত্যাদি—নাঃ সূক্ত]।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে। অতএব বুঝা গেল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরও একটা ছন্দ আছে। ছন্দ থাকিবারই কথা। এই সৃষ্ট্যাদি লীলা আনন্দস্বরূপ ভগবানের আনন্দ-লীলা। ইহার মূলে তাঁহার নিজের কোন ফলানুসন্ধান নাই (লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্"—ব্রঃ, সূঃ, ২।১।৩৩; "স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব লীলা"—গোবিন্দ ভাষ্য)। মানুষের নিছক আনন্দ-প্রসূত সঙ্গীত-নৃত্যাদিতে স্বভাবতঃই ছন্দের আবির্ভাব হয়। ভগবানের আনন্দ-লীলায়ই বা তাহা না থাকিবে কেন?

শাস্ত্রে যেখানে সৃষ্টির কথা বলা হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে তাহা কোন এক প্রলয়োত্তর সৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। তেমনই যেখানে সৃষ্টির পূর্ববর্তী সময়ের কথা বলা হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, একটা প্রলয়-কালীন অবস্থার কথাই বলা হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।
নিত্যশ্চ সর্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্বিধঃ॥

—বি, পু, ১।৭।৩৮

—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য—এই চারি প্রকার প্রলয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১০।১৪ শ্লোকে আত্যন্তিক প্রলয় বাদ দিয়া অপর ত্রিবিধ প্রলয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ মিলিয়া এক চতুর্যুগ। এই প্রকার সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন, আরও এক সহস্র চতুর্যুগে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা হয়। প্রতি কল্পান্তে ব্রহ্মাণ্ডের যে আংশিক প্রলয় হয় তাহাই নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক তিরোহিত হয় (ভা, ৩।১১।২৯) এবং মহর্লোক উত্তাপ-পীড়িত হওয়ায় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তথা হইতে জনলোকে প্রস্থান করেন (ভা, ৩।১১।৩০)। এখানে ভূর্লোক শব্দ দ্বারা পাতালসমূহও গৃহীত বলিয়া মনে হয়। কারণ বিষ্ণুপুরাণ নৈমিত্তিক প্রলয়ের বর্ণনায় বলেন—

পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধ্বা জ্বলনো মহান্।
ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলম্॥

—বি, পু, ৬।৩।২৫

—সমস্ত পাতাল দহন করিয়া সেই মহাগ্নি ভূর্লোকে উপস্থিত হয় এবং সমগ্র বসুধাতল ভস্মীভূত করে।

ততস্তাপ পরীতাস্তু লোকদ্বয়নিবাসিনঃ।
কৃতাধিকারা গচ্ছন্তি মহর্লোকং মহামুনে॥
তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকান্ততঃ পরম্।
গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ॥

—অতঃপর ভুবঃ ও স্বঃ এই দুই লোকের অধিবাসিগণ তাপে পীড়িত হইয়া প্রথমে মহর্লোকে এবং তথায়ও প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হইয়া, পরে জনলোকে গমন করেন।

প্রাকৃতিক প্রলয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরই তিরোধান ঘটে। ব্রহ্মার যে অহোরাত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু এক শত বৎসর বা দ্বি-পরার্দ্ধ কাল (ভা, ৩।১১।৩৩-৩৪)। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল (এক মহাকল্প) অতীত হইলে একবার প্রাকৃত প্রলয় ঘটে।

জ্ঞানলাভহেতু যোগিগণের পরমাত্মাতে লয়কে আত্যন্তিক প্রলয় বলে। জাত প্রাণিবর্গের যে নিত্য বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয়।

সর্গ বা সৃষ্টি কালানুসারে তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে—

প্রসূতিঃ প্রকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তর-প্রলয়াদনু॥
ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ॥

—বি, পু, ১৭।৪১-৪২

—মহাপ্রলয়ের উত্তর কালে প্রকৃতি হইতে মহদাদির উদ্ভব প্রাকৃতী সৃষ্টি [ইহা পরে বর্ণিত হইয়াছে]। ব্রহ্মার রাত্রিশেষে দিনের আগমনে ব্রহ্মাণ্ডের বিনষ্ট অংশের যে সৃষ্টি তাহা দৈনন্দিনী। ভূতগণের অনুদিন যে জন্ম তাহা নিত্যসর্গ। পুরাণার্থবিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

মহাপ্রলয়ে জগৎ ও জীবের অবস্থান—এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা প্রকৃতির বিকার-জাত; জীবও ভগবানের একটি শক্তি বা প্রকৃতি (গীতার অপরা ও পরা প্রকৃতি)। উভয়ই ভগবানের শক্তি বলিয়া মহাপ্রলয়ে তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিলেও একান্ত বিলুপ্তি ঘটে না—ঘটা সম্ভবও নহে ("নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—গী, ২।১৬)।' ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাকৃত পদার্থ তখন সৃষ্টির প্রতিলোমক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া (ভা, ৩।৭।৪) মূলা প্রকৃতিতেই লীন হয়। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহোপাধিও প্রাকৃত বস্তু বলিয়া তাহাও তখন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতিও ঈশ্বরে লীনভাবে অবস্থান করে। জীবও তখন ঈশ্বরেই লীন থাকে। ("বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া। ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥"—ভা, ৩।১০।১২; "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।"—ভা, ২।১০।৬; "প্রকৃতি র্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥"—বি, পু, ৬।৪।৩৮)।

ভগবানের পুরুষাবতার—মহাপ্রলয়ে একমাত্র সশক্তিক ভগবান্‌ই থাকেন ("ভগবানেক আসেদমগ্র"—ভা, ৩।৫।২৩)। জীব ও জগৎ তিরোহিত হইলেও অপ্রাকৃত ধামসমূহে তিনি নানারূপে তাঁহার নিত্যলীলা করিতেই থাকেন; কিন্তু তাহা এখানে আলোচ্য নহে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (ভা, ১।৩।২৮), তিনি 'সর্ব্বকারণ-কারণম্' (ব্র, সং, ৫।১)। তথাপি তিনি সাক্ষাৎভাবে সৃষ্ট্যাদি লীলাকার্য্য করেন না। তাঁহার "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" (ভা, ১।৩।২৬)—অসংখ্য অবতার।

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশের কহি অবতার নাম॥

—চৈ, চ, ১।৫

সৃষ্টি কার্য্যের জন্য রহিয়াছেন শ্রীভগবানের পুরুষাখ্য অবতার ("জগৃহে পৌরুষং রূপং"—ভা, ১।৩।১)। এই অবতারই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক এবং প্রকৃতির অন্তর্যামী—("প্রকৃতি প্রবর্ত্তকঃ"—ভা, ১।৩।১ শ্রীধর; "প্রকৃতেরন্তর্যামী"—ভা, ১।৩।২ বিশ্বনাথ) ইনিই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু এবং প্রথম পুরুষাবতার ("আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য"—ভা, ২।৬।৪২) বলিয়া কথিত। ভগবান্ এই কারণার্ণবশায়িরূপেই স্বীয় রোমবিবরসমূহে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন (ভা, ৩।৭।২২ বিশ্বনাথ)। পুরুষাবতারের তিনটি রূপ—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথ বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্॥
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

—লঘুভাগবতামৃত ধৃত সাত্বততন্ত্রবচন

—প্রথমরূপে তিনি মহত্তের স্রষ্টা (প্রকৃতির প্রবর্ত্তক), দ্বিতীয় রূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং তৃতীয় রূপে সর্বভূতের অন্তর্যামী। এই তিন স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

পরব্যোমে নারায়ণের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ নিত্য বিরাজমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সেই সঙ্কর্ষণের অংশ ও প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা (ভা, ১।৩।১—বিশ্বনাথ)। মহাপ্রলয়ে সঙ্কর্ষণ জগৎকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার এই কারণার্ণবশায়িরূপে লীন করেন বলিয়াই তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ (ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভা, ১০।২।১৩ শ্লোকের "বৈষ্ণবতোষণী" টীকায়)।

কারণার্ণবের স্বরূপ কি তাহা জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।" (চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ)। অতএব কারণার্ণব প্রাকৃত সমুদ্র বিশেষ নহে—মহাপ্রলয়কালে প্রাকৃত জল বা অর্ণব বলিয়া কিছু থাকিতেও পারে না। কারণার্ণবের আর এক নাম বিরজা নদী। লঘুভাগবতামৃত ধৃত পদ্মপুরাণের বচন (প, পু, উ, ২৫৫) হইতে জানা যায়, প্রধান (প্রকৃতি) ও অপ্রাকৃত নিত্যধাম পরব্যোমের মধ্যে এই বিরজানদী ("প্রধান-পরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা-নদী")। সুতরাং কারণার্ণব মায়িক সৃষ্টি নহে।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু স্বয়ং ভগবানের 'কলাবিশেষঃ' (ব্র, সং, ৫।৪৮) বা অংশের অংশ (কলার অংশকেও কলা বলা হয়)। ইনি আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতারের (গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ীর) এবং মৎস্যকূর্মাদি অবতারের অংশী বা অবতারী বলিয়া বর্ণিত—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

—ভা, ১।৩।৫

যাঁহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্বজিষ্ণু॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য-কূর্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী॥

—চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ

মহাবিষ্ণুর শক্তি যোগেই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য করে। সেই জন্যই মহাবিষ্ণুকে 'পুরুষ' ও 'মহাপুরুষ' বলা হয় ("পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ" স পুরুষঃ)।

মায়া ও মায়াধীশ—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারাই ভগবান্ বিশ্বসৃষ্টি করেন (ভা, ৩।৫।২৫, ৩।৭।৪, ৪।১১।২৬)। এই মায়া, প্রধান বা প্রকৃতি (ভা, ৩।২৬।১০) গুণময়ী ("দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"—গী, ৭।১৪)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের তাহাতে সমাবেশ বলিয়া মায়াশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণময়ী ("সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ। স্থিতি-সর্গ-নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ॥"—ভা, ২।৫।১৮; সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"—সাংখ্য দর্শন)। এই মায়ার তিন বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধান (গুণমায়া, দ্রব্যাখ্যা শক্তি) বিশ্বের সাক্ষাৎ উপাদান কারণ; অবিদ্যা (জীবমায়া) জীবের অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্টি করে, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত করিয়া দেহ-গেহাদিতে তাহার আসক্তি জন্মায়; আর বিদ্যা (সাত্ত্বিকী মায়া) উক্ত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানের সৃষ্টি করে (ভা, ৩।১০।১৭—বিশ্বনাথ)।

কিন্তু পুরুষাবতার মায়ার বশ নহেন, তিনি মায়ায় অধীশ্বর—

যদ্যপি সর্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগত আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ-গন্ধ॥

চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ

এখানে 'উভয় সম্বন্ধ' কথাটার অর্থ 'আধার ও আধেয়' এই উভয় সম্বন্ধ। এমন নিবিড় সম্বন্ধ সত্ত্বেও পুরুষাবতার মায়াদোষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অস্পৃষ্ট—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

—ভা, ১।১১।৩৮

—যে বুদ্ধি ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা, তাহা যেমন প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না তেমনই ভগবান্ প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের সহিত যুক্ত হন না। ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

এই শ্লোকটি বলা হইয়াছে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু কারণার্ণবশায়ি সম্বন্ধেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য, কারণ তিনি ভগবানের 'স্বাংশ'। ভগবান্ ও তাঁহার স্বাংশের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির

অভিব্যক্তিবিষয়ে ভেদ থাকিলেও মূলতঃ কোন ভেদ নাই।

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্মভিঃ॥

—ভা, ৪।১১।২৫

—তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, তথাপি অহঙ্কার বর্জিত বলিয়া গুণ ও কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

এই জন্যই বলা হয়—"দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥" (চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ) এই 'অবধান' বা ঈক্ষণের দ্বারাই হয় বিশ্বসৃষ্টির উপক্রম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

—ভা, ২।৫।১৩

—ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে মায়া লজ্জা বোধ করে। তাহা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি জীবসমূহ 'আমি' 'আমার' বলিয়া নানা জল্পনা করে।

এই জন্যই মায়াকে বলা হয় ভগবানের **বহিরঙ্গা** শক্তি।

জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ জীবমায়া বা অবিদ্যা এবং উপাদান-কারণ গুণমায়া বা প্রধান। কিন্তু উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াধীশ ভগবান্‌কেই মুখ্য কারণ এবং মায়া বা প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বলিতে হয়—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।

—চৈ, চ, আদি ৫ম পঃ

এখানে, প্রকৃতি = প্রধান, গৌণ-কারণ = গৌণ-উপাদান-কারণ।

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥

—চৈ, চ, ঐ

এখানে, মায়া = জীবমায়া, কর্ত্তা-হেতু = কর্ত্তারূপ হেতু।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কি শ্রেষ্ঠ সাধন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

নাম-সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিলাভের অন্তরঙ্গ ও অতিবলিষ্ঠ সাধন। কারণ ইহা পরমাকর্ষক মন্ত্রবৎ ভগবদাকর্ষণকারী।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বোৎকর্ষের চরমসীমাপ্রাপ্ত ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয়। প্রেমসম্পদ্ লাভের অতি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তন অতীব বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। সিদ্ধমন্ত্র যেরূপ দুর্ল্লভতর বস্তুকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে, শ্রীনামসংকীর্ত্তনও তদ্রূপ পরমাকর্ষক বস্তু। 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ'—স্বপ্রিয় নামকীর্ত্তনদ্বারা প্রেম সহজলভ্য হয় বলিয়া তাহা পরম অন্তরঙ্গ, বলিষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন নহে, তাহা সাধ্যও বটে। সাধন-শ্রেষ্ঠ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন মহিমা বর্ণনাতীত।

যদি কেহ বলেন, সাধনভক্তির ফল প্রেম। প্রেমই সাধ্য বস্তু। তবে সাধন-শ্রেষ্ঠ শ্রীনামকীর্ত্তনকে সাধ্য কেন বলা হইতেছে। তদুত্তর এই যে—সাধনভক্তির ফল প্রেম সত্য কিন্তু শ্রীনামসংকীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে সেই প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনে প্রেমোদয়ের অবশ্যম্ভাবীত্ব-হেতু উপচাররূপে নাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নিয়মের কখনও ব্যভিচার হয় না। এজন্য সাধুগণ নামসংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল অর্থাৎ সাধ্য বলিয়া থাকেন।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনং শ্রেষ্ঠং সাধনং সাধ্যমপি।

সর্ব্বেষামপি সাধনভক্তি প্রকারানাং প্রেমৈব ফলমিত্য-ভিপ্রেতং সত্যং, নামসংকীর্ত্তনে সতি প্রেম্ণঃ অবশ্যম্ভাবীত্বাৎ উপচারেণ তদেব ফলং মন্যন্তে ইত্যাহঃ— ভগবদিতি। ভগবতি প্রেম্ণঃ সম্পত্তৌ সম্পন্নতায়াং সদৈব নামসংকীর্ত্তনস্য অব্যভিচারত আবশ্যক-হেতুত্বাৎ।

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎ প্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥

বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫ শ্লোক টীকা চ

রসিকৈর্নামসংকীর্ত্তন-লম্পটৈঃ।

প্রেমলাভ করিতে হইলে সর্ব্বদা শ্রীনামসংকীর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। রসজ্ঞগণ নামসংকীর্ত্তনকে প্রেমের স্বরূপ বলিয়াছেন। একে তু নামসংকীর্ত্তনমেব প্রেম্ণঃ স্বরূপতঃ মন্যন্ত।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত সেই ইষ্টনাম সংকীর্ত্তন করিলে উহা প্রেমভরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সংকীর্ত্তনে প্রেম হয়, আবার প্রেমের সহিত সংকীর্ত্তনও সিদ্ধ হয়। অতএব নামসংকীর্ত্তন ও প্রেম অনন্যসিদ্ধ। উভয়ে উভয়ের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

প্রেম-বিশেষেরদ্বারাই নামসংকীর্ত্তন সিদ্ধ হয়। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক যেরূপ আর্ত্তনাদ করে, রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররী যেরূপ কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া পতিকে আহ্বান করে, বিরহকাতর ভক্তও তদ্রূপ প্রেমার্ত্তিতে নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

পরমার্ত্ত্যা ভগবন্নামসংকীর্ত্তনং কার্য্যং। 'সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ'।

সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, তাহাই সাধকের সাধন। এজন্য পরম আর্ত্তির সহিত নামসংকীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন—স্ফুটরূপে শ্রীনামসংকীর্ত্তনে লোকপূজাদি দোষ, শরীরদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বিঘ্ন হইতে পারে কিন্তু অন্যের অলক্ষিতে অনায়াসে মানসচিন্তনে কোন বিঘ্ন নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—

সংকীর্ত্তন মাধুর্য্য শ্রীভগবানের প্রসাদে স্ফুরিত হয়; ন তু স্বপ্রযত্নাৎ নিজ পৌরুষেণ—ইহা পুরুষপ্রযত্ন বা নিজ চেষ্টা দ্বারা কদাচ সিদ্ধ হয় না। ভগবৎ-প্রসাদপ্রাপ্তেঃহর্থে বিঘ্ন দোষাদি অসম্ভবাৎ। শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভগবৎ-কৃপায় সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে প্রকাশিত হয় বলিয়া তদ্দ্বারা কোন অসুবিধাই হয় না।

বিচিত্র-সংকীর্ত্তনমাধুরী ভগবৎ-প্রসাদাৎ আবির্ভূতা, ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিধ্যেৎ। (বৃঃ ভাঃ)

প্রশ্ন—শ্রীনামই কি ভগবানের অতিশয় প্রিয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতি প্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ন হি॥

শ্রীমন্নাম প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম জগৎ-হিতকারী, সুখোপাস্য, সরস, অতএব নামতুল্য অন্য কিছু নাই। বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৮৪

টীকা—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। শ্রীমূর্ত্তি হইতেও প্রভুর নাম অতিশয় প্রিয়।

'ন তথা মে প্রিয়তম' শ্লোকে (ভাঃ ১১।১৪।১৫) ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়—ভগবানের আত্মা বা বিগ্রহ হইতেও ভক্ত প্রিয়, কিন্তু নাম হৈতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, একথা

কোন স্থানে বলেন নাই। নিজ শ্রীমূর্ত্তেঃ সকাশাদপি অন্যেষাং শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনাৎ, ন তু কুত্রাপি নাম্নঃ সকাশাৎ।

শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই। জিহ্বার উচ্চারণ বা কর্ণে শ্রবণ-দ্বারাও শ্রীনাম জীবের উপকার করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীনাম জগৎ-হিতকারী। শ্রীনাম সুখোপাস্য। জিহ্বাগ্রমাত্রেনৈব সেবনাৎ অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চারণ-মাত্র নামের উপাসনা বা সেবা হয় বলিয়া ইনি সুখেন উপাস্যং সেব্যং।

শ্রীনাম সরস। সরসং কোমলং মধুরাক্ষরময়ত্বাৎ। শ্রীনাম মধুর অক্ষরময় বলিয়া সরস ও কোমল।

শ্রীনাম সচ্চিদানন্দ-রসময় বলিয়াও সরস। অশেষ-রসের সহিত বিরাজমান বলিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন সরস। রসৈরশেষৈরেব সহ বর্ত্তমানঃ শৃঙ্গারাদি নবরসেষু ভক্তিরসে প্রেমরসে চ তথা বিরহ সঙ্গময়োশ্চ পরিস্ফুরণাৎ।

যদ্বা রসো রাগস্তৎসহিতম্ অব্যভিচারিত্বেন অবশ্যমেব আশু শ্রীভগবৎ-প্রেম-সম্পাদনাৎ।

শ্রীনাম পরমশক্তিশালী বলিয়াও সরস। রস অর্থাৎ বীর্য্য বা শক্তি। শ্রীনাম ঘনসুখময় ও পরম মধুর বলিয়া সরস।

নাম্ন এব সমং তত্তুল্যং অন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি ইতি নিরুপমম্।

শ্রীনামের সম বা তত্তুল্য অন্য কিছুই নাই বলিয়া শ্রীনাম নিরুপম। (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৮৪ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্ত-সুখার্থই কি ঈশ্বরের সব লীলা?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ ভক্তগণকে সুখ দিবার জন্যই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। তদ্‌ভিন্ন ভক্তবৎসল ভগবানের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তকে সুখী করিয়াই তিনি সুখী হন। ভগবানের ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনা নাহি অন্য কৃত্য। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—আমি ইচ্ছামাত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত দানবগণকে সংহার করিতে পারি, তথাপি ভক্তগণকে সুখ দিবার জন্য অসুর সংহারাদিরূপ বিবিধ লীলা করিয়া থাকি। মৎস্য দর্শনের-দ্বারা, কূর্ম্ম স্মরণের-দ্বারা, পক্ষী স্পর্শের-দ্বারা নিজ সন্তানকে পোষণ করে, আমিও তদ্রূপ দর্শন, স্মরণ ও স্পর্শ-দ্বারা ভক্তগণকে পালন করিয়া থাকি।

কোন কৃষ্ণভক্ত বলিতেছেন—আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিলে শ্রীনারায়ণ নন্দনন্দন-রূপ হইলেন, লক্ষ্মীদেবী রাধিকারূপ ও অন্য পার্ষদগণ ব্রজবালকের রূপ ধারণ করিলেন। এখন প্রশ্ন—অংশ কিরূপে অংশী হইলেন? উত্তর—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত' অচিন্ত্যশক্তি বলে সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পারেন। ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী ভগবান্ ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভের মধ্যেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তের জন্য নিজ অংশে অংশীরূপে আবির্ভূত হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? (বৃঃ ভাঃ)

প্রশ্ন—মহালক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তিসকলের মধ্যে যিনি সম্পদ দান করেন এবং লোকপালাদির বিভূতির অধীশ্বরী ও অণিমাদি মহাসিদ্ধি প্রদাত্রী, সেই ধনৈশ্বর্য্য-প্রদা লক্ষ্মীদেবীকেই মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি আরাধিত হইলে বিভূতি ও বৈভবাদিই প্রদান করেন, কিন্তু ঐ প্রকার বিষয়-ভোগাদিরূপ বিভূতি মুক্তি আদির বাধক।

এই ধনদাত্রী লক্ষ্মী পরম চঞ্চলা। কারণ দুর্ব্বাসার শাপ ব্যাজ করিয়া তাঁহার ইতস্ততঃ তিরোভাব ও আবির্ভাবাদি হইয়া থাকে এবং তিনি সহসা নিজ আশ্রিতকে পরিত্যাগও করেন। এই চঞ্চলা লক্ষ্মী হইতেও নবীন ভক্তগণ শ্রীভগবানের অধিকতর প্রিয়। এই চঞ্চলা লক্ষ্মীও মহালক্ষ্মীর অবতার বলিয়া তৎসাদৃশ্যাৎ ভগবৎ-পরিগৃহীতা। এজন্য অমৃত মন্থনাদির কালে ভগবান্ তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু যিনি ভগবৎ-প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের ন্যায় ভক্তগণ-কর্ত্তৃক আরাধিতা হন। তিনি কখনই কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় হইতে পারেন না। মহালক্ষ্মী ভগবদ্-বক্ষে পরম স্থিরভাবে সতত অবস্থিতা। ইনি চঞ্চলা নহেন। (বৃঃ ভাঃ)

'শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক(ক)-তর্ক(খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ বিদ্যালঙ্কার]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১—৪ সংখ্যায় স্থাপিত হইয়াছে। সাহিত্যাচার্য্য তর্কতীর্থ মহাশয়ের 'ভক্তি ও ভক্ত' সম্বন্ধে যে-সকল বিকৃত ধারণা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ সেইগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

সাহিত্যাচার্য্য লিখিয়াছেন (১৯ পৃঃ)—"আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীধরস্বামীর অনুরূপ অদ্বৈতমতের অনুযায়ীই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ পরবর্ত্তীকালে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থ তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার এবং তাঁহার একটা পৃথক্ অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক মত ছিল, ইহাও নিজেদের স্বার্থে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকে অদ্বৈতমতানুযায়ী মনে করা অনভিজ্ঞতা। স্মার্ত্তগণ তথাকথিত অদ্বৈতবাদের চশমা পরিয়া সকলকে সেইরকম দেখিতেছেন। শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মত কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। ভাগবত ১।৭।৬ ভাবার্থদীপিকা টীকা—

"তদনেন শ্লোকত্রয়েণ শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষেপেণ দর্শিতঃ। এতদুক্তং ভবতি—বিদ্যাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূত-পরমানন্দস্বরূপঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরীশ্বরঃ, তন্মায়য়া সম্মোহিতস্তিরোভূতস্বরূপস্তদ্বিপরীতধর্ম্মা জীবঃ, তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যা লব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি। তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা—হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসম্বৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। তথা—স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ॥ স্বাবির্ভূত-পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুদুঃখভূঃ। স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ॥ যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ ইত্যাদি।"

প্রথম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের ৪—৬ এই তিন শ্লোকে শ্রীভাগবতের অর্থ (প্রতিপাদ্য) সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাতে উক্ত হইতেছে—বিদ্যাশক্তিদ্বারা মায়ানিয়ন্তা, নিত্যাবির্ভূত পরমানন্দস্বরূপ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ঈশ্বর, আর তাঁহার মায়ায় মোহিত, আবৃতস্বরূপ, ঈশ্বরের ধর্ম্মের বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট জীব, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিদ্বারা প্রাপ্তজ্ঞানে সেই জীবের মুক্তি। শ্রীবিষ্ণুস্বামী (শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য) তাহা বলিয়াছেন। হ্লাদিনী (আনন্দশক্তি) এবং সম্বিৎ (জ্ঞানশক্তি) দ্বারা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর আলিঙ্গিত, আর জীব নিজ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত, ক্লেশসমূহের আকর। মায়া যাঁহার বশে তিনি ঈশ্বর; যে মায়াদ্বারা পীড়িত, সে জীব। ঈশ্বরের পরানন্দ আপনা হইতে আবির্ভূত, আর জীব আবির্ভূত অতিদুঃখের উৎপত্তিস্থল, নিজ অজ্ঞান (অবিদ্যা) হইতে বিপর্য্যাস (বিপরীত জ্ঞান, দেহাদিতে আত্মজ্ঞান) তাহা হইতে ভেদজ্ঞান ও তজ্জনিত ভয় ও শোকের সেবাপূর্বক যাঁহার মায়ায় জগতে অবস্থান করিতেছে, সেই নৃসিংহদেবকে স্তুতি করি ইত্যাদি।

ভাঃ ৩।২৬।৪ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় উক্ত হইয়াছে—"পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ। তত্র যঃ প্রকৃত্যবিবেকেন সংসরতি স জীবঃ, যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমেশ্বরঃ।"

অর্থাৎ পুরুষ জীব ও ঈশ্বররূপে দুই প্রকার, যে প্রকৃতির অবিবেক (তাহা হইতে নিজে পৃথক্ এই জ্ঞানের অভাব)-হেতু সংসারে ভ্রমণ করে সে জীব, আর যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তিনি ঈশ্বর।

শুদ্ধ জীবস্বরূপ হইতে ব্রহ্মের বিশেষ (ভেদ) বলিতেছেন—(ভাঃ ৩।২৭।১১ ভাঃ দীঃ) "প্রধানের অধিষ্ঠান,

কার্য্যের প্রকাশক, কার্য্য ও কারণে অনুস্যূত, পরিপূর্ণ।"

"সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্বানুস্যূতমদ্বয়ম্।" (ভাঃ ৩।২৭।১১ শ্লোক)

পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরের দেহসম্বন্ধ থাকায় কিরূপে তাঁহার ভক্তিরদ্বারা মোক্ষ হইবে? উত্তর—জীবের অবিদ্যা-দ্বারা মিথ্যাদেহসম্বন্ধ, আর ঈশ্বরের যোগমায়াদ্বারা চিদ্ঘনলীলা-বিগ্রহের আবির্ভাব। ঈশ্বর ও জীবের এই মহান্ প্রভেদ।

"জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যারূপদেহসম্বন্ধঃ ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ।" (২।৭।৪ ভাঃ টীঃ ভাঃ দীঃ দ্রষ্টব্য)

পরমেশ্বরে যোগমায়া-চিৎশক্তির বিলাস (মায়া-শক্তির বিলাস নহে।)

"পরমেশ্বরে তু যোগমায়েতি চিচ্ছক্তিবিলাস ইতি দ্রষ্টব্যম্" (৩।১৫।২৬ ভাঃ টীঃ = ভাঃ দীঃ)।

বৈলক্ষণ্য বা ভেদ দুই প্রকার। এক জীব ও ঈশ্বরের, অপর জীবসমূহের। তাহাদের মধ্যে জীব ও ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য বলিতেছেন—শোকযুক্ত ও আনন্দবান্ জীব ও ঈশ্বর একশরীরে নিয়ম্য ও নিয়ন্তৃভাবে অবস্থিত। (জীব নিয়ম্য, ঈশ্বর নিয়ন্তা) চিৎস্বরূপ বলিয়া উভয়ে সদৃশ (এক) নহে। উভয়ের বিয়োগ নাই এবং ঐকমত্য আছে বলিয়া সখা। অবিদ্যাযুক্ত জীব নিত্যবদ্ধ এবং বিদ্যাযুক্ত জীব নিত্যমুক্ত। যথা—

'বৈলক্ষণ্যং দ্বিবিধম্। জীবেশ্বরয়োরেকং জীবানা-ঞ্চৈকম্ তত্র জীবেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যমাহ... (১১।১১।৫-৬ ভাঃ দীঃ টীঃ)

স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য বলিতেছেন, যথা—

"স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ" (৩।১৫।৪৩ ভাঃ দীঃ টীঃ)

নিত্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে, এখন পরম-মঙ্গল-বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হইতেছেন, অহো আমাদের ভাগ্য, যথা—

"নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশসে ন তচ্চিত্রম্, ইদানীং পরমমঙ্গলবিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্ত্যা প্রত্যক্ষোঽসি। অহো ভাগ্যমস্মাক-মিত্যাহুঃ।" (৩।১৫।৪৬ ভাঃ দীঃ টীঃ)

নিরুপাধি আত্মতত্ত্বের কিরূপে এই প্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে পারে? এই জন্য বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীমূর্তিদ্বারা—

"ননু নিরুপাধেরাত্মতত্ত্বস্য কথমীদৃশমৈশ্বর্য্যং স্যাদত আহুঃ—সত্ত্বেন বিশুদ্ধসত্ত্বশ্রীমূর্ত্ত্যা" (৩।১৫।৪৭ ভাঃ দীঃ টীঃ)

অভেদ বা ঐক্য চিদংশে (গীতা ৪।১০ স্বামি টীঃ) ৪।৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—তোমার ও আমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে-সকল জানি, কিন্তু তুমি জান না। ইহা-দ্বারা বিদ্যা-উপাধি-যুক্ত 'তৎ' পদ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যা-উপাধি-যুক্ত 'ত্বং' পদ প্রতি-পাদ্য জীব প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরে অবিদ্যার অভাব-হেতু নিত্যশুদ্ধ, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত জ্ঞানেরদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি-হেতু শুদ্ধজীবের চিদংশে ঈশ্বরের সহিত ঐক্য উক্ত হইয়াছে, যথা—

"তদেবং 'তান্যহং বেদ সর্বাণী'ত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যো-পাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাৎ জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধ-জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেনৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্।" (গীঃ ৪।১০ সুবোধিনী টীঃ)

ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ, শুদ্ধজীব ও ঈশ্বরের চিদংশে ঐক্য সিদ্ধান্তিত হওয়ায় ইহা শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ, ইহা কেবলাদ্বৈতবাদের মত ভক্তি-বিরোধী নহে।

জীবন্মুক্তগণের অভিমান ত্যক্ত হইলেও তাহার আভাস থাকে, তদ্দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ হয়। তাহার কারণ অবিদ্যা বাসনা। ভগবানের তাহা হইতে বিশেষ বলিতেছেন—যোগমায়া (চিচ্ছক্তি)-বাসনাদ্বারা তাঁহার অভিমানাভাস হইয়া থাকে, ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণব ভিন্ন কোন দার্শনিকই স্বীকার করেন নাই, করিতে পারেন না।

"মনসা স্বয়ং ত্যক্তেঽপ্যভিমানে কেনাপি সংস্কারেণ দেহঃ প্রচলতি যথা কুলালচক্রম্, সোঽয়মভিমানা-ভাসস্তেন। স চ জীবন্মুক্তানামবিদ্যাবাসনয়া ভবতীতি

ততো বিশেষমাহ যোগমায়াবাসনয়েতি।” (ভাঃ ৫।৬।৭ ভাঃ দীঃ টীঃ)।

শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলার নিত্যত্ব ও ভক্তের নিত্য পার্ষদদেহ-প্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ১।৬।২৯) উক্ত হইয়াছে — “অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ সূচিতং ভবতি।” (ভাঃ ১।৬।২৯ ভাঃ দীঃ) এই শ্লোকদ্বারা বিষ্ণুপার্ষদগণের দেহ কর্ম্মদ্বারা আরব্ধ নহে এবং নিত্য ইহা সূচিত হইতেছে। “প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুমিতি।” (ভাঃ ১।৬।২৯)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে— নৃসিংহতাপনী শাঙ্করভাষ্য, বেদস্তুতি টীকা ধৃত। শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায়ও তাহা দৃঢ়ভাবে উপপাদন করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।১৪।৬০) ‘এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারেঃ’ ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় ভগবানের বনভোজনাদিলীলা প্রপঞ্চাতীত চৈতন্যের বিলাস বলিয়াছেন, যথা—

“ব্যক্তাৎ জড়প্রপঞ্চাদিতরৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং বৎসবৎসপালরূপং, যদ্বা ব্যক্তেতরচ্চিদ্‌বিলাসস্তদ্রূপ্যত ইতি রূপম্।” (ভাঃ ১০।১৪।৬০ ভাঃ দীঃ টীঃ)

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর ও তাঁহার লীলা অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামিপাদ তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, যথা—

“ননু তর্হি মমাবতারাস্তচ্চরিতানি চ শুক্তিরজতবদবিদ্যা-কল্পিতান্যেব কিং? নহি, ইয়ন্তু তব লীলেত্যাহ দ্বয়েন ত্রয়োদিত ইতি।” (ভাঃ ১০।৪৮।২৩ ভাঃ দীঃ)

তাহা হইলে আমার অবতারগণ ও তাঁহাদের চরিত-সমূহ শুক্তিতে রজতের মত অবিদ্যা (অজ্ঞান) দ্বারা কল্পিত কি? না, ইহা আপনার লীলা এইটি ‘ত্রয়োদিত’ (ভাঃ ১০।৪৮।২৩) ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ—

ভগবানের শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সঙ্গত হয়। স্বামিপাদ বিষ্ণু-পুরাণের (১।৩।২) শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ইত্যাদি শ্লোকে ‘অচিন্ত্য’ শব্দের ‘যদ্বা অচিন্ত্যাঃ ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বস্তুই স্বীকৃত হউক, শক্তি কি?—এই মত বেদান্তিগণের নহে। বস্তুবর্ত্তমানেও শক্তির স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়। অতএব (বস্তু) স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করিতে পারা যায় না বলিয়া ভেদ এবং ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে পারা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদই স্বীকৃত হইয়াছে এবং উভয়ই অচিন্ত্য।

‘বস্ত্বেবাস্তু, কা তত্র শক্তির্নাম ইতি মতস্তু ন বেদান্তিনাম। সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদি দর্শনাৎ, যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ ; তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চাচিন্ত্যাবিতি। (সর্বসম্বাদিনী)

অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদকে মনগড়া মনে করা অজ্ঞতা বা কুসংস্কার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদগণের ভগবদ্দর্শনে অশ্রদ্ধা যাহা ‘নাকি’ শব্দ-দ্বারা অভিব্যক্ত, উহা জঘন্য মনোবৃত্তিরই নগ্ন প্রকাশ। প্রাচীন ঋষিগণ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি, যদি শ্রীরূপ-সনাতনাদি মহাভাগবতগণ দেখিয়া না থাকেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রামাণ্য খণ্ডন—

ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম মহাপুরাণ। পুরাণসংখ্যা প্রস্তাবে পুরাণ ও মহাভারতে ইঁহার নাম পরিদৃষ্ট হয়। ভাগবতে ‘পুরাণার্করূপে উদিত’ উক্ত হইয়াছে। বেদের যেমন সম্প্রদায় আছে, ভাগবতেরও সেইরূপ সম্প্রদায় আছে। স্বামিপাদ তাহা ৩য় স্কন্ধের ভাবার্থ দীপিকা প্রারম্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন—

“দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ, একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।”

অর্থাৎ ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে দুই প্রকারে। এক সংক্ষেপে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা-নারদ

প্রভৃতি দ্বারা, অপর বিশুদ্ধরূপে শেষ হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়ন প্রভৃতিদ্বারা। উপনিষদেরও ঐরূপ সম্প্রদায় আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থ (ভাষ্য) স্বরূপ, মহাভারতের অর্থ (তাৎপর্য্য) যাহাতে বিনির্ণয় হইয়াছে, যাহা গায়ত্রীর ভাষ্যভূত ও বেদার্থের পরিবৃংহণ (বিস্তারকারী)। বেদসমূহের মধ্যে সামবেদের মত পুরাণ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি কারণে অন্য পুরাণ অপেক্ষা ভাষা কঠিন। তত্ত্বনির্ণয় স্থলে ভাষা কঠিনই হইয়া থাকে। ত্রিশত পঞ্চত্রিংশদধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং, ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ সংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।

(গরুড় পুরাণ)

স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ প্রভৃতিতে শ্রীমদ্ভাগবতের অসাধারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শাস্ত্র প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যস্বরূপ তন্ত্র-ভাগবত নামক তন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই মহাপুরাণের শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয় প্রভৃতি ব্যাখ্যান গ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তি-রত্নাবলী, প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থ বিদ্যমান। হেমাদ্রির গ্রন্থে দানখণ্ডে পুরাণদানের প্রস্তাবে মৎস্য-পুরাণীয় ভাগবত-লক্ষণ ধৃত হইয়াছে। পুরাণকাননসঞ্চারপঞ্চানন শ্রীধর-স্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"কাহং মন্দমতিঃ কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥"

'মুক্তাফল' নিবন্ধ বোপদেব রচিত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় 'নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণঃ' ইত্যাদি শ্লোক প্রহ্লাদচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বহুপণ্ডিতই ইহার প্রামাণ্য যে সন্দেহাতীত ইহা বিশ্বাস করেন। শ্রীমৎশঙ্করও 'ভাগবতা মন্যন্তে' বলিয়া যে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে। মহাভারতে পরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের কথা উল্লিখিত হয় নাই, স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ড ভাগবত মাহাত্ম্যে ভাগবত শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজের ঔৎসুক্য, উদ্ধব কর্ত্তৃক শুকমুখে ভাগবত শ্রবণার্থ উপদেশের কথা আছে। মহাভারতে পরীক্ষিৎকে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছিলেন' এবং সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যুর কথা আছে, ভাগবত শ্রবণের কথা নাই। টীকাকারগণ তাহার সমাধান করেন নাই বলিয়া কি সেই পুরাণ অপ্রমাণ হইয়া যাইবে? শ্রীধরস্বামিপাদ বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন, অন্য কোন পুরাণের টীকা করেন নাই বা সবগ্রন্থের সব সমস্যার সমাধান করেন নাই বলিয়া যে সেইগুলি অপ্রমাণ হইবে, ইহা কোন বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিতে সাহস করিবেন না। 'ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্' এই উক্তি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থকে (যেমন দেবীভাগবত) লোকে ভাগবত বলিয়া আশঙ্কা করে, তাহারই খণ্ডন করিয়াছেন মৎস্যপুরাণের ভাগবতলক্ষণ-দ্বারা। সেই অসাধারণ লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন নিবন্ধে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। গরুড়পুরাণও ভাগবত বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতকেই বলিয়াছেন। অপ্রামাণ্য আশঙ্কা বেদাদি সম্বন্ধেও উত্থিত হইয়াছে। শিষ্ট পরিগ্রহ নিবন্ধন খণ্ডিতও হইয়াছে, এস্থলেও সেই রীতি অনুসর্ত্তব্য। ইহাতে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের পারতম্য, তদ্বিগ্রহ, নাম, ধাম, গুণ, লীলা, পরিকরাদির নিত্যত্ব, ভক্তির সাধনত্ব, সাধ্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত, জ্ঞান-কর্ম্মাদির অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া মৎসর সম্প্রদায় উহার খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। যাহা সর্বপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তী সেই ভাগবতকে অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন মহা নাস্তিকতার পরিচায়ক কি-না ইহা নির্মৎসর পাঠকগণ বিচার করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৩ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ), ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নয় দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের ব্যবস্থায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত দেড় সহস্রাধিক তীর্থযাত্রী নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। ৫ চৈত্র রবিবার শ্রীমঠের বিশাল সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজনীয় স্বামীজীগণ পরিক্রমার তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ৬ই চৈত্র সোমবার প্রাতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া ১১ই চৈত্র শনিবার বৈকালে সমাপ্ত হয়। প্রত্যহ সাধুগণের অনুগমনে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তৎপার্ষদবৃন্দের লীলাভূমি ও সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করা হয়। পূজনীয় স্বামীজীগণ প্রত্যেক স্থানের মহিমা শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেন। গৌহাটী (আসামে) ৩রা চৈত্র হইতে ৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার অধিবাস দিবসে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। তিনি ২০ শে মার্চ্চ বিমানে দমদম আসিয়া তথা হইতে ট্রেন-যোগে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন এবং পরে নৌকাযোগে সরস্বতী নদী পার হইয়া শ্রীমায়াপুর ঘাটে শুভপদার্পণ করিলে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল ও প্রতীক্ষ্যমাণ ভক্তবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনি ও দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন সহযোগে হৃদয়ের আর্ত্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ-যোগে ঘাট হইতে ঈশোদ্যানস্থ মঠ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন।

পরিক্রমার চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে যাত্রিগণ বিদ্যানগরে অবস্থান করেন; প্রতি বৎসর বিদ্যানগর নিবাসী শ্রীগয়ারাম দাস, তথাকার বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী ও পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ বিদ্যামন্দিরের দ্বিতল বিশাল ভবনে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশী-র্ব্বাদে ও ভক্তগণের শুভেচ্ছায় প্রতিবৎসর বিদ্যামন্দিরের ক্রমবর্দ্ধমান সমুন্নতিষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। বিদ্যামন্দিরের মুখ্য দাতা স্থানীয় উদার হৃদয় সজ্জনবর শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়ের গৌরভক্তগণের সেবায় অনুরাগ প্রশংসনীয়।

প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

১২ই চৈত্র শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপর সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন আদি সহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিপূজা সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের পৌরোহিত্যে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সভার সাধারণ অধিবেশন হয়। পূজনীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে বিদ্যাপীঠের সম্পাদক মহোদয় বার্ষিক

বিবরণ পাঠের পর আগামী বৎসরের জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের আবেদন জানাইলে কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যাপীঠের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"বৈষ্ণবের চরণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমরা যে অপরাধ করে থাকি তাঁ'দের গুণানুবাদের দ্বারা সে সকল অপরাধ হতে আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি। পরস্পর একত্রে বাস করতে গিয়ে আমরা কখনও কখনও পরস্পরের প্রতি অপরাধ বা ত্রুটী করে থাকি। কিন্তু পরস্পরের গুণানুবাদের দ্বারা সে অপরাধ স্খালিত হয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তনের দুই প্রকার মুখ্য ফল —(১) অনর্থ হতে নিবৃত্তি ও (২) অর্থে প্রবৃত্তি। এজন্য ইহা অতীব উপাদেয় বস্তু।

যাঁ'রা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার জন্য যত্ন করছেন তাঁ'দের সেবা স্বীকৃতি দ্বারা তাঁ'দিগকে ও অন্যান্য সকলকে তদ্বিষয়ে প্রোৎসাহিত করবার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা হতে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ (উপাধি) প্রদান করা হয়ে থাকে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করছেন, এমত নহে, সভার পক্ষ হ'তে দেওয়া হচ্ছে, সুতরাং ইহাতে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। আশীর্ব্বাদ দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি বৈষ্ণবগণের বা বৈষ্ণবদাসগণের থাকে না। তবে বৈষ্ণবগণের দাসসূত্রে তাঁ'দের সেবা করা হয়। আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়্ছে—এক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্যগণের প্রার্থনায় উচ্চ ব্যাসাসনে বসে তাঁ'দের পূজা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি সে-সময় বলেছিলেন—"আমি কি চিড়িয়াখানার জন্তু, যে বৈষ্ণবগণ নীচে বসে আছেন আর আমি উপরে বসে তাঁ'দের পূজা নিচ্ছি ও স্তব-স্তুতি শুন্‌ছি। কিন্তু আমি জেনে শুনেই উচ্চাসনে বসেছি। বৈষ্ণব সেবার জন্য যদি আমাকে নিন্দা, গ্লানি সহ্য করতে হয় তা'তেও আমি প্রস্তুত আছি। সেবার জন্য প্রয়োজন হ'লে উচ্চাসনে বসারূপ দাম্ভিকতা বরণ করতে আমি প্রস্তুত আছি।" সুতরাং প্রতিষ্ঠার ভয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমত্তা নহে।" অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব সভার পক্ষ হ'তে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সেবায় নানাবিধ ভাবে সহায়তার জন্য শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ (উপাধি) প্রদান করেন :—

১। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী—**কীর্ত্তনবিনোদ**
২। শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী—**বিদ্যাবিলাস**
৩। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, (ডব্লু-বি-সি-এস)—**বিদ্যাভূষণ**
৪। শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী [শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়]—**ভক্তিসুন্দর**
৫। শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী—**ভক্তিসঙ্কল্প**
৬। শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামাড়িয়া—**ভক্তিবিজয়**
৭। শ্রীগোপাল দাস অধিকারী (বালিয়াটী) —**সেবাসুন্দর**
৮। শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী—**সেবাপ্রাণ**
৯। শ্রীগোলোক নাথ দাস ব্রহ্মচারী—**সুব্রত**
১০। শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ ব্রহ্মচারী—**ভক্তিকল্প**
১১। শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী—**সেবাকুশল**
১২। শ্রীদেবকীনন্দন দাস (দেরাদুন) —**ভক্তিসুহৃদ্**
১৩। শ্রীমান প্রকাশ শর্ম্মা (দেরাদুন)—**ভক্তিপ্রমোদ**
১৪। শ্রীক্ষীরোদশায়ী দাসাধিকারী কালোবাড়ী, গোয়ালপাড়া (আসাম)—**ভক্তবান্ধব**

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণের উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী প্রভু (শিলিগুড়ি), আসামের শ্রীরূপানুগ দাসাধিকারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীসাহেশ্বরী দেবীর নির্য্যাণে গভীর বিরহ-দুঃখ নিবেদন করেন এবং মঠের অন্যতম প্রধান শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক কলিকাতা নিবাসী শ্রীমনিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও গৌহাটী নিবাসী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের স্বধাম প্রাপ্তিতে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জানান।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি বাসরে ও তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে অগণিত দর্শনার্থীর

ভীড় হয়। মহোৎসব দিবসে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। এক একবারে সহস্রাধিক নরনারী সারিবদ্ধ ভাবে বসিয়া প্রসাদ সম্মান করেন— সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যাঁহারা সেবানুকূল্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও তাঁহার পার্টি (শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী), মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও তাঁহার পার্টি (শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী), উপদেশক শ্রীপাদ অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার পার্টি (শ্রীগোলোক নাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী), শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ দাস ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযশবন্ত রায়জী শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবে বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যাঁহারা সম্প্রতি বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীবজরং সিং সিংহানিয়া ও শ্রীমতী হেমলতা দেবী নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

(বিভিন্ন মঠে)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন—

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১২ই চৈত্র ১৩৭৩ (ইং ২৬৷৩৷৬৭) রবিবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে রবিবার প্রাতে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রম ও বন্দন-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। তৎপর সাড়ে ছয় ঘটিকা হইতে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন ও বাদ্যাদি সহিত নগর পরিক্রমা করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় মঠস্থ সঙ্কীর্ত্তন-ভবনে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা স্বরূপ ও আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। অন্তে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন সহ শ্রীশ্রীগৌরহরির মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবোপলক্ষে বিভিন্নস্থান হইতে আগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা অপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১২ চৈত্র সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার-বৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা অপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীঅনঙ্গ দাসাধিকারী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীজগন্নাথ রাও, শ্রী আর, এন, রাও প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন পূর্ব্ব পাকিস্তানস্থ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি পূজা ও মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠ রক্ষক শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য মঠবাসী এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

অন্যান্য শাখামঠ সমূহে—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও চাকদহ মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে, আসামস্থিত কামরূপ জেলার গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং দরং জেলার তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে এতদ্ভিন্ন শ্রীমঠের পরিচালনাধীন যাবতীয় শাখামঠ সমূহে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিলং (আসাম) ঃ— শিলং এ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব কমিটির সভ্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে ১১ই চৈত্র হইতে ১৯ শে চৈত্র পর্য্যন্ত নবাহ-ব্যাপী উৎসব শ্রীজগন্নাথ মন্দির, লাবান্ হরিসভা, জেল রোড পূজামণ্ডপ, লাইমুখরা প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অন্তিম দিবসে অপেরা হলে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র কর সভাপতির এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা ঊষা ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

জালন্ধরে—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল সোমবার কলিকাতা হইতে অমৃতসর মেলযোগে শুভযাত্রা করতঃ ১২ এপ্রিল জালন্ধর ষ্টেশনে শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ষ্টেশন হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ভক্তগণ বিক্রমপুরায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরণজিৎ দাসাধিকারী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল ভৌমিক কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে এবং শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিকোবিদ ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী জালন্ধরে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের পৌরোহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার ভক্তমণ্ডলীর উদ্যোগে ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় মাইহীরা গেটস্থিত শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরে দিবস চতুষ্টয় ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ এই ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করেন। দেরাদুন হইতেও কতিপয় ভক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ নৈশ ধর্ম্মসম্মেলনে সমবেত সহস্রাধিক নরনারীর উদ্দেশ্যে তাঁহার সারগর্ভ

অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ স্বামী রামাচার্য্য, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। ডাঃ শ্রীহরভজন সিং ও অধ্যক্ষ শ্রীভগবন্ত সিং এর আহ্বানে লাডোয়ালী রোডস্থিত শ্রীসাবিত্রী দেবী আশ্রমে ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় এবং বিশিষ্ট ধনাঢ্য নাগরিক শ্রীসৎপ্রকাশজী কালিয়ার সিভিল লাইনস্থিত বাসভবনে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় দুইটী মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া বহুবিশিষ্ট ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ১৭ই এপ্রিল শ্রীমতী মায়াদেবী টেণ্ডন ও শ্রীসত্যদেবীর গৃহে দুইটী সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন।

১৬ এপ্রিল রবিবার প্রাতে শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল) ও অন্যান্য স্থানীয় ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

হোসিয়ারপুর—

হোসিয়ারপুর শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের ট্রাষ্টী ও সভ্যগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে জালন্ধর হইতে হোসিয়ারপুর ষ্টেশনে ১৮ এপ্রিল শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ ব্যাণ্ডপার্টি আদি সহ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাঞ্জাবে সাধু ও আচার্য্যগণ যেরূপ বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হন তাহা ভারতের অন্যত্র কম স্থানেই দেখা যায়।

শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ হরিবাবার স্নিগ্ধ, সৌজন্য ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীল আচার্য্যদেব মুগ্ধ হন। আশ্রমের রমণীয় সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ দুইবার, কোনও দিন তিনবার প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ হরিবাবাও কোনও কোনও দিন অল্প সময়ের জন্য বলেন। ২২ শে এপ্রিল স্থানীয় টাউন হলে এক সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করিলে সমবেত শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্যের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হন।

হোসিয়ারপুর হইতে লুধীয়ানা, চণ্ডীগড় প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে এবং দেরাদুন, দিল্লী আদি স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেব ক্রমশঃ প্রচার সফরে যাইতে পারেন।

চূড়ামণিযোগ

গত ১০ই বৈশাখ (১৩৭৪), ইং ২৪ শে এপ্রিল (১৯৬৭) সোমবার চন্দ্র-গ্রহণ উপলক্ষে চূড়ামণিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে পাপনাশিনী গঙ্গায় স্নান করতঃ পাপক্ষয় ও পুণ্য-লাভাশায় গঙ্গাঘাটে অগণিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গঙ্গা-স্পর্শলাভের আশায় উদ্গ্রীব হইয়া গঙ্গার উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মস্বসৌ কুষ্ঠী দুঃখভাগী চ সর্ব্বদা॥

সুতরাং এই মহাযোগ উপলক্ষে গঙ্গা স্নানের জন্য শুধু যে শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসী পুণ্যকামী অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরুষ ও মহিলাগণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা নহে; বহু উচ্চ শিক্ষিত, পাণ্ডিত্য গৌরবে বিভূষিত, কুলীন, সামাজিক ভোগী ও ত্যাগী এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই এই মহাযোগ-স্নানের জন্য লালায়িত হইয়া গঙ্গার তীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত ভাগবতধর্ম্ম-যাজীর হৃদয়ে অন্যকোন কামনার লেশমাত্র না থাকায় তাঁহারা ঐরূপ কার্য্যে রুচি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা ঐ প্রকার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লাভরূপ কার্য্যকে ভগবদ্ভক্তি-

লাভের বাধকজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ, শুদ্ধভক্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ

যে-কাল পর্য্যন্ত ভোগ-বাসনা ও মোক্ষ-বাসনারূপ দুইটী পিশাচী হৃদয়ে অবস্থান করে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তি-সুখের উদয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ এই সকল স্নান-দানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? এই প্রকার প্রশ্নের মীমাংসাও শাস্ত্র করিয়াছেন,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥

—ভাঃ ১১।২১।২

যাঁহার যে অধিকার, তাঁহার তাহাতে নিষ্ঠার নামই 'গুণ' বলিয়া খ্যাত। অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নামই 'দোষ'। ইহাই জগতে গুণ ও দোষের লক্ষণ।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—ভাঃ ১১।২০।৯

যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তির উদয় অথবা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-কাল পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

যাঁহারা বৈষ্ণব সদ্গুরুর সন্ধান লাভ করেন নাই, তাঁহারাই শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সুদৃঢ় বিশ্বাসী নহেন। সুতরাং চূড়ামণি-যোগ-স্নান, গ্রহণ-স্নান, কুম্ভ-স্নান প্রভৃতি কাম্য-কর্ম্মে লালায়িত হন। শাস্ত্র বলেন,—শুদ্ধ শ্রীহরি-নাম দূরে থাকুক, শ্রীহরিনামের আভাসেই কোটি কোটি গ্রহণ-কালীন গঙ্গা-স্নানের ফল এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লাভ নামাপরাধের ফলেই হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩৩।৭) বলেন,—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? হে ভগবন্, যাঁহাদের জিহ্বায় আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন ও সদাচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।

স্বধামে শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ

জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সতীর্থ শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিশরণ দাসাধিকারী, ভক্তিবারিধি প্রভু (শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ) তাঁহার ধানবাদস্থ নিজালয়ে গত ৮ এপ্রিল, ২৫ চৈত্র শনিবার মধ্য রাত্রিতে ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নির্যাণ লাভ করিয়াছেন। ইনি বাংলা ১২৯৬ সন ১৩ই পৌষ বীরভূম জেলান্তর্গত বড়্‌রা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শ্রীললিত মাধব সিংহ তথাকার প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। সুরেশবাবু উচ্চ শিক্ষা লাভের পর কর্ম্মজীবনে ধানবাদ কোর্টে ওকালতির কার্য্য করিতেন। যৌবনে শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসার পর ইঁহার জীবনের ধারা অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদিমার্গের অনুপাদেয়তা উপলব্ধি করতঃ ইনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ আদর্শ নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ বৈষ্ণবরূপে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্বয়ং আচরণমুখে প্রচার করিতে থাকেন। ইঁহার সঙ্গ প্রভাবে বহু ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন। ইঁহার পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও পরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ পতির ধর্ম্মের অনুসরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদ বহু বিশিষ্ট

ত্রিদণ্ডিযতি ও শিষ্য প্রশিষ্যগণ ইঁহাদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের গৃহে অবস্থান করিতেন। সারস্বত বৈষ্ণবগণের জন্য ইঁহাদের গৃহ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল ও আছে। বৈষ্ণব-সেবার জন্য ইঁহারা ও ইঁহাদের বাটীর সকলে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ইঁহাদের অপরিসীম স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের গৃহে ধানবাদ প্রচারে থাকাকালে প্রতি বৎসর অবস্থান করেন।

জীবনের শেষ কএক বৎসর ইনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন এবং পরমোৎসাহের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের মনোভীষ্ট সেবায় সহায়তা করেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কয়েকবার সস্ত্রীক শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমা এবং গতবৎসর পদব্রজে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। ইঁহার ঐকান্তিকী ভক্তিনিষ্ঠার জন্য বিগত ১৯৬৪ সনে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ইঁহাকে 'ভক্তিবারিধি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এ বৎসরও ইনি ইঁহার সহধর্ম্মিণী ও ভগিনী সহ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অত্যাগ্রহে কলিকাতায় আসিয়া ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নবমন্দির ও সংকীর্ত্তন-মণ্ডপ দর্শন করিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

তাঁহার নির্য্যাণ সংবাদ পাওয়া মাত্র শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী সহ ৩রা বৈশাখ সন্ধ্যায় ধানবাদ পৌঁছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজের পৌরোহিত্যে সুরেশ বাবুর যোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীবৃন্দাবন সিংহ ও শ্রীগোপীনাথ সিংহ ৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার বৈষ্ণব-বিধানানুসারে পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণব-হোম করেন। উক্তদিবস মধ্যাহ্নে বিরহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুরেশবাবুর সহধর্ম্মিণী প্রদত্ত আনুকুল্যের দ্বারা ৬ই বৈশাখ কলিকাতা মঠে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ ভোগরাগ ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম-পুরী পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের লীলাস্থলী, শ্রীটোটা গোপীনাথ, শ্রীসাক্ষিগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর প্রভৃতি সংকীর্ত্তন সহযোগে দর্শনোপলক্ষে ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই বুধবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপী শ্রীপুরীধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভক্তবৃন্দ আগামী ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করিবেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন। বিস্তৃত নিয়মাবলী ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় শ্রীমঠের সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য। ট্রেনে আসন সংরক্ষণের জন্য যাত্রিগণ সত্বর নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

হইতে

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

"সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥"—(ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগ নিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।'

বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী আশ্রম নামে অভিহিত। এই পরম পবিত্র তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে শ্রীবদরিকাশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপা।নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠ হইতে এই বৎসর শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে রবিবার রাত্রি ৮-৩০ টায় কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যাত্রা করিবেন। শ্রীকেদারবদরী পরিক্রমায় গমনাগমনপথে বাসযোগে ও পদব্রজে যাত্রিগণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীরামমন্দির, শ্রীভরতমন্দির, শ্রীলছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, গুপ্তকাশী, মহিষমর্দ্দিনীদেবী, রামপুর, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মুণ্ডকাটা গণেশ, মন্দাকিনী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ (১১৭৫০ ফিট উচ্চ), শ্রীতুঙ্গনাথ (১৩৫০০ ফিট উচ্চ), আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, চামোলী, যোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর শ্রীবদরীনারায়ণ (১০৬০০ ফিট উচ্চ) প্রভৃতি। পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ২৫ দিন সময় লাগিবে।

হাওড়া হইতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত ভাড়া, বাসভাড়া, কুলীভাড়া, বাসস্থান, দুইবেলা প্রসাদ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থা আদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে। পদব্রজে ভ্রমণে অসমর্থ ব্যক্তি ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতিতে গমন করিলে তজ্জন্য পৃথক ব্যয় বহন করিবেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন। পরিক্রমার বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীমঠের সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাতে কিংবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী মশারিসহ বিছানা, শীতনিবারণোপযোগী গরম জামা, কাপড়, কাপড়ের জুতা, মোজা, ছাতা, লাঠি, বিছানা ঢাকিবার জন্য রবার ক্লথ কিংবা ওয়েলক্লথ সঙ্গে লইবেন। এতদ্ব্যতীত এলুমিনিয়ামের থালা, বাটী, ঘটী ও টর্চ্চ, কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি সঙ্গে লইবেন। প্রত্যেক যাত্রীকে কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক ইঞ্জেক্সন্ লইয়া তাহার সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে হইবে। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০। তাং ১৯।৪।১৯৬৭

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,
সেক্রেটারী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

ভজন-সন্দর্ভ

(দ্বিতীয় খেপ)

আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? দুঃখ কেহ চাহে না, কিন্তু কেন আসে? দুঃখের মূল কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর ও সহজ সমাধান করিতে বহু শাস্ত্র ও বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের-দ্বারা সুমীমাংসিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত অমূল্য রত্ন। বহু শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করতঃ অর্থবোধ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগতি করিবার যাঁহাদের সময়, অর্থ এবং যোগ্যতা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থরাজ পরম বন্ধুরূপায় সহায়ক। এই বিস্তৃত গ্রন্থ দুইটি খেপে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় খেপে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ও অন্যান্য অবতারগণের বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিচার দেখান হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা ৫·৭৫ পয়সা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— (১) শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৬

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৯ : বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সর্ব্বাদিসম্মত বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাব-তিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৫০ পয়সা। সডাক— ৬০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,

(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪। ৭ ত্রিবিক্রম, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার; ৩০ মে, ১৯৬৭। | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর)

আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু এইস্থানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। প্রাপঞ্চিক লোকেরা গৌরসুন্দরকে অসংখ্য ভোগের বস্তুর অন্যতমরূপে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। তা'রা মনে কর্‌ছে,— দিব্যজ্ঞানের কথাগুলিও বুঝি তা'দেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর ন্যায়। 'আমদানী-রপ্তানী'—আদান-প্রদান যদি ভগবান্‌ ও ভগবদ্দাসগণের সহিত কর্‌তে পারি, তা' হলেই বণিক্‌-সমাজের আদান-প্রদান-কার্য্য বা 'কর্ম্মবাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌ব। আমরা বাহ্যজগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা-দর্শনে ব্যস্ত—আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত! বাহ্যরূপ-দর্শনাদিতে যদি কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহা—'মায়া'।

কৃষ্ণসেবায় যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা পৌত্তলিক, নাস্তিক হ'য়ে গেলাম। আমরা যা' চাচ্ছি, যিনি তা' সরবরাহ কর্‌তে পারেন, তা'কেই আমরা বহুমানন করি। সংসারের জীব সকলেই আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই,—পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি, কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্ম-লাভে যে যোগ্যতা হ'য়েছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া, দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা-লাভ হ'য়েছিল, সেটিও' হারাণ হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়্‌তে হ'লো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্‌বার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—'সংকীর্ত্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে 'কুযোগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত-মাত্র জান্‌তে হ'বে।

কর্ম্মবাদীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। বর্ত্তমানে আমদানী হ'তে যেদিন তা'কে মাটীর ভেতর পুতে' ফেল্‌বে,—মুখে আগুন দেবে, সেদিন উহা রপ্তানী হ'বে। কর্ম্মফলবাদী আমদানীতে নানা বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, রপ্তানীতে তা'র সব শেষ হয়ে যায়। সংসারের 'আমদানী-রপ্তানী' বা 'কর্ম্মফলবাদ' দুদিনের। স্বর্গসুখাদিলাভই বল, জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিই বল, এসব কখনও আমরা চিরকাল রে'খে দিতে পারি না। ফুটো হাঁড়িতে কর্ম্মফলবাদি-সম্প্রদায় আমদানী কর্‌ছে, তা'দের সন্তানাদি হচ্ছে; পুত্রাদিকে রপ্তানী হ'তে চিকিৎসক-সম্প্রদায় রক্ষা করতে পার্‌ছে না, ঈশ্বরের জিনিষ ঈশ্বর নিয়ে নেন।

যা'রা হরিভজন করে না, তা'দের এ-সকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক; পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক; রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক; যে যে-অবস্থায় থাকে থাকুক, তাদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র "শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন"।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহুলোক একত্র হ'য়ে যে কীর্ত্তন, তা'র নাম—'সংকীর্ত্তন'। আমার ন্যায় কতকগুলো বাজে লোক মিলে' যদি 'হো হো' করতে থাকি, যদি চিৎকার ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তা'হলে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যাঁ'রা শ্রৌতপথ আশ্রয় করেছেন, তা'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি-সংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয় তা' 'হরিসংকীর্ত্তন' নয়—উহা মায়ার কীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—হরির সেবা কর, অন্য কিছু করো না। হরি-সেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করো না; মনে রেখো,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—"সেবা"। তোমার নিজ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাতে হয়, সেটি "সেবা" নয়। সেটিকে 'সেবা' মনে করলে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে। (ক্রমশঃ)

সাধু-বৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

তিনিই সদ্‌গৃহস্থ, যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন (শ্রী চৈঃ ভাঃ, অঃ ৯।১২১-১২২), —

প্রভু বলে,—"জান 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥"

ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই। প্রভু বলিয়াছেন (শ্রী চৈঃ ভাঃ, অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯), —

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ-সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা পৃথক্।

স্মার্ত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

প্রভু গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়াছেন (শ্রী চৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১০৪),—

প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন'॥

ধর্ম্ম জীবনের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণব-সেবা'-সম্বন্ধে কথা এই যে, নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ। উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে একত্র করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে। অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১৯৭),—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥

দীনজনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। যথা, (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২৩৫),—

দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহ ত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।৫৭),—

দেহ ত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥

শ্রীকৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির দ্বারা ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়াধিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা-ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু, ভজন-বিষয়ে সে তারতম্য নাই। যথা, প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।৬৬-৬৭),—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥

অন্যত্র (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৮৪),—

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতে সুখ-বোধ করা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৪।২৯১),—

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক, ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত শ্রীহরি-ভজন করিবেন; স্মার্ত্তাদি-সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পুজিত হ'ন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ২।২৪৩),—

না মানে' চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব॥

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। যথা (শ্রী চৈঃ ভাঃ, অঃ ৩।৩৬৫),—

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীতুলসীর সম্মান ও পূজা করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৮।১৫৯-১৬০),—

সংখ্যা নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে-কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সেই-সকল কার্য্য শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়ে করিবেন। তদ্বিষয়ে শ্রীকালিদাস-নামক মহাজনের চরিত্র, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৬।৬-৭),—

মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায়॥

অন্যায় উপার্জ্জন ও অসদ্ব্যয় সকলের পক্ষে এবং উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৯।১০,১৪২-১৪৪),—

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥'
রাজার মূলধন দিয়া কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যা'তে দুই-লোক যায়।

গৃহস্থ ভক্তিমান্ ও সচ্চরিত্র গুরু করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২১।৬৫),—

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২২।৩৩),—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৬।৫৭,৬০),—

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত ভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥

গৃহস্থভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত চরিত্র লাভ না করেন এবং তাঁহার স্বভাব-জনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

গৃহস্থব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬৪),—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে (শ্রী চৈঃ চঃ, মঃ ২২।৭৫-৭৭),—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীগৌরধাম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—একই পরমতত্ত্ব তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্ব্বিধরূপে অবস্থিত। যেমন সূর্য্য, তাহার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজঃ-সদৃশ মণ্ডল, তন্মণ্ডলবহির্গত রশ্মি বা কিরণ ও তাহার

প্রতিচ্ছবি — এই চারিরূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব, শক্তিও অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই তিনপ্রকার। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি-প্রভাবে পূর্ণস্বরূপ-বিগ্রহ ও গোলোক বৈকুণ্ঠাদি তদ্রূপ বা স্বরূপ-বৈভব—শ্রীধাম, তটস্থাশক্তি-প্রভাবে কিরণস্থানীয় শুদ্ধ-চিন্ময়-জীব-বিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়-প্রধানরূপ— এই চারি-প্রকার।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাই লিখিয়াছেন—

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ॥
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সবার স্থিতি॥

—চৈঃ চঃ আ ২।১০১-১০৪

অতঃপর চিন্ময়-ধামের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্॥
সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥

—চৈঃ চঃ আ ৫।১৪-১৭

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে উহার সরলার্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব (-স্বরূপা) প্রকৃতির উপরে 'পরব্যোম'-নামে একটি চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদিগুণযুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত, অনন্ত ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠাদি-ধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয়-ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক, তাহার নাম 'কৃষ্ণলোক' — সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল-ভেদে তিনরূপে বিচিত্র। সেই পরব্যোমধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোক-ধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্ত কৃষ্ণধাম, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন।"

এই শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনধাম সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ ও স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু, কেবল কৃষ্ণেচ্ছায়ই তাহা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াও উভয়ত্র একই স্বরূপে বিরাজমান থাকেন, ইহাই সেই চিদ্ধামের অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত চমৎকারিতা-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরব্যোমস্থ গোলোকাদি ধাম একই স্বরূপে একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত থাকিয়া শ্রীভগবানের নিত্যনবনবায়মান অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকেন। প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্র-দ্বারাই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ধামের সেই চিন্ময়ত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে, নতুবা 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম'। প্রপঞ্চে প্রকাশিত কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র ব্রজধামও প্রেমনেত্রে চিন্তামণিময় ভূমি ও কল্পবৃক্ষময় বনমণ্ডিতরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু, কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—চৈঃ চঃ আ ৫।১৮-২২

["লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ-দ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, কামদুঘ-গোসমূহ-পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণ-কর্ত্তৃক সম্ভ্রম-দ্বারা সেবিত সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।"]

দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল — পরব্যোমের এই সর্ব্বোপরিস্থিত লোকত্রয়ে কৃষ্ণ নিজগণসহ অনন্ত সময় কেবল লীলাময় হইলেও পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে তিনি শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তিসেব্য মহৈশ্বর্য্যময় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ-স্বরূপ প্রকট করিয়া জীব-প্রতি অহৈতুকী কৃপা-বশতঃ সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান দ্বারা জীবনিস্তাররূপ একটি লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। তবে ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তিলব্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীর স্থান হয় বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশাস্থিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে। অবশ্য তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভা-স্বরূপ পরম উজ্জ্বল লোক, কিন্তু তাহা মায়াতীত হইলেও চিদ্বিলাসবিহীন কেবল চিন্মাত্র। উহাকে সিদ্ধলোকও বলে। সেখানে ব্রহ্মসুখেমগ্ন নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করিয়া থাকেন। পাতঞ্জলযোগিগণও কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিয়া সেই সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন।

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।৩৯ ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্য

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ বলিতে কৃষ্ণধাম ও পরব্যোম উভয়ই বুঝায়। পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মহা ঐশ্বর্য্যব্যঞ্জক নারায়ণ-স্বরূপে এবং কৃষ্ণধামে মথুরা ও দ্বারকায় কখনও কখনও চতুর্ভুজ প্রকট করিলেও নিজ পরমান্তরঙ্গ অন্তঃপুর-স্বরূপ ব্রজধামে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর-রূপে গোপ-গোপীগণসহ নিত্যবিলাসী।

শ্রীভগবানের চিন্ময় বিহার-ক্ষেত্রই চিন্ময় ধাম। বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান গোলোক। সেই সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মাত্মক মহৎপদ গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিকস্থিত চতুরস্র অর্থাৎ চারি ঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র শ্বেতদ্বীপ বলিয়া পরিচিত। চতুষ্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল বৃন্দাবন। কেবল বাহিরের বৃত্ত শ্বেতদ্বীপ। ইহার অপর নাম গোলোক।

কৃষ্ণধামে কৃষ্ণের নন্দ-যশোদাদিসহ বাসযোগ্য মহা অন্তঃপুর আছে। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ অজভগবানের প্রকটস্থান বৈকুণ্ঠ হইতে জন্মিত্বহেতু মথুরার শ্রেষ্ঠতা, (তদপেক্ষা মাতা যশোদাকে বাল্যলীলারসাস্বাদন সৌভাগ্য-দান-হেতু গোকুল মহাবনের শ্রেষ্ঠতা,) তদপেক্ষা রাসস্থলী বৃন্দারণ্যের, তদপেক্ষা শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল নিত্যকেলি স্থান গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের, তদপেক্ষা গোকুলপতির প্রেমামৃতাপ্লাবনক্ষেত্র গোবর্দ্ধন-গিরিতটবর্ত্তী রাধাকুণ্ডের পর-পর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও বৃন্দাবনে পূর্ণতম স্বরূপে লীলা প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্ত্যধীশ্বর শ্রীবলদেব-স্বরূপের নিখিল চিৎসত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তিবিলাসই শ্রীভগবানের স্বরূপবৈভব শ্রীধাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে 'কর্ণিকার' গণি॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।৩, ৬-৭

পরব্যোমাখ্য সমগ্র চিন্ময় জগৎ একটী সহস্রদল চিন্ময় পদ্ম-স্বরূপ; সেই পদ্মের কর্ণিকার-স্বরূপ কৃষ্ণলোকই

গোলোক, তাহার চতুর্দ্দিকে সেই লোকাতীত চিন্ময়-পদ্মের দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ বিরাজমান। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ শিব ত' দূরের কথা, স্বয়ং সহস্রবদন অনন্তদেব পর্য্যন্ত অনন্তবদনে অনন্তকাল ধরিয়া বর্ণন করিয়াও যে শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্যের অন্ত পান না, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব, তাহার কি মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে! অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধামতত্ত্ব অক্ষজ জ্ঞানের সর্ব্বথৈব তুরধিগম্য। শ্রীব্রহ্মা স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন — (ভাঃ ১০।১৪।২১ ও ৭ শ্লোক)—"হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে আপনি যোগমায়াকে বিস্তার পূর্ব্বক কোথায়, কোন্ সময়ে কিভাবে কতপ্রকার লীলা করিয়া থাকেন, অহো আপনার সেই সকল লীলা এই ত্রিভুবনে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ! অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি আপনি, এই জগতের হিতার্থ অবতীর্ণ অনন্ত গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিয়া অন্ত করিতে পারে? যে সকল অতিনিপুণ ব্যক্তি হয়ত বহুজন্মে পৃথিবীর ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণ কণা গণনায়ও সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও আপনার গুণগণনায় কেহই কখনও সমর্থ হইতে পারেন না।" এমন-কি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহার নিজগুণের অন্ত পান না —

তেঁহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ- শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১৪

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর — যোগমায়াপুর— শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন, মধ্যমাবাস — পরব্যোমে বিষ্ণুলোক 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' এবং বাহ্যাবাস — বিরজার পারে জীব-ভোগক্ষেত্র ত্রিগুণময়ী মায়ার রাজ্য 'দেবীধাম'। শ্রীকৃষ্ণ এই তিন আবাস বা তিন ধামেরই অধীশ্বর। গোলোক-পরব্যোম প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অবস্থিত। দেবীধাম কৃষ্ণের একপাদ বিভূতি ও পরব্যোম 'ত্রিপাদ-বিভূতি'-স্থান। শ্রীব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে (৫।৪৯) লিখিত আছে—

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ শ্রীগোলোক-নামক নিজধামের নিম্নে শ্রীহরি-ধাম—বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে মহেশধাম (এই মহেশধামের উন্নতার্দ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সদাশিব-লোক, নিম্নার্দ্ধ প্রলয়কারি রুদ্রগণস্থান —তমোময়), তন্নিম্নে দেবীধাম। [এই দেবীধাম ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে বিরজা নদী বর্ত্তমান—'প্রধান-পরম-ব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী' (পাদ্মোত্তর খণ্ড ২৫৫।৫৭ শ্লোঃ)। "দেবীধাম হইতে মুক্ত জীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশধাম লাভ করে। দেবীধামের উপরে হইলেও উহা হরিধাম-পরব্যোম নহে।" —(অনুভাষ্য)] এই ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

"গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি॥
অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।৯১-৯২

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার 'অনুভাষ্য' লিখিয়াছেন—

গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয়—(১) গোকুল, (২) মথুরা, (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌর-লীলাতেও অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে — (১) নবদ্বীপমণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও (৩) ব্রজমণ্ডল।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥"
—চৈঃ চঃ ম ২১।১০১-১০৩

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলা-সমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।

কৃষ্ণের মধুর রূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা —এই ভুবনত্রয়কে বা অন্তঃপুর গোলোকবৃন্দাবন, মধ্যমা-বাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ হয় এবং তত্তত্ত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপমাধুরীতে আকর্ষণ করে।

পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।"

শ্রীগৌরলীলা — শ্রীকৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট লীলা। ব্রজে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য-লীলায় সম্ভোগতাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলা এবং ব্রজাভিন্ন নবদ্বীপে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য-লীলায় বিপ্রলম্ভভাবময়ী গৌরলীলা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই শ্রীরাধাভাব-কান্তি-সুবলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে লীলা প্রকট করা সম্বন্ধে শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়, — এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।''
(চৈঃ চঃ, আঃ ৪।২৩০ অঃ প্রঃ ভাঃ)

"রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ (অর্থাৎ প্রেমবিলাস-রূপা) হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুইতত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি (কান্তি)-দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।" (চৈঃ চঃ, আঃ ৪।৫৫ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও —

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
(ভাঃ ১০।৮।১৩)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।২৭, ৩২)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ)

অর্থাৎ তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত, এইরূপে উপলক্ষিত হন।

"যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ (নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (হরিনামাদি) ও পার্ষদ (গদাধর-দামোদরস্বরূপ-রায়রামানন্দাদি) পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।"

"সুবর্ণবর্ণ, গলিতহেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত — এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্যালোচনরূপ শম গুণ-বিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়-নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতে শ্রীভগবানের গৌরাবতার গ্রহণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তথাপি "বুঝিবে রসিকভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।" শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে সমর্পিতাত্ম ভক্তই পরমনিগূঢ় গৌরাবতার রহস্য হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন — (চৈঃ চঃ, আঃ ৪।২৩৩-২৩৫)

"হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥"

দুষ্কৃত বিনাশপূর্ব্বক বিধিভক্তি প্রচার-দ্বারা সাধুগণের ত্রাণার্থই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইয়া অসুর-মারণ, জগতের ভারহরণ ও বিধিভক্তিপ্রচার-দ্বারা শিষ্টের পালন লীলা করেন। কিন্তু রাগভক্তিপ্রচারার্থই কৃষ্ণের গৌরলীলা-প্রাকট্য — যথা,— (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৫-১৬)

"প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

এই ব্রজপ্রেমের আচার-প্রচার-লীলায় পরমোদার— মহামহাবদান্য মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই পরমোপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহাকেই সাধ্যসাধন বলিলেন। ইহা হইতে সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে বলিয়া জানাইলেন। ভজনের মধ্যে নববিধা ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধারণ করিলেও নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রেমভক্তি লাভ হয়— তাহাও বলিলেন। যেরূপে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটিই তাহার লক্ষণ-শ্লোকস্বরূপে জানাইলেন। 'নাম' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র নামেই মহাপ্রভু সকলকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের অষ্ট শ্লোক মধ্যে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।৫৩

["মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।"]

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বরূপতঃই কৃষ্ণ-তত্ত্ব, তাঁহার নাম যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তিনি যে গৌরকান্তি-বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-প্রেমদানই যে তাঁহার লীলা, মহাবদান্যই যে তাঁহার গুণ, ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। আহা! এমন উদারতা, এমন অনর্পিতচর প্রেমপ্রদান-লীলা, এমন অযাচকে প্রেম-যাচ্ঞা, এমন আপামরে যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বিশেষে কোলদান-রূপ করুণা, এমন চণ্ডালে ব্রাহ্মণে কোলাকুলি আর কোন্ অবতারে প্রকটিত হইয়াছে? তিনি যেমন স্বরূপতঃ উদার, তাঁহার ধামও তদ্রূপ পরম উদার। এই শ্রীগৌর-ধামে—শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বাস করিয়া অত্যল্প সাধনে অবিলম্বে অপরাধশূন্য হইয়া ব্রজপ্রেম মহাধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য মিলিবে। গৌরনাম, গৌরধাম, গৌররূপ, গৌরগুণ ও গৌরপরিকর-বৈশিষ্ট্যসহ গৌরলীলা গৌরভক্ত সঙ্গে গৌরধামে বসিয়া সপার্ষদ গৌরলীলারস আস্বাদন-তৎপর হইলে অচিরেই গৌর-কৃপায় জন্মজন্মান্তরের সকল অনর্থ বিদূরিত হইয়া সাধক কৃষ্ণপ্রেমধনে মহাধনী হইবার সৌভাগ্য বরণ করিবেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কি ভাবে লোককে কথা বল্‌তে হবে ?

উত্তর—মানুষের রোগ রকম রকম। এদের পৃথক্ ক'রে ক'রে চিকিৎসা করা দরকার। রোগ নির্ণয় না হ'লে ঠিক চিকিৎসা হ'বে না, তাতে রোগও সাড়্‌বে না। Platform Speaker এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বেশী উপকার কর্‌তে পারে না, তাতে কিছুটা উপকার হ'তে পারে। আমি ৪০ বৎসর যাবৎ, কোন লোকই পাই নাই। তারপরে যে সব লোক পাচ্ছি, তারা খানিকটা কথা শুন্‌ছে, আর খানিকটা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির সম্বল ছাড়্‌তে চাচ্ছে না।

জগতের জনগণ লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু, বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই ব'ল্লেই হয়। যাঁরা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে জাহির কচ্ছেন, তাঁরা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। সত্য কথা বল্‌লে ও সত্য কথা শুন্‌লে Popularityর (জনপ্রিয়তার) পরিচর্য্যা করা যায় না। এজন্য আমরা বহির্ম্মুখ গণমতের Support (সহানুভূতি) চাই না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবৎসেবা কি নিজে নিজে বা অন্য লোকের সঙ্গে হয় না ?

উত্তর—যাঁরা সেবা করেন, পরমেশ্বর যাঁদিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁদের সঙ্গছাড়া অন্যের সঙ্গে কি করে সেবা হ'বে ? যাঁ'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চান, তাঁরা ত' সেবক ন'ন, বা যাঁ'রা সেবার অভিনয় মাত্র ক'রে সেব্য বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নফর্ করবার জন্য প্রস্তুত, তাঁ'রাও ত' সেবক ন'ন, তাঁ'দের সঙ্গে কিরূপে সেবা হবে ?

সাধারণ বদ্ধজীবের নিজে নিজে বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশে বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। যেহেতু তা'রা গৃহব্রত—গৃহাসক্ত। গৃহব্রত তা'রাই, যা'রা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বহির্ম্মুখ লোকের দুঃসঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে ব'লেছেন।

সাধুর কার্য্য হচ্ছে—Absolute এর touchএ (বাস্তব-বস্তুর সংস্পর্শে) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। এরূপ সাধুর সঙ্গ হ'লেই সেবাপ্রবৃত্তি জাগ্‌বে। সাধু তা'কেই বলে—যাঁ'র সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁ'র বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব অসুবিধা ছাড়িয়ে দিতে পারেন—সংসারের প্রতি আসক্তি, মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন।

সঙ্গ কিসে হয় ? কাণ দিয়ে। অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে। কাণ দিয়েও সৎসঙ্গ না হ'তে পারে, যদি প্রণতি বাদ দিয়ে অহমিকা প্রবল করি।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু-উপাসনাটা কিরূপ ?

উত্তর—ভক্ত নৈষ্ঠিক। যেখানে নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা নাই, যেখানে একনিষ্ঠার অভাব, সেখানেই ব্যভিচার বা অভক্তি। এজন্য পঞ্চোপাসক ভগবদ্ভক্ত নন, তিনি অভক্ত।

বিষ্ণু—কামদেব। তিনিই জগদীশ্বর এবং দেবতা প্রভৃতি সকলের নিত্য উপাস্য, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর আবরকমাত্র, আমাদের খাজাঞ্চী বা Order-Supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনা সিদ্ধি চান—মোক্ষ চান, তখন তাঁ'রা বিষ্ণুকে দেবতা পর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন। তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

প্রশ্ন—হরিনাম ছাড়া কি অন্য উপায়ে আমাদের মঙ্গল হ'বে না ?

উত্তর—কি ক'রে হ'বে ? হরিনাম কীর্ত্তন ত' যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম বাদ দিয়ে ত' যুগবাসীর মঙ্গল হ'তেই পারে না। মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের যে ব্যবস্থা দিলেন, সেই হরিনাম সংকীর্ত্তন ছেড়ে অন্যপথে কি ক'রে মঙ্গল হ'বে ?

হরিনাম কীর্ত্তন ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন alternative কল্পনা কর্‌লেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। যাঁরা হরিনামগ্রহণকারিগণকে একটা party মনে ক'র্‌ছেন, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যাঁ'রা মনে ক'র্‌ছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃতকে মাপ্‌তে যাচ্ছেন, ভগবানের আদেশ বা নির্দ্দেশ তাঁ'রা লঙ্ঘন কর্‌ছেন। এজন্য তাঁ'রা মাপার দল বা মায়ার দল—অভক্ত সম্প্রদায়। খোদার উপর খোদ্‌গিরি কর্‌তে যাওয়া ভাল নয়, তাতে সর্ব্বনাশ হয়—অমঙ্গলই হয়। শাস্ত্র কি বল্‌ছেন শুনুন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্য্যামীর রূপটা কিরূপ ?

উত্তর—চৈত্ত্যগুরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত (অন্তর্য্যামীর কৃপা ভিন্ন) মহান্ত-গুরুর (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর) কথা বুঝা যায় না, তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না, চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কৃপা গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরুরূপে দিব্যজ্ঞান ও অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরুসকলকে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বার শক্তি দেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্ত ও অভক্ত কে ?

উত্তর—যাঁ'রা ভগবান্ শ্রীহরির সেবা করেন, ভগবৎসেবা ব্যতীত যাঁ'দের আর অন্য কোন কার্য্য নাই, ভগবানের কার্য্যই যাঁ'দের নিজের কার্য্য, তাঁ'রাই ভক্ত। তাঁ'রা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কা'কেও জানেন না। চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ভক্তিযুক্ত সজ্জনগণই ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা করেন। অচেতন-ধর্ম্ম আর কিছুই নহে—যেখানে চেতনের ধর্ম্ম বা ক্রিয়া (ভগবৎসেবা) লক্ষিত হয় না। ভক্তিহীন ব্যক্তিই অচেতন, জড়প্রায়, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীব্রুব। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অভক্ত—ভক্তিহীন। তাঁ'রা সকলে নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

শাস্ত্র বল্‌ছেন—যে ভগবৎসেবা করে না, সেই জীবন্মৃত। ভগবৎসেবা না করলে ভোগের বিচার এসে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌বে—মায়ার নফর্ ক'রে দিবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবৎসেবার বিচার না থাক্‌লে মায়া এসে তা'কে গ্রাস কর্‌বে—মানুষ অচেতন হ'য়ে পড়্‌বে। সকল বস্তুতে ভগবৎসেবা সম্বন্ধ না দেখার দরুণ সেই সকল বস্তুর ভোক্তা বা কর্ত্তা-অভিমানে জীব বিপথগামী হ'য়ে পড়্‌ছে। ভগবানের ভক্ত অন্যাভিলাষী, ভোগপর কর্ম্মী বা ভোগরহিত অভক্ত ন'ন, তাঁরা জড়ের সেবা—মায়ার সেবা করেন না। অভক্তই জড়ের সেবা করিয়া প্রভু হইবার বাসনা করে।

ভক্তিই ভক্তের সম্পত্তি, ভক্তিই ভক্তের জীবন। ভগবৎ-সুখবাঞ্ছাই তাঁ'দের হৃদ্‌বৃত্তি। অভক্তগণের চিত্তবৃত্তি ঠিক তার বিপরীত। তারা নিজসুখবাঞ্ছা নিয়েই ব্যস্ত।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বেদান্ত কি পঠনীয় ?

উত্তর—বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তবে শঙ্কর-ভাষ্য পড়া উচিত নয়। শ্রীভাষ্য বা গোবিন্দ-ভাষ্যের সাহায্য নিয়ে বেদান্ত পড়্‌লে মঙ্গল হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই বেদান্ত পড়্‌তে হ'বে। বেদান্ত-শাস্ত্রে শ্রীহরিনাম-প্রভুর কথা আছে। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' শ্রীহরিনাম-প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত বেদান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সন্ন্যাস জিনিষটা কি?

উত্তর—ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। জ্ঞান-মার্গীয়গণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচারের সন্ন্যাস—পরব্রহ্মের সেবা পরিত্যাগ। তঁারা সন্ন্যাস করতে গিয়ে ভগবানের সেবা ত্যাগ ক'রেছেন। অনুক্ষণ ভগবদ্ভজনই যে প্রকৃত সন্ন্যাস—এ কথাটা দুর্ভাগা তা'দের মাথায় ঢুক্‌লো না। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলের সহিতই সন্ন্যাস ক'রেছে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়াবাদী ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস করতে গিয়ে ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস ক'রেছে। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি কামনার সহিত সন্ন্যাস ক'রে শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় ক'রেছেন। শ্রুতিদেবী যাঁ'র শ্রীচরণনখের অর্চ্চন করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনু-শীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, শ্রীনামকে অনিত্য জ্ঞান করেন নাই। তাঁরা শ্রীনামাশ্রিত — শ্রীনামের সেবক। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তের অধীন?

উত্তর—নিশ্চয়ই, ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার শক্তি সেবার বিচারে ভগবান্ হইতেও বেশী। কেন-না, তাহা না হইলে তিনি ভগবানকে সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের সেবাশ্রীর নিকট অস্বতন্ত্রের ন্যায় হইয়া পড়েন। তিনি বলিতে থাকেন — 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।'

বস্তুতঃপক্ষে সেব্যের মর্ম্মজ্ঞ না হইতে পারিলে সেবা হয় না। উৎকৃষ্ট সেবক সেব্যের আদেশ প্রতীক্ষায় থাকেন, কখন সেব্যের অন্তর ভাব বুঝিয়া সেবা করেন। ভগবান্ যেমন ভক্তের অন্তরবিহারী, ভক্ত তেমন ভগবানেরও অন্তরবিহারী — অন্তর্যামীরও অন্তর্য্যামী। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহার সঙ্গ করবো?

উত্তর—যিনি বলেন — ভগবানের আরাধনা কর, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভক্তই সাধু, অপরে সাধু নহে। জ্ঞানী বা যোগীর চিন্তাস্রোত নাস্তিকতা হ'তেই জাত। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদীর সঙ্গ ও কুযোগীর সঙ্গ পরি-ত্যাজ্য। একমাত্র ভক্তিযোগীরই সঙ্গ করতে হ'বে। তবেই মঙ্গল হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কি এক?

উত্তর—কখনই না। যাতে আমাদের বাস্তবিক সুবিধা হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যা' ভাল লাগে তাহাই প্রেয়ঃ, আর যা'তে আমাদের ভাল হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। এতদুভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার অবস্থান। স্বতন্ত্রতা থেকে দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদয় হয় — একপ্রকার শ্রেয়োবিচার, অপর প্রকার প্রেয়ো-বিচার। যেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হ'য়েছে, অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাই প্রীতির বস্তু হ'য়েছে, সেখানে সব ঠিক। কিন্তু তা' না করিয়া অর্থাৎ শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া যদি প্রেয়ঃ লইয়া ব্যস্ত হই, তাহ'লে অসুবিধার মধ্যেই থাক্‌লাম। যেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হ'য়েছে, সেখানে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আর কার্য্য নাই। মায়া-রাণীর অধীনে যে স্বসুখানুসন্ধান, তাহাতে সর্ব্বনাশকর প্রেয়ের প্রলোভন র'য়েছে। ইহার ভিতর শ্রেয়ের কোন কথা নাই।

যেখানে নিষ্কপট ভগবৎসেবা, সেখানে ভগবানেরও আনন্দ আর আমাদেরও সেবানন্দলাভরূপ শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া প্রেয়ের দিকে প্রধাবিত হইলেই আমরা অসুর হইয়া পড়ি — ভগবানের সুখানুসন্ধানে উদাসীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণেই প্রমত্ত হই। যেখানে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হয়, সেখানে ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয় না।

যাঁরা শ্রেয়ের বিচার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কর্ম্মফল-ভোগকে ভগবানের কৃপা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নমস্কার বিধান করেন। তাঁরা কর্ম্মফল ভোগ হ'তে মুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া অহৈতুকী সেবাই প্রার্থনা করেন। এই প্রকার শ্রেয়ের আশ্রয়কারী ব্যক্তিই ভগবৎপাদপদ্ম লাভের অধিকারী। (প্রভুপাদ)

'শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক(ক)-তর্ক(খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ বিদ্যালঙ্কার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তি সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের বিকৃত ধারণা:— (৩৮ পৃঃ) তিনি বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ পক্ষে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানাবলম্বনে যাঁহারা সমাধিসিদ্ধ পুরুষ, যেমন বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ, তাঁহারাই প্রত্যক্ষতঃ শ্রীভগবান্‌কে অবতাররূপে বুঝেন, অন্যান্য আস্তিকগণ তাঁহাদের বাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ-বলেই অবতার বলিয়া বুঝেন। সুতরাং সেই সেই অবতারের ভক্ত হউন বা না-ই হউন, শুধু ঋষিবাক্যরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ-বলেই আস্তিক মাত্রই ভগবানের অবতারসমূহকে জানিতে পারেন," ইত্যাদি। এই প্রকার উক্তি ভক্তি-সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। বেদব্যাস শ্রীমদ্ ভাগবত প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞই ছিলেন। যদি জ্ঞান-সমাধিদ্বারা ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে জানা যাইত, তাহা হইলে তাঁহাকে অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতে হইত না। 'জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্। অথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥' (ভাঃ ১।৫।৪)। পুনরায় নারদের উপদেশে ভক্তিসমাধি অবলম্বন করিয়া ভগবানের লীলাস্মরণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বিশিষ্ট পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন — "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥" (ভাঃ ১।৭।৪)। গীতা শাস্ত্রেও (৭।১) বলা হইয়াছে—'অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।' সুতরাং ভক্তিযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞান বা যোগের দ্বারা ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের জ্যোতি নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপ এবং যোগের দ্বারা চতুর্ভুজ পরমাত্ম-স্বরূপের অন্তঃসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। জ্ঞান অপেক্ষা যোগ উৎকৃষ্টতর। যোগ অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্টতম বলিয়া প্রাপ্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতমরূপে শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় অভিহিত হইয়াছেন। সকল-স্বরূপ সমান হইলে অর্থাৎ প্রকাশের তর-তম ভাব না থাকিলে জ্ঞানিগণ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণ পরমাত্মরূপে এবং ভক্তগণ ভগবান্ রূপে তাঁহাকে অভিহিত করিতেন না। 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' গীতায়ও বলা হইয়াছে (৮ম অধ্যায়ে) 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'; 'প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন'; 'অনন্যচেতাঃ সততং' ইত্যাদি। ভাগবতে বিস্তৃতরূপে ভগবত্তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—একই বস্তু দুগ্ধের চক্ষুর্দ্বারা শুক্লরূপ অনুভূত হয়, জিহ্বাদ্বারা তাহার মধুররস আস্বাদন করা যায়, ত্বক্‌দ্বারা শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয়; সেই প্রকার একই অদ্বয়জ্ঞান উপায়-তারতম্যে তর, তমরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥"

(এই ভাঃ ৩।৩২।৩৩ শ্লোকের শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। ভক্তিহীন আস্তিক কখনও ভগবান্‌কে শাস্ত্রপ্রমাণ বলে মানিতে পারে না। পরলোকে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিকেই আস্তিক বলা হয়। ব্যাসদেব প্রণীত ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা আস্তিকতার পরিচায়ক নহে। আস্তিক হইয়াও সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। আস্তিক মাত্রই ভগবদ্‌বিশ্বাসী, ইহা প্রমাণিত হয় না। ভক্তি না থাকিলে ভগবদ্‌বিশ্বাসী হইতে পারে না।

ভক্তি যে কোন প্রমাণের অন্তর্গত নহে তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য লেখক মহাশয় বহু যত্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (৪৩ পৃঃ) —'দর্শন শাস্ত্রানুসারে চিত্তের ভাবনাত্মক অবস্থাকে কোন প্রমাণেরই অন্তর্গত করা যায় না' ইত্যাদি। ইহা তাঁহারই পূর্ব্বোক্তির বিরোধী হইতেছে। কারণ, তিনি পূর্ব্বে (৩৮ পৃঃ) বলিয়াছেন,— 'বস্তুতঃ পক্ষে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানাবলম্বনে যাঁহারা সমাধিসিদ্ধ পুরুষ, যেমন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ, তাঁহারাই প্রত্যক্ষতঃ শ্রীভগবানকে অবতাররূপে বুঝেন' ইত্যাদি। যদি ভক্তিসমাধি-দ্বারা ভগবানকে জানা যাইতে পারে তবে 'ভক্তি' প্রমাণ হইল না কিরূপে? বরং ঋষিগণের জ্ঞান ভক্তিসমাধি-দ্বারা লব্ধ বলিয়াই তাঁহাদের বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যোগদর্শনকার বলিয়াছেন—প্রমাণ মাত্রেই চিত্তবৃত্তি। লেখকের মতে যদি ভক্তি চিত্তবৃত্তি হয় তবে ইহা প্রমাণ হইবে না কেন? ইহাকে যোগজ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। যেমন—বিবেকখ্যাতি।

লেখক মহাশয়ের দার্শনিক প্রজ্ঞাবিচার— (৪৫ পৃঃ) তিনি বলিয়াছেন— 'ভাগবতে যে ভক্তিকে ভগবদ্দর্শনের কারণ বলা হইয়াছে, উহা বুঝিতে হইলেও দার্শনিক কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। দার্শনিক প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি ভাগবতের যে শ্লোক দেখিয়া যেরূপ অর্থ বুঝেন, দার্শনিক তাহা বুঝেন না' ইত্যাদি। লেখক মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ দার্শনিকগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের শ্লোকসমূহের নানাপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃততত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হন না। সেইরূপ হইলে দার্শনিকগণের মধ্যে নানাপ্রকার মতবিরোধ দৃষ্ট হইত না। অপরপক্ষে দার্শনিক-জ্ঞানহীন ভক্তগণ গুরুপারম্পর্য্যে লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃততত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ গীতার শেষে যে শ্লোকটি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্তুতির টীকায় যে শ্লোক বলিয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়গণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্রাগল্‌ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্ম্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥
(গীঃ ১৮।৭৮ শ্রীস্বামিপাদ টীকা)

—যাঁহারা প্রতিভাবলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাকে বিলোড়ন করিয়া তাহার অন্তর্গত তত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গুরুকৃপারূপ অমৃত-দৃষ্টি ব্যতিরেকে তাহা প্রাপ্ত হন কি? —হন না। যে ব্যক্তি উত্তমকর্ণধার ব্যতীত অঞ্জলি দ্বারা সমুদ্রের জল আলোড়ন করিয়া তদন্তর্গত মণি পাইতে ইচ্ছা করে, সে কি ঘূর্ণিজলে নিমজ্জিত হয় না?

মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিতমহাবাদান্ধকারান্তরে
ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমংস্ত্বজ্‌ জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্।
শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন্মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্॥
(ভাঃ ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২৫)

—হে নিরতিশয় মহিমময়! মিথ্যাতর্কদ্বারা অত্যন্ত কর্কশভাবে উত্থাপিত মতবাদসমূহরূপ গাঢ়অন্ধকারে ভ্রান্ত মাদৃশ মন্দমতির নিকট আপনার জ্ঞানপথ অস্পষ্ট রহিয়াছে। শ্রীমন্ মাধব, বামন ইত্যাদি নাম আনন্দে বলিতে বলিতে কবে মুক্ত হইব।

লেখক মহাশয় গীতা ও ভাগবত হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান এবং যোগেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্থলেই তিনি প্রকরণকে স্পর্শ না করিয়াই তাঁহার নিজ মতের অনুকূল ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বলবান এই ন্যায়টি এড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলির পূর্ব্বাপর আলোচনা করিতেছি,— তিনি 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'। (গীঃ ৪।৩৮); 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন' (গী ৪।৩৭) ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, কর্ম্ম তপঃ যোগাদির অপেক্ষা

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা বলিবার তাৎপর্য্যেই যে গীতায় উক্ত শ্লোক বলা হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কারণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী এবং যোগী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।' (গীঃ ৬।৪৬) শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া কেবল যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং **স মে যুক্ততমো মতঃ**॥' (গীঃ ৬।৪৭) শ্লোকটি উল্লেখ না করিয়া সুদার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন।

এখানে যোগিনাং পদের অর্থ শ্রীশঙ্কর মতে—রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি ধ্যান পরায়ণ; শ্রীধরস্বামি মতে—যম, নিয়মাদি পরায়ণ; শ্রীমধুসূদন মতে—বসু, রুদ্র, আদিত্যাদি ক্ষুদ্র দেবতাভক্ত এবং শ্রীরামানুজ মতে—তপস্বী প্রভৃতি। সকল যোগী অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ ইহাই শ্রীভগবানের শ্রীমুখের কথা।

জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা যে ভগবদ্দর্শন হয় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত অন্যপ্রকার কর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ভক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মকেও নষ্ট করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের গুরুর মৃত পুত্রকে আনয়ন এবং দেবকীদেবীর মৃত ছয়টি পুত্রের আনয়ন প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয়ের অনুকূল আরও শ্লোক—'শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।' ইত্যাদি (ভাঃ ৩।৩৩।৬)।

লেখক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে (৪৫, ৪৬ পৃঃ) শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।২৪-২৫ ব্রহ্মার স্তুতির "এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামাপি,··············তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥" এবং "জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎপ্রলীয়তে" শ্লোক উদ্ধার করিয়া জ্ঞানের দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব নিরূপিত হয় বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণের কোন কথাই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অধ্যায়ে জ্ঞানের অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্যই যে এই দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরবর্ত্তী (১০।১৪।২৯) শ্লোক যথা,—

> অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
> প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
> ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

আলোচনা করিলেই তিনি ভ্রমে পতিত হইতেন না। উক্ত শ্লোকের ভাঃ দীঃ টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন,— "একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্নপি অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীতার্থঃ।" অর্থাৎ কেহই দীর্ঘকাল অতন্নিরসণ দ্বারা বিচার করিয়াও ভক্তিব্যতীত শ্রীভগবানের মহিমা জানিতে পারেন না।

উপক্রম, উপসংহারাদি জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত (ভাঃ ১০।১৪।২৪ ২৫) শ্লোকের অভিপ্রায় অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

লেখক মহাশয় (৭৭ পৃঃ) 'ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং ········· সাধুসেবয়া' (ভাঃ ১১।১১।৪৭) শ্লোকটি বর্ণাশ্রমের অনুকূল বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী (ভাঃ ১১।১১।৪৮-৪৯) সমাপ্তি শ্লোক দুইটী ও টীকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেখানে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ১১।১১।৪৮ শ্লোকের ভাঃ ভাঃ দীঃ বলিয়াছেন "জ্ঞানভক্তিমার্গাবুক্তৌ তত্র জ্ঞানমার্গাদপি ভক্তিমার্গঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ"। পরবর্ত্তী ৪৯ শ্লোকের টীকায় "ইদানীং সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তরসাপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ, সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ·········।"

—জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ উক্ত হইল। জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতেছেন—সৎসঙ্গ হেতু যে ভক্তিযোগ, তাহা ছাড়া সংসারতরণে অন্য উপায় নাই। কারণ, আমি সাধুগণের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। সাংখ্যযোগ প্রভৃতি অন্যসাধনকে অপেক্ষা করে ও ফলের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু সৎসঙ্গ স্বতন্ত্রই সমর্থ এবং ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত।

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে যে যে স্থলে যোগ বা জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা তারতম্য বিচারের জন্য জানিতে হইবে। সব সমান হইলে সংশয় হইতে পারে না, সংশয় না হইলে বিচার হইতে পারে না।

গীতা-শাস্ত্রেও এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন,— (গীতা ৪।৩৮) 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' বলিয়া পরে (গীঃ ১২।৫) 'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে' বলিয়াছেন।

জ্ঞান-যোগে অধিকতর ক্লেশ; দেহাভিমানীর অভিমান ত্যাগ সহজ নয়। আর ভক্তিতে আয়াস নাই। এই জন্য ভক্তকে যুক্ততম বলা হইয়াছে।

যে জ্ঞানের ফল ব্রহ্মত্ব লাভ, তাহারও পরবর্ত্তী স্তরে পরাভক্তি। যথা,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি।
'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

(গীঃ ১৮।৫৪)

—ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানী পরমেশ্বর আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

শরণাগতি গীতার সর্ব্বশেষ কথা। সকল উপায়, সকল আশ্রয়, সকল প্রয়োজন ত্যাগ না করিতে পারিলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া অসম্ভব।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

(গীঃ ১৮।৬৬)

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।

শ্রীমৎ শঙ্করও 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' (গীঃ ৭।১৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে" অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে যে আমারই শরণাপন্ন হয়, সে এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১১।৩২) শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, —

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ॥"

কিঞ্চ ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেত সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্ বা? ন। ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে নরকপাতাদীন্ দোষাংশ্চাজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যান-বিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য ইত্যাদি (ভাঃ ভাঃ দীঃ)।

—অর্থাৎ মৎকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তের মত সাধু-শ্রেষ্ঠ। এই যে স্বধর্ম্মত্যাগ, ইহা কি **অজ্ঞান বশতঃ? অথবা নাস্তিক্য বশতঃ?** না, তাহা নহে। ধর্ম্মের আচরণে — সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অকরণে — নরকপাতাদি দোষ, জানিয়াও ইহা আমার ধ্যানের বিক্ষেপকারক বলিয়া **"ভক্তির দ্বারাই সব হইবে"** এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াই ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ইত্যাদি।

এই প্রকার অভিপ্রায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও বলা হইয়াছে যথা,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

—ভাঃ ১।৫।১৭

এবং তাবৎ কাম্যকর্ম্মাদেরনর্থহেতুত্বাৎ তং বিহায় হরের্লীলৈব বর্ণনীয়েত্যুক্তম্। ইদানীন্তু নিত্যনৈমিত্তিকস্বধর্ম্ম-নিষ্ঠামপি অনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেব উপদেষ্টব্যে-ত্যাশয়েনাহ ত্যক্ত্বেতি। (ঐ ভাঃ ভাঃ দীঃ)

—কাম্য কর্ম্মাদি অনর্থের হেতু, তাহাকে ত্যাগ করিয়া হরির লীলাই বর্ণনীয় ইহা উক্ত হইল। এখন নিত্যনৈমিত্তিকরূপ স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাকেও অনাদর করিয়া কেবল হরিভক্তিই উপদেশ করিতে হইবে।

গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক এবং শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন — শুদ্ধভক্তির অধিকারী কে? ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞা বলবান্, না বেদাদিরূপে পরোক্ষ আজ্ঞা বলবান? সাক্ষাৎ আজ্ঞাই বলবান। যেমন রাজার প্রবর্ত্তিত বিধি ও তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ।

দার্শনিক প্রাজ্ঞ লেখক মহাশয় শুদ্ধভক্ত শ্রীবিভুপদ পণ্ডিত মহাশয়কে নাস্তিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি বলিতে মোটেই সংকোচ বা লজ্জাবোধ করেন নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে (৭৯,৮০ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—

"যে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানের জন্মভূমি এবং বেদাদি সকল শাস্ত্রসম্মত, এমন কি ভাগবতও যাহার সমর্থক, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার যাহারা নিন্দক, তাঁহারা যে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র ও ভাগবতেরও নিন্দক, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাদিগকে ছদ্মবেশী চার্ব্বাক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" ইত্যাদি বাক্যের উদ্দিষ্ট চার্ব্বাক কে?

উপরি উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ও শ্রীস্বামিপাদের টীকার অনুমোদনকারী শ্রীবিভুপদ বাবু নাস্তিক হইলে যাঁহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেছেন তাঁহারা কি হইবেন? ইঁহারাই নাকি শাস্ত্রের নির্য্যাস গণ্ডূষ করিয়া ফেলিয়াছেন!

নিজ নিজ অধিকারোচিত সংস্কার লইয়া কখনও পূজিত বিচার করা যায় না। এক অধিকারে যাহা ধর্ম্ম, অন্য অধিকারে তাহা অধর্ম্ম। কর্ম্মনিষ্ঠায় ভক্তিবিরুদ্ধ যাজনাদি ধর্ম্ম। তাহাই আবার শুদ্ধভক্তির অধিকারে দোষ বা অধর্ম্ম।

'আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানা দেবৈকসেবিনাম্॥'

(অগস্ত্য সংহিতা)

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥

—ভাঃ ১১।২১।২

"তদেবং গুণদোষব্যবস্থার্থং যোগত্রয়মুক্তং তত্র জ্ঞান-ভক্তিসিদ্ধানাং ন কিঞ্চিদ্‌গুণদোষৌ। সাধকানান্তু প্রথমতো নিবৃত্তিকর্ম্মনিষ্ঠানাং যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সত্ত্বশোধকত্বাৎ গুণঃ। তদকরণং নিষিদ্ধকরণঞ্চ তন্মলীম-সকরণত্বাদ্দোষঃ। তন্নিবর্ত্তকত্বাচ্চ প্রায়শ্চিত্তং গুণঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বানান্তু জ্ঞাননিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাস এব সিদ্ধিহেতু-ত্বাদ্‌গুণঃ। ভক্তিনিষ্ঠানাং পুনঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরেব গুণঃ। তদ্বিরুদ্ধং সর্ব্বমুভয়েষাং দোষ ইত্যুক্তম্……।"

(ভাঃ ভাঃ দীঃ ১১।২১।১)

—গুণ-দোষ ব্যবস্থার নিমিত্ত যোগত্রয় উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিসিদ্ধগণের গুণ বা দোষ কিছুই নাই। প্রাথমিক অবস্থায় নিবৃত্তিকর্ম্মনিষ্ঠ সাধক-গণের যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম চিত্তশোধক বলিয়া গুণ। তাহা না করা ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা চিত্তের মালিন্যকারক বলিয়া দোষ। দোষের নিবর্ত্তক বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত গুণ। জ্ঞাননিষ্ঠবিশুদ্ধচিত্তগণের জ্ঞানাভ্যাস গুণ। ভক্তগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিই গুণ। জ্ঞান ও ভক্তির বিরুদ্ধ সকল কর্ম্মই জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের পক্ষে দোষ। অধিকারভেদে গুণদোষ কল্পিত, ইহা বস্তুনিষ্ঠ নহে।

অন্যত্র,—যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন॥
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

—ভাঃ ১১।২০।২৫-২৬

অর্থাৎ যোগীপুরুষ যদি প্রমাদবশতঃ কোনরূপ নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা হইলে যোগ অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা তজ্জনিত পাপ বিনষ্ট করিবেন। সে-বিষয়ে কখনও কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন না।

ভক্তগণ নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। (ভাবার্থদীপিকা টীকা দ্রষ্টব্য)

বিষ্ণুর পারতম্য —

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ-পুরাণ স্বস্ব-অধিকারানুরূপ প্রধান হইলেও তুলনা-মূলক বিচার গীতা, মহাভারত (সহস্রনাম) ও ভাগবতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ, সায়ন প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুতত্ত্বের পারতম্য ও অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিভূতিরূপে অভিন্ন এইরূপ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও তাহার ভাষ্য প্রভৃতিতে এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট।

চেতন ও জড় বস্তুমাত্রেরই নির্ব্বিশেষ বা সামান্য জ্ঞান ও সবিশেষ জ্ঞান উভয়বিধ জ্ঞানই হইয়া থাকে। সামান্য-জ্ঞানে তরতম বিচার আসিতে পারে না। কিন্তু সবিশেষ-জ্ঞানে তরতম বিচার থাকিবেই। বিশেষ বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বস্তুরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। অধিকার তারতম্যে একই বস্তুর উপলব্ধির তারতম্য হয়। সামান্যজ্ঞান প্রাথমিক অবস্থায় হয়। তখন সব সমান বলিয়া ধারণা হয়। শাস্ত্রও জ্ঞানের প্রাথমিক অধিকারীকে সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। তখন তাহার বিশেষ গ্রহণে সামর্থ্য নাই। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন তাঁহাদের বিশেষ-বিজ্ঞানরূপ ভগবজ্‌জ্ঞান হয় না।

"ব্রহ্মৈব হ্রদবদ্ধদস্তত্র নিমগ্নস্য বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ" (ভাঃ ভাবার্থ দীঃ ১০।২৮।১৬ টীঃ)। কৃষ্ণই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ হ্রদ হইতে উত্থাপন করিয়া বৈকুণ্ঠের বিশেষ দর্শন করাইতে সমর্থ। অতর্ক্য-ঐশ্বর্য্য-ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে।

জ্ঞান-কর্ম্মনিষ্ঠায় পূজ্য, পূজক, পূজার উপকরণ সবই সমান, সবই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনার দ্বারা ক্রমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই গন্তব্য হইয়া থাকেন। সবিশেষ ভগবান নহেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
(গীঃ ৪।২৪)

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন,—(৬৬ পৃঃ) "ভক্তি কিছু গৌড়ীয় ভক্তগণের একচেটিয়া নহে।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনন্যভাক্‌, তাঁহাদের উপাস্য বস্তু একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু। একমাত্র তাঁহাতেই তাঁহারা সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত। সুতরাং শুদ্ধভক্তি একমাত্র তাঁহাদেরই একচেটিয়া বস্তু। এই প্রসঙ্গে গীতা (৭।২৩) শ্লোকে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের উক্তি যথা—"যদিও সকলদেবতা, সর্ব্বাত্মা আমারই তনু এবং তাঁহাদের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই আরাধনা, সর্ব্বত্র ফলদাতা অন্তর্য্যামী আমিই, তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্ত এবং অন্যদেবতা-ভক্তগণের বস্তুর বিবেক-কৃত ও অবিবেক-কৃত ফল-বৈষম্য হইয়া থাকে। বস্তু বিচারে অসমর্থ সেই সেই দেবতা-ভক্তগণের আমাকর্তৃক বিহিত ফল বিনাশী। কিন্তু বস্তু বিচারে সমর্থ বিবেকী আমার ভক্তগণের ফল অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী। যেহেতু অন্য দেবতার আরাধকগণ বিনাশী সেই সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমার ভক্তগণের মধ্যে যাহারা সকাম তাহারা প্রথমে আমার অনুগ্রহে তাহাদের অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর আমার উপাসনার পরিপাকে অনন্ত আনন্দঘন ঈশ্বর আমাকেও প্রাপ্ত হয়। **অতএব আমার ভক্ত ও অন্য দেবতা-ভক্তগণের মধ্যে মহান্‌ পার্থক্য।**

অন্যত্র, গীতা (৬।৪৭) শ্লোকে শ্রীসরস্বতীপাদের টীকা—

"..

যো মাং নারায়ণমীশ্বরেশ্বরং সগুণং নির্গুণং বা মনুষ্যোঽয়মীশ্বরান্তরসাধারণোঽয়মিত্যাদিভ্রমং হিত্বা, স এব মদ্ভক্তো যোগী যুক্ততমঃ...............।"

—যিনি নারায়ণ ঈশ্বরেশ্বর সগুণ বা নির্গুণ আমাকে "ইনি মনুষ্য, অন্য ঈশ্বরের সমান" ইত্যাদি ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সেবা করেন আমার সেই ভক্তই যুক্ততম।

পঞ্চোপাসকগণ সকলেই কর্ম্মী, তাঁহারা ভক্ত নহেন। তাঁহাদের উপাস্য, উপাসক, উপাসনা নিত্য নহে, কল্পিত। নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তাঁহাদের উপাসনায় উপাসকগণ আপনাকে সেই সেই উপাস্যরূপে ভাবনা করেন। উহা জ্ঞানভূমিকার বা ঐকাত্ম্যদর্শনের অনুকূল। ইহার নাম অহংগ্রহোপাসনা। ইহা শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধ। ভক্তিমার্গে ভক্ত ভগবানের নিত্যদাস—এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভক্তি স্মার্ত্ত-গণপ্রচারিত অনিত্যচিত্তবৃত্তি মাত্র নহে। উহা নিত্য—চিৎ-শক্তিরই বিলাস। ভক্তের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত মাত্র হন। সুতরাং শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি নির্ব্বিশেষে স্মার্ত্তগণ ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাবশতঃ সকল দেবতার সমভাবে যজন করিয়া আপনাদিগকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহাদের মতে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত সাধনারই সাধ্য মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য,

তাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তই নহেন। সুতরাং ভক্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভক্ত বা বৈষ্ণবগণেরই একচেটিয়া। ভগবৎ-সেবাবিরোধি মুক্তি ভগবান দিতে ইচ্ছা করিলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (কপিল-দেবহূতি সংবাদ ভাঃ ৩।২৯।১৩)।

ভক্তগণের মুক্তি অনায়াসে হয়। ভক্তগণের ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও তাঁহাদের জ্ঞানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাংশই স্ফুরিত হয়। অহৈতুকী ভগবদ্‌ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী, যাহা অনায়াসে লিঙ্গদেহকে নাশ করে। যেমন ভুক্ত অন্নকে জঠরাগ্নি ধ্বংস করে। 'অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥' (ভাঃ ৩।২৫।৩৩)

লেখক মহাশয় বর্ণাশ্রমের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া কি প্রকারে প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে —

৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি 'ময়োদিতেষ্বহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ। বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ'॥ (ভাঃ ১১।১০।১) শ্লোকের অর্থ তিনি এইরূপ করিয়াছেন— "আমাকে আশ্রয় করতঃ মদুক্ত নিজ নিজ স্বধর্ম্মে অবহিত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও কুলাচারসমূহ নিষ্কামভাবে আচরণ করিবে।" এখানে স্বধর্ম্মের অর্থ বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পরে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের কথা পুনরুক্ত হয়। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—'ময়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মেষু অবহিতোঽপ্রমত্তঃ সন্ **বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবিরোধেন বর্ণাশ্রমাচারমনুতিষ্ঠেৎ**।' অর্থাৎ "আমা-কর্ত্তৃক পঞ্চরাত্রাদিতে কথিত বৈষ্ণবধর্ম্মে অবহিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের অবিরোধে বর্ণাদির আচার পালন করিবে।" এই প্রকার অর্থে লেখক মহাশয় **বৈষ্ণবধর্ম্মের অবিরোধে** এই কথাটি বিপ্রলিপ্সামূলে বাদ দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক ?

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবিরোধে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণ কি প্রকারে করিতে হয় তাহা শ্রীস্বামিপাদ দেখাইয়াছেন—

(ভাঃ ভাঃ দীঃ ১১।১১।৪০)......... "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে........."

অর্থাৎ বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবে এবং পিতৃগণকেও দিবে, তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। (পদ্মপুরাণেও অনুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়।)

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ নির্ম্মাল্য ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর পূজা হয় না। ইহা কেবল শ্রীপুরী-ধামেই সীমাবদ্ধ নহে। চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও এই আচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হওয়া যায়। নতুবা স্বতন্ত্রভাবে শতশত জন্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেও ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

সেইজন্যই (ভাঃ ১।২।৮) বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। **নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্**॥"— ধর্ম্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইয়াও শ্রীভগবানের কথায় যদি রতি উৎপাদন না করে তাহা হইলে কেবল শ্রমই হয়। অতএব শুধু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-দ্বারা শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন বা ভক্তি হয় না।

(৭৬ পৃঃ) 'গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।' ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহাশয় অজ্ঞ (?) ভক্তগণকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু 'ভক্তিরসিকস্য কর্মানধিকারাৎ' এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ হইতেছে। তাহা পরিহার করিতে হইলে বলিতে হইবে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অন্য গৃহস্থের কথাই এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্তগণের কর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, ভক্তিদ্বারাই উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহারা লৌকিক, বৈদিক সকল কর্ম্মই হরিসেবার অনুকূলে করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জ্ঞান ও যোগের ভিত্তিস্বরূপ হইলেও ভক্তি অধিকারেও বর্ণাশ্রমের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে এমন কোন প্রমাণ নাই। কোন শাস্ত্রই কর্ম্মকে জ্ঞানের বা ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলেন নাই। জ্ঞান বা ভক্তিতে অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ করিবে না ইহাই বলা হইয়াছে — যথা (ভাঃ ১১।২০।৯) —

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—যে-পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরাগ অথবা আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণাদি রূপ ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবে।

'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ 'সুদৃঢ় বিশ্বাস' কিন্তু লেখক মহাশয় (৭৪ পৃঃ) শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ "প্রেমলক্ষণা ভক্তি" অর্থ করিয়াছেন। সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই শ্রদ্ধা শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন।

লেখক মহাশয় (৭৮ পৃঃ) ভাঃ ১১।১৭।১-২ শ্লোকের অনুবাদটীই ভুল করিয়াছেন। "সকল মনুষ্যই বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচাররূপ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ" এই অনুবাদ করিয়াছেন। যাহারা বর্ণাশ্রম হীন তাহারাও কি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত আচার পালন করিয়া ভক্তি লাভ করিবে? শ্রীস্বামিপাদ "বর্ণাশ্রমহীনানামপি দ্বিপদাং নরাণাম্" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

স্বধর্ম্ম কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি হয় এই প্রশ্নে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা ঐকান্তিক ভক্তি নহে। কারণ, ঐকান্তিক ভক্তির ফল ভগবৎ-প্রীতি। যে ভক্তির সাহায্যে বর্ণাশ্রম কৃত হইলে মুক্তি হয় তাহা সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা শুদ্ধা ভক্তি নহে। ঐ ভক্তি ঈশ্বরে কর্মার্পণরূপা সারোপা। প্রশ্নোত্তরে বর্ণাশ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইলেও উপসংহারে 'বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ। স এব মদ্‌ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ (ভাঃ ১১।১৮।৪৭) এই আচারলক্ষণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যাহার ফল পিতৃলোকপ্রাপ্তি, তাহাই আমার ভক্তিযুক্ত অর্থাৎ 'মদর্পণেন কৃতঃ'—আমাতে অর্পণ দ্বারা কৃত হইলে পরম নিঃশ্রেয়সের হেতু হয়। অতএব ইহা ঐকান্তিক ভক্তি নহে, ইহা বুঝা যাইতেছে। ভাঃ ১১।১৮।৪৬ শ্লোকের ভাঃ দীঃ টীকায় বলিয়াছেন— 'ততশ্চাসৌ মুক্ত এব'

শুদ্ধভক্তির অধিকারী—

(ভাঃ ১১।২০।৮) বলিয়াছেন,—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

যাহাদের ভোগে বা বৈরাগ্যে আসক্তি নাই এবং মহৎসঙ্গবশতঃ আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণাদি সাক্ষাৎ ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

ভোগী বা ত্যাগী কেহই ভক্তির অধিকারী নহেন। স্মার্ত্তগণ এতদুভয়ের অন্তর্গত। অতএব (৮০ পৃঃ) লিখিত—"বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বাদ দিয়া ভক্তিধর্ম্মের সংস্থাপনের প্রচেষ্টা শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টার সহিত তুলনীয়" মনে করিয়া স্মার্ত্ত দার্শনিক প্রজ্ঞগণ নিশ্চিন্তে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণাশ্রমের অভ্যাস করিতে থাকুন, শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের অধিকার বিচারশূন্য প্রলাপকে উন্মত্তের প্রলাপতুল্য জানিয়া হরিভক্তিরই উপদেশ করিয়া নিজের ও অপরের কল্যাণ করিতে থাকিবেন।

এতদ্ সম্বন্ধে (গীঃ ১৮।৬৬) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য······ মা শুচঃ॥" শ্লোকের টীকায় শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের অভিমত লিখিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি, —

"···············নহি অত্র কর্ম্মত্যাগো বিধীয়তে, অপি তু বিদ্যমানেঽপি কর্ম্মণি তত্রানাদরেণ ভগবদেকশরণতা-মাত্রং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষূণাং সাধারণ্যেন বিধীয়তে··········শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তত্বাচ্চ·························· ন চ সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগোঽত্রবিধীয়তে ········ তাৎপর্য্যং ভগবতঃ··················।"

—এখানে কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইতেছে না, কিন্তু কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে অনাদরপূর্ব্বক **ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু সকলেরই একমাত্র ভগবানে শরণাগতি বিহিত হইতেছে।** যেহেতু তাঁহাদের স্বধর্ম্মে আদর সম্ভব, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই সর্ব্বধর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে। অধর্ম্মে কাহারও আদর নাই এবং শাস্ত্রে তাহার নিষেধ ব্যাখ্যা আছে। অতএব তাহার পরিত্যাগ এরূপ ব্যাখ্যা অনর্থক।

এই শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ বিহিত হয় নাই (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য উপদেশ দেওয়া হয় নাই)। কেন-না সন্ন্যাস শাস্ত্রেই বিহিত কর্ম্মের নিষেধ এবং নিষেধশাস্ত্রে অধর্ম্মাচরণের নিষেধ পাওয়া যায়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'-বাক্য দ্বারা সন্ন্যাস বিহিত হয় নাই (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ

করিবার উপদেশ দেন নাই)। একমাত্র 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই বিধি প্রদানই এই শ্লোকের মূল উদ্দেশ্য। ইহাই সকল শাস্ত্রের পরম রহস্য। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এখানে গীতাশাস্ত্র পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ভগবানে শরণাগতি ভিন্ন সন্ন্যাসের ফলও সিদ্ধ হইতে পারে না।

এখানে অর্জ্জুনকে সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না। যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয়; সন্ন্যাস গ্রহণে অনধিকারী। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যকে সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে একথাও বলা যায় না। কারণ 'ততো বক্ষ্যামি তে হিতং' এইবাক্যে প্রকরণের আরম্ভ করিয়া 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' এই বাক্যে উহার পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রকরণের উপক্রম ও উপসংহার সঙ্গত হয় না। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মে অনাদর পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানে শরণাগত হইতে হইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। (ক্রমশঃ)

সৃষ্টিলীলা

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস (শিলং)]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, কাল, কর্ম ও স্বভাব এই তিনটি বস্তুও ভগবদিচ্ছায় ক্রিয়াশীল হইয়া সৃষ্টিলীলায় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ আবশ্যক।

কালং কর্ম-স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥
কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥
—ভাঃ ২।৫।২১-২২

—মায়াধীশ ভগবান্ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাতে লীন কাল, কর্ম ও স্বভাবকে সৃষ্টিকার্যের জন্য যদৃচ্ছাক্রমে ("স্বৈরিতয়া"—বিশ্বনাথ) মায়াদ্বারে অঙ্গীকার করিলেন ("উপাদদে সৃষ্ট্যর্থমঙ্গীকৃতবান্। তচ্চ ন স্বতঃ, কিন্তু মায়য়ৈব।"—বিশ্বনাথ)। পুরুষ কর্ত্তৃক কাল, কর্ম ও স্বভাব অধিষ্ঠিত হইলে ("পুরুষাধিষ্ঠিতাদিতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্"—বিশ্বনাথ) **কাল হইতে প্রকৃতির গুণ-সমূহের বিক্ষোভ জন্মে, স্বভাব হইতে প্রকৃতির রূপান্তরাপত্তি হয় এবং জীবাদৃষ্ট হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব (অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির সূচনা) হয়।**

কালের পটভূমিতেই আমরা সমস্ত জাগতিক ব্যাপার লক্ষ্য করি, কালবশেই প্রকৃতিতে নানা পরিণাম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, এই বিশ্বের অভিব্যক্তি একদিনে হয় নাই, সুতরাং সৃষ্টিতে কাল নামক তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারে কালের একটা অংশ আছেই। বস্তুতঃ কালকে বাদ দিয়া জগদ্ব্যাপারের ধারণা করাই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। [আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন কালকে বলিয়াছেন—বস্তুর 'চতুর্থ-মাত্রা'। অপর তিনটি মাত্রা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ।] এই কাল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত নানাস্থানে অনেক কথাই বলিয়াছেন—

কাল পৌরুষ-প্রভাব বা ভগবানের বিক্রম (ভাঃ ৩।২৬।১৬); প্রকৃতির গুণসমূহের মহত্তত্ত্বাদি পরিণাম যাহা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল ("গুণব্যতিকরাকারঃ" —ভাঃ ৩।১০।১১); কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব (ভাঃ ৩।২৬।১৫; "প্রকৃতেঃ অবস্থাবিশেষঃ যদ্বা পুরুষঃ এব কালঃ"—বিশ্বনাথ); যিনি জীবগণের অন্তর্যামী, তিনিই বাহিরে কাল (ভাঃ ৩।২৬।১৮); যাঁহা হইতে প্রকৃতির গুণসাম্য ভঙ্গ হইয়া সৃষ্টি-বিষয়িণী চেষ্টার উদয় হয়, সেই পুরুষরূপী ভগবান্ই কাল (ভাঃ ৩।২৬।১৭)—ইত্যাদি। ফলতঃ কালকে ভগবানের একটি প্রভাব বা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কাল জড় বস্তু, সুতরাং অনাদি-অনন্ত হইলেও ভগবৎ স্বরূপ হইতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-ভাবনাবশতঃই কোথাও কোথাও ভগবান্কেই কাল বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কাল পরমেশ্বরের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না, প্রাকৃত পদার্থ এবং দেহ গেহাদিতে অভিমানী (অথবা সত্য লোকাদির অধিকারী বলিয়া অভিমানী) জীবের উপরই বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে (ভাঃ ৩।১১।৩৯)।

কর্ম শব্দের অর্থ জীবাদৃষ্ট। জীবাদৃষ্ট মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পুরুষে লীন থাকে। সুতরাং উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথমটিতে (ভাঃ ২।৫।২১) যে কর্মের মায়াধীশে লীন থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন বিরোধের আশঙ্কা ঘটিতেছে না।

ভগবানের এক লীলায় অনেক কার্য্য হইয়া যায়। যেখানেই ভগবানের লীলা, সেখানেই তাঁহার করুণাও স্বতঃই বর্ষিত হয়। বিশ্বসৃষ্টিতে ভগবানের নিজের কোন ফলানুসন্ধান না থাকিলেও ইহাতে জীব নিজ অদৃষ্টানুরূপ দেহলাভের সুযোগ পায়। পূর্বে যাঁহাদের ভগবৎ-পাদপদ্মলাভের সাধনা পূর্ণ হয় নাই, দেহ লাভ করিয়া তাঁহারা পান সেই সাধনা পূর্ণ করিবার আরও একটা সুযোগ। অপরাপর জীবেরও ভোগের দ্বারা নিজ কর্ম ক্ষয় করিবার এবং সংসারসুখের অনিত্যতা দর্শনে ভগবদভিমুখী হইবার একটা সুযোগ ঘটিয়া যায়। সুতরাং জীবের দিক্ হইতে বিচার করিলে বিশ্বসৃষ্টির একটা অর্থ আছে বই কি? সৃষ্টিলীলা জীবের প্রতি ভগবানের স্বতঃ নিঃসারিত করুণা বহন করে। "জীব নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"।

জীব অনাদি, তাহার কর্ম অনাদি, সুতরাং তজ্জনিত তাহার অদৃষ্টও অনাদি। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবমাত্রই অদৃষ্টের অধীন। জীবের অদৃষ্টানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগের অনুকূলেই প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। 'জীবাদৃষ্ট হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব'—এই কথায় তাহাই সূচিত হইতেছে। নিত্যসিদ্ধ জীবের কথা ভিন্ন। তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

উপরি উক্ত দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে—"পরিণামঃ স্বভাবতঃ" অর্থাৎ স্বভাব-বশতঃই পরিণাম। কাহার পরিণাম? প্রকৃতির। তাহা হইলে স্বভাবটাও প্রকৃতিরই। প্রকৃতি বিকারধর্ম-বিশিষ্টা। তাহার বিকারের একটা ক্রমও আছে, যথা—প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় অহঙ্কার ইত্যাদি। ইহাই প্রকৃতির স্বভাবের পরিচয়। ভগবদিচ্ছা ব্যতীত প্রকৃতির এই স্বভাব ক্রিয়াশীল হয় না, সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উহাকে জাগ্রত করাই ভগবানের 'অঙ্গীকার'।

প্রাকৃত সর্গ—শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিলীলার সূচনার একটি বর্ণনা এই—

> কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
> পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥
>
> —ভাঃ ৩।৫।২৬

বীর্য্যবান্, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অগোচর ভগবান্ কালশক্তি দ্বারা ক্ষোভিতগুণা মায়াতে আত্মাংশ পুরুষাবতার দ্বারা বীর্য্য আধান করিলেন।

এখানে 'বীর্য্যবান্' শব্দের অর্থ 'চিচ্ছক্তিযুক্ত' (শ্রীধর) এবং 'বীর্য্য' শব্দের অর্থ 'চিদাভাসাখ্যা জীবশক্তি' (বিশ্বনাথ)। শ্লোকের 'কালবৃত্ত্যা' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—কালের এই বৃত্তি প্রাথমিকী, ইহা দ্বারা মহাপুরুষ কর্তৃক নিঃশ্বাস-রেচন-কালীন প্রথম ঈক্ষণ লক্ষিত হইতেছে ("কালস্য বৃত্ত্যা প্রাথমিক্যা মহাপুরুষ-নিঃশ্বাস-রেচন-প্রথমেক্ষণেনেত্যর্থঃ")। সুতরাং জানা গেল, সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত কারণার্ণবশায়ী নিঃশ্বাস-রেচনকালে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিক্ষোভিতা প্রকৃতিতে চিদাভাসাখ্যা জীবশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। কেন? "মায়াশক্তিজীবশক্ত্যোর্মেলনেনৈব জগদুৎপত্তিসম্ভবাৎ" (বিশ্বনাথ)—কারণ মায়াশক্তি এবং জীবশক্তির মিলনেই জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। [তুলনীয়—"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"—গীঃ ১৪।৩; "......প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" — গীঃ ৭।৫]। [স্মর্তব্য — "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—ছাঃ ৬।২।৩; "পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস" ইত্যাদি—চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ]।

মায়াতে জীবশক্তি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরই হয় তাহার বিকারের সূত্রপাত। প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব (ভাঃ ৩।৫।২৭, ৩।২০।১২, ৩।২৬।১৯)। ইহা সত্ত্বগুণ প্রধান, অংশতঃ চিত্তরূপে সকল প্রাণীর দেহে অবস্থান করে (ভাঃ ৩।৫।২৭—বিশ্বনাথ; ভাঃ ৩।২৬।১১)। ভাবী বিশ্ব অঙ্কুরের ন্যায় এই মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত হয় (ভাঃ ৩।৫।২৭—বিশ্বনাথ; ভাঃ ৩।২৬।২০)। অতঃপর মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে উৎপন্ন হয় অহঙ্কার-তত্ত্ব। অহঙ্কারের উৎপত্তিকালে

মহত্তত্ত্ব রজঃপ্রধান হইয়া 'সূত্র'-আখ্যা লাভ করে (ভাঃ ৩।২০।১৩—বিশ্বনাথ)। অহঙ্কার আবার তিন প্রকার—বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজসিক এবং তামস বা তামসিক (ভাঃ ৩।৫।২৯)। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে হয় মনের উদ্ভব। শব্দাদি প্রকাশক দেবগণের (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের) আবির্ভাবও হয় এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে (ভাঃ ৩।৫।৩০)। শ্রীমদ্ ভাগবতের ২।১০, ৩।৬ ও ৩।২৬ অধ্যায় হইতে বিরাট্ পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের এবং অন্যান্য দেবগণের নাম যেমন পাওয়া যায়, তেমনই নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

চক্ষু—সূর্য; কর্ণ—দিক্‌সমূহ; নাসিকা—বায়ু অথবা অশ্বিনীকুমারদ্বয়; জিহ্বা—বরুণ; ত্বক্—ওষধিসমূহ; বাক্—বহ্নি; পাণি—ইন্দ্র; পাদ—বিষ্ণু (বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্ট দেবতা বিশেষ); পায়ু—মিত্র অথবা মৃত্যু; উপস্থ—প্রজাপতি; মন—চন্দ্র; বুদ্ধি—ব্রহ্মা; চিত্ত—বাসুদেব বা বিষ্ণু; অহঙ্কার—রুদ্র; উদর—সিন্ধু; নাভি—মৃত্যু; নাড়ী—নদীসমূহ; অস্ত্র—সমুদ্রসমূহ।

রাজস অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত হয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ। তামস অহঙ্কার (ভূতাদি) হইতে ক্রমে শব্দ-তন্মাত্র ও আকাশ, স্পর্শ-তন্মাত্র ও বায়ু, রূপ-তন্মাত্র ও তেজ, রস-তন্মাত্র ও জল এবং গন্ধ-তন্মাত্র ও ক্ষিতি উদ্ভূত হয় (ভাঃ ৩।৫।৩০-৩৬)। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পাঁচটি পঞ্চ মহাভূত। তন্মাত্রাগুলিকে ভূতসূক্ষ্ম বা মহাভূতগুলির সূক্ষ্মাবস্থা বলা হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির বিশেষ গুণ। কিন্তু মহাভূতগুলির উত্তরোত্তর সকলগুলিতে পূর্বগুলির অনুপ্রবেশ থাকায় পূর্বগুলির সকল গুণই পরবর্ত্তী মহাভূতগুলিতে অন্বিত হয়। সুতরাং আকাশে কেবল শব্দগুণ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুণগুলি বর্ত্তমান (ভাঃ ৩।৫।৩৭)

প্রকৃতি ও প্রকৃতির উপরি উক্ত বিকারগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি তত্ত্ব বলা হয়। ইন্দ্রিয়গুলির সহিত অভেদ-ভাবনাবশতঃ ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রকাশক দেবগণকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে গণনা করা হয় না। আবার প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক পুরুষকেও একটি তত্ত্ব বলা হয়। সুতরাং তত্ত্বগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় এইরূপ—পুরুষ—১, প্রকৃতি—১, মহত্তত্ত্ব—১, অহঙ্কার—১, মন—১, জ্ঞানেন্দ্রিয়—৫, কর্মেন্দ্রিয়—৫, তন্মাত্র—৫, মহাভূত—৫,—মোট—২৫।

ইহাদের মধ্যে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি একদিকে যেমন অপর কতকগুলি তত্ত্বের বিকার বা বিকৃতি, অন্য দিকে তেমনই অপর কতকগুলি তত্ত্বের উদ্ভবস্থল বা প্রকৃতি। এই জন্য এই সাতটিকে বলা হয়—'প্রকৃতি-বিকৃতি'। মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি অপরাপর তত্ত্বের বিকার-মাত্র, কাহারও প্রকৃতি নহে। সুতরাং ইহাদিগকে শুধু 'বিকৃতি' বলা হয়। প্রকৃতি শুধু প্রকৃতিই, অপর কোন তত্ত্বের বিকৃতি নহে। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন। সাংখ্যদর্শন বলেন—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃসপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
—সাংখ্যকারিকা

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্রের সহিত সাংখ্য দর্শনের মিল থাকিলেও সকল বিষয়ে মতৈক্য নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় হইতে তত্ত্বগুলির নাম ও সংখ্যা উপরিউক্ত প্রকারই পাওয়া যায়। আবার এই স্কন্ধেরই ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে তত্ত্বগুলির বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার, যথা—তন্মাত্র ৫, মহাভূত ৫, কর্মেন্দ্রিয় ৫, জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত (অন্তঃকরণের চারি ভেদ—ভাঃ ৩।২৬।১৪) এই ৪ এবং কাল ১—মোট ২৫ টি তত্ত্ব। এই গণনায় চিত্ত—মহত্তত্ত্ব (ভাঃ ৩।২৬।২১)। প্রকৃতি ও পুরুষকে ধরা হয় নাই (অথবা কালই পুরুষ—ভাঃ ৩।২৬।১৫ এর টীকা—বিশ্বনাথ)। এই দুইটি তত্ত্বের পরিবর্ত্তে গণনা করা হইয়াছে 'বুদ্ধি' ও 'কাল'কে। সুতরাং উভয় গণনায়ই তত্ত্বগুলির মোট সংখ্যা পঁচিশই আছে। পঞ্চম অধ্যায়ের গণনায় 'বুদ্ধি' বাদ পড়িল কেন? সম্ভবতঃ বুদ্ধিতত্ত্ব

মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভূত রূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের মতে গীতার ৭।৪ শ্লোকে বুদ্ধি মহত্তত্ত্বকেই বুঝাইতেছে ("বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্")।

অজ্ঞানও প্রকৃতি-জাত। এতৎসহ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ-সহ প্রকৃতির বিকার গুলিকে শ্রীমদ্ভাগবতে ছয়টি প্রাকৃত-সর্গরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে—

আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ॥
ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্।
চতুর্থ ঐন্দ্রিয় সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ॥
বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ।
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ॥
ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা..................

—ভাঃ ৩।১০।১৫-১৮

—প্রথম সর্গ মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় অহঙ্কার যাহা হইতে ভূতেন্দ্রিয়দেবতা ও মনের উদয় হইয়াছে, তৃতীয় মহাভূতোৎপাদক ভূতসূক্ষ্ম তন্মাত্রসমূহ, চতুর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-সমূহ, পঞ্চম ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ এবং ষষ্ঠ তমঃ বা অজ্ঞান (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চপর্ববিশিষ্টা অবিদ্যা)। এই ছয়টি প্রাকৃত সর্গ।

ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় 'প্রাধানিক' ("এতে পঞ্চসর্গাঃ প্রাধানিকা উক্তাঃ"— বিশ্বনাথ)। ষষ্ঠটি প্রভুর 'অবুদ্ধিকৃত' অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে জীবমোহিনী অবিদ্যানাম্নী শক্তি, তাহা দ্বারা কৃত (বিশ্বনাথ)। এই অবিদ্যাই জীবমায়া।

ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি—প্রকৃতি-জাত তত্ত্বগুলি (তত্তদভিমানী দেবগণ—ভাঃ ৩।৫।৩৮) ব্রহ্মাণ্ড-নির্মাণে অসমর্থ হইয়া সৃষ্টিকর্তাকে নিবেদন করিল—

ততো বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ।
সর্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং
ন শক্নুম স্তৎপ্রতিহর্তবে তে॥

—ভাঃ ৩।৫।৪৮

—হে আদ্য পুরুষ, সত্ত্বাদি ত্রিবিধ স্বভাব দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় আমরা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছি, আপনার ক্রীড়োপকরণ রূপ ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিতেছি না।

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।

—ভাঃ ৩।৫।৫১

—অতএব হে পরমাত্মন্, মহদাদি আমরা যে জন্য সৃষ্ট হইলাম, সেই বিষয়ে কি করিব আদেশ করুন।

ইহা হইতে জানা গেল, তত্ত্বগুলির তৎকালীন একটা সংহতি বিহীন অবস্থার কথা। উক্ত প্রার্থনার পর আদ্য-পুরুষ কালসংজ্ঞা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যুগপৎ সকল তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন (ভাঃ ৩।৬।২, ৩।২৬।৫০) এবং জীবাদৃষ্টেরও উদ্বোধন করিলেন (ভাঃ ৩।৬।৩)। ঈশ্বরের সংহননী শক্তিযোগে মহদাদি তত্ত্বগুলি স্বীয় অংশ-দ্বারা একটি হৈম অণ্ড সৃষ্টি করিল (ভাঃ ৩।২০।১৪, ৩।৬।৫১)। সমষ্টি জীবের উদ্বোধন না হওয়ায় সেই অণ্ডটি তখন ছিল 'নিরাত্মক'— চেতনার অভিব্যক্তিবিহীন (ভাঃ ৩।২০।১৫, ৩।২৬।৫১)। সেই অণ্ডের গর্ভরূপে সৃষ্ট হইল 'বিরাট্'-দেহ (ভাঃ ৩।৬।৪-৫, ৩।২৬।৫১)। বিষ্ণু পুরাণ (১।২।৫১) বলেন, উক্ত অণ্ডটি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই অণ্ডটির নামই ব্রহ্মাণ্ড। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইহার বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন (ভাঃ ৩।১১।৪০)। প্রবন্ধের প্রারম্ভে ব্রহ্মার পঠিত যে শ্লোকটি (ভাঃ ১০।১৪।১১) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডের আটটি আবরণের কথা (ভাঃ ২।১০।৩৩ শ্লোকেও এই আবরণের উল্লেখ আছে)। শ্লোকটির অনুবাদে উক্ত আবরণগুলির যে ক্রম দর্শিত হইয়াছে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে তাহাই তাহাদের ক্রম। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে এই আবরণগুলি উত্তরোত্তর দশগুণ বর্দ্ধিত (ভাঃ ৩।২৬।৫২)।

ব্রহ্মাণ্ড শুধু একটি নয়, শ্রীমদ্ভাগবতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ আছে (ভাঃ ৩।১১।৪১, ১০।১৪।১১)।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কলিকাতা হইতে সপার্ষদে বিগত ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী তেজপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী শ্রীমঠে এবং ১৮ হইতে ২২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থানীয় বাঙ্গালী থিয়েটার হলে পাঁচটী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীমঠের অন্যতম প্রধান সেবক শ্রীসুব্রত দাসাধিকারী সেবাব্রত প্রভুর (ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্যের) নূতন বাস-ভবনের গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণে গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী সম্পন্ন হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসাম প্রদেশের সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব তেজপুর হইতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা — নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গত ১৬ ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বুধবার বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব দিবস শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ, চক্চকাবাজার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করেন। আসাম প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত শ্রীল প্রভুপাদের বহু শত শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ্চ প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে কতিপয় মঠবাসী এবং গৃহস্থ ভক্তও বক্তৃতা করেন।

সিদলী—কাশিকোটরা, বাসুগাঁও (গোয়ালপাড়া) ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব সরভোগ মঠ হইতে সিদলী-কাশিকোটরায় সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া ৩ মার্চ্চ হইতে ৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ ভক্তবৃন্দকে হরিকথা উপদেশ করেন। স্থানীয় সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী ভক্তিরঞ্জন প্রভুর (শ্রীসুধীর বর্ম্মণের) বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রশংসনীয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২০।২২ মূর্ত্তি ভক্ত সহ তথা হইতে বাসযোগে বাসুগাঁও এ শুভবিজয় করতঃ স্থানীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দিরে একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও দুই দিন বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সজ্জনবর শ্রীপার্ব্বতী চরণ রায় মহাশয় অসুস্থাবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিলে তাঁহার প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করতঃ তাঁহাকে প্রচুর হরিকথা উপদেশ করেন। তিনি হরিকথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যথেষ্ট শান্তি লাভ করেন এবং স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন জানান এবং তজ্জন্য জমী ও বাড়ী দানের প্রস্তাব দেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সপরিকরে ৯ মার্চ্চ শুভ-পদার্পণ করতঃ তথাকার বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রামানুসারে ১৪ মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদের আসাম-প্রদেশস্থ শাখার প্রধান ব্যবস্থাপকের বিশেষ অনুরোধক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ মার্চ্চ হইতে ১৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত গৌহাটীস্থ অধিবেশনে যোগদানে স্বীকৃতি দেন। আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও পার্ব্বত্য জাতির বহু প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। সম্মেলনের প্রথম দিবস শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অতিশয় সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারী বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ২০ শে মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী সমভিব্যাহারে

বিমান যোগে গৌহাটী হইতে শুভযাত্রা করতঃ উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীধামমায়াপুরস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবসীয় সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁহার শুভাগমনে পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে বিগত ২৫ শে বৈশাখ, ৯ই মে মঙ্গলবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে স্থানীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীশীতল চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী মহাশয় এবং ইন্সপেক্টর শ্রীযাদব চন্দ্র ধর যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য ও শ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। মহোৎসবে দুই সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরীধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা এবং শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের লীলাস্থলী—সমুদ্রতটবর্ত্তী নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দির, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটী, সাতাসন মঠ, শ্রীকাশীমিশ্র ভবন—গম্ভীরা, শ্রীরাধাকান্ত মঠ, সিদ্ধবকুল, শ্রীগঙ্গামাতামঠ—শ্রীসার্ব্বভৌম ভবন, শ্বেতগঙ্গা, শ্রীপুরুষোত্তমঠ—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজন কুটী, শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভজনস্থল, যমেশ্বর, কপালমোচন, লোকনাথ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর (পঞ্চ মহাদেব), নরেন্দ্রসরোবর, শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান—শ্রীরায় রামানন্দের ভজনস্থল, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠ, আঠারনালা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ, অক্ষয় বটাদি, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডিচামন্দির, নীলাম্বুধি, চক্রতীর্থ, শ্রীসাক্ষিগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর প্রভৃতি বহু বহু দর্শনীয় লীলাস্থান সংকীর্ত্তনসহযোগে দর্শনোপলক্ষে **আগামী ২০ আষাঢ় (১৩৭৪), ৫ জুলাই (১৯৬৭) বুধবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপী শ্রীপুরীধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে।**

স্মরণার্থ নিবেদন— **আগামী ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই** শুক্রবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা; **২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই** শনিবার—**পূর্ব্বাহ্ণে** শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন; **২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই** রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব এবং **২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই** বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীহেরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা—হাওড়া ষ্টেসন হইতে ভক্তবৃন্দ আগামী ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার হাওড়া মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে রাত্রি ১০-৩৩ মিঃ এ রিজার্ভ বগীতে পুরীধামে শুভযাত্রা এবং ১৪ জুলাই শুক্রবার রিজার্ভ বগীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন।

বিস্তৃত নিয়মাবলী ৩৫ নং সতীশ মুখার্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ (ফোন নং ৪৬-৫৯০০) ঠিকানায় শ্রীমঠের সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।

ট্রেণে আসন সংরক্ষণের জন্য যাত্রিগণ সত্বর নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লউন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭৪। ৮ বামন, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শুক্রবার; ৩০ জুন, ১৯৬৭। | ৫ম সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৪ পৃষ্ঠার পর)

আমরা যদি হরির সত্যি-সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। সংশ্রবণ হ'লেই সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্‌বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু ন'ন। 'অমুক কামার গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌ছে', এর নাম—'আমার ভোগের কৃষ্ণঠাকুর' ইহা—'কৃষ্ণ' নহেন। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখ্‌তে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া—আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখিয়ে বল্‌ছে,—এই কৃষ্ণ ঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে' কখনও প্রকৃত কৃষ্ণ-দর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সে-কাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানা-ভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যা'দের হৃদয় নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজেকে নিজে বঞ্চনা কর্‌তে চায়, তা'দের অনুগত হয়ে কীর্ত্তন কর্‌লে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হ'য়ে যাবে। মালা-তিলক-ফোঁটা লাগিয়ে বসে আছে, 'হো হা' কর্‌ছে,—পিতৃবুদ্ধি কর্‌ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন কর্ত্তে জানে না,—তা'দের অনুগত হলে সংকীর্ত্তন হবে না।

আরও সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধককারী আছেন। তাঁরা ব'লে থাকেন,—"বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"; কেহ কেহ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচকপূরকাদি ক'রে প্রাণকে আয়াম বা সংযম কর্‌বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁরা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবন-লাভ আমার ভাগ্যে হ'য়ে উঠে না। জগৎ হ'তে তফাৎ হ'তে ইচ্ছা করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্ত-পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হবে মনে করি, কিন্তু ঐ প্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়স আনতে পারে না ব'লে ঐ সকল চেষ্টা—'অভিধেয়'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে না। তাই, যাঁরা অবঞ্চক হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যকথা বল্‌ছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে,' কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

কর্ম্মী বা জ্ঞানী হওয়া—জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'শ্রীকৃষ্ণসেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর্‌লেই জীবের নিত্য-মঙ্গল হবে। মঙ্গলের ছায়া-লাভে জীবের প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হবে না। কৃষকসূত্রে আমাদের দরকার—ধান-গাছের মঙ্গল সাধন করা, শ্যামা-গাছকে উপ্‌ড়ে ফেলে' দিতে হবে; শ্যামা-গাছকে ফেল্‌তে গিয়ে ধানকে যেন উপ্‌ড়ে না দেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই—স্বার্থপর। কুকর্ম্মী ত' অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য-কার্য্যের পুরস্কারও এক প্রকার দণ্ডই—উহা মূর্খতার দণ্ডমাত্র। অত্যন্ত রূপবান্ হওয়া, অধিক অর্থশালী হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া—এক-একটা দণ্ডেরই প্রকার-ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ডটা ভাবি-কালে হয় ব'লে, তখন-তখনই বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তা'রে, মন, দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি'—দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব' নিরবধি,
আর যত—ক্ষার-নিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিলুঁ উপায়॥"

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্গত ভাব—অর্চ্চা-মূর্ত্তিটি কামারের গড়া একটি পুতুল। বাহ্যভাব তা'দিগকে এতদূর আচ্ছন্ন করেছে,—তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্যমূর্ত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্‌তে পাচ্ছে না; শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তা'দের ভোগের বস্তু মনে কর্‌ছে। তা'রা রাধা-গোবিন্দের নামকে 'অক্ষর'-মাত্র মনে কর্‌ছে। অর্থাৎ নামাপরাধ কর্‌তে কর্‌তে ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেইসকল পাষণ্ডিদিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য 'পাষণ্ড-দলনবানা' নিত্যানন্দ প্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে' গেছ্‌লো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা-পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা 'সত্যং পরং' এই ভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ হ'তে তফাৎ হ'য়ে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত, তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য-বস্তুরূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি-তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী; একজন ভোগী, অন্যজন ফল্গুত্যাগী বা প্রচ্ছন্ন-ভোগী।

'কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির আশায় প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। নামভজনকারী ব্যক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-লাভ হয়। একমাত্র নামকীর্ত্তন-কারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্য-রসবিগ্রহের আনন্দপ্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য-জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বরসুখের লোভে মত্ত থাক্‌বার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্ব-প্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়—মায়াবাদ গ্রহণীয় নয়, এ-কথা জানা যায়। (ক্রমশঃ)

সাধু-বৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই। (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৮০),—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১২৫-১২৬),—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥

ক্রমে ক্রমে বিধি-বাধ্য অবস্থা খর্ব্ব করিয়া রাগানুসন্ধান করিবে। শ্রীভাগবত-রাগের উদয় হইলেই অনেক বিধি স্বয়ং নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে ভেদ এই (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১৩৬,১৩৮-১৩৯),—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম-ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁ'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

ভক্তগৃহস্থের ভক্তিসম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি ব্যতীত অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গলের উদয় হয়। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১৪১),—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তির ক্রম এই; ইহা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হয়। (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৩।১০-১৩),—

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন', সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু-যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন। (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।৭০-৭১),—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন॥

কেবল ধর্ম্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিবেন। যথা, প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৩।৪১),—

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি?
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?

জীবের দাস্যভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৩।৪৮০,৪৮২),—

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব॥
কুকুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হইয়া॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবন-যাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফলকামনা ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্তলোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহত্যাগ করা—একই কথা। শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থভাবে নির্দ্দোষ-জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকার-ভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহত্যাগ করা উচিৎ নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচারক্রমেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস করিলেন। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাঁহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা নামাপরাধে সতর্ক। গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২২২-২২৭, ২৩৬-২৩৭),—

'ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল।'
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন॥
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
'শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥'
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বগণের সহিত নিজ গ্রামে বাস করিবেন না। যথা—(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৩।১৭৭),—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুর ও ঈশোদ্যান-কথা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীরূপানুগবর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীল জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পুত্র শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের লেখক। ভগবন্নৈবেদ্যরন্ধনকার্য্যে নিপুণতা-বশতঃ ইনি 'রসুয়া নরহরি' নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিরক্তবেষ গ্রহণের পর ইনি শ্রীঘনশ্যাম দাস নামে পরিচিত হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত' গ্রন্থের শেষভাগে দেখা যায়—তিনি ১৬০১ শকাব্দায় ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেন। আবার তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকার মধ্যেও ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী

তাঁহার প্রকটকাল ধরিলে তাঁহার শিষ্য জগন্নাথাত্মজ নরহরি দাস বা ঘনশ্যাম দাস লিখিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সোম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোঽহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥"

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—এই ভারতবর্ষের নয়টী দ্বীপের কথা শ্রবণ কর। যথা ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সোম্য, গান্ধর্ব্ব, বারণ ও তাহাদের মধ্যে সাগর-প্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটি নবম বা নবদ্বীপ। ইহার পরিমাণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সহস্র যোজন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সাগরসম্বৃতঃ' শব্দে 'সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী' এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাই উহার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—

"সাগরসম্বৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপো-ঽয়মিতি গম্যতে॥"

অর্থাৎ 'সাগরসম্বৃতঃ' শব্দে সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী ইহাই শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবমদ্বীপের নাম ভিন্ন করিয়া উল্লেখ না থাকায় এই দ্বীপের নামও নবদ্বীপ—ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

"নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি নববিধা ভক্তি।
দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তি॥
অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥"

—ভঃ রঃ ১২শ তঃ ৩৯, ৪০, ৪৩

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই শ্রীনবদ্বীপের বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্‌বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্॥

[অর্থাৎ ছান্দোগ্য নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরমসুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি।]

শ্রীভক্তিরত্নাকরধৃত শ্রীল কবিকর্ণপূরকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্য মহিমা॥"

[রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেইস্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' নামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরম পরব্যোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য্য মহিমাযুক্ত নবদ্বীপ।

এই শ্রীনবদ্বীপ ধামের মধ্যস্থলেই—শ্রীমায়াপুর, তথায় শ্রীভগবদ্‌গৃহ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রালয় বিদ্যমান:—

"মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্।"

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"
মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয়॥

—ভঃ রঃ ১২শতঃ ৫৬,৮৩-৮৪,৮৫১

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন॥
এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু-টীপ॥
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার॥
ভাগীরথী পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥
লোকদৃষ্ট্যে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ দেশান্তর॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপ ধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।"

—নঃ ধাঃ মাঃ ৫ম অঃ

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত এ হয়॥

[এই নয়টি গ্রাম বা দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), (২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া), (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), (৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), (৫) কোলদ্বীপ (কুলিয়া), (৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী ইহার অন্তর্গত), (৭) মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছী), (৮) জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), (৯) রুদ্রদ্বীপ (রাদুপুর)]

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্' গ্রন্থে অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধামমায়াপুর মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্র-মনোহরং খগমৃগাত্যাশ্চর্য্যরাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
র্ন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্॥

[যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিবিধ মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়াবিলাস ভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন।]

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ'-নামক সুপ্রসিদ্ধ শব্দকোষে 'মায়াপুর' স্থানের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে:—

"মায়াপুর—নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্থান, জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সঙ্গমের নিকট অবস্থিত।"

রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়-সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের 'পরিচয়' নাম্নী বিস্তৃত ভূমিকায় উক্ত বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় "মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীন স্থানই আদি নবদ্বীপ" ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় অবস্থিত 'পেয়াগড়ি' নামক গ্রামে প্রাপ্ত 'ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড' নামক একখানি সম্পূর্ণ প্রাচীন পুঁথির ৭ম অধ্যায় হইতে 'মায়াপুর' সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, তৎপাঠে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ভাগীরথীর পার্শ্বে যেখানে কাশারণ্য ছিল, সেই বনমধ্যেই মায়াপুর-গ্রামের পত্তন হইয়াছিল। এইস্থান একসময়ে সমৃদ্ধিশালী ও বহু চিকিৎসকের বাসভূমি বলিয়া গণ্য হইলেও বনজঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সেই বনে ভাগীরথীর পার্শ্বভাগে বিদ্যা স্থান নবদ্বীপের প্রাদুর্ভাব। এই নবদ্বীপেই কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সুতরাং এই স্থানটীকে নবদ্বীপের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি। * * * এই নবদ্বীপে অবস্থানকালে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার হঠাৎ আক্রমণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যেভাবে নদীয়া বিজয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত। তবে হঠাৎ দস্যুরূপে অতর্কিতভাবে আক্রমণ-হেতু মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দস্যু যেরূপ হঠাৎ আক্রমণ ও লুটপাট করিয়া চলিয়া যায়, মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের নদীয়া বিজয়ও অনেকটা সেইরূপ। মহম্মদের নদীয়া-ত্যাগের সহিত পূর্ব্ববৎ এইস্থান দীর্ঘকাল হিন্দুশাসনাধীনেই ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এইস্থান মুসলমান-শাসনাধীন ছিল না। বলিতে কি সেনরাজগণের সময় হইতেই নদীয়া ক্রমশঃ প্রধান গঙ্গাবাসস্থান ও সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে পরিণত হয়।''

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের প্রচুর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুলিখিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।''

উক্ত 'বিশ্বকোষ' অভিধানের 'নবদ্বীপ' শব্দমধ্যেও বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৯৮ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রী; কলিকাতা ইউনিভারসিটী হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'; বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহুস্থানের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রিকা-সমন্বিত 'কায়স্থকৌস্তুভ' গ্রন্থ; হান্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিসটিক্যাল য়্যাকাউন্ট, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার, আইনী আকবরী, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ক্যালকাটা রিভিউ, 'নদীয়া-রিভার্স' এর ইতিহাস, সুবা বাঙ্গালার ম্যাপ, রেণেলের ম্যাপ, ব্লকম্যানের ম্যাপ, হলওয়েলের ম্যাপ, লণ্ডন এসিয়াটিক সোসাইটীর ম্যাপ, য়্যাডমিরালটির ম্যাপ, 'হলওয়েলের হিন্দুস্থান' গ্রন্থ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখিত 'নদীয়া কাহিনী', ভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঊর্দ্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্র, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 'নবদ্বীপ-শতক', কপিলতন্ত্র, ব্রহ্মযামল, শ্রীল ঘনশ্যাম দাস বা নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, সেটেলমেণ্ট সার্ভের ম্যাপ, ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, নবদ্বীপসহর নিবাসী মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্ত্তৃক ১২৯১ সালের ২১ শে আশ্বিন তারিখে লেখা সমাপ্ত 'নবদ্বীপ-মহিমা' পুস্তক, নবদ্বীপ সহর নিবাসী স্বধামগত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত কলিকাতা আহেরিটোলা ষ্ট্রীট হইতে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বৈষ্ণবাচার-দর্পণ ১ম সংস্করণ, পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গৌরসুন্দর' গ্রন্থ, শান্তিপুর নিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেবের উক্তি, বিশ্বকোষ অভিধান, নবদ্বীপ নিবাসী পরলোকগত পণ্ডিত প্রবর মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের বাক্য ও পত্র, ১২৯৯ সালের ২রা মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর আমিন-বাজার এ, ভি, স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত (এই সভার বিবরণ শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী (প্রত্যাদেশাদি), বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ সিদ্ধ মহাপুরুষগণের শ্রীমুখোক্তি, বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন মহাশয়ের (১৮৯৫ খৃঃ) মুক্তকণ্ঠে উক্তি, শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের স্বলিখিত প্রবন্ধ (শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা), শ্রীঅদ্বৈত বংশীয় পণ্ডিত পরলোকগত রাধিকা নাথ গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের নিকট লিখিত স্বাক্ষরিত পত্র, অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেশমান্য মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের ও মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট লিখিত পত্র, ১৯১৮ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার দেশমান্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাইটী হলে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মঃ মঃ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি-এইচ, ডি মহাশয়ের বক্তৃতা, কুইন-কুইনিয়্যাল কাগজ প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার, সাহিত্যিক এবং প্রামাণিক ব্যক্তিগণের লিখিত ও কথিত এবং সর্বোপরি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের দিব্য অনুভূতি হইতে উক্ত রাশি রাশি প্রমাণ বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বহু প্রাচীন দলিল ও মানচিত্র হইতেও প্রাচীন নবদ্বীপ ও তন্মধ্যবর্ত্তী গৌর-জন্মভূমি মায়াপুরের অবস্থিতি ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থলেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

মহাযোগপীঠ গৌরজন্মভিটা মায়াপুর কখনও গঙ্গাগর্ভগত হন নাই, হইতেও পারেন না। শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে—

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥"

—ভাঃ ১১।৩১।২৩

অর্থাৎ হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে তদীয় নিবাস স্থান ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত করিল।

মায়াপুর গ্রামের ভূমি প্রাচীন, চরজমি নহে। চরের মাটি বালিয়া হয়, কিন্তু মায়াপুরের মাটি—এঁটেল মাটি।

কুমারহট্ট হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে কএক বর্ষ হইতে 'কুলিয়াপাটের মেলা' বলিয়া একটি মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহাকে অনেকে 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে বিশেষ মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে ঐ কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ষোল ক্রোশ পরিধির অন্তর্গত নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা তৃতীয় অধ্যায়োক্ত —

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥"

এবং ঐ গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত—খালা ছাড়া, বড়গাছি আর দোগাছিয়া। **গঙ্গার ওপারে প্রভু যায়েন** কুলিয়া॥" এবং শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যোক্ত—"শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে" ইত্যাদি উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া? সুতরাং কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কুলিয়া কখনও 'অপরাধভঞ্জনের পাট' হইতে পারে না। আবার গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরস্থ 'সাতকুলিয়া' নামক গ্রামও কোনমতেই প্রমাণ সঙ্গত হইতে পারে না। একারণ প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই 'অপরাধভঞ্জনের পাট' কুলিয়া। আরও দেখা যায় এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ারগঞ্জ বা কোলেরগঞ্জ বলিয়া একটি স্থান আছে। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটি গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রামই এখনকার নবদ্বীপ। সুতরাং বর্ত্তমান নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট, দেবানন্দের পাট বা অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আশঙ্কা নাই।

শ্রীবংশীশিক্ষা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন-সন্তান॥

সুতরাং নদীয়ার মাঝখানে কুলিয়া গ্রামের উল্লেখ থাকায় কাঞ্চনপল্লীর নিকটস্থ কুলিয়া বা সাতকুলিয়া

'অপরাধভঞ্জনের পাট' কুলিয়া হইতে পারে না। ভক্তি-রত্নাকরে, পরিক্রমা-পদ্ধতিতে জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রামেরই উল্লেখ আছে। কোলদ্বীপকেই কুলিয়া বলা হইয়াছে।

শ্রীকবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীগ্রন্থে কুলিয়া পাহাড়পুরকে 'পাড়পুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রামচন্দ্রপুর চড়া হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এবং শ্রীমায়াপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সাতকুলিয়া গ্রামও কখনও 'কুলিয়া' হইতে পারে না, কেননা শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইলে উহা শ্রীমায়াপুরের এক পারে হইয়া পড়ে। গঙ্গার পশ্চিম পারে, 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়' বলিতে নবদ্বীপের নিকটেও হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার রামচন্দ্রপুরের চড়ায় মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর অপসারিত করিবার অপচেষ্টা করিয়া সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিলে শ্রীরামচন্দ্রপুর গঙ্গার পশ্চিমপারে ও সাতকুলিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপারে পড়িয়া যায়। সুতরাং তাহাতে মহাজনবাক্যের সহিত কোন সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সাতকুলিয়ার পূর্ব্বদিকে গঙ্গা প্রবাহিত থাকারও কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি বহুযুক্তি 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ' গ্রন্থে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

> **"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।**
> **সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥**
> **ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।**
> **সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥**
> যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
> মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন॥
> বনশোভা হেরি' রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে।
> সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
> বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
> নানাপক্ষী গায় তথা গৌরগুণ গান॥
> সরোবর শ্রীমন্দির অতিশোভা তায়।
> হিরণ্য-হীরক-নীল-পীতমণি ভায়॥
> বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
> কভু নাহি দেখে সেই উপবন চয়ে॥
> দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
> তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥"

শ্রীল ঠাকুরের উপরিউক্ত 'মায়াপুর-দক্ষিণাংশে' উক্তি-অনুসারে 'মায়াপুরের দক্ষিণ অংশ' বলিতে সুতরাং জাহ্নবী-সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটস্থ ঈশোদ্যান মায়াপুর হইতে ভিন্ন কোন স্থান হইতে পারে না, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। গঙ্গাসরস্বতী সঙ্গম হইতে শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত উত্তরাংশ সমস্তই নবদ্বীপ ভূখণ্ডের অন্তর্গত। বিশেষতঃ সঙ্গমসন্নিকটস্থ ঈশোদ্যান শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয় মাধ্যাহ্নিকলীলা-স্থান। যে মায়াপুরের নৈর্ঋতে অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গা যমুনা ধারা নাগরূপে গৌরসুন্দরের সেবা-সংরত, যে মায়াপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে সরস্বতীধারা ঈশোদ্যান-তটে নিরন্তর প্রবাহিত (নঃ ভাঃ তঃ ১৪ ও ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) সেই শ্রীমায়াপুর আমার নয়নে স্ফূর্ত্তি পাউক (১৭ সং)— ইহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবোচ্ছ্বাসময়ী উক্তি।

সপার্ষদ গৌরপ্রিয় এই ঈশোদ্যান শ্রীগৌরকৃপায় শ্রীগৌরসেবানুরক্ত গৌরভক্তগণের আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীধাম বৃন্দাবনে বহু পূর্ব্ব হইতেই রাধানিবাস নামে পরিচিত বৃন্দাবন রেল-ষ্টেসনের অতি নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডে শ্রীরাধারাণীর অহৈতুকী কৃপায় স্থান পাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখানেও শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু গৌরবনে সুরধুনী-তটে—'ঈশা' শ্রীরাধারাণীর পরমপ্রিয় উদ্যানে— শ্রীরাধা-নিত্য-নিবাসস্থান ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠই মূল মঠ, ইহারই শাখা ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য-বাণীর আচার-প্রচার সেবাই এই সকল মঠ-মন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়"—ইহা একমাত্র

ভাগ্যবান্ ভক্তেরই অনুভবনীয় বিষয় হয়।

'মায়াপুর-সীমাশেষে বৃদ্ধ শিবালয়' বলিতে মায়াপুরের পশ্চিম সীমায় গঙ্গা প্রবাহিত বলিয়া ঐরূপ উক্তি। নতুবা মায়াপুরকে বৃদ্ধশিবালয়ঘাট পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা কখনই ঠাকুরের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীতটে সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটবর্ত্তী ঈশোদ্যান-কথা কখনও ঠাকুরের লেখনী হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেন না। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনজ্ঞানে তত্তটে শ্রীরাধাকুণ্ড ও তৎকুণ্ডতটবর্ত্তী শ্রীঈশোদ্যানের ভাবসেবা করিলেও তাঁহার সেই ভাবোত্থ ঈশোদ্যান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবতরঙ্গোত্থ ঈশোদ্যানের সহিত এক অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অদ্বয়জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা শ্রীল প্রভুপাদ ঋতুদ্বীপেও 'রাধাকুণ্ড'-শোভা ও তত্তটবর্ত্তী বনশোভা তাঁহাদের অপ্রাকৃত নেত্রে ও মনে দর্শন ও অনুভব করিয়াও শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ কুণ্ড ও কুণ্ডতট হইতে শ্রীব্রজধামস্থ রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জবনকে পৃথক্ দর্শন করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাঁহা নেত্রপড়ে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী বা বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন—শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন—এই সকল দিব্য অনুভবের রহস্য উপলব্ধি ও সামঞ্জস্য-বিধান আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের অতীত ব্যাপার।

শ্রীভগবান্ যেমন অধোক্ষজ বস্তু, তাঁহার ধাম ও ধাম-মহিমাও তদ্রূপ অধোক্ষজ ব্যাপার। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানগ্রাহ্য করিবার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে পরমোদার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসানুদাস বলিয়া গৌরবান্বিত হইবার আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে, তুরীয় অপরিমেয় বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা আরোপ করিতে গেলে মায়িক তৃতীয় মানের মধ্যেই গতাগতি করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়।

গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরমনোঽভীষ্ট সেবাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউন।

আত্মদর্শন বা সহজ দর্শন

[মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম কোন এক বিশেষ সত্তাকে উপেক্ষা করিলে সমুদয় সৃষ্টিই অলীক ও অর্থহীন হয়। অলীক ও অর্থহীন বিষয় বুদ্ধিমানের আদরণীয় হয় না। সেই সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বকালিক বস্তুর অনুশীলন যথেষ্ট আয়াস সাপেক্ষ হইলেও বুদ্ধিমানগণ সাধারণ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া এমন কি কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিস্থিতিকেও উদ্ভট ও অর্থহীন বলেন না।

এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয় এই যে, এই বিশাল জৈব (ব্যষ্টি ও সমষ্টি)-অস্মিতার অর্থ কি, আশ্রয়ই বা কি? ইহা কি স্বতন্ত্র অথবা পরতন্ত্র? ইহা কি তাৎকালিক অথবা চিরন্তন? যদি বলি পরিজনবর্গ, দেশ, দশ আমার অপেক্ষা করে এবং আমিও তাহাদেরই অপেক্ষমান্ এক সত্তামাত্র; দেশ কালের মধ্যেই মাত্র আমাদের পরিচয়। অধিকন্তু পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সবই অব্যক্তকে আশ্রয় করিয়া আছে, আর অব্যক্ত বিষয়ে চিন্তা করাও বৃথা। কিন্তু এই জাতীয় উত্তরটী কি সুসমীচীন হইবে? ইহা আলস্যপরায়ণ হীন-মস্তিষ্কের উক্তি হইবে নাকি? আমার নিকট যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই আমার নিকট অব্যক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া কি অন্যের নিকটও তাহা অব্যক্তই থাকিবে? অন্যের নিকট তাহা পরম ব্যক্তরূপে বিরাজমান থাকিতে পারে। যদি আমার প্রয়োজন হয়, তবে আমি তাঁহার

নিকট হইতে বিহিত উপায়ে তাহা শিক্ষা করিয়া নিজ অন্ধকার বিদূরণের যত্ন করিতে পারি। আলস্য করিয়া বসিয়া থাকিলে ক্ষতি কাহার ? ক্ষতি আমার, জ্ঞানবানের নহে। দেশ, কালের অন্তর্গত চিন্তার তো কোন নিত্য আশ্রয় নাই ! আশ্রয়হীন ও ভিত্তিহীন চিন্তাস্রোতকে তো অলীক ও স্বপ্নমাত্র বলা যায় ! যে ক্রিয়া ও চিন্তাস্রোতের গতি দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া নিত্যসত্যে উপনীত না হয়, তাহা তো বন্ধ্যাক্রিয়া ও বন্ধ্যা চিন্তা মাত্র। প্রতিনিয়তই দেখা যাইতেছে গুরুদায়িত্বশীল সুপ্রসিদ্ধ দেশনেতা, জনকজননী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব পরস্পরকে এমন এক সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, যাহা মানবীয় জ্ঞানে অত্যন্ত কর্ত্তব্যহীনতারই পরিচায়ক। কিন্তু দেশ ও কালান্তর্গত চিন্তাস্রোত ইহার কোন সমাধান পায় কি ? পায় না ; পরন্তু ক্ষুব্ধভাবই পোষণ করে মাত্র। এই প্রকারে অনাদিকাল হইতে অসহায় মানব প্রতিকারের কোন উপায় না পাইয়া ক্ষুব্ধান্তঃকরণে কখনও বা মৃত্যুপ্রতিষেধক (?) ও পরিবার-নিয়ন্ত্রক (?) বিবিধ প্রকারের ঔষধ-পথ্যাদির আবিষ্কার করিয়া, কখনও বা আণবিক শক্তির গবেষক সাজিয়া, কখনও বা রকেট উড়াইয়া সময়ে সময়ে চ্যালেঞ্জ দিতে চায়। কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিবে কাহার সঙ্গে ? দেশ, কাল, নিয়ম, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণের সঙ্গে ? যদিও জ্ঞানের উন্মেষের সময়কাল হইতে তাঁহাদের সহিত একটী আত্মীয়তার ভাব আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছি সত্য, কিন্তু তাঁহারা কি আমাদিগকে আত্মীয় জ্ঞান করেন ? এক তরফা তো কোন আত্মীয়তা হয় না ! আমরা আবেগ-ভরে আত্মীয়বোধে তাঁহাদের সহিত কত সময় কত কথা বলিতে গিয়াছি, কিন্তু কৈ, তাঁহারা তো একটী বারের জন্যও মুখ ফিরাইয়া আমাদের পানে তাকান না, কথা বলা তো দূরের কথা ! মানবের কোন প্রকার আবেদন-নিবেদন, হাসি-কান্নাকে তো তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না ! উত্তর না পাইয়া ক্ষুব্ধান্তঃকরণ মানব সময়ে সময়ে লম্ফ, ঝম্ফ দিয়া তাঁহাদের সহিত কক্ষা দিতে গেলেও তাঁহাদের বিশালতার গাম্ভীর্য্যে পুনঃ পুনঃ হাস্যাস্পদ হইয়া নিজেই নিজের কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তাঁহাদের নিয়মানুবন্ধতা ও জীব-চৈতন্যের উপর অমোঘ প্রভাব দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে একেবারে মূক সাক্ষীমাত্রও তো বলিতে ইচ্ছা হয় না, পরন্তু কোন কোন সময়ে দাম্ভিক বলিতেই ইচ্ছা হয়, আবার কোন সময়ে মনে হয়, না ! তাঁহারা গুরুদায়িত্বশীল এবং তাঁহাদের গতিবিধি কোন এক মহান উদ্দেশ্যপর ও মহান অর্থ-ব্যঞ্জক, আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাঁহাদের একাগ্রতার বিঘ্ন করা উচিত হইবে না। সমষ্টি জীব-জগৎ সম্পর্কেও ঠিক তদ্রূপই প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জীব-জগৎকে এবম্বিধ প্রকৃতি-নিচয় হইতে পৃথগ্‌রূপে দর্শন না করিয়া একটানা দেখিলে দেখা যাইবে একই উদ্দেশ্যপর সকলেরই গতিবিধি। আপেক্ষিক হাসিকান্না, সুখদুঃখ, ভালমন্দ সবই অর্ব্বাচীনতা মাত্র। দুরন্ত পরিবেশ (Environment) খুসীমত সমুদয়-বস্তুকে রূপায়িত করিতেছে ও করিবে। তাহার প্রভাব এড়ান অসম্ভব। তাহা হইলে পরিদৃশ্যমান এই বিশাল সৃষ্টির অর্থ ও অর্থের মৌলিক গতি যে উদ্দেশ্যপর তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে সমুদয় জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসান লাভ করিবে।

ত্রিকাল সত্য ও সার্ব্বভৌম সত্তা তাহাই, যাহা ওতপ্রোতরূপে চরাচরে ব্যাপ্ত, যাঁহার সত্তায় চরাচর সত্তাবান এবং যাঁহার নিকট ব্যষ্টি ও সমষ্টি অস্মিতাকে নিশ্চিন্তরূপে জমা দেওয়া যায় এবং যাহা ক্ষয়-বৃদ্ধির অতীত। বিজ্ঞানের Conservation of Energy Theory তে বলা হইয়াছে—"Total Energy of the universe is constant. It can be transformed from one form to another." অর্থাৎ বিজ্ঞান কোন বস্তুরই আত্যন্তিক ধ্বংস স্বীকার করেন না, পরন্তু রূপান্তরিতাবস্থায় তাহাদের নিত্যস্থিতিই স্বীকার করেন মাত্র। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দেও উক্ত তথ্যের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়—

'যে নদী মরুপথে হারিয়েছে ধারা,
জানি গো জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
জানি গো জানি তাহা হয়নি সারা॥'

কাজেই সার্ব্বভৌম ও ত্রিকাল সত্য নিত্য বস্তুটীকে এমনই সত্তায় সত্তাবান ও এমনই লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইতে হয় যে, যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে উর্দ্ধ আর কিছুই পরিদৃশ্যমান্ হয় না এবং অস্মিতা সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বাত্মক। শ্রুতিতে এই জাতীয় লক্ষণ বিশিষ্ট একটী অদ্বয় ও অখণ্ড নিত্য-পর-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে; ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" কাজেই চরাচর প্রকৃতির যাবতীয় অস্মিতার আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁহার মধ্যেই সর্ব্বকাল পরিদৃশ্যমান্ হইবে। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে আমার জমা দেওয়া অস্মিতা আমি তাঁহার মধ্যেই যে কোন কালে যে কোন্ রূপে (Kinds or coinsএ) দেখিতে সমর্থ হইব। তদুদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়াই স্বপ্নবৎ বা অলীক হইবে না, পরন্তু সমুদয় ক্রিয়াই অন্বয়মুখী অর্থ (Positive value) আমদানী করিবে। আমার শুদ্ধ অস্মিতা তাঁহাতেই অবস্থিত বা তাঁহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'তত্ত্বমসি' দুইটী একদেশীয় বাক্যে বেদ শুদ্ধ জৈব অস্মিতাকে বিভুচিৎ ভগবৎসত্তার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্তরূপে জানাইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক সেই সম্বন্ধকে 'অচিন্ত্যাভেদাভেদ' নাম প্রদান করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক এই বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত দ্বারা সেই জৈবসত্তার সহিত শ্রীভগবানের বিভিন্ন সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিলেও জৈবসত্তা যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে শ্রীভগবানেরই আশ্রিত—শ্রীভগবান্ই যে তাঁহার নিত্য সেব্যবস্তু ইহা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য শঙ্কর একদেশীয় বিচারাবলম্বনে জীবব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপনে যত্নশীল হইলেও তিনিও বলিয়াছেন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

সুতরাং যে কোন দৃষ্টিভঙ্গীই স্বীকৃত হউক না কেন, অণুচিৎ জীবসত্তা সর্ব্বাবস্থায়ই সেই বিভুচিৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবৎসত্তার অধীন, শ্রীভগবৎপাদপদ্মই তাঁহার নিত্যসেব্য। এতাদৃশ স্বরাট্ সত্তাকে উপেক্ষা করতঃ নগ্ন জগতে মুহ্যমান হইয়া বৃথা কালক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ হতাশাই পোষণ করিতে হয়। 'তাই বিশ্বাত্মা বা বিশ্বপ্রাণকেই মাত্র দেখিবার যত্ন কর, তাঁহার কথাই শ্রবণ কর, তৎসম্পর্কেই মাত্র মন্তব্য কর এবং তাহাই তোমার একমাত্র নিধিধ্যাসনের বস্তু হউক॥ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (শ্রুতিবচন)

সমালোচনায় এযাবৎ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম কোন এক বিশেষ পরমাত্ম-সত্তাই সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবচৈতন্যের একমাত্র আশ্রয়। তিনি বা তাঁহা ছাড়া যাহা কিছু সকলই তাৎকালিক ও মায়াময়। সেই সার্ব্বভৌম সত্তার রূপ নির্ণয়ে অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়, তিনি জড় নহেন। জড়ের কোন আশ্রয়-দাতৃত্ব স্বভাব নাই। অস্মিতা চৈতন্যময় সত্তায় জাত। কাজেই জীবসমষ্টি বা চেতনসমষ্টির আশ্রয় যিনি তিনি অবশ্যই অখণ্ড চৈতন্যময় কোন এক বিশেষ ও মহান্ পুরুষ হইবেন। তাঁহাকে শাস্ত্র ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বৃহৎ বলিয়া তিনি ব্রহ্ম, আত্মারও আত্মা বলিয়া তিনি পরমাত্মা এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তিনি ভগবান্। তিনটী শব্দের মধ্যেই তাঁহার প্রিয়ত্ব ও ও পালকত্ব ধর্ম্মটী অনুস্যূত। চরাচর তাঁহারই পাল্য। ইহাই স্বাভাবিক ও সহজ দর্শন বা আত্মদর্শন। তিনি চরাচরের পরম আকর্ষক বলিয়া 'কৃষ্ণ' এবং চরাচরের প্রতিটী অণুপরমাণুর মধ্যে তাঁহারই মাত্র রমণক্রীড়া অনুভূত হয় বলিয়া তিনি 'রাম'। তাঁহার সুখেই ব্যষ্টির সুখ এবং তাঁহার সুখেই সমষ্টির সুখ। তাঁহার সুখতাৎপর্য্যেই সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

'শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক(ক)-তর্ক(খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৯৩ পৃষ্ঠার পর)

কলিযুগ হরিকীর্ত্তনের জন্য, তদ্ব্যতীত সবই বৃথা—"কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃ প্রভৃতীণি চ, ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) —অর্থাৎ কলিতে কলুষিতচিত্ত মানবগণের আয়ু প্রভৃতি যে বৃথা হইয়া থাকে, তাহা বর্ণাশ্রমিগণের পক্ষেই, আমার শরণার্থিগণের নহে।

গ্রন্থের (৮১ পৃঃ) 'বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শুধু নাম কীর্ত্তন করিলে তাহারও যমদুতের হাত হইতে নিস্তার নাই'—লেখকমহাশয়ের এই উক্তি হাস্যোদ্দীপক। ইহা তাঁহাদের অধিকার-বহির্ভূত দম্ভোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রসিদ্ধ অজামিলের উপাখ্যান যাহা সাধারণ লোকও জানে, তাহা লেখক মহাশয় এবং তন্মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতাভিমানিগণের বোধ হয় জানা নাই। অজামিল প্রথম জীবনে খাঁটি বর্ণাশ্রমীই ছিলেন; পরে বেশ্যার সঙ্গে পড়িয়া সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্ম করতঃ পতিত হইয়াছিলেন। 'এবং স বিপ্লাবিতসর্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা'—(ভাঃ ৬।২।৪৫)। কেবল কনিষ্ঠপুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন; যমদূতগণকে দেখিয়া ভয়ে সেই 'নারায়ণ' নামক পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে বিষ্ণুর আহ্বান হওয়ায় বিষ্ণু-দূতগণ উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। যমদূতগণ স্মার্ত্তপণ্ডিত মহাশয়গণের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বলেন,—'এই ব্যক্তি আজীবন পাপ করিয়াছে, কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, অতএব আমরা ইহাকে দণ্ডপাণি যমরাজের নিকট লইয়া যাইব।'

"তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্।
নেষ্যামোঽকৃতনির্বেশং যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি॥"

(ভাঃ ৬।১।৬৮)

বিষ্ণু-দূতগণ বৈষ্ণবের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"এই ব্যক্তি কোটিজন্মের পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে, যেহেতু বিবশ হইয়াও হরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে। এই নাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নহে, মোক্ষেরও সাধন।'

"অয়ংহি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥"

(ভাঃ ৬।২।৭)

টীকাকার শ্রীল স্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি হরিনাম্নঃ খাদিরাদিবৎ সংযোগপৃথক্ত্বেন সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তার্থত্বং যুক্তমেব..............পুরাণেষু তাবৎ সহস্রশো নাম্নঃ স্বাতন্ত্র্যমবগমাতে ন চৈতেঽর্থবাদা ইতি শঙ্কনীয়ং বিধিশেষত্বাভাবাৎ..........তস্মাৎ শ্রীনারায়ণনামাভাসমাত্রেণৈব সর্ব্বাঘনিষ্কৃতং কৃতং স্যাদিতি।"

(ভাঃ ৬।২।৮ ভাঃ দীঃ)

অর্থাৎ হরিনাম কর্ম্মের অঙ্গ হইলেও খাদিরাদির মত সংযোগ-পৃথক্ত্বন্যায়ে সকল-প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহা সঙ্গতই—খাদির যেমন পশুবন্ধনের সাধন হয়, আবার পৃথক্ যূপও হয় সেইরূপ। পুরাণ সমূহেও সহস্র সহস্র বচন দ্বারা হরিনামের স্বাতন্ত্র্য জানা যায়। ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা মাত্র এইরূপ শঙ্কা করিবে না। কারণ উহা বিধিশেষ নহে। অতএব শ্রীনারায়ণের নামাভাস মাত্রেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

'নন্থ কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দাদিকোটিভিরপ্যনিবর্ত্ত্যানাং কথমিদমেকমেব প্রায়শ্চিত্তং স্যাৎ?' (ভাঃ ৬।২।৯ শ্রীস্বামি-টীকা)

অর্থাৎ যদি বল—কামকৃত, সহস্রবার অনুষ্ঠিত, কোটি-দ্বাদশবার্ষিক ব্রত দ্বারাও যাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে, এরূপ বহু মহাপাতকের এই হরিনামই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত কি করিয়া হয়?

তাহাতে বলিতেছেন,—

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥"
(ভাঃ ৬।২।৯-১০)

—স্তেন, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নী গমনকারী, স্ত্রী রাজা পিতা গো এইসকল হননকারী, আরও যত পাতক আছে, সকল পাপকারীরই বিষ্ণুর নামোচ্চারণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, কারণ, নামোচ্চারণকারী পুরুষের সম্বন্ধে 'এ পুরুষ আমার, ইহাকে সর্বতোভাবে আমাকেই রক্ষা করিতে হইবে'—বিষ্ণুর এই প্রকার মতি হইয়া থাকে।

লেখক মহাশয় (৭০ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"নামের দ্বারা পাপ নষ্ট হইলেও পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় না, প্রত্যুত ভাবদুষ্ট আরও অধিকতর পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ……"।

ইহার মীমাংসা স্বরূপ নিম্নোক্ত ভাঃ ৬।২।১৭ শ্লোকটী শ্রীস্বামিপাদের টীকা সহ আলোচ্য, যথা—

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥"

"কিঞ্চ তৈস্তপো দানাদিভিস্তান্যঘান্যেব পূয়ন্তে নশ্যন্তি। অধর্ম্মাজ্জাতং মলিনস্তু তস্য পাপকর্ত্তুর্হৃদয়ম্। যদ্বা তেষামঘানাং হৃদয়ং সূক্ষ্মরূপং সংস্কারাখ্যং ন শুধ্যতি তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া কীর্ত্তনাদিনা শুধ্যতীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—মহান্ত্যপি পাপানি সকৃদুচ্চারিতেনৈব নাম্না নশ্যন্তি, সকৃৎ প্রবর্তিতেন দীপেনেব গাঢ়ধ্বান্তানি। তদাবৃত্ত্যা তু পাপান্তরস্যানুৎপত্তিঃ, দীপধারণ ইব তমোঽন্তরস্য। ততশ্চ বাসনাক্ষয়াৎ হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ, এতদর্থমেব তত্র-তত্রাবৃত্তিবিধানম্ "পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশমি"-ত্যাদিষু। তদেবাত্রাপ্যুক্তং "গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ" (ভাঃ ৬।২।১২) ইতি। তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়েতি চ।"

—তপস্যা দানব্রতাদি দ্বারা সেই সকল পাপক্ষয় হইলেও পাপকর্ত্তার হৃদয় বা অধর্ম্মজনিত সংস্কার (বাসনা) শুদ্ধ হয় না। তাহা হরিনামকীর্ত্তনাদি ভক্তি দ্বারাই শুদ্ধ হয়। (কর্ম্মসমূহের দুইটি সংস্কার,—একটি স্বর্গনরকাদির হেতু, অপরটি সজাতীয় পাপপুণ্যের উৎপত্তির হেতু। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকহেতু সংস্কার নিবৃত্ত হয়, সজাতীয়োৎপত্তিহেতু সংস্কার (বাসনা) নিবৃত্ত হয় না। ভক্তিদ্বারা উভয়বিধ সংস্কার নিবৃত্ত হয়। অতএব ভক্তি আত্যন্তিক শুদ্ধির হেতু।) মহাপাপসকল একবার উচ্চারিত 'হরি'নাম-দ্বারাই শুদ্ধ হয়; যেমন গাঢ় অন্ধকার একবার মাত্র প্রদীপ জ্বালিলেই দূর হইয়া থাকে। সেইরূপ নামের বারবার উচ্চারণ দ্বারা অন্য পাপের উৎপত্তি হইতে পারে না; যেমন দীপ জ্বালাইয়া রাখিলে আর অন্ধকার আসিতে পারে না। তাহা হইতে বাসনা ক্ষয় হইলে হৃদয়ের শুদ্ধি হয়। এই জন্যই সেই সেই স্থলে নামের আবৃত্তি বিধান করা হইয়াছে। অহর্নিশ শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে সত্ত্ব শুদ্ধ হইয়া থাকে।

লেখক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে (৮২ পৃঃ) "পাপপ্রবৃত্তিশূন্য ঐকান্তিক ভক্তই ঐ নাম-প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী" কথাটী বলিয়া তাহার সমর্থনে (৮৩ পৃঃ) 'কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা নারায়ণ-পরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥' (ভাঃ ৬।১।১৫) শ্লোকটী উদ্ধৃত করতঃ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুর ভজনপরায়ণ কেহ কেহ কেবলা অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত ভগবন্নামস্মরণের দ্বারা সকল পাপ নাশ করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ভক্ত বলিতে, আমরা ধ্রুব, প্রহ্লাদাদির মত ভক্তকেই বুঝিব। ইঁহারাই নাম-জপরূপ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী। অন্য

সকলেই চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাত্মক প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী। এইরূপে অধিকারিভেদে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্বীকার করিলে উভয় শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য রক্ষিত হয় এবং পরস্পর উৎকর্ষাপকর্ষের প্রশ্নই আসে না।"

লেখক মহাশয়ের এই উক্তি সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ কিরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক,—

পূর্ব্ব শ্লোকে (ভাঃ ৬।১।১৩-১৪) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি পাপ নাশ করে বলা হইয়াছে (লেখক মহাশয়ও তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন)। তথাপি শ্রীমদ্ ভাগবতে পরের শ্লোকটী (ভাঃ ৬।১।১৫) কেন বলা হইল? চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা কি ঐকান্তিক ভক্তের পাপক্ষয় হইতে পারিত না? তাহাতে টীকাকার বলিতেছেন,—

"তপস্যাদিদুষ্করত্বাৎ মুখ্যমেবান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমাহ—কেচিদিত্যনেন। এবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপ-আদি নিরপেক্ষয়া। বাসুদেব-পরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ কিন্ত্বন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাৎ তেষেব পর্য্যবসানাৎ অনুবাদমাত্রম্।"

অর্থাৎ তপস্যাদি অতি দুষ্কর, এই জন্য পরবর্ত্তী (ভাঃ ৬।১।১৫) শ্লোক দ্বারা অপর মুখ্য ভক্তিপ্রায়শ্চিত্তই বলিতেছেন। কিন্তু এইরূপ (বাসুদেব-পরায়ণ) ভক্তি-প্রধান বিরল। 'বাসুদেব-পরায়ণাঃ' পদটি যাহা লেখক মহাশয় অধিকারীর বিশেষণ বলিয়াছেন, তাহা শ্রীস্বামিপাদ স্বীকার করেন নাই। তাহা হইলে অজামিলের উপাখ্যান অসঙ্গত হয়, ধ্রুব, প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তই দেওয়া হইত; কিন্তু ভক্ত ভিন্ন অপরের ভক্তি-প্রায়শ্চিত্তে **অশ্রদ্ধাবশতঃ** (যেমন স্মার্ত্তগণের) তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই জন্য 'বাসুদেব-পরায়ণ' বলা হইয়াছে। অর্থতঃ বাসুদেব-পরায়ণেই পরিসমাপ্তি বলিয়া 'বাসুদেবপরায়ণ' কথাটি পুনরুক্তি মাত্র। অজামিল ত' বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন না—তিনি ঐকান্তিক ভক্ত কেন, ভক্তই ছিলেন না; তথাপি তাঁহার কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত ত' দূরের কথা, তদূর্দ্ধে মুক্তি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। **কেবলয়া—তপ আদি নিরপেক্ষয়া**—কেবলা— যাহাতে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত তপস্যা প্রভৃতির অপেক্ষা নাই এমন ভক্তি (শ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপা), **কাৎর্স্ন্যেন** অর্থাৎ সমগ্ররূপে ভক্তিই পাপ নাশ করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ভক্তির সহিত নামস্মরণের কথা শ্লোক হইতে পাওয়া যায় না। ঐকান্তিক ভক্তি ও নাম-স্মরণ কি ভিন্ন তত্ত্ব? নাম-স্মরণাদি যে ভক্তি-পদার্থ, ইহা বুঝিতে দার্শনিক প্রজ্ঞা অসমর্থ।

অগ্নিদ্বারা (বেণুগুল্ম) বাঁশের ঝাড় বিনাশের ন্যায় যে তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদির বলে পাপনাশের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্গমের আশঙ্কা আছে। কারণ, অগ্নি হয় ত' বেণুগুল্মের মূলদেশকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে না করিতেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে। কিংবা তাহাতে বর্ষাকালের জল পাইলে পুনরায় বাঁশ অঙ্কুরিত হইতে পারে। কিন্তু বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ ভক্তগণের ভক্তিবলে সূর্য্যোদয়ে নীহার সমূলে ধ্বংস হওয়ার ন্যায় পাপাদির সমূলে নাশ হইয়া থাকে। (আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য এবং হিমরাশি বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য-সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক।) যথা,—ভাঃ ৬।১।১৯—

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥"

—যে-সকল পুরুষ এই সংসারে একবার মাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের উহাতেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না।

তবে কি স্মার্ত্তপ্রবর লেখক মহাশয়ের মতে ঐকান্তিক ভক্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ব্যতীত দুষ্টচিত্তব্যক্তির নামকীর্ত্তনাদিতে পাপক্ষয় হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত? এসম্বন্ধে শ্রীস্বামিপাদের উক্তি যথা,— (ভাঃ ৬।২।১৯ ভাঃ দীঃ)

"নষেবমপি পার্ষদানুপদিষ্টং শ্রদ্ধাহীনঞ্চ কথং প্রায়শ্চিত্তং স্যাৎ তত্রাহুর্যথেতি। অগদমৌষধম্। বীর্য্যবত্তমমিতি কর্ত্তব্যে বীর্য্যতমমিত্যুক্তম্। যদৃচ্ছয়া শ্রদ্ধাদিহীনম্ উপযুক্তং ভক্ষিতং পার্ষদমুখাদজানতোঽপি স্বগুণমারোগ্যং কুর্য্যাৎ মন্ত্রোঽপি নামাত্মকস্তথা স্বকার্য্যং কুর্য্যাদেব। ন হি বস্তুশক্তিঃ শ্রদ্ধাদিকমপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে — হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবক ইতি॥"

শ্রদ্ধা ত' দূরের কথা, অশ্রদ্ধায় নাম কীর্ত্তন করিলে, এমনকি পুত্রাদির নামরূপে কীর্ত্তন করিলেও পাপক্ষয় হয়। বস্তুর শক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই। শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) থাকুক বা না থাকুক, শক্তিশালী ঔষধ খাইলে রোগ নির্ম্মূল হইবেই।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, অননুতপ্ত ব্যক্তির মন্বাদি কথিত প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই, কিন্তু ভক্তিপ্রায়শ্চিত্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অনুতাপেরও অপেক্ষা করেনা, পরন্তু নিঃশেষে পাপ ক্ষয় করিয়া থাকে। মন্বাদি-বিহিত প্রায়শ্চিত্তে নিঃশেষে সর্ব্বপাপক্ষয় হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনাদি রূপ ভক্তি-প্রায়শ্চিত্তই সকল প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥"

(বিঃ পুঃ ২।৬।৩৫-৩৬)

অর্থাৎ তপঃকর্ম্মাত্মক যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

যে পুরুষ পাপ করিয়া অনুতপ্ত হয়, তাহারই মন্বাদি উক্ত তপোদানাদি মধ্যে যে কোন একটি অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, কারণ অননুতপ্তের মন্বাদ্যুক্ত এই সকল কর্ম্মাত্মক প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই। কিন্তু শ্রীহরি-সংস্মরণ অনুতাপের অপেক্ষা না করিয়াও নিঃশেষে পাপক্ষয় করিয়া থাকে।

শ্রীস্বামি টীকা:— শ্রেষ্ঠত্বমাহ—কৃত ইতি। পাপে কৃতে যস্য পুংসোঽনুতাপঃ প্রকর্ষেণ জায়তে তস্যৈব মন্বাদ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিৎ তদনুরূপং প্রায়শ্চিত্তমননুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ। হরিসংস্মরণন্তু পরমনুতাপমনপেক্ষ্যাপি নিঃশেষ-পাপক্ষয়হেতুত্বাৎ। অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিত ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তিপ্রায়শ্চিত্তই সকলের পক্ষে সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দেশ, কাল ও অধিকারাদি নিয়মকে অপেক্ষা করে না। অতএব ভক্তিতে শ্রদ্ধালু জনমাত্রই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির মত ঐকান্তিক সিদ্ধ ভক্তই যে কেবল নামজপাদি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী, তাহা প্রমাণিত হয় না। যাঁহাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের পাপের আশঙ্কাই নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন—

তদেবং অবিদ্যাধ্বস্ত-কর্ত্তৃ কর্ম্মফলাদিরহিতাত্মানুসন্ধানং যাবৎ পরোক্ষজ্ঞানং পরং প্রায়শ্চিত্তম্। অপরোক্ষ জ্ঞানে তু ন পাপশঙ্কা, ন চ প্রায়শ্চিত্তম্—"যথা বৈ পুষ্কর-পলাশ-আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবৈবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে। ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাতকেন" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(বিঃ পুঃ ২।৬।৪৬ টীঃ)

শ্রীস্বামিপাদ 'প্রায়েণ বেদ তদিদং' (ভাঃ ৬।৩।২৫) শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্য লোকস্য মহতি মন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পে চাশ্রদ্ধা। তস্মাদস্য গ্রাহকো নাস্তীতি তৈর্নোক্তম্।

অর্থাৎ স্থূলধী ব্যক্তির বড় বড় মন্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা; 'হরি', 'নারায়ণ' ইত্যাদি নাম-কীর্ত্তনরূপ অল্প প্রায়শ্চিত্তে অশ্রদ্ধা। সেইজন্য নাম-প্রায়শ্চিত্তের গ্রাহক অল্প। তাই মন্বাদি ঋষিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে নামকীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেন নাই।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকের টীকাকার গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, —'সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তুলরাশিমিবানলঃ' অর্থাৎ 'গঙ্গাজল সমস্ত পাপ নাশ করেন, অগ্নি যেমন তুলারাশিকে দগ্ধ করে'। তাই যদি হয়, তাহা হইলে ত' শাস্ত্রে এত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিরর্থক হয়? তাহার সমাধানে টীকাকার গোবিন্দানন্দ বলিলেন যে, যেখানে গঙ্গা নাই বা যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার জন্য। 'শ্রাদ্ধোঽধিকারী, নাশ্রাদ্ধঃ' — শ্রদ্ধাবান্ অধিকারী, অশ্রদ্ধালু নহে। ভক্তিবহির্মুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ভগবন্নামে শ্রদ্ধা নাই, তজ্জন্য তাঁহারা দ্বাদশবার্ষিক প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী; যাঁহাদের নাম-প্রায়শ্চিত্তে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা তাহারই অধিকারী। যাজ্ঞবল্ক্যাদি যদি নাম-মাহাত্ম্য জানিতেন, তাহা হইলে একবারও ত' তাঁহাদের শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ করিতেন?

যেখানে শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকেও বলিতেছেন,—

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥"

(ভাঃ ১।৫।১৫)

—স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্য কর্ম্মাদিতে রক্ত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন, তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে। কেন-না আপনার বাক্যে উহাই মুখ্য ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানিবে না, বা নিজে বুঝিবে না।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় (ভাঃ দীঃ) শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

"তদেবং হরিযশো বিনা ভারতাদিষু কৃতং ধর্ম্মাদি-বর্ণনম্ অকিঞ্চিৎকরমিত্যুক্তং, প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব জাতমিত্যাহ জুগুপ্সিতমিতি। জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কাম্য-কর্ম্মাদি। স্বভাবত এব রক্তস্য তত্র রাগিণঃ পুরুষস্য ধর্ম্মকৃতে ধর্ম্মার্থম্ অনুশাসতস্তব মহানয়ং ব্যতিক্রমঃ অন্যায়ঃ। কুতঃ ইত্যত আহ যস্য বাক্যতোঽয়মেব মুখ্যো ধর্ম্ম ইতি স্থিত ইতরঃ প্রাকৃতো জনঃ তস্য কাম্যকর্ম্মাদেঃ অন্যেন তত্ত্বজ্ঞেন ক্রিয়মাণং নিবারণং স্বয়মেব বা তস্যা ক্রিয়মাণম্······················যথার্থমেতদিতি ন মন্যতে ······················যেঽন্ধপঙ্গ্বাদয়ো নরাঃ, গৃহস্থত্বং ন শক্যন্তে কর্ত্তুং তেষাময়ং বিধিঃ। নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যং বা পরিব্রাজকতাপি বা। তৈরবশ্যং গ্রহীতব্যা তেনাদাবে-তদ্‌চ্যত ইত্যাদি।"

অর্থাৎ শ্রীহরিগুণগান ব্যতিরেকে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মাদির বর্ণন কেবল যে নিরর্থক তাহা নহে, প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইয়াছে। স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্য-কর্ম্মাদিতে অনুরাগিজনকে ধর্ম্মের জন্য কাম্যকর্ম্মাদির উপদেশ আপনার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে। কেন না, আপনার বাক্য হইতে প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ইহাই মুখ্যধর্ম্ম এইরূপ নিশ্চয় করতঃ অন্যতত্ত্বজ্ঞ বা আপনি নিন্দ্য কাম্য-কর্ম্মাদির নিবারণ করিলেও তাহা তাহারা যথার্থ মনে করিবে না। যাহারা গৃহস্থধর্ম্ম করিতে পারিবে না যেমন অন্ধ, পঙ্গু, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতি, সেই সকল কাম্যকর্ম্মে অনধিকারীদের জন্যই কাম্যকর্ম্মাদির নিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে, ইহাই মনে করিবে। তাহাদের জন্যও যে, কাম্যকর্ম্মাদির নিষেধ, ইহা তাহারা মনে করিতে পারিবে না। অতএব ধর্ম্মের জন্য আপনি জুগুপ্সিত কাম্য কর্ম্মের অনুশাসন করিয়া মহা অন্যায় করিয়াছেন।

যে দর্শনে হরির কথা নাই, তাহা নিরর্থক —'যেনৈ-বাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্।' (ভাঃ ১।৫।৮)

যেখানে নারদ বেদব্যাসকেও উল্লিখিত রূপ উক্তি করিতে পারেন, সেখানে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদ প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ যদি 'মহাজন' শব্দে মন্বাদি, যাজ্ঞবল্ক্যাদি বা জৈমিন্যাদির নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দার বিষয় কি

আছে, যাহাতে স্মার্তপণ্ডিতগণ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন? তাঁহারাই ত মীমাংসার ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 'নিন্দা নিন্দ্যের নিন্দার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু বিধেয়ের স্তুতির জন্যই।' এই ন্যায়টি কি কেবল তাঁহাদের বেলায় প্রযোজ্য?

অপরের নিন্দা করাই শাস্ত্রকার বা টীকাকারগণের অভিপ্রায় নহে, ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই কর্ম্ম জ্ঞানাদির অপকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদেই কোন কোন স্থলে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসাও আছে, আবার জ্ঞানোপদেশস্থলে তত্তৎ কর্ম্মের নিন্দাও আছে; সেই স্থলে যদি নিন্দা করা বেদের উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ভক্তির উৎকর্ষ-প্রদর্শন-কালে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অপকর্ষ-প্রদর্শনে লেখক মহাশয়ের অসহিষ্ণু হইবার কারণ কি থাকিতে পারে? কর্ম্মের অপকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শনে বেদ যদি অপ্রমাণ না হয়, তবে অন্যান্য শাস্ত্রই বা অপ্রমাণ হইবে কেন? সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষায় জ্ঞান কি উৎকৃষ্ট নহে? এখানে জ্ঞানের উৎকর্ষপ্রদর্শন-দ্বারা কর্ম্মের কি অপ্রামাণ্য আসিয়া গিয়াছে? সুতরাং উৎকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বলিলে কি প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়? বরং ইহার বিপরীত বলিলেই অযথার্থ ভাষণরূপ অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে।

লেখক মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে (৬৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"ফলের উৎকর্ষ বশতঃ নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রবৃত্তিধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

লেখক মহাশয়ের এই উক্তিতে যদি তাঁহার অকপট বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি নিবৃত্তি-ধর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎকর্ষ ও জ্ঞান হইতে ভক্তির উৎকর্ষ যাহা সর্ব্বজনমান্য গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (গীতা ১৮।৬৬) শ্লোকের টীকায় যাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে স্মার্তপ্রবর লেখক মহাশয়ের ভক্তির উৎকর্ষ সন্দর্শনে এইপ্রকার ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ কি? শ্রীসরস্বতী পাদের টীকা যথা,—

"অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্ঠাত্রয়ং সাধ্যসাধনভাবাপন্নং বিবক্ষিতমুক্তং চ বহুধা তত্র কর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-পর্য্যন্তোপসংহৃতা 'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব' ইত্যত্র, সংন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদিপরিপাকসহিতো জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতা, 'ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর' মিত্যত্র, ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাতূভয়-সাধনভূতোভয়ফল-ভূতা চ ভবতীত্যন্ত উপসংহৃতা 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ত্যত্র।"

অর্থাৎ গীতাশাস্ত্রে সাধ্যসাধন ভাবাপন্ন নিষ্ঠাত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে 'স্বকর্ম্মদ্বারা তাঁহার (শ্রীভগবানের) অর্চ্চন করিয়া মানব সিদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করে' (গীতা ১৮।৪৬) শ্লোকে সকল কর্ম্ম সন্ন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠা উপসংহৃত হইয়াছে। 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' (গীঃ ১৮।৫৫) শ্লোকে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদির ফলের সহিত জ্ঞানের নিষ্ঠা উপসংহৃত হইয়াছে; 'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগত হও' (গীঃ ১৮।৬৬) শ্লোকে **কর্ম্মজ্ঞান উভয়ের সাধন ও উভয়ের সাধ্যস্বরূপ ভক্তি-নিষ্ঠা** উপসংহৃত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নামমাহাত্ম্য জানুন বা না-ই জানুন, তাহার চুলচেরা বিচার প্রাকরণিক নহে। ভক্তিরূপ নাম-প্রায়শ্চিত্ত যে অনায়াস সাধ্য ও বাসনা পর্য্যন্ত ক্ষয় করিতে সমর্থ, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই অজামিল উপাখ্যানের অবতারণা। ভগবন্নাম যে প্রাকৃত অক্ষরাত্মক 'নাম' মাত্র নহে, ইহা যে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা "ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম" (ভাঃ ৬।২।২৪)—এই উক্তি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। শ্রীল স্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপি-কায় উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন — ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়-প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়ং যমদূতানাং ধর্ম্মং কৃষ্ণদূতানাঞ্চ ভাগবতং ভগবৎপ্রণীতং শুদ্ধং নির্গুণং ধর্ম্মং আকর্ণ্য ইত্যাদি" অর্থাৎ বেদত্রয় প্রতিপাদ্য, যমদূতগণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণদূতগণের ভগবৎপ্রণীত শুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি।

এই প্রকরণে প্রশ্ন হইয়াছে (ভাঃ ৬।১।৬),—

"অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ।
নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥"

—"যে উপায় অবলম্বন করিলে সকল মানুষ অসহ্য যাতনাময় নরকে না যায়, তাহার ব্যাখ্যা করুন।" তাহার উত্তরে সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ভক্ত্যাত্মক নাম-প্রায়শ্চিত্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা প্রদর্শন করার জন্য অজামিলের ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন।

লেখক মহাশয় ঐকান্তিক ভক্ত বলিতে ধ্রুব, প্রহ্লাদাদিকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত বলিতে সাধক, সিদ্ধ—উভয়কেই বুঝায়। যেমন বৈয়াকরণ বলিতে ছাত্র, অধ্যাপক—উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধে যথাশাস্ত্র মহাজন প্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রায় সমস্ত প্রশ্নের সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার দ্বারা মহাজনগণের প্রদর্শিত অর্থের অন্যথা হইতে পারে কোন স্থলেই সেইরূপ তথাকথিত জড়-প্রজ্ঞার আশ্রয় লওয়া হয় নাই। সজ্জনগণের সন্তোষই আমাদের একমাত্র কাম্য।

"তাদৃশভাবং ভাবং বিতরিতুমিহযোঽবতারমায়াতঃ॥
আদুর্জ্জনগণশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হ'বে?

উত্তর—ভক্তের প্রার্থনা—হে রাধারমণ, আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন সমাবর্ত্তন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ না করি। যাঁরা সংসারে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের প্রার্থনা হ'বে—হে ভগবন্! আমি যেন সংসারে অত্যাসক্ত না হ'য়ে পড়ি, আমার সংসার বাসনা যেন ক্ষয় হয়; তোমার সেবার দিকে যেন নিরন্তর আমার দৃষ্টি থাকে। আমাকে রক্ষা কর। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—স্বতন্ত্রতা ত পরিত্যাজ্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই, স্বতন্ত্রই ত দাম্ভিক, অনুগতই দীন। ভক্তি আশ্রয় ক'রে যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা ক'রে ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তা'হলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হ'বে—ভগবৎ-সেবায় বিতৃষ্ণা এসে সমূহ অমঙ্গল বরণ কর্‌তে হ'বে।

মনুষ্যজীবন ত' অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নয়, পরম মঙ্গলের জন্য—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম, ইহা ভুল হয় কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে ভোগী হ'বার—বড় হ'বার—কর্ত্তা হ'বার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি বড় হ'বার বা প্রভু হ'বার প্রবৃত্তি কমাবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাঁরা 'বড়'র সেবক, সেই দীন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর্‌তে হ'বে, তাঁদের বিচার গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মঙ্গলের পথ কি?

উত্তর—জড় জগতের যে সকল রাস্তা তা'র একটীও মঙ্গলের পথ নয়—ভগবৎসেবার রাস্তা নহে। ভগবদ্ভক্তের প্রভু হ'বার বিচার, আমি ভক্ত অপেক্ষা বেশী বুঝি—এরূপ বিচার কেবল নরকের রাস্তা। ঐ সব পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন বা আনুগত্যই মঙ্গলের পথ; তাঁর সকল ব্যবস্থাই আদরের।

আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি আসে, তবেই আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের খোঁচা লক্ষ্য করতে পারবো। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা, তাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হ'বে তার বিচারই প্রবল। তাকে যদি ধর্ম্মপথ ব'লে বিচার করি, তা'হলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হ'লো না। ভক্ত-সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি?

উত্তর—এ জগতের প্রভু হইবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এজগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্ব কামনারই পূর্ণতমা স্বাধীনতা লাভ হয়। জীব যে কাল পর্য্যন্ত ভগবানের অনুগ্রহ রজ্জু ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁর নাম হয় 'সেবক'। যাঁরা মনে করেন, আমরা জড়জগতের স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁরাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই নিত্য স্বাধীন।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হ'লে 'আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন'—এই বিচার এসে উপস্থিত হয়। যে বস্তুর পূর্ণতা আছে, তাহাই পরবস্তু। সেই পরাৎপরবস্তু শ্রীহরির অধীনতা বা দাস্যই প্রকৃত স্বাধীনতা—সুখকরী স্বাধীনতা। এতদ্ব্যতীত কর্ত্তা অভিমানে বা প্রভু-অভিমানে যে স্বাধীনতার অভিনয়, তাহা মহাদুঃখকর এবং মায়ার অধীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীরাধাকুণ্ডই কি ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান?

উত্তর—নিশ্চয়ই, বৈকুণ্ঠ রাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম; আর অবৈকুণ্ঠ জগতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য বর্ত্তমান। এখানে প্রকৃত প্রীতি নাই। এখানে প্রীতির নামে আছে কেবল বঞ্চনা বা অপস্বার্থ।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মথুরা, তদপেক্ষা বৃন্দাবন, বৃন্দাবন অপেক্ষা গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। আর গোবর্দ্ধন অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবন নৈশবিহারস্থলী; আর রাধাকুণ্ড মাধ্যাহ্নিক বিহারক্ষেত্র। কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা শ্রীরাধার নিজগণের Exclusive position.

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পারকীয় বিচারে অবস্থিত থাকিলেও এবং মুখ্যা গোপীর মধ্যে পরিগণিত হইলেও চন্দ্রা, শৈব্যা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। চন্দ্রাসরোবর, নিম্বগ্রাম প্রভৃতিস্থান গোবর্দ্ধনের নিকট। চন্দ্রাদি যুথেশ্বরীর সহিত তত্তৎস্থানে তাঁহাদের কুঞ্জে বাস করা অপেক্ষা শ্রীরাধাসঙ্গে বাস বেশী প্রিয় বলিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা বা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে চলিয়া যান।

আটপ্রকার নায়িকার ভাব যুগপৎ শ্রীরাধাতে বর্ত্তমান। তাই সকল গোপীর প্রাপ্য কৃষ্ণমাত্র শ্রীরাধার কৃষ্ণ নহেন।

বৃন্দাবনের রাসস্থলী ও পরাসৌলির রাসস্থলী উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাসঙ্গ লোভে লুব্ধ হন। গোবর্দ্ধনের রাসস্থলীর নিকট পৈঠা-গ্রামে গোপীদিগকে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া গোপীগণকে বঞ্চনা করেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আর চতুর্ভুজ রাখিতে পারেন নাই।

শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণপত্নী। জড় জগতে বহু নায়ক। কিন্তু গোলোকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নায়ক। আর সকল নারী—রমা, লক্ষ্মী, ভগবতী প্রভৃতি সকলেই রাধার কায়ব্যূহ। এ জগতের সাধারণ সুনীতি অপেক্ষা গোলোক-নীতি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জানাইবার জন্য অপ্রাকৃত পারকীয় বিচার প্রকাশিত হইয়াছে।

গোপীজনবল্লভই একমাত্র পতি। গোপী শব্দের অর্থ রক্ষিতা অর্থাৎ তাঁদের সর্ব্বস্বত্ব একমাত্র কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। কৃষ্ণই তাঁদের একচেটিয়া ভোক্তা।

কুণ্ডতীরে ২৪ ঘণ্টা কাল রাধার নিকটে কৃষ্ণের অবস্থান। রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নকালে লীলাকালে অন্য স্থানে কৃষ্ণের অনবস্থান হয়। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

চন্দ্রা, শৈব্যা প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ কর্‌তে পারেন না। বল্লভাচার্য্য, হরিবংশ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনরহস্যে প্রবেশ নাই। তাঁ'রা যদিও রাধার অনুগত ব'লে থাকেন, তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত তাঁ'দের বিচারের পার্থক্য আছে। যদিও নিম্বার্কসম্প্রদায়ের দশশ্লোকীর মধ্যে গৌড়ীয়-ভজনের অনুকরণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তথাপি তাঁ'রা গৌড়ীয়ের ন্যায় রাধার এক্‌চেটিয়া সর্ব্বস্ব মধ্যাহ্ন-বিহারী কৃষ্ণের অনুশীলন করেন না। শ্রীরূপানুগভজন-পদ্ধতিতে শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত যে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন—'রাধার কৃষ্ণের' অনুশীলন, তা অন্য সম্প্রদায়ের আনুকরণিক বিচারে নাই।

বৈকুণ্ঠ অজের অবস্থান ক্ষেত্র বটে, কিন্তু অজবস্তু অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ ক'রেছেন মথুরায়। মথুরা কেবল জ্ঞানভূমি। অজ জন্মগ্রহণ করায় মানব-জ্ঞানের দ্বারা অধিক বোদ্ধব্য হয়েছে মথুরায় বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা। বৃন্দাবনে গোপনে নৈশ-বিহার। আর গোবর্দ্ধনে গরু চড়াবার সময় গোপীগণের সঙ্গে বিহার, এজন্য এখানে কৃষ্ণ উদারপাণি—broad day lightএ গোপীরমণ কৃষ্ণ। আবার গোবর্দ্ধন হ'তে রাধা কৃষ্ণকে ল'য়ে নিজস্বস্থানে রাধাকুণ্ডে ল'য়ে যান মধ্যাহ্ন বিহারের জন্য। শ্রীরাধার স্বায়ত্তীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ডে। শ্রীরাধাকুণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজনরহস্যের সর্ব্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আরিট্ গ্রামে শ্রীকুণ্ড দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীরাধার পদনখশোভায় সকল ethical principle আবদ্ধ আছে, এজন্যই রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের আগমন।

বিষ্ণুস্বামী বা নিম্বার্কের সময় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু রহস্য উদ্‌ঘাটিত কর্‌লেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমময়ী উপাসনাই সেই রহস্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সময় বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশিত হ'য়েছিল। কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। কারণ স্বয়ং বস্তু না আস্‌লে কেহ রহস্য প্রদান কর্‌তে পারেন না।

কপাল পোড়া থাক্‌লে এই রহস্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ কর্‌তে পার্‌ব না। ২৪ ঘণ্টা অনুকূল কৃষ্ণের অনুশীলন না কর্‌লে এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত থাক্‌বে। যাঁ'রা মহাপ্রভুর আশ্রিত নহেন, স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিশেষ বিশ্রম্ভ সেবক নহেন, তাঁ'রা এই রহস্য জান্‌তে পারেন না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারাই কি অমঙ্গলের কারণ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। যেখানে মঙ্গলময়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা নাই, সেখানে অমঙ্গল ত' হবেই। এই জন্যই আরোহপন্থা বা অশ্রৌতপন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথ বা শ্রৌতপন্থাই গ্রহণীয়। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তবে আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হেতুরহিতভাবে—নিষ্কামভাবে সমর্পণ করিতে হইবে এবং চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার দিকে। তাঁহার প্রসাদলেশ দ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার নিত্য-মঙ্গলদাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে আবার আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়সমূহ নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, "আমার যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে দিবার কিছুই না থাকে তবে কি আমার একূল ওকূল দুকূল যাইবে?"—এই প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রকার সন্দেহ জাগিলে জীবের সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে।

ভগবান্ কখন শরণাগত ভক্তকে অপূর্ণমনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। আমাদের যাবতীয় অভাব

পূরণের — আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে; এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও নাই। এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীব নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে। ভগবানের অমন্দোদয়দয়ায় জীবের যে কি মহামঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে অনুক্ষণ সেবা করিয়াও সেবার আশা মিটে না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্র প্রীতি হইল না—এই প্রকার একটী অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তি নামক সম্পদ্ লাভ হয়। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন 'একঘেয়ে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়, তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম'—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকে না।

কৃতজ্ঞ, সমর্থ, মহাবদান্য প্রভু আমাদের কখনও নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না। আমাদের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটী মহামূল্য রত্ন আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎপরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

জগতের লোকের নিকট প্রার্থী হইলেও কেহই আমাদের অভাব পূরণ বা আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারিবে না। এইজন্যই গীতা আমাদিগকে তারস্বরে সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবদ্বস্তুর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইবার কথা বলিয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবদ্বস্তু—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাতে প্রপত্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্যীভূত বিষয়। তাঁহাতে সমর্পিতাত্মা হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। অতএব নানা অনর্থ ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কি উপায়ে সেই আত্মসমর্পণ ব্যাপার অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। (প্রভুপাদ)

উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত লুধিয়ানানিবাসী গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ ও শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের আনীত দুইটী মোটরযানযোগে বিগত ১০ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল সায়াহ্নে হোসিয়ারপুর হইতে শুভযাত্রা করত: উক্ত দিবস রাত্রিতে সপার্ষদে লুধিয়ানায় এলাইচৌগির মন্দিরে শুভবিজয় করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক তথায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। হোসিয়ারপুরে ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণকালীন দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। পাঞ্জাবে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে সাধুগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা যায় তাহা অন্যত্র বিরল। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিকোবিদ, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করত: প্রচারসেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে ২৫ এপ্রিল হইতে ৬ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্থানীয় সিভিল লাইনস্থিত দণ্ডী স্বামীজীর আশ্রমে

বিশেষভাবে আহূত হইয়া ৩০ এপ্রিল বহু সহস্র নর-নারীর এক বিরাট সান্ধ্য সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদনমুখে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থিত মিলারগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে আমন্ত্রিত হইয়া তথায়ও সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় 'আত্মধর্ম্ম' সম্বন্ধে তিনি তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কথা বলেন।

৩০ এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় এলাইচীগির মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চওড়া বাজার, খরাদীয়াঁ বাজার, চৌক মানীগঞ্জ, চৌক মিসরাঁ, পুরাণাবাজার, চৌক সৈদান মাধোপুরি, হোজ্‌রি রোড, চৌক নিকামন সরাফ, সঙ্গলা ওয়ালাঁ শিবালা চৌক, হীরা হালোয়াই, হরিদেব মন্দির, কুচা মলেরীয়াঁ প্রভৃতি পল্লী অতিক্রম করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ভক্তিবিলাস শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ ও স্থানীয় ভক্তগণের সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।

জগদ্ধ্রী (হরিয়ানা) ঃ— আম্বালা জেলান্তর্গত জগদ্ধ্রীনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৭ই মে সন্ধ্যায় জগদ্ধ্রী সহরে শুভপদার্পণ করতঃ পরদিবস হইতে ১০ই মে পর্য্যন্ত স্থানীয় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

৯ই মে জগদ্ধ্রী হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত যমুনার তটবর্ত্তী হাত্‌নিকুণ্ডে বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এক বিরাট সন্তমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহাসম্মেলনের উদ্বোধনের জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পার্ষদবৃন্দসহ তথায় শুভবিজয় করতঃ তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বহুল প্রচারিত শ্রুতিসুখকর 'যত মত তত পথ' মতবাদ খণ্ডন করতঃ ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় উহা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা সংস্থাপন করেন। হৃষীকেশের শ্রীব্যাসজী উক্ত সভার সভাপতিরূপে বৃত হন। এতদ্ব্যতীত হরিদ্বার নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীপ্রকাশানন্দজী, যোশীমঠের শঙ্করাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবোধ আশ্রম, স্বামী গবানন্দজী প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা স্বামীজীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীব্রজভূষণলাল গুপ্ত ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী মিত্ররাণীর হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

আম্বালা (হরিয়ানা) ঃ— আম্বালা শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতির আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্ষদবৃন্দ সমভিব্যাহারে জগদ্ধ্রী হইতে আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে ১১ মে শুভবিজয় করেন। তথায় 'সন্তনিবাসে' অবস্থান করতঃ ১২ই মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার গীতাভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত ১৩ই মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়াহ্নে সন্তনিবাসের সুধা ব্যাসমন্দিরের লাইব্রেরীতে, ১৫ই প্রাতে উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে এবং ১৬ই প্রাতে উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। মেজর জেনারেল শ্রীসামসের সিংজী, হরগুলাল এণ্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মালিক শ্রীনন্দকিশোর সি-ই, ডাক্তার কাপুর প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের জন্য উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীনন্দকিশোরজী শ্রীল আচার্য্যদেবের সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া এতদুর প্রভাবান্বিত হইলেন যে একদিন তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিলেন 'এরূপ মূল্যবান কথা আমার জীবনে আমি প্রথম শুনিলাম, আমার মস্তক কোনদিনই কাহারও নিকট অবনমিত হয় নাই, এই প্রথম সাধুর চরণে মাথা নত হইল।'

দিল্লী ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব আম্বালা ক্যাণ্টন্মেণ্ট হইতে ১৬ মে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পাঠানকোট বম্বে এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া রাত্রি ৮-৩৫ মিঃ এ নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ ও সজ্জনবৃন্দ

সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল ও তাঁহার বন্ধুর দুইটী মোটরযানযোগে ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী দিল্লীতে ৩০ ডি কমলানগরস্থ নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২১ ডি কমলানগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে ২২ মে হইতে ২৪ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে হরিকথা উপদেশ করেন। উক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৬ মে হইতে ২৮ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব ২৭ ও ২৮ মে তাঁহার অভিভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির অতুলনীয় মহিমা প্রদর্শন করেন। শ্রীমাধবাচার্য্যজী, পণ্ডিত শ্রীদীননাথজী দীনেশ, হরিদ্বার নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী শ্রীপ্রকাশানন্দজী, শ্রীনিজানন্দজী, পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রীজী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট স্বামীজী ও বক্তৃমহোদয়গণ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন।

২১ ও ২৫ মে প্রত্যহ দুইটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং নগরসংকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করেন এবং সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগকে যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

নিউদিল্লীর পাহাড়গঞ্জ নিবাসী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীতুলসীদাসজীর নেতৃত্বে ও শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর ব্যবস্থায় ট্রাকযোগে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য আসেন।

প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় হার্দ্দ প্রযত্নের জন্য শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

করোলবাগস্থ দিল্লী গৌড়ীয় সঙ্ঘের ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে তথায় ২৪ মে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের বার্ষিক বিরহোৎসবে যোগদান করেন।

দেরাদুন :— শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টি সহ দিল্লী হইতে ৩১ শে মে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় দেরাদুন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অবসরপ্রাপ্ত c. o. p. s. মিঃ জি এস্ মাথুর মোটর ও পুষ্পমাল্যাদিসহ সস্ত্রীক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ মিঃ মাথুরের গাড়ীতে উপবিষ্ট হইলে নির্দ্দিষ্ট আবাস-স্থান গীতাভবন পর্য্যন্ত ভক্তগণ নগরসংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহার অনুগমন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে আন্সারী মার্গস্থিত শ্রীগোপীনাথ মন্দির ও রাত্রিতে শ্রীপঞ্চায়তী মন্দিরে ১লা জুন হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কথা বুঝাইয়া বলেন। এতদ্ব্যতীত ২ জুন Tagore cultural society তে ও ৬ জুন মিঃ মাথুরের গৃহে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টায় দুইটী বিশেষ সভায় তিনি ভাষণ দেন। সহরের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাগরিক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। গূঢ় পারমার্থিক তত্ত্বসমূহের সহজ সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন। এ বৎসরও বহু নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়া তত্রস্থ বিরাট্ ভক্তগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন।

কলিকাতা :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন দেরাদুন হইতে শুভযাত্রা করতঃ ১১ জুন কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি পুনঃ কএকদিনের জন্য ২১ জুন নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য গিয়াছেন।

স্বধামে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত শ্রীমঠের সুপ্রাচীন একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী প্রভু গত ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিবাসরে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে গঙ্গাতটে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

ভজন-সন্দর্ভ

(দ্বিতীয় বেদ)

আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? দুঃখ কেহ চাহে না, কিন্তু কেন আসে? দুঃখের মূল কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সরল ও সহজ সমাধান করিতে বহু শাস্ত্র ও বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের-দ্বারা সুমীমাংসিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত অভিনব গ্রন্থ। বহু শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করতঃ অর্থবোধ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাঁহাদের সময়, অর্থ এবং যোগ্যতা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থরাজ পরম বন্ধুবৎসায় সহায়ক। এই বিস্তৃত গ্রন্থ ছয়টি বেদে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বেদে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ও অন্যান্য অবতারগণের বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিচার দেখান হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা ৫'৭৫ পয়সা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— (১) শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড্, কলিকাতা—৫৩
(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা—২৬
(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিতানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮১ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৭৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭৪। ১১ শ্রীধর, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার; ১লা আগষ্ট, ১৯৬৭। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। 'পুরুষ হরিভজন কর্‌বে স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে, রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না—যা'র গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না, নীচ-কুলে জাত ব'লে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না—এরূপ বিচার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করব না'—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই।' 'মলমূত্র-পরিত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্ত্তে পারি না';—এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-ত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম ক'রে পাপ হজম করব'—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তারা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না; নামবলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে 'হরিনাম' হয় না।

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নাই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বল্‌ছেন,—'যখন লেখাপড়া শিখলি নে, তখন পূজারীগিরি কর্‌গে'। কিন্তু এটা (অর্চ্চন)—সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কার্য্য। —(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—[যিনি এই স্থূল-শরীরে আত্মবুদ্ধি স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড় বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি, এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না তিনি গরুদিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।]

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার স্ত্রী পুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার রক্ত-মাংস-চামড়াগুলি পরম পবিত্র,'—এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না—ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' হয় না, এরূপ প্রমত্ত থাকলে শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে 'পুতুল' দেখে, —ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে—কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে হ'য়ে থাকে। যে যে-অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

'লেখাপড়া শিখেছি'—এ বুদ্ধিটা প্রবল হ'লে 'হরিসেবা' কর্ত্তে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নাই, যদি সেই লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ও রকম লেখাপড়া শিখে মানুষ পৌত্তলিক হ'য়ে যায়; হরিসেবার বদলে তারা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে পারে না, অতিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে (ঈশাবাস্যে ৯)

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে—"হরিনাম করাটা মূর্খেরই কার্য্য; পণ্ডিতের কার্য্য—হরিনাম না ক'রে 'বাহাদুর' হয়ে যাওয়া।' তাই গৌরহরি বিদ্বন্মন্য সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বলছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না —তোমার নামে আমার অনুরাগ হোলো না।" 'শূদ্রেরা—মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক, আমি পণ্ডিত আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদ অধ্যয়ন কোরবো, আমি অর্চ্চন কোর্‌বো; মহাপ্রভু বলছেন,—বদ্ধজীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয় তাই তিনি লোকশিক্ষকের লীলা প্রদর্শনচ্ছলে বলছেন,— 'হায় ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিত) উপাসনায় আমার অরুচি॥'

তিনি নাম সম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—'হে জীবগণ, তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করবে।' 'অমানীমানদ,' 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ,—বড় বুদ্ধিমান্,—এ সকল বিচারে প্রমত্ত হয়ো না।' আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম; আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য করে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা করে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বলব,—"ওরে পাষণ্ডী তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিসনে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে করছিস? তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা'তুই বৈষ্ণবে আরোপ কর্‌ছিস্ কোন সাহসে? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে—সমস্ত মঙ্গলমূর্ত্তি হাত জোড় করে যে বৈষ্ণবদের সেবা প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা কর্‌লে তোর অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত করতে হবে,—ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা'; কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে গালি-গালাজ করতে থাক্‌বেন, তখন আমি জান্‌বো, যে সকল লোক অসুবিধায় পড়্‌বেন, ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্যপ্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান,—দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' করবার অধিকার হয় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে হ'লে 'মানদ' হতে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান্ 'মানদ' দেখেছি; তিনি বহির্ম্মুখ

লোকদিগকে ভোগা দিতেন---বাজে কথা বলে বিদায় দিতেন ; কারণ, তা'রা নিজেরাও করে না, অপরকেও হরিভজন করতে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে হবে ; তাই বলে মায়াকে 'হরি' সাজাতে হ'বে না। আমার ভোগের উপাদানকে, আমার 'খাবার দৈ'কে 'ভগবান্' বল্তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে 'ভগবান্' বল্তে হ'বে। (ক্রমশঃ)

সাধু-বৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০২ পৃষ্ঠার পর)

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ী ও স্ত্রীর দর্শন করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৭),—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥

গৃহত্যাগী নির্দোষ হইবেন। যথা, (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।৫১,৫৩),—

শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
প্রভুকহে, "পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥"

গৃহত্যাগীর ব্যবহার (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৭।২২৯),—

প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥

কপটী বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ প্রভু-বাক্যে (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২।১১৭-১১৮, ১২০, ১২৪ ; ৫।৩৫-৩৬),—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"
"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতির' নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?"

আবার, গৃহস্থ-বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয়। প্রভুবাক্য যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০),—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥

গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না। যথা, শ্রীল রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫),—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল॥

প্রভু বলিলেন (শ্রী চৈঃ চঃ, অঃ ৬।২৭৮-২৭৯),—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা,—দুঁহার মলিন হয় মন॥

গৃহত্যাগীর পক্ষে অযাচক বৃত্তি ভাল নয়। (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪,২৮৬),—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না। তাহাতে গৃহব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা-পূজায় সেবাদি চিন্তা করা উচিত।

(শ্রীচৈ: চঃ, অঃ ৬।২৯৬-২৯৭),—

এক কুঁজা জল, আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি'॥
দুইদিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥

বৈধ-সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থল বিশেষে গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র নয়। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহত্যাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যে অংশ ভক্তিবিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না। যথা, শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর চরিতে (শ্রী চৈঃ চঃ, মঃ ১০। ১০৭-১০৮),—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব'—এই ত' কারণে
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'॥

কেহ কেহ কেবল অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস বেশ স্বীকার করেন। যথা, শ্রীসনাতনের চরিতে (শ্রী চৈঃ চঃ, মঃ ২০।৭৮,৮১),—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিলা।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস, কৌপীন করিলা॥
সনাতন কহে,—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা ল'ব?"

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২),—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী-গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ বিচার শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬,৪২৮),—

বিষ্ণু-মায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি।
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে॥
এতেকে সে, বন ভাল এ-সব হইতে॥
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যথা, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০।১৫৪),—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১২।৪২),—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈলা প্রভুর দরশন॥

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ নিষেধ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১২।১০৮),—

প্রভু কহে, "সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার॥"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮,৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫),—

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।

স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়, না জানি' বিশেষ ॥
'স্ত্রীগান' বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে॥
'স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।'
প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি, রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৩।৫-৭,১০, ১২,১৪,১৫,১৭-১৯),—

কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায়।
'সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায়॥'
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলীর তূলা দিয়া তাহা পুরাইলা॥'
তূলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা॥'
'গোবিন্দেরে কহি সেই তূলি দূর কৈলা।'
প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তূলি বালিশ মস্তক-মুণ্ডন!"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার।
কদলীর শুষ্ক পত্র আনিলা অপার॥
নখে চিরি' চিরি' অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে॥

গৃহত্যাগীর আহার-বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৮।৮২-৮৩),—

প্রভু কহে,—"সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥

ঐ সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে 'সদ্‌বৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে। (ক্রমশঃ)

বেদার্থ বুঝিবে কে?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ।" 'শব্দব্রহ্ম' বলিতে 'বেদ'। শ্রীভগবান্ বেদময়ী তনু। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৫

অপার করুণাময় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তৎস্মৃতি-জ্ঞান-বঞ্চিত জীবকে বেদ ও বেদার্থপ্রকাশক পুরাণশাস্ত্র (বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত); ভাগবত—শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক মহান্তগুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা বা চৈত্ত্য-গুরুরূপে নিজতত্ত্ব অবগত করান। তাহাতে 'কৃষ্ণ আমার প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা'—জীবের এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্ববেদ শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-জ্ঞানের উপদেশ আছে। কৃষ্ণই প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি সেই প্রাপ্যের সাধন এবং পুরুষার্থশিরোমণি মহাধন প্রেমই

একমাত্র চরম প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বেদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণকে বলিতেছেন—বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম" (ভাঃ ৬।১।৪০) অর্থাৎ বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বতঃ সম্ভূত—ইহাই আমরা শুনিয়াছি। সুতরাং বেদ—সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তম বস্তু হওয়ায় তাহা প্রাকৃত জ্ঞান বুদ্ধির দুরবিগম্য তত্ত্ব। অনুমিতি-প্রধান তর্কপন্থাবলম্বনে বেদার্থ বোধগম্য হইতে পারে না।

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।৮২-৮৩

শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন— "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

["হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণা কণা মাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।"]

পাণিনি ব্যাকরণ পড়িয়া বেদ বুঝা যায় না। সদ্গুরু-পাদাশ্রিত শরণাগত সেবোন্মুখ আত্মায় নিকটই বেদ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'বেদার্থ বুঝিয়াছি' এইরূপ জ্ঞানগরিমায় স্ফীত হইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় লোকোত্তর মহাপুরুষগণের দিব্য অনুভবকেও Challenge করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে মহদতিক্রমরূপ মহানর্থপ্রপীড়িত হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বেদের দোহাই দিয়া আধ্যাক্ষিকতা-মূলে বেদের কতকগুলি মনঃকল্পিত অর্থকে 'বেদার্থ' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহাতে তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোককেই যে পথভ্রষ্ট করিয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। শ্রীনিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে শ্রীআবির্হোত্র বলিতেছেন—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

—ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৪

[কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত আচরণ), অকর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান) এবং বিকর্ম্ম (শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ)—এই তিনটির স্বরূপই একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোক-মুখে জ্ঞাতব্য নহে। উক্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বরজাত অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও তদ্বিষয়ে মোহিত হইয়া থাকেন। পরোক্ষবাদ অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে তাহার বর্ণন—বেদের একটি স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ খণ্ডলড্ডুক প্রভৃতি লাভের প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তানকে আরোগ্যফলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদও অজ্ঞজনের প্রবৃত্তির জন্য স্বর্গাদিসুখফলের প্রলোভন-ছলে কর্ম্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্মসকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন। —"রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" (ভাঃ ১১।৩।৪৬)

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥
শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহং সমুদ্রবৎ॥
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

—ভাঃ ১১।২১।৩৫-৩৬,৪২

[ত্রিকাণ্ড (অর্থাৎ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-দেবতাকাণ্ড)-বিষয়ক বেদ সকল ব্রহ্মস্বরূপ আমার আরাধনা-তৎপর (ব্রহ্মাত্ম-

বিষয়াঃ—ব্রহ্মৈব যোঽয়মহমাত্মা তদ্বিষয়া ব্রহ্মস্বরূপমদারাধন-পরা এবেত্যর্থঃ— শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ), আত্মার সংসারিত্ব-প্রতিপাদন,—তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সাক্ষাদ্ভাবে না বলিয়া পরোক্ষবক্তা হইয়া থাকেন, আমারও পরোক্ষবিষয়ই অভীষ্ট। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবচন স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুজ্ঞের্য়, প্রাণময়, মনোময় ও ইন্দ্রিয়ময়স্বরূপ, অনন্ত, অপার, গভীর ও সমুদ্রতুল্য দুর্ব্বিগাহ হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারেন না।]

'প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্' ও 'অনন্তপারম্' (ভাঃ ১১।২১।৩৬) শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ বরাহপুরাণ ও ব্যাসস্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"প্রাণেন্দ্রিয়মনোভির্মীয়তে অর্থাৎ প্রাণেন্দ্রিয়মনো দ্বারা পরিমিত হয় বলিয়া প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়।

মেয়ত্বান্ময় উদ্দিষ্টো বেদঃ প্রাণাদিভিঃ সদা—ইতি বারাহে। অর্থাৎ বেদ সর্ব্বদা প্রাণাদিদ্বারা পরিমিত হয় বলিয়া 'ময়' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

অন্তো বিনাশ উদ্দিষ্টঃ পারঃ পরিমিতিস্তথা।
অনন্তপারো বেদোঽয়ং তাভ্যাং স রহিতো যতঃ॥

ইতি ব্যাসস্মৃতৌ।

অর্থাৎ অন্তঃ শব্দে 'বিনাশ' এবং 'পার' শব্দে পরিমিতি। যেহেতু এই বেদ ঐ 'অন্ত' এবং 'পার' শূন্য, এই জন্য তাহা 'অনন্তপার' বলিয়া অভিহিত। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও টীকায় লিখিয়াছেন—

স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ উভয়তঃই বেদ দুর্বিজ্ঞেয়স্বরূপ। ইহা (বেদ) প্রথমে আধারচক্রস্থ 'পরা' নামক প্রাণময়, দ্বিতীয়তঃ নাভিতে অনাহতচক্রস্থিত 'পশ্যন্তী' নামক মনোময়, তৃতীয়তঃ হৃদয়ে মণিপুরচক্রস্থ 'মধ্যমা' নামক বুদ্ধিময় এবং চতুর্থতঃ বাগ্ব্যঞ্জক (প্রকাশক) বাগিন্দ্রিয় প্রধানত্বহেতু 'বৈখরী' নামক ইন্দ্রিয়ময়। কিন্তু ইহা অনন্তপার—জড় দেশকালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, অর্থতঃও দুজ্ঞের্য়—অতি গম্ভীর—গূঢ়ার্থবোধক, সুতরাং দুর্ব্বিগাহস্বরূপ। শ্রুতিবাক্যও এইরূপ:—

চত্বারি বাক্পরিমিতানি পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি,
তুরীয়ং বচো মনুষ্যা বদন্তি॥

অস্যার্থঃ—"বাচঃ শব্দব্রহ্মণঃ পরিমিতানি। পদ্যতে জ্ঞায়তে পরতত্ত্বমেভিরিতি পদানি রূপাণি চত্বারি তানি চত্বার্য্যপি যে মনীষিণঃ গুহায়াং দেহমধ্যে ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি যতঃ কেবলং বাচস্তুরীয়ং চতুর্থভাগং বৈখরীরূপং মনুষ্যাঃ প্রাণিনো বদন্তি তমপি বদন্ত্যেব ন তু তত্ত্বতো জানন্তীতি।"

অর্থাৎ—বাক্যের অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের পরিমিত চারিটি পদ। এই সকল দ্বারা পরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, এজন্য 'পদ' বলিতে রূপ। সেই চারিটি রূপের মধ্যে যে তিনটি রূপ মনীষিগণের দেহমধ্যে নিহিত, তাঁহারা স্বরূপ প্রকাশ করেন না, কেবল চতুর্থভাগ বৈখরীরূপ বাক্যকে প্রাণিগণ বলে মাত্র, কিন্তু তাহার তত্ত্ব জানে না।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন নিজভোগ তৎপর হইয়া শব্দব্রহ্ম হরিনামকে ইতর শব্দের সহিত সমজ্ঞান করায় শ্রীনাম তাহাদের পক্ষে সুদুর্ব্বোধ হইয়া পড়েন। কিন্তু বৈকুণ্ঠ নাম-নামী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠশব্দ ও বৈকুণ্ঠশব্দী অনন্তপার ও দুর্ব্বিগাহ হইলেও শব্দব্রহ্মের কৃপা ব্যতীত তাঁহার মাহাত্ম্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই বিচার চতুষ্টয় শব্দব্রহ্ম—জড়পরিচ্ছেদশূন্য, ভোগভূমির স্পর্শযোগ্য নহেন; সুতরাং ভোগীর বা ত্যাগীর চিত্তবৃত্তি বৈকুণ্ঠশব্দ-শব্দীর ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক নানা অমঙ্গল বরণ করে।

বর্ণরূপে পরিণত ইন্দ্রিয়ময়ী বৈখরী, প্রণবরূপে প্রকাশিতা বুদ্ধিময়ী মধ্যমা, ধ্বনিস্বরূপা মনোময়ী পশ্যন্তী এবং জড়েন্দ্রিয় ও মনকে যখন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে,

তৎকালে উহা প্রাণময়ী পরবিদ্যারূপে প্রতিভাত হয়। চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও মন অধোক্ষজ শ্রীহরিনামে সেবোন্মুখ হইলেই জীবের নিত্যমঙ্গলোদয় হয়। নতুবা জড়শব্দ-সমূহ বদ্ধজীবের গুণের দ্বারা কৃত ও পরিচালিত কর্ম্ম-সমূহের 'কর্ত্তা' বলিয়া তাহার অভিমান উদয় করায়।"

"পুরুষোত্তম অদ্বয়জ্ঞান বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞ কাহাকে উদ্দেশ করে, উপাসনা কাণ্ডের মন্ত্র কাহার প্রতি বিহিত হয়, জ্ঞানকাণ্ডের বিচার কাহাকে আশ্রয় করে, এই সকল কথা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারে না। জাতৃত্বসূত্রে আংশিকভাবে গ্রহণ করায় ভগবদিতর দেবতা, মানব, দার্শনিক—কেহই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারে না। যিনি সকল বস্তুর একমাত্র আশ্রয়, যিনি সকল আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়, সেই ভগবান্‌ই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু।"

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

—ভাঃ ১১।২১।৪৩

[(তাহা হইলে বেদজ্ঞ আপনিই আপনার বাক্যের মর্ম্মার্থ বলুন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষোত্তরে বলিতেছেন—ভক্তির মৎস্বরূপভূতত্ব-হেতু মদ্ভক্তিই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাই বেদার্থ রূপে বিহিত হইয়াছে।) এই বেদ কর্ম্ম-কাণ্ডে যজ্ঞরূপী আমারই বিধান এবং দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতারূপে আমারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডেও যে-সমস্ত আকাশাদি প্রপঞ্চজাত পদার্থের উল্লেখপূর্ব্বক নিরাস করা হইয়াছে, তাহারাও আমারই স্বরূপভূত, আমা হইতে পৃথক্ নহে। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য জানিবে। বেদ একমাত্র আমাকেই পরমার্থরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক ভেদকে মায়ামাত্ররূপে অনূদিত করিয়া পশ্চাৎ তাহারই নিষেধ সহকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন।]

কর্ম্মকাণ্ডে যাগাদি বিধিরও মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভক্তিবিধান-তাৎপর্য্যপর। 'ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' (ভাঃ ১১।১৪।৩) অর্থাৎ "এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী—যাহাতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে"—এই ভগবদ্বাক্যে শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্ববেদার্থ বলিয়া ধ্বনিত হইয়াছেন। "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ" (ভাঃ ১১।২০।৬)—এই ভগবদ্বাক্যেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে ত্রিবিধ উপায় রূপে কথিত হইলেও প্রথমে সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা, পরে জ্ঞানারূঢ় হইলে নিষ্কাম কর্ম্মেরও পরিত্যাগ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার জ্ঞানসিদ্ধিদশায় 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ' এই বাক্যেও জ্ঞানের অপোহন দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভক্তির অপোহন কখনও কোন শাস্ত্রবাক্যে প্রতিপাদিত দেখা যায় না। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি বলিয়া তাঁহার সহিত ভক্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ব্রহ্মা সমগ্র বেদ একাগ্রচিত্তে তিনবার করিয়া অধ্যয়ন করিয়া এই ভক্তিকেই সর্ব্বার্থ-সারাৎসার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী জীব ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মজ্ঞানাদিতে রুচিবিশিষ্ট হইলেও ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ ভাগ্যবান্ ভক্তকে চিত্তশুদ্ধ্যাদির নিমিত্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি পন্থা অবলম্বন করিতে হয় না। ভক্তি অনন্যা-পেক্ষিণীরূপে তচ্চরণাশ্রিত জনকে কর্ম্মজ্ঞানাদি নিখিল শ্রেয়ঃসাধক পথের পথিকের সাধ্য বা প্রাপ্য নিখিল শ্রেয়ঃ তাঁহার (ভক্তির) পথানুসরণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে সানন্দে সমর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভাঃ ১১শ স্কন্ধে ২০শ পরিচ্ছেদে এই সকল কথা শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া প্রচুর পরিমাণে স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৬।১।৪০) যমদূতগণ যে "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" (অর্থাৎ বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম)—এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার দিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সাধারণ বিচার। কিন্তু ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ—এই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরোক্তি বিচার করিলে মহজ্জনাচরণকেই ধর্ম্মমর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হইবে। অধোক্ষজ শ্রীভগবানে যাহা

হইতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হইবে তাহাই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম।

শ্রীভগবদ্গীতার "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" প্রভৃতি উক্তিতে বেদ-সকলকে যে ত্রৈগুণ্য-বিষয়াত্মক বলা হইয়াছে বা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-পাদের মনঃশিক্ষায় "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু" ইত্যাদি উক্তিতে যে আপাত দর্শনে বেদোক্ত আচরণের প্রতি অনাদর প্রতীত হইতেছে, তাহা বেদ-প্রতি অনাস্থা উৎপাদনার্থ নহে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম, তাহারই প্রতিষ্ঠা খ্যাপনার্থ জানিতে হইবে। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" এই গীতোক্ত-বাক্যে শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে ভগবদনুশীলনক্রমে ত্রিগুণাতীত হইয়া স্বস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপানুভূতিলাভই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদজ্ঞ শ্রীভগবান্ ইহাকেই বেদের তাৎপর্য্যরূপে অনুধাবন করিতে বলিয়াছেন। সর্ব্বগুহ্যতমবাক্যে ভক্তিকেই বেদের চরম সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইবার নামই বেদ-সমাদর। ইহারই নাম শ্রৌতপথানুসরণ।

এই ভক্তিযোগের মধ্যেই কর্ম্মজ্ঞানাদি অনন্ত যোগ এবং তত্তদ্যোগসিদ্ধি শুদ্ধস্বরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্য-পর হইয়া অবস্থিত। নামসংকীর্ত্তন-প্রধান এই ভক্তিযোগের ব্যবস্থা-দানপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"(প্রভু কহে—) কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

"কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ ম ২২।৩৩৭) "সাধ্যসাধন আদি·······কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥" চিত্তদর্পণমার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, সকল শ্রেয়ঃ সাধন; পরবিদ্যা-বধূর কৃপালাভ, আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জন, নামের প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন, সর্ব্বাত্ম-স্নপন—এই সপ্তপ্রকার নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি নামকৃপায় অনায়াসে লাভ হইবে। নাম সর্ব্বশক্তি-মান্, তাঁহাকে অল্পশক্তিমান বলিয়া জানিতে হইবে না। তিনি এই ক্ষণেই সর্ব্বসিদ্ধি দানে সমর্থ, কিন্তু ভক্ত তাঁহার নিকট 'প্রেমধন' ব্যতীত অন্যধনের প্রার্থী হন না, কৃষ্ণও তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তকে কৃষ্ণেতর বস্তু দিয়া বঞ্চনা করেন না। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।৭৪) কলিসন্তরণো-পনিষদে কথিত হইয়াছে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥" অর্থাৎ এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কৃষ্ণনামই কলিকলুষবিনাশী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপায় আর কিছুই নাই। ইহা সর্ব্ববেদেই দৃষ্ট হয়। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে" ইহাও বেদবাক্য। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস—১১।২৭৪-২৭৬ দ্রষ্টব্য)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে—যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি বিদ্যমান, এবং ভগবানে যেমন তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মেও সেইরূপ ভক্তির উদয় হইলে তাঁহার সম্বন্ধেই বেদাদি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জন্য বলা হয়—ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী। প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবা-বৃত্তিসহ গুরুপাদাশ্রয়, গুরুসেবা এবং তাহাতে শ্রীগুরু-দেবের প্রসন্নতা-ক্রমে গুরুকৃপা-লাভ ব্যতীত বেদের প্রকৃত অর্থ কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না। শ্রীব্যাসশুকাদি গুরুবর্গ যেভাবে বেদের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥"

এই সকল বিচারানুসরণে সাধু-গুরুচরণাশ্রয়ে তাঁহাদেরই নিষ্কপট কৃপা-মাধ্যমে সেই পরম দুরূহ বেদার্থে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হয়। ভ্রম (অসত্যে সত্য বা সত্যে অসত্যভ্রম), প্রমাদ (অনবধানতা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা)—দোষচতুষ্টয় দুষ্ট এক বদ্ধজীব তাদৃশ অন্য বদ্ধজীবের বাক্যাদি অনুশীলনফলে অথবা নিজেদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে বহুমানন-পূর্ব্বক সামান্য প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধিকে সম্বল করিয়া অগাধ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বেদাদি শাস্ত্রার্থকে তাহাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে উহাদের কদর্থনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। অধোক্ষজ শব্দব্রহ্মে প্রবেশাধিকার-লাভ সেবোন্মুখতা ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

সৃষ্টিলীলা

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস (শিলং)]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

বিরাট্ পুরুষ—অণ্ডটি সৃষ্ট হওয়ার পর কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর কারণাব্ধিজলে শয়ান রহিল (ভাঃ ৩।২০।১৫)। চরাচর বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ বিরাট্ পুরুষও অনুশায়ী জীবের সহিত মিলিত থাকিয়া সহস্র বৎসর ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ জলে বাস করিলেন (ভাঃ ৩।৬।৬)। ইনি 'হিরণ্ময়-পুরুষ,' 'অধিপুরুষ' এবং, 'হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টি জীব' বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন (ভাঃ ৩।৬।৪,৩।৬।৬, ৩।২৬।৫১-বিশ্বনাথ)। অতঃপর মহৎস্রষ্টা আদ্যপুরুষ গর্ভোদশায়িরূপে সেই অণ্ডমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন (ভাঃ ৩।২০।১৫)। ইঁহার সম্বন্ধে পরে আরও বলা হইবে। বিরাট্ পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক এই—

এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে॥
—ভাঃ ৩।৬।৮

শ্লোকটির যথাশ্রুত অর্থ এই—এই বিরাট্ পুরুষ নিখিল প্রাণীর আত্মা, পরমাত্মার অংশ এবং আদ্য অবতার-স্বরূপ; তাঁহাতেই ভূতসমূহ প্রাকট্য লাভ করে।

প্রশ্ন উঠে—প্রাকৃত দেহধারী এই পুরুষ সকল প্রাণীর আত্মা হইলেন কিরূপে? পরমাত্মার অংশই বা হইলেন কোন অর্থে? আর আদ্য অবতার গর্ভোদশায়িরূপে যাঁহার অন্তর্যামী সেই বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং আদ্য অবতার হইলেন কি প্রকারে? প্রশ্নগুলির মীমাংসা এই প্রকার—এই বিরাট্ পুরুষ পরমাত্মোপাসকগণের চিত্ত শুদ্ধির জন্য প্রথম উপাস্য। ব্যষ্টি প্রাণিসমূহ তাঁহার (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টি জীবের) অংশ বলিয়া তাঁহাকে তাহাদের আত্মা বলা হইয়াছে। 'পরমাত্মার অংশ' এই কথাটির অর্থ 'জীব'। যোগিগণ তাঁহার সহিত তদীয় অন্তর্যামীর ঐক্যভাবনা করেন বলিয়া তাঁহাকে অবতার বলা হইয়াছে (বিশ্বনাথ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যাও এইরূপই)। এই বিরাট্ রূপ বা বিশ্বরূপ ভগবানের মায়িক রূপ ("রূপং মায়িকং"—ভাঃ ৩।২৬।৫২-বিশ্বনাথ)। মায়িক রূপ বলিয়াই ইহা যোগিগণের শুধু প্রাথমিক ধ্যানের বিষয়।

গর্ভোদকশায়ী—অণ্ডটি সৃষ্ট হওয়ার পর গর্ভস্থ বিরাট্ পুরুষের সহিত কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর কাল কারণাব্ধির জলে শয়ান রহিল এবং তাহার পরে আদ্য পুরুষাবতার একাংশে গর্ভোদশায়িরূপে দ্বিতীয়বার অণ্ডে প্রবেশ করিলেন (ভাঃ ৩।২০।১৫), ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

গর্ভোদশায়ী অণ্ডে প্রবেশ করিয়া তদভ্যন্তরে স্বসৃষ্ট জলে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন (ভা, ১৷৩৷২, ২৷১০৷১৩-বিশ্বনাথ)। সেই জল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত জল নহে।

আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ॥
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥

—ভা, ২৷১০৷১০-১১

নিজ বাসস্থান ইচ্ছা করিয়া পবিত্র পুরুষ পবিত্র জল সৃষ্টি করিলেন এবং সহস্র বৎসর তাহাতে বাস করিলেন। যেহেতু সেই জল পুরুষ হইতে উৎপন্ন সেই জন্য তাঁহার নাম নারায়ণ।

["নরঃ পুরুষঃ, তস্মাজ্জাতা নারা আপোঽয়নং যস্য স নারায়ণ ইতি নাম। তদুক্তম্— 'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ইতি—বিশ্বনাথ]।

ভগবান্ পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হইয়াও তাহাতে স্বসৃষ্ট জলে বাস করেন—ইহার নির্গলিতার্থ এই হইল যে এখানেও তিনি অপ্রাকৃত ধামেই অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই ভাগবতে বিরাট্ দেহে চতুর্দ্দশ ভুবনের সংস্থান-বর্ণনার প্রসঙ্গে "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ" ("ব্রহ্মণো ভগবতো লোকঃ বৈকুণ্ঠঃ —বিশ্বনাথ) এই কথাটিও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (ভা, ২৷৫৷৩৯)।

গর্ভোদকশায়ী 'একপাদবিভূতিপতি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (ভা, ৩৷৮৷২৯-বিশ্বনাথ)। অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডসমন্বিত বিশ্বই ভগবানের একপাদ বিভূতি—ত্রিপাদ প্রপঞ্চাতীত। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটিতেই পুরুষাবতার এক এক অংশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ("তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—শ্রুতি ; "প্রত্যণ্ড-মেবমেকাংশাদেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্।"—ব্র, সং, ৫৷১৪)। ইনি ব্রহ্মাদি গুণাবতারের মূল। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছেন 'অবতারশতৈকবীজং' (ভা, ৩৷৯৷২)—শতেক অবতারের বীজ।

গর্ভোদশায়ীর রূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে ইনি সহস্রোরু, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু, সহস্রাক্ষ, সহস্রানন ও সহস্রশীর্ষা। ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও তিনি ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন—

স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভেদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্॥

—ভা, ২৷৫৷৩৫

—সেই সহস্রোরু, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু, সহস্রাক্ষ, সহস্রানন ও সহস্রশীর্ষা পুরুষ (অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় স্থিত হইলেও) অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্দেশেও অবস্থিত। [তুলনীয়—পুরুষ সূক্ত]।

সুতরাং তাঁহার সর্বব্যাপকত্বের হানি হয় নাই। ("সর্বব্যাপকত্বাদব্যতিকরমাহ। স এব হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী পুরুষঃ.........তং হিরণ্যগর্ভং প্রবিশ্য স্থিতোঽপি অণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ, বহিস্থিতঃ। কীদৃশ সন্? ইত্যপেক্ষায়াং কারণার্ণবস্থং তস্য নির্গুণ স্বরূপমাহ সহস্রেতি।"—বিশ্বনাথ)।

গর্ভোদশায়ী এক সহস্র বৎসর পরে যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সমষ্টি বিরাটের নানা প্রকার বিভাগাদি সম্পাদন করিলেম (ভা, ২৷১০৷১৩)। অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়সমূহ), অধিদৈব (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ) এবং অধিভূত (অধিষ্ঠান বা বিষয়সমূহ)—এই তিন প্রকার, দশবিধ প্রাণরূপে দশ প্রকার (দশবিধ প্রাণ—"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদান ব্যান এব চ। নাগঃ কূর্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥") এবং হৃদয়স্থিত চৈতন্যের সহিত মিলিত অবস্থায় এক প্রকার—মোটামুটি এইগুলিই হইল বিভাগ। ভাগবতে ইহার আনুষঙ্গিক আরও বিস্তর বর্ণনা আছে (ভা, ২৷৬, ২৷১০, ৩৷৬ এবং ৩৷২৬ অঃ)। প্রবন্ধের অতিবিস্তৃতি ভয়ে তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

গর্ভোদকশায়ীকে প্রদ্যুম্নরূপেও বর্ণনা করা হয় (ভা, ৩৷২৬৷৬১-বিশ্বনাথ)।

সমষ্টি-বিরাট্ দেহে চতুর্দ্দশভুবনাদির সংস্থান—উপাসনার্থে বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অবয়বে চতুর্দশ ভুবন কল্পিত হইয়াছে, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল। সপ্ত লোকের সংস্থান বিরাটের কটির উর্ধ্বভাগে এবং সপ্ত পাতালের সংস্থান নিম্নভাগে। কেহ কেহ পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবর্লোক এবং শিরোদেশে স্বর্লোক, এই তিনটি মাত্র লোকের কল্পনা করেন (ভা, ২।৫।৩৬-৪২)

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, অণ্ডমধ্যে উক্ত চতুর্দশ ভুবনের সহিত জ্যোতিষ্কসমূহেরও উদ্ভব হইয়াছিল ("সজ্যোতি-র্লোকসংগ্রহঃ, তস্মিন্নণ্ডেহভবৎ"—বি, পু, ১।২।৫৪)। তাহাতে পৃথিবীর নিম্নভাগে নরকসমূহের অবস্থানেরও উল্লেখ আছে (বি, পু, ২।৬।১)। বিষ্ণুপুরাণে প্রদত্ত পাতালগুলির নাম এইরূপ—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল ও পাতাল (বি, পু, ২।৫।২) অর্থাৎ উপরি উক্ত নামগুলি হইতে কতকটা ভিন্ন।

বিষ্ণুপুরাণে (২।৭ অঃ) সপ্তলোকের বর্ণনা এই প্রকার—যতদূর পর্যন্ত পাদসঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে ততদূর পর্যন্ত ভূর্লোক। ভূর্লোক ও সূর্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ) বলা হয়। এই স্থান সিদ্ধ প্রভৃতি ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। ধ্রুব ও সূর্যের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহাই স্বর্লোক। মহর্লোক ধ্রুবলোক হইতে কোটি যোজন উর্ধ্বে অবস্থিত। এখানে ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসী মুনিগণ বাস করেন (কল্পান্তকালীন প্রলয়াগ্নিতে মহর্লোক তাপিত হইয়া উঠে বলিয়া মহর্লো-কের অধিবাসিগণ আর তখন সেখানে থাকিতে পারেন না, জনলোকে চলিয়া যান। এই জন্য তাঁহাদিগকে কল্পবাসী বলা হয়)। ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটি যোজন উর্ধ্বে জনলোক। ব্রহ্মার সনন্দনাদি পুত্রগণের ইহাই বাসস্থান। জনলোক হইতে আট কোটি যোজন উর্ধ্বে তপোলোক। এখানে দাহবর্জিত বৈরাজ নামক দেবগণের বাস। জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন উর্ধ্বে সত্যলোক বিরাজমান। ইহাই ব্রহ্মার লোক। এখানে পুনর্মৃত্যু নাই ("অপুনর্মারকা যত্র")। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটিকে 'কৃতক' বলা হয় এবং জন, তপঃ ও সত্য এই তিনটি লোককে বলা হয় 'অকৃতক'। প্রথমোক্ত তিনটির কল্পান্তিক প্রলয়ে ধ্বংস হয়, শেষোক্ত তিনটির হয় না। মহর্লোক 'কৃতকাকৃতক' বলিয়া বর্ণিত হয়, কারণ কল্পান্তে জনশূন্য হইলেও ইহা একেবারে ধ্বংস হয় না।

বিষ্ণুপুরাণে (২।৫ অঃ) পাতালসমূহের বর্ণনা সংক্ষেপতঃ এইরূপ—পাতালগুলির প্রত্যেকটি দশ সহস্র যোজন পরিমিত। তথায় দানবগণ, দৈত্যেয়গণ, শত শত যক্ষ ও মহানাগজাতিসকল বাস করে। পাতাল-সমূহ স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। তথায় সূর্যরশ্মিসমূহ শুধু আলোক বিস্তার করে, কিন্তু তাপ দেয় না। চন্দ্রের রশ্মিসমূহ কেবল প্রভা বিস্তার করে, কিন্তু শৈত্যের কারণ হয় না। বিষ্ণুর শেষ নামক তনু (অনন্তদেব) পাতালসমূহের অধোভাগে অবস্থান করেন। তাঁহার সহস্র ফণা স্বস্তিক-চিহ্ন-শোভিত এবং মস্তকস্থিত মণিগণের দীপ্তিতে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটিও উল্লেখযোগ্য—

> আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে।
> ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তানন্ু॥
>
> —ভাঃ ৩।৬।২৮

—সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু দেবগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং রজঃ-স্বভাবহেতু যাগাদিব্যবহারপরায়ণ মানব এবং তাহাদের উপকরণ স্বরূপ গবাদি পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন।

ক্ষীরোদশায়ী—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী ("অগ্নির্যথা ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"—কাঠকোপনিষদ ২।২।৯)। ইঁহাকে বলা হইয়াছে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' ("অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"—কাঠক ২।৩।১৭)। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ইনি 'প্রাদেশপরিমিত' ("কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশ ঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।"— (ভাঃ ২।২।৮)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১।৫ পঃ) বলেন— ক্ষীরোদশায়ী "যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার। ধর্ম-সংস্থাপন করে অধর্ম-সংহার॥"

ক্ষীরোদশায়ীকে অনিরুদ্ধরূপেও বর্ণনা করা হয় (ভাঃ ৩।২৬।৬১—বিশ্বনাথ)। এই তৃতীয় পুরুষাবতারও মায়াদোষ দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন।

ব্রহ্মার আবির্ভাব—এখন আবার গর্ভোদকশায়ীকে স্মরণ করিতে হইবে। গর্ভোদকশায়ীর নাভি হইতে একটি 'লোকাত্মক' পদ্ম উত্থিত হইল। গর্ভোদকশায়ী সশক্তিক অন্তর্যামিরূপে তাহাতেও প্রবেশ করিলেন। সেই পদ্মেই ব্রহ্মার আবির্ভাব (ভাঃ ৩।৮।১৫)।

গর্ভোদকশায়ী অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র বৎসর নিদ্রিত ছিলেন, তৎপর নিদ্রাভঙ্গে সমষ্টি-বিরাট্ পুরুষের অধিদৈবাদি বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভাঃ ২।১০।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এইরূপই বলিয়াছেন—"তদন্তে যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ হিরণ্ময়ং বীর্যং সমষ্টিবিরোজং ত্রিধা ব্যসৃজৎ।…এষ এব সমষ্টিস্তস্য নাভিদ্বারাৎ কমল-নালাত্মকো ভবিষ্যতি। স এব পুনশ্চতুর্দশলোকাত্মকো বৈরাজসংজ্ঞঃ স্থূলো ভাবী। সূক্ষ্মস্তু হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিজীবঃ। বৈরাজ এব বিসর্গাদ্যর্থং চতুর্মুখো ভাবীতি ব্রহ্মণস্ত্রৈবিধ্যম্।

—গর্ভোদকশায়ী সহস্রবর্ষব্যাপী নিদ্রার পরে যোগ-নিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া সমষ্টি বিরাট্‌কে ত্রিধা (অধিদৈবাদি তিন প্রকারে) বিভক্ত করিলেন। …এই সমষ্টি-বিরাট্ই গর্ভোদকশায়ীর নাভিদ্বারে কমলনাল-রূপে উত্থিত হইবেন। তাহাই পুনরায় চতুর্দশভুবনাত্মক বৈরাজসংজ্ঞ স্থূলরূপ ধারণ করিবে। সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ কিন্তু সূক্ষ্ম। বৈরাজই বিসর্গাদির জন্য চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইবেন। ইহাই ব্রহ্মার ত্রিবিধত্ব (স্থূল বৈরাজ, সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ, সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্মুখ—ব্রহ্মার এই ত্রিবিধ রূপ)। (ভাঃ ৩।৮।১৫ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য)।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে ব্রহ্মার উদ্ভবের পূর্বেই গর্ভোদশায়ী যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মূল শ্লোকেও (ভাঃ ২।১০।১৩) তাহাই পরিষ্কাররূপে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতের আর একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ॥

—ভাঃ ১।৩।২

এই শ্লোক হইতে মনে হয় ব্রহ্মার আবির্ভাবকালে গর্ভোদশায়ী যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে গর্ভোদকশায়ী তাঁহার সহস্রবর্ষব্যাপী নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতের ৩।৮।১২-১৩ শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মার আবির্ভাবকালে গর্ভোদকশায়ী নিদ্রিত ছিলেন না। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। যিনি গর্ভোদকে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারই নাভিহ্রদজাতপদ্মে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্পের কথাই বলা হইয়াছে ("পাদ্মং কল্পমথো শৃণু"—ভাঃ ২।১০।৪৮) এবং উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রথম স্কন্ধের। কিন্তু ব্রহ্মা কোন কল্পে নিদ্রিত গর্ভোদশায়ী হইতে এবং কোন কল্পে জাগ্রত গর্ভোদশায়ী হইতে উদ্ভূত হন এরূপ মনে করার কারণ নাই।

গর্ভোদশায়ীর প্রকৃত পক্ষে নিদ্রা বলিয়া কিছুই নাই। মায়াশক্তিসহ সৃষ্টিকার্য্য হইতে সাময়িক বিরতিই নিদ্রারূপে কথিত ("স্বয়া চিচ্ছক্ত্যা জাগ্রত্যা সহ

জাগ্রদপি (?) স্বপন্ মায়াশক্ত্যা শয়িতয়া সহ শয়ান এবেত্যর্থঃ।"—ভাঃ ৩।৮।১২-বিশ্বনাথ)।

যে পদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব তাহা 'লোকপদ্ম' অর্থাৎ লোকাত্মক পদ্ম। ইহাকে বলা হইয়াছে 'সর্বগুণাবভাস' অর্থাৎ ইহা সত্ত্বাদিগুণের কার্য্যস্বরূপ জীবের ভোগ্য স্বর্গনরকাদির প্রকাশ। পদ্মটি আবার 'সহস্রার্কোরুদীধিতি' এবং 'সর্বজীবনিকায়ৌকঃ' অর্থাৎ সহস্র সূর্যের দীপ্তি বিশিষ্ট এবং নিখিল জীবের বাসস্থান। (ভাঃ ৩।৮।১৫, ৩।২০।১৬)।

চতুর্দশভুবনাত্মক পদ্ম এবং ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উত্থিত হওয়ায় জানা গেল গর্ভোদশায়ী সমষ্টি বিরাটের অন্তর্যামিরূপে আধেয়মাত্রই ছিলেন না, তিনি আধাররূপে সমষ্টি = বিরাটকে কুক্ষিগত করিয়াও বিরাজমান ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও তাহাই বলেন—

"তদৈবাদিপুরুষস্তদেবাণ্ডকটাহং প্রবিশ্য, তদর্দ্ধং স্বসৃষ্টজলেনাপূর্য, তত্রস্থং সমষ্টিবিরাজং স্বজঠরমধ্যগতং কৃত্বা সহস্রবর্ষাণি তস্মিন গর্ভোদ এব সুষ্বাপ।"—ভাঃ ২।১০।১৩ এর টীকা।

—আদি পুরুষ তখনই সেই অণ্ডকটাহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার স্বসৃষ্ট জলে তদর্দ্ধ পূর্ণ করিয়া, তত্রস্থ সমষ্টি = বিরাট্‌কে নিজ জঠরমধ্য গত করিয়া, সহস্র বৎসর সেই গর্ভোদকেই নিদ্রিত রহিলেন।

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ঈশ্বরের পূর্বোক্ত আধারাধেয়রূপ উভয় সম্বন্ধই পাওয়া গেল।

ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ভগবৎ-কৃপায় সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিয়া তিনি সৃষ্টি-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ভগবানের তিন গুণাবতারের অন্যতম। (ক্রমশঃ)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গুরু প্রসন্ন হইলে কি সকল দেবতাই প্রসন্ন হন?

উত্তর—হাঁ। মৎস্যপুরাণ (হঃ ভঃ বিঃ) বলেন—
সুপ্রসন্নে গুরৌ যস্মাৎ তৃপ্যন্তি সর্ব্বদেবতাঃ।

কল্কিপুরাণ বলেন—গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদন্তি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে ভগবান্ শ্রীহরি ও দেবতাগণ তাঁহার প্রতি স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেব কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

উত্তর—নিশ্চয়ই, আদিত্য পুরাণ বলেন—

অবিপ্রো বা সবিপ্রো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

শ্রীগুরুদেব বাহ্য দৃষ্টিতে জাগতিক বিদ্বান্ হউন বা না হউন, গুরুকে সাক্ষাৎ হরি ও একমাত্রগতি বলিয়াই জানিবে।

শ্রীসনাতন টীকা মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন কথঞ্চিদপি গুরুর্ন ত্যাজ্য ইতি লিখিতং; কিন্তু মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেৎ তর্হি স পরিত্যাজ্য এব। সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েৎ।

শাস্ত্র বলেন—গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥

বামনকল্পে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

মন্ত্র, মন্ত্রদাতা গুরু ও হরি একই বস্তু। গুরু ভগবানেরই প্রকাশ মূর্ত্তি, ভগবান্‌ই গুরুরূপে প্রকাশিত।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute. শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব যুগপৎ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ কিন্তু শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরু প্রত্যক্ষ ঈশ্বরঃ।

সর্ব্বতীর্থাশ্রমশ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্বদেব-স্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥

প্রশ্ন—যে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহার কি নরক হয়?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম॥ (অগস্ত্য সংহিতা)

যে পাপিষ্ঠ নরাধম শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন না করে, তাহার নরক লাভ অনিবার্য্য।

প্রশ্ন—সদ্গুরু প্রাপ্তিতে কি জীবন ধন্য হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন—

তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্ত তু ভক্তিতঃ॥

যে জন্মে সদ্গুরু লাভ হয় এবং গুরুসেবার সৌভাগ্য হয়, সেই জন্ম ধন্য। যে দিন গুরুদর্শন হয়, সেই দিন সার্থক। যে সময় ভক্তিভরে গুরুকে প্রণাম করা হয়, সেই মুহূর্ত্ত পবিত্র।

প্রশ্ন—নামাপরাধ যায় কিসে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
(পদ্মপুরাণ)

গুর্ব্বানুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিলে যাবতীয় অপরাধ দূর হয়, অনর্থনিবৃত্তি হয়, ধর্ম্মলাভ ও অর্থলাভ হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, মুক্তি ও প্রেম সবই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীসনাতন টীকা—অর্থকরাণি সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদকানি।

প্রশ্ন—গুরুবৈষ্ণবনিন্দা করিলে কি নরক হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা বিষপান অপেক্ষাও মারাত্মক ব্যাপার। যাহারা গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা করে এবং যাহারা গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করে, তাহাদের নরক অনিবার্য্য।

শাস্ত্র বলেন—হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥
(স্কন্দপুরাণ)

শ্রীসনাতন টীকা (হরিভক্তিবিলাস ১০।২৩৯) হন্তি প্রহরতি দর্শনে সত্যপি হর্ষং ন যাতি নাপ্নোতি। এতানি ষট্ পতনানি নরকাবহানীতি।

অস্তু তাবৎ বৈষ্ণব-নিন্দাকারিণাং পরমানর্থঃ, বৈষ্ণব-নিন্দাশ্রোতৃণামপি মহা-নরকং স্যাৎ।

যে বৈষ্ণবকে আঘাত করে, যে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, যে বৈষ্ণববিদ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে প্রণাম না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া যে আনন্দিত না হয়, সে অধঃপতিত হইয়া থাকে অর্থাৎ নরকে গমন করে। বৈষ্ণবনিন্দাকারীর ত' নরক হয়ই, এমন কি বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণকারীরও মহা-নরক হইয়া থাকে।

স্কান্দে—যোহি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থ-ধর্ম্ম-যশঃ সুতাঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে উপহাস করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, সম্মান ও পুত্র নষ্ট হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥

যে মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে পিতৃপুরুষগণ-সহ নরকে গমন করিয়া থাকে।

দ্বারকামাহাত্ম্যে—পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদন্তি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥

যে দুর্ভাগা বৈষ্ণবকে অনাদর করে, সে শতজন্ম বিষ্ণুর পূজা করিলেও ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

প্রেমভক্তি হয় প্রভুচরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ॥
কাহারে না করে নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজয় চৈতন্য সে জিনিবেক হেলে॥
সন্ন্যাসীও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
অধঃ পাতে যায়, সর্ব্বধর্ম্ম ঘুচে তারে॥
অনিন্দক হই যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিস্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥

এই বিশ্ব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব বা কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

যে অপরের স্বভাব বা কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করে, সে শীঘ্রই অধঃপতিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥

বৈষ্ণব নিন্দা বা সাধুনিন্দা প্রথম নামাপরাধ। যাহারা বৈষ্ণবনিন্দা করে, তাহারা নামাপরাধী। এজন্য বৈষ্ণব নিন্দাকারীর মুখে শুদ্ধ নাম কোনদিনই উদিত হন না। যে বৈষ্ণবনিন্দা করে, সে কোনদিনই হরিনামের কৃপা-লাভ করিতে পারে না।

সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা করিলেই যখন নরক হয়, তখন বৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করিলে যে অনন্ত কাল নরক ভোগ করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গুরুনিন্দা বা গুর্ব্ববজ্ঞা ভীষণ-নামাপরাধ। গুরুনিন্দা-কারী জন্মজন্মান্তর নরক ভোগ ও ভীষণ কষ্ট ভোগ করে, এমন কি শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্র বলেন—(অগস্ত্যসংহিতা)

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম॥

যে পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুর আজ্ঞা পালন না করে, তাহার নরকলাভ অনিবার্য্য।

যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে॥

যে সব দুর্ভাগা শিষ্য নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেবকে অনাদর করে, তাহাদের পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু, সম্পত্তি সবই নষ্ট হইয়া থাকে।

অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে,
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষপি ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করে বা গুরুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, সে শতজন্ম শূকর হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্নসংশয়॥

যে সব মহাপাপী ব্যক্তি গুরুবিদ্বেষ বা গুরু-নিন্দা করে, তাহাদের যাবতীয় পুণ্য বা সুকৃতি নষ্ট হয় এবং তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ॥

প্রশ্ন—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ কি হরিভজনেচ্ছু সকলের সকল ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন?

উত্তর—হাঁ। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'হে বিশ্ববাসিন্! আসুন, আপনাদের অনিত্য যাবতীয় ভার এই দীনের উপর ছাড়িয়া দিয়া আপনারা নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন।

প্রশ্ন—গুরুনিষ্ঠ না হ'লে কি হরিভজন হবে না?

উত্তর—করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, গুরুদেবতাত্মা না হ'লে কৃষ্ণভজন হ'বে না। দেখুন, গুরু জীব নন, গুরু ঈশ্বর, তাই গুরুকে দেবতা বলা হ'য়েছে, আর গুরু হ'লেন আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র বা প্রিয়। যিনি গুরুকে ঈশ্বর এবং প্রিয় ব'লে জানেন, তিনিই গুরু-দেবতাত্মা। এই গুরুদেবতাত্মা গুরুভক্তই গুরুর কৃপা পান। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব গুরুনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ব'লে গুরুর প্রাণবন্ধু কৃষ্ণও সেই গুরুদেবতাত্মা ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-এই তিনটী কিরূপ সাজান আছে দেখুন। গুরু মাঝখানে ব'সে আছেন ভগবান ও বৈষ্ণবকে ক্রোড়ীভূত করে। আপনারা গুরুকে দৃঢ় ভাবে ধরুন, তা'হলেই ভগবান ও ভক্ত সকলেরই কৃপা পাবেন। গুরু প্রসন্ন থাক্‌লেই শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন থাক্‌বেন। কিন্তু আপনারা যদি গুরুদেবতাত্মা না হ'তে পারেন, গুরুকে জীবন না কর্‌তে পারেন, তা'হলে সব গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে, আপনারা ভক্ত ও ভগবান্ কারও কৃপা লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না, অবশেষে ভগবৎ-সেবা হ'তে বঞ্চিতই হ'বেন।

এ সব কথা শুনে কোন ভক্ত দুঃখ ক'রে বল্‌লেন, প্রভো, আপনি ত' কৃপা করে গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরু-দেবতাত্মা হ'বার কথা প্রচুর ব'লেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তা' গ্রহণ করতে পারলাম কৈ? তদুত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দুঃখিতান্তঃকরণে বল্‌লেন—'আমারই কপাল মন্দ! আমি ত' অনেক কথাই বল্‌লাম্ কিন্তু বেশী লোক আমার কথা শুন্‌লো কৈ?'

প্রশ্ন—ভগবৎসেবা ব্যতীত কি কল্যাণ হয় না?

উত্তর—না। কৃষ্ণবিমুখ হ'য়ে জীব পরমাত্ম-বিচার নিয়ে যোগমার্গে, আবার কেহ বা ব্রহ্ম বিচার কর্‌তে কর্‌তে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হ'চ্ছে। এতে মঙ্গল হয় না। কিন্তু ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রদান করে। ভগবৎসেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হ'তে পারে না। ভগবান্ সান্নিধ্য লাভের বস্তু মাত্র নন, পরন্তু ভক্তের ভগবান। ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচির অভাবের পরিচায়ক অন্য কথা আলোচনা। ভগবৎকথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে। মরণের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না করলে জন্মান্তর করিয়ে দেবে। এই সব অসুবিধার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছাও হয় না অসৎসঙ্গে থাক্‌লে—হরিকথা-বিমুখ থাক্‌লে। যদি কারো বা হয় তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎসেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্ম-সুখানুসন্ধান নয়; আত্মসুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটী অপ-স্বার্থপরতামাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই আত্মসুখান্বেষী। এজন্য ভোগী ও ত্যাগী (মুমুক্ষু) সম্প্রদায়কে ভগবান সাহায্য করেন না, বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করে। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে ভগবানে প্রপন্ন

এবং ভগবৎসুখান্বেষী, মায়াধীশ ভগবান তাঁকেই স্বয়ং সাহায্য করেন।

গুরুদেবতাত্মা হ'য়ে নিষ্কপট সেবা করতে করতে আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে। তবেই শুদ্ধসেবা লাভ হ'বে, কারণ মুক্ত না হ'লে সুষ্ঠু সেবা হয় না।

গুর্ব্বানুগত্যে আমাদিগকে সবসময় হরিনাম করতে হ'বে। নামভজনই কৃষ্ণভজন একথাটা সতত মনে রাখতে হ'বে। শ্রীনামসেবা-দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে—সর্ব্বোচ্চ ভজনরাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনামসেবা-দ্বারাই লাভ হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে শিষ্যের কি করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর—করুণাময় শ্রীগুরুদেব শিষ্যের স্বতন্ত্রতা কদাচার অহঙ্কার ও আনুগত্যের অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলে নিষ্কপটে তচ্চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা সযত্নে গুরুকে প্রসন্ন করিতে হইবে, নতুবা শিষ্যের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ)

আমাদের ধৃষ্টতা দেখিয়া শ্রীহরি অসন্তুষ্ট হইলে আশ্রিতবৎসল শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে রক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব অসন্তুষ্ট হইলে কি শ্রীহরি, কি বৈষ্ণব, কি অন্য দেবতা কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার দুঃখ, বিপদ ও নরক অনিবার্য্য। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্য প্রাণপণে গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন—

অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা।
গুরব পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্॥

(হঃ ভঃ বিঃ)

শ্রীসনাতন টীকা—গুরব ইতি বহুবচনং গৌরবেন।

শিষ্যের অন্যায় ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেব দুঃখিতান্তঃকরণে শিষ্যকে যদি আঘাত করেন, অভিশাপ দেন এবং তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হন, তথাপি শিষ্য তচ্চরণে প্রণত হইয়া বিশেষ যত্নের সহিত গুরুকে প্রসন্ন করিবে।

প্রশ্ন—যে গুরুকে ত্যাগ করে, তাহার কি নরক হয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ)

শ্রীসনাতন টীকা—গুরুং প্রতিপদ্য গুরুত্বেন স্বীকৃত্য।

যে মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানতা বা অহঙ্কার বশতঃ গুরুকে ত্যাগ করে, সেই নরাধম কোটী কোটী বৎসর যাবৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥

টীকা—বোধো জ্ঞানং বিদ্যা বা।

গুরুত্যাগ মহা-দুর্ভাগ্য ও ভীষণ দৌরাত্ম্যের কথা। যে দুর্ভাগা গুরুকে ত্যাগ করিয়াছে, সে পূর্ব্বেই শ্রীহরিকে ত্যাগ করিয়াছে জানিতে হইবে। সেই দুরাত্মার জ্ঞান বা বিদ্যা পাপাচ্ছন্ন হইয়াছে। শ্রীগুরুগোবিন্দের পাদপদ্মে অপরাধ ফলে সেই পাপাত্মা ব্যক্তি যে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া অসৎপথগামী হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাকে ভক্ত বা বৈষ্ণব মনে করা অন্যায় ও অপরাধ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—

উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদ্যাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥

(৪র্থ বিঃ ১৪১)

টীকা—আম্নায়াগতং কুলক্রমায়াতং বেদবিহিতস্বা।

যাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে পরিত্যাগ করে, সেই মহাপাপিগণ কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক। তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে শকুনি-শৃগালাদি পশুপক্ষিগণও সেই গুরুত্যাগী পাপীর মাংস ভোজন করে না।

শাস্ত্র বলেন—(যমের উক্তি —

অহন্নমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরি-গুরু-বিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০ বিঃ।১৬৩, নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ)

যমরাজ বলিতেছেন—আমি পাপপুণ্যের বিচার করিয়া তদনুরূপ ফল দিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি। যাহারা গুরুবিমুখ, সেই অভক্ত দুর্ভাগাগণকে আমি বিশেষভাবে দণ্ড দান করি। কিন্তু গুরু-ভক্তগণকে আমি প্রণাম করিয়া থাকি।

শ্রীসনাতন টীকা—হরিরেবগুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি।

হরিচরণপ্রণতান্ অর্থে গুরুনিষ্ঠভক্তান্। হরিচরণ অর্থে ভগবচ্চরণ, ভগবৎপাদ, বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ গুরু।

গুরুত্যাগ মহা অনর্থকর, দুঃখপ্রদ, বিপজ্জনক, নরক-প্রাপক, ধর্ম্মনাশক, ভক্তিবাধক ও শ্রীহরির অপ্রসন্নতা-বিধায়ক। এজন্য বুদ্ধিমান্ সজ্জনগণ এই মারাত্মক বিষয় হইতে বিশেষ সাবধান থাকেন এবং গুরুত্যাগী অসতের সঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গুরুসেবারত হন।

প্রশ্ন—বৈষ্ণব কে ?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তগণই বৈষ্ণব, গুরুভক্তির তারতম্য অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য বা বৈষ্ণবতা। গুরুত্যাগী বা গুরুদ্বেষী ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে। সে অবৈষ্ণব, পাষণ্ডী ও নারকী, গুরুদ্রোহীব্যক্তি জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্র জগতের বিদ্বেষী।

কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।

প্রশ্ন—কে কৃষ্ণ পায় ?

উত্তর—গুরুনিষ্ঠ, গুরুদেবতাত্মা গুরুদাসই কৃষ্ণকে পায়। গুরুদাস-অভিমান যাহার প্রবল, সেইগুরুনিষ্ঠ ভক্তকে গুরুর প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেনই, দর্শন দেনই। কিন্তু গুর্ব্বানুগত্য বা গুরুসেবা বাদ দিয়া যাহারা কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করে, তাহারা দাম্ভিক বলিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে কৃপা করেন না। গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া যাহারা নিজেকে বৈষ্ণবদাস বলিয়া মনে করে, সেই অল্প-বুদ্ধি দুর্ভাগাগণও কৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে পারে না। 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।' ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—মদ্ভক্তো যস্য বল্লভঃ স এব মম বল্লভঃ। আমার ভক্ত (গুরু) যাহার প্রিয়, সেই গুরুভক্তই আমার প্রিয়।

গুরু ছেড়ে গোবিন্দের ভজন করিতে গেলেই যখন নরক হয়, তখন গুরু ছেড়ে বৈষ্ণবের ভজন করিতে গেলে যে মহানরক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলেন—আদৌ গুরুপূজা, ততঃ কৃষ্ণপূজা, এজন্য গুরুসেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণ-সেবা বা বৈষ্ণব-সেবা সবই নিষ্ফল হয়।

প্রশ্ন—নবধাভক্তির মধ্যে কি নামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—হাঁ। শ্রীসনাতন টীকা—

শ্রবণাদীনি অস্তয়ঙ্গানি নব মুখ্যানি। তত্র চ
শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানি। তত্রাপি স্মরণকীর্ত্তনম্।
তত্রাপি শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনম্। হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৭৯

উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

প্রশ্ন—কে দরিদ্র ?

উত্তর—যে অসন্তুষ্ট সে দরিদ্র।

প্রশ্ন—কে পণ্ডিত ?

উত্তর—বন্ধন ও মোক্ষাভিজ্ঞপুরুষই পণ্ডিত।

প্রশ্ন—দুঃখ কি ?

উত্তর—বিষয়ভোগাপেক্ষাই দুঃখ।

প্রশ্ন—সুখ কি ?

উত্তর—দুঃখ ও সুখের অননুসন্ধানই সুখ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আসামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীপতি ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ৫ই বৈশাখ, ১৯ শে এপ্রিল শিলং এ শুভপদার্পণ করতঃ স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীদুর্গামণ্ডপ ও শ্রীকেদার মলজীর গৃহে পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে ও শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা মঠ হইতে ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ১লা মে শিলং এ শুভাগমন করতঃ উক্ত প্রচারপার্টির সহিত যোগ দেন। গৌহাটি মঠ হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কতিপয় দিবসের জন্য আসিয়া প্রচারে সাহায্য করেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে তিন দিন, লাবাং হরিসভায় দুইদিন, লাইটী মুখড়ায় শ্রী বি এম্ পাল চৌধুরীর গৃহে, পুলিশ বাজারস্থ শ্রীভজন লাল শ্রীনিবাসের গৃহে, শ্রীদুর্গামণ্ডপে, সিন্ধী সমিতির সভাপতি শ্রীলালচাঁদের গৃহে, সিদ্লীর রাণী শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবীর গৃহে শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা শ্রীকল্পনা গুপ্ত তাঁহার গৃহে ও সমাজসেবী শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত শিলং পাহাড়াঞ্চলের অভ্যন্তরে শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহ-বিশিষ্ট হইলেও সময়াভাববশতঃ তথায় প্রচারের প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রামানুযায়ী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ১২ই মে হইতে ১৭ই মে পর্য্যন্ত গৌহাটী মঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে এবং ১৮ই মে তেজপুর মঠে পৌছিয়া উক্ত দিবস মঠে এবং স্থানীয় বাঙ্গালী থিয়েটার হলে ও দুর্গামণ্ডপে দুই দিন ভাষণ দেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ২২ শে মে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌছিয়া উক্ত দিবস মঠে, ২৩ শে মে গোরখিয়া গোঁসাই ঘর ও পরদিবস শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদের গৃহে বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ পার্টিসহ আসামের বিভিন্ন স্থানে—জালাহ, কাহারপাড়া ও লামডিং প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

শিলং এ চিরিমার হাউসে থাকিবার সুব্যবস্থা করায় ও বিবিধ প্রকারে যত্ন লওয়ায় শ্রীগোপীরাম চিরিপালের জননীদেবী সকলের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। সেবানুকূল্য সংগ্রহে শ্রীঅপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীপতি ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যশড়াস্থিত অন্যতম শাখা প্রচারকেন্দ্র শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে ৬ আষাঢ়, ২১ জুন বুধবার হইতে ৭ আষাঢ়, ২২ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দুই দিবসব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মেলা সম্পন্ন হইয়াছে। ৭ আষাঢ় স্নানযাত্রা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা ও স্নানবেদীতে মহাভিষেক সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগের পর কএক শত দর্শনার্থিগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের

অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ ভাষণ দেন। বিচিত্র মণিহারীও ফল মিষ্টি খাদ্য দ্রব্যের দোকান, সার্কাস-পার্টি, যাদুকর ইত্যাদির সমাবেশে মেলাটী বিশেষ জমকালো হইয়া উঠে। মেলায় সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

মঠরক্ষক শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ ব্রহ্মচারীর সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের কৃপানির্দ্দেশক্রমে নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ২২ আষাঢ়, ৭জুলাই শুক্রবার হইতে ২৪আষাঢ়, ৯জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়। ২৩আষাঢ় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জীউয় বার্ষিক প্রকট তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে কত্রক শত নরনারীকে হাতে হাতে মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় ভাষণ দেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সেবা প্রচেষ্টায় এবৎসর শ্রীমন্দিরের কিছু সংস্কার কার্য্য সাধিত হয়।

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও সুপ্রাচীন বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ৪ঠা শ্রাবণ, ২১ শে জুলাই কৃষ্ণ-প্রতিপদ তিথিবাসরে শেষরাত্রে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে প্রায় ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সারস্বত ভক্তগণকে বিরহ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নির্যাণ লাভ করিয়াছেন। পত্রিকার আগামী সংখ্যায় তাঁহার পূত জীবন চরিত্র প্রকাশিত হইবে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রাচীন ত্যক্তগৃহ মঠসেবক শ্রীপাদ মাধবানন্দ বনচারী প্রভু প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে বিগত ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী তিথিবাসরে নির্যাণ লাভ করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি সুপুরুষ, ব্যবহার-সুনিপুণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। আসামের বহু পার্ব্বত্য ভাষায় এবং অন্যান্য বহু ভাষায় ইনি কথোপকথন করিতে পারিতেন। ইহাঁর স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে ইনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে ইহার সংসারে বিশেষ বিরক্তি উপস্থিত হয়। তৎকালে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত আসামদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত ধুবরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর সঙ্গফলে ইহাঁর হরিভজনে স্পৃহা জাগে। ক্রমশঃ ইনি স্ত্রী পুত্রের মায়ামমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীল

প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হন এবং নামদীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহার মনোভীষ্ট সেবায় নিজযোগ্যতা ও সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে থাকেন। দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরূপে তথাকার সেবাকার্য্য ইনি বহুদিন দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের প্রতি ইনি গাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন এবং প্রায়শঃ প্রচার কার্য্যে তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতেন। ইনি ইং ১৯৫০ সালে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তদানুগত্যে মঠের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

ইঁহার শেষকৃত্য শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে গঙ্গাতটে সম্পন্ন হয়। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের একমাত্র যোগ্য পুত্র শ্রীরাজেন দাস, বর্ত্তমানে যিনি শিলংএ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল অফিসে কার্য্য করিতেছেন, শ্রীমায়াপুরে বিরহোৎসবের আনুকূল্য করেন। ইঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীযুক্তা তরুলতা দাশগুপ্তা—

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা তরুলতা দাশগুপ্তা বিগত ২০ আষাঢ়, ৫জুলাই বুধবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিবাসরে রাত্রি ১॥ ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা হইলেও নিরভিমান ছিলেন এবং গুরুমনোভীষ্ট সেবায় সাধ্যানুসারে প্রচুর আনুকূল্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্বধাম গত পতি শ্রীবিরাজ মোহন দাশগুপ্ত মহোদয় কলিকাতা ট্রপিকেল স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন।

ইঁহার যোগ্য পুত্রগণ—শ্রীকালিসাধন দাশগুপ্ত, শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত ও শ্রীসত্যসাধন দাশগুপ্ত গত ৩০ আষাঢ়, ১৫জুলাই শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ উপস্থিতিতে এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানানুসারে জননীদেবীর পারলৌকিক কৃত্য কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে পুত্রত্রয়ের পূর্ণানুকূল্যে ঠাকুরের বিচিত্র ভোগরাগ ও বৈষ্ণবসেবার সুব্যবস্থা হয়। তাঁহাদের দুই ভগিনী ও পরিজনবর্গও শুভকার্য্যে শ্রীমঠে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভুর আপ্রাণ পরিশ্রমে উক্ত সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

মাতৃভক্ত পুত্রগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ভক্তিমতী মাতার স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ করতঃ কিছু আনুকূল্য করেন।

শ্রীমতী তরুলতা দাশগুপ্তার ন্যায় নিষ্কপট সেবিকার আকস্মিক স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ বিশেষ বিরহবেদনা অনুভব করিতেছেন।

অভিমান দৃপ্ত মানব হুঁসিয়ার হও

ভগবদ্বিমুখ জীব পরমেশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া অভিমানকে বহুমানন করিয়া থাকে। আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, আমার যোগ্যতা বুদ্ধিমত্তা সামর্থ্যের দ্বারা সর্ব্বকার্য্য সংঘটিত হইতেছে, সমস্ত সমস্যা সমাধানে আমি সমর্থ, আমার অবর্ত্তমানে সংসার অচল, স্ত্রী পুত্র অধীনস্থ ব্যক্তিগণের আমি পালক ও রক্ষক, আমার দ্বারাই রাজ্য রক্ষা শাসন প্রভৃতি সম্পাদিত হইতেছে ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা অভিমান। বস্তুতঃ পরমেশ্বর শ্রীহরিই সমস্ত শক্তির উৎস, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই সকলে সকল কার্য্য করিতেছেন, জীবের কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কারে মহা-মহারথিগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উহা হরণ করিলে সেই শক্তির গরিমা আর ছিল কি? পুরাণে কথিত আছে দেবতাগণ একদা অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া শক্তির বড়াই করিতে থাকিলে বিষ্ণু যক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন। যক্ষরূপী বিষ্ণুর প্রদত্ত শুষ্ক তৃণকে অভিমান-দৃপ্ত অগ্নিদেব দহন করিতে এবং পবনদেব উড়াইতে সমর্থ হন নাই। বীর্য্যবত্তার মূল উৎস পরমেশ্বরের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ বিজ্ঞানের গরিমায় অভিমান-দৃপ্ত আধুনিক মানব নিজের যোগ্যতার অতিরিক্ত বড়াই করিতে গিয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে না ত'। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া গর্ব্বিত মানব যাহাই করুক না কেন সেই দম্ভ একদিন চূর্ণবিচূর্ণ হইবেই। কারণ দর্পহারী মধুসূদন কাহারও দর্প রাখেন না। এইজন্য সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি লজ্জিত হওয়ার পূর্ব্বেই সাবধান হন। মূলের প্রতি অবজ্ঞা অর্থাৎ নাস্তিকতা বা কৃতঘ্নতার ফল কখনও শুভ হয় না। অতএব অভিমান-দৃপ্ত মানব এখনও হুঁসিয়ার হও।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

২৯ বামন, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ ;
৪ শ্রাবণ, ১৩৭৪ ; ২১ জুলাই, ১৯৬৭

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের **অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ শ্রীধর, ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ১লা আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসাধিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার **শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ** ৩ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার হইতে ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে **পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।** সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি-উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মফঃস্বল হইতে উৎসবে যোগদানকারী সজ্জনগণ কৃপাপূর্ব্বক প্রত্যেকে ২ কিলো করিয়া রেশন সঙ্গে আনিবেন।

উৎসব-পঞ্জী

৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট শনিবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব** পৌর্ণমাসীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তন।** রাত্রি ৭ টায় পাঁচ দিবসব্যাপী **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।**

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্তদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, পরে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২ টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট মঙ্গলবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।**

১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বুধবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন।**

১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—একাদশীর উপবাস। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন।**

২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীললিতা-সপ্তমী।

২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার—**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-জনিত উপবাস।

২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** রাত্রি ৭ টায় ঠাকুরের পূত-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। রাত্রি ৭ টায় ঠাকুরের পূত চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১লা আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ পং, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

ভজন-সন্দর্ভ

(দ্বিতীয় বেদ)

আমি কে ? আমার কর্ত্তব্য কি ? দুঃখ কেহ চাহে না, কিন্তু কেন আসে ? দুঃখের মূল কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি ? ইত্যাদি প্রশ্নের সরল ও সহজ সমাধান করিতে বহু শাস্ত্র ও বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা সুমীমাংসিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত অভিনব গ্রন্থ। বহু শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করতঃ অর্থবোধ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাঁহাদের সময়, অর্থ এবং যোগ্যতা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থরাজ পরম বন্ধুরূপে সহায়ক। এই বিস্তৃত গ্রন্থ ছয়টি বেদে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বেদে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ও অন্যান্য অবতারগণের বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিচার দেখান হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা ৫'৭৫ পয়সা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— (১) শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড্। কলিকাতা—৫৩
(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা—২৬
(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮১ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিবাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,

(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৪। ১২ হৃষীকেশ, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭। | ৭ম সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর)

'আমাকে লোকে সেবা করুক'—এর নাম 'কর্ম্ম-কাণ্ড'। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবো—হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে সর্ব্বদা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ কর্ম্ম-কাণ্ডীয় কু-বুদ্ধি!

হরিসেবা-প্রবৃত্তি-বৃদ্ধির জন্য যে-সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই 'হরিকথা'। কিন্তু ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নয়,— মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক,—'মায়ার কীর্ত্তন' 'কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নহে। সেবার অনুকূল যে-সকল কার্য্য, তাহাই 'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তাহা গোলমাল (confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডে 'তৃণাদপি সুনীচতা' নাই; কপটতা ক'রে 'আঁকু পাঁকু ভাব' দেখান'টা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে। সে-জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ ব'লেছেন,— চৈতন্য-চরণে নিষ্কপট-অনুরাগ-বিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে; (যথা চন্দ্রামৃতম্ ২৪),—

"তৃণাদপি চ নীচতা সহজ-সৌম্য-মুগ্ধাকৃতিঃ
সুধা-মধুর-ভাষিতা বিষয়-গন্ধ-থুথুৎকৃতিঃ।
হরি-প্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥"

অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুর-ভাষিতা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্বন্ধ-রহিত-বিষয়-গন্ধে থুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা,—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছুই নাই। একমাত্র হরিকথা দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এ-সকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন,—সর্ব্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। 'খোলে' রকমারি বোল উঠাতে পার্‌লে বা লোক ভুলা'তে পার্‌লেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা'-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-

তর্পণ হয়, সে-টিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া-পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করতে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নাম-কীর্ত্তনকারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষ বর্জ্জনের কথা জানালেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নাম-কীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হয়, তাহা 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তিলাভের জন্য আমাদের প্রয়াস করতে হবে না। ধর্ম্মার্থ-কাম বা কর্ম্মফলবাদ ও মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথা-কথিত-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন,—সে-সকলই কৈতব বা ছলনা। ঐ সকলের প্রয়াস যা'দের আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। নিজ-নিজ-ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে ক'রতে হবে না। নিজের সুবিধার জন্য ভগবান্‌কে কখনও 'চাকর' করবো না—খাটাবো না। যাঁ'রা ধর্ম্মার্থ-কাম ইচ্ছা করেন, তাঁ'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যাঁরা কর্ম্মফল ত্যাগের বিচার করেন, তাঁ'দিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী' বলা হয়; তাঁ'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবান্‌কে চাকর করবার জন্য ব্যস্ত—ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবান্‌কেও তাঁ'দের ভোগের বস্তু করবার জন্য ব্যস্ত! কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত বলেন—(মুকুন্দমালা-স্তোত্রে ৪)

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

[—হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দন করি না। কিম্বা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখ লাভ করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দন করি না; কিন্তু কেবলা-ভক্তির প্রতি-স্তরে আশ্রিত হইবার জন্যই হৃদয়-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

আমি নিজ কার্য্যের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাই নে। ধর্ম্ম অর্থ-কাম বাঞ্ছা—এ সকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গকে যাঁ'দের প্রয়োজন জ্ঞান হয়েছে, তা'দের দ্বারা 'হরিভজন' হ'তে পারে না—'হরিনাম' হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানি-কারী দলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হয় না। আমদানী হ'লেই রপ্তানী হয়।

'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ' দু'টো একই জিনিষ। নামাপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়,—কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহযুক্ত হ'তে হয়।

যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবায় অধিকার প্রার্থনা করি, তা'হলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক;—

'তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥'

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা'না হ'লে তা'র ফল বিষময় হবে। অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্ত্তে চাইলে মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

সাধুবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব-মাত্রের পক্ষে সদ্‌বৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনামব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৭।৭৩-৭৪,৯৭ ; ১৭।৩০,৭৫),—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম, এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম॥
সদা নাম ল'বে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥"

গুরুকরণ-বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্‌বৃত্তি, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৮, ২২১,২২৯),—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয়॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁ'রে ভজে যেইজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
সিদ্ধ-দেহে চিন্তি' করে তাঁহাঙ্ক্রি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥"

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।২৫১),—

"শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৯।২৭৬-২৭৭),—

"প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥"

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা উচিত, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০। ১১৩),—

"ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥"

ভজনে যে-সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন। স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৭।৭২),—

"মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প সম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥"

পরোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।৩৯),—

"মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর॥"

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।৪),—

"প্রভু কহে,—কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥"

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।২৬),—

"প্রভু কহে—"তুমি কৃষ্ণ-ভক্তপ্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্॥"

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।৩১),—

"কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥"

সচ্চরিত্র দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।১১৭),—

"তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেহ যেন করে॥"

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৪।১৭১),—

"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥"

তার্কিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।১৮৩),—

"তার্কিকশৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥"

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥"

নির্ম্মল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।২৭৪),—

"সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥"

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫),—

"'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৬।১৪৮),—

"প্রভু লাগি' ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্তধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥"

সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।৯১),—

"সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥"

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬২),—

"'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

সর্ব্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১০২),—

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥"

অনুতাপের সহিত দুষ্ট মত পরিত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৫।৪৩),—

"পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাঁহা মুক্তি পা'ব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥"

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২৩),—

"নিরপেক্ষ' নহিলে, ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।"

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।১৬৪),—

"মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়॥"

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; দয়াও অত্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২১১,২৩৫, শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৮২),—

"ভক্ত-স্বভাব,—'অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে'॥
'দীনে দয়া করে'—এই সাধু-স্বভাব হয়॥
প্রভু বোলে,—'বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥"

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১০৩),—

"'আচার' 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই কার্য্য'।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৩০),—

"তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥"

বৈষ্ণব-দেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯১)

"প্রভু কহে—"বৈষ্ণব দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয় ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন ভজনের আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৪-২১৬),—

"একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি' দিলা॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥"

প্রতিষ্ঠা-আশা ত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৮),—

"মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥"

গ্রাম্য কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১০৭),—

"গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥"

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৮।৯৭),—

"গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"

মুমুক্ষুতা ও বিদ্যাগর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৩।১০৯-১১০)

"রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁ'রে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্॥"

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২০।২৮),—

"প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৭৩),—

"'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥"

একেশ্বর বুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে আত্মীয় বোধকরা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।৭৬-৭৮,৮০-৮১),—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজশাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয়॥"

সর্ব্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।৯৪),—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।১১৩),—

"এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥"

দাম্ভিক লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

"বড়লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥"

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),

"অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥"

উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),

"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥"

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।১৫৮),—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥"

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।২৪০),—

"ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায়॥"

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

"সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥"

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হ'ন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৭।২২,৩৮),—

"বিষয়ীর প্রায় তাঁ'র পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥"

বিদ্যাদির অহঙ্কার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৯।২৩৪),—

"কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥"

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা স্থানে নানা মতে মত দেওয়া উচিত নয়, যথা (শ্রী চৈঃ ভাঃ, মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

"ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়্‌জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি' তথায় মিশায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥"

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।১৬০),—

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥"

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।২২৫),—

"প্রভু বলে,—'তোরা আর না করিস্ পাপ'।
জগাই-মাধাই বলে,—'আর নারে বাপ॥"

বিধিনিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭),—

"যত বিধি, নিষেধ—সকলই ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

সর্ব্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৭।১৯),—

"নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এইবা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥"

অভক্ত-সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; শ্রীল অদ্বৈত-প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৯।১৭৫),—

"যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর॥"

অন্য শুভ-কর্ম্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৩।৫৪),—

"প্রভু বলে,—'তপঃ করি'না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে ; সে সকল লোক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৭।৮২-৮৩),—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥"

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।১৩৯-১৪০),—

"অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥"

পূর্ব্বাপর বিচার পূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরি ভজন করা প্রয়োজন। সদ্‌বৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

বেদার্থ বুঝিবে কে ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর)

বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়—অর্থাৎ বেদ কোন প্রাকৃত পুরুষরচিত বা কোন প্রাকৃত পুরুষমুখনিঃসৃত বাণী নহেন। যাহাদ্বারা শ্রীভগবান্ নিজেকে 'বেদয়তি'—জানান্ তাহাই বেদ। শ্রীভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ, বেদবিদেব চাহম্" অর্থাৎ সমগ্র বেদের আমিই বেদ্য—জ্ঞাতব্য, আমিই বেদের অন্ত বা শিরোভাগ উপনিষৎকর্ত্তা এবং বেদজ্ঞও আমিই—আমি ব্যতীত আমার বাণী—বেদের তাৎপর্য্য আর কে বুঝিতে সমর্থ? সেই বেদজ্ঞ ভগবান্‌ই সমগ্র বেদের সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য—পরম বাক্য তাঁহার অতিশয় প্রিয়তম অর্জ্জুনকে প্রাণ খুলিয়া বলিতেছেন—"অর্জ্জুন, তুমি মদ্গতচিত্ত হও—মনঃপ্রাণ আমাতে অর্পণ কর, আমার ভক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে আমার ভজন কর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার নিকট এই সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তুমি দেহ-মনঃ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔপাধিক ধর্ম্মবিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র নিরুপাধিক আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও। একমাত্র (শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম) আমাতেই শরণাপন্ন হও, 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইহাই আত্মার চরম—পরমধর্ম্ম। এইরূপে স্বয়ং ভগবান্‌ই সর্ব্ববেদসার স্বমুখে সুস্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানে শরণাপত্তি ব্যতীত জীবস্বরূপের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, দুষ্পারা-দুরতিক্রমণীয়া মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই শ্রীমুখবাক্যে তাহা পূর্ব্বেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে। শরণাগত ভক্তকে শ্রীভগবান্ সকল পাপ হইতে মুক্ত করেন। ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই জীবের শোক মোহ ভয় পাপতাপাদি সমস্তই সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি বহু কথা বলিয়াও সর্ব্বশেষসিদ্ধান্তরূপে

শ্রীভগবান্ শরণাপত্তিমূলা ভক্তির কথা বলায় "সব ছাড়ি শেষ আজ্ঞা বলবান্" এই বিচারানুসারে ভক্তিকেই গীতার নিঃসংশয়িত চরমসিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। ইহাতে সংশয় উত্থাপিত হইলে—সংশয়াত্মা বিনশ্যতি—সংশয়োদ্বেলিত চিত্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে (৪৬ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী হইতে যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া ৪৭ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন—"যিনি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধালু হইয়া আমার ভজন করেন, সেই ভক্তিযোগযুক্ত যোগীই, আমি জানি, সকল যোগীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।" সুতরাং কোন্ পথ নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিতরূপে আশ্রয়ণীয়, তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, অর্জ্জুনও শ্রীভগবানের সংস্থাপিত—মীমাংসিত সেই সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তে আর সংশয় বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই, 'করিষ্যে বচনং তব' বলিয়া ভগবদ্বাক্য অবনত মস্তকে সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন (গীঃ ৭২ শ্লোঃ)—"হে পার্থ, তুমি কি ইহা একমনে শ্রবণ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান-সম্মোহ কি দূর হইয়াছে?" তখনই অর্জ্জুন কহিলেন (গীঃ ৭৩ শ্লোক)—"হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর ও স্মৃতি প্রাপ্তি হইয়াছে। আমার সকল সন্দেহ বিগত হইয়াছে, আমি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, আমি তোমার কথামতই কার্য্য করিব।" কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত জগদ্গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে নিশ্চিত শ্রেয়োজিজ্ঞাসু সচ্ছিষ্যরূপে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিরূপ ত্রিবিধ সমিধ সহ প্রপন্ন—শরণাগত অর্জ্জুন আজ সকল সংশয়নির্ম্মুক্ত—দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া "তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইব"—"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে॥"—এই শরণাগতির সর্ব্বোত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত। অবশ্য শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাঁহাতে অজ্ঞান-কৃত মোহাদি কখনও সম্ভব হইতে পারে না, জীবশিক্ষার্থই শ্রীভগবদিচ্ছায় তাঁহার ঐ প্রকার তাৎকালিক মোহ উপস্থিত হইয়াছিল — ইহাই জানিতে হইবে। আর ইহাতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই হইবে যে, পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত জ্ঞানকর্ম্মাদি সকল বিচারই ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তিমুখনিরীক্ষক, পরন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, ভক্তিই সাধন এবং ভক্তিই সাধ্য, কর্ম্মজ্ঞানাদির বিন্দুমাত্র সহায়তা ব্যতীত ভক্তি-দ্বারাই ভক্তি বা প্রেম লভ্য হইয়া থাকেন। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণকে প্রধান, আবার তন্মধ্যে কীর্ত্তনকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়াছেন; নামরূপগুণলীলাদির উচ্চভাষণরূপ সেই কীর্ত্তনমধ্যে আবার নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ বলিয়া "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন" এই উক্তি-দ্বারা প্রেম-প্রাপ্তি-বিষয়ে অপরাধ-শূন্য হইয়া নামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীদেবর্ষি নারদ 'হরের্নাম' শ্লোকে ত্রিসত্য করিয়া হরিনামকেই কলি-প্রপীড়িত জীবের একমাত্র গতি বলিয়া জানাইয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও ঐ শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ভাবে জানাইয়াছেন—

"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপঃ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত 'এব' কার॥"

এত পরিষ্কারভাবে শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজন মহাজনের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াও সংশয়াক্রান্তচিত্ত হইয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচারে ভক্তীতর পথ অবলম্বন করিলে

আমরা 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' এই বিচার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়সলাভে বঞ্চিত হইব।

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর উদ্ধবজীকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই পথত্রয়ের মধ্যে "কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্", "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগঃ" এবং "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কে কোন্ পথ অবলম্বন করেন জানাইয়া পরিশেষে ভক্তিযোগেরই চরম উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য' ইত্যাদি কএকটি শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—শ্রীভগবানে ভক্তি-যোগযুক্ত ভক্তের পক্ষে জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিচার্য্য হয় না। কর্ম্ম, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম ইত্যাদি যাবতীয় শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীব যে সকল শ্রেয়ো লাভ করিয়া থাকেন, আমার অনন্যাপেক্ষি ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগাবলম্বনে কর্ম্মিগণের প্রাপ্য স্বর্গাদি, জ্ঞানিগণপ্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষাদি, যোগিগণ প্রাপ্য পরমাত্মসাযুজ্যরূপ কৈবল্যসুখ, ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণোপাসকগণপ্রাপ্য বৈকুণ্ঠাদি লোক অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের বৈশিষ্ট্যই এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কৈবল্য ও মোক্ষ দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রার্থী হন না, আমার সেবা ব্যতীত তাঁহারা আমার নিকট অন্য কিছুই চাহেন না, দিলেও গ্রহণ করেন না।

বেদ স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি — সাক্ষাৎ ভগবন্নিঃ-শ্বাসোত্থ অপৌরুষেয় বাণী—সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য হইলেও তাহা জীবজ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায় "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ স্পষ্টীকুর্য্যাৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা বেদের অর্থ স্পষ্ট এইরূপ ব্যাসবাক্য রহিয়াছে। শ্রীভাগবত ও উপনিষদা-দিতে মহাভারতেতিহাস ও পুরাণাদিকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্॥" সুতরাং তাঁহাদের প্রামাণিকতা অবশ্য-স্বীকার্য্য। চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য সকলেই মহাপুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। গরুড়পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য, মহাভারতের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্য এবং সমগ্রবেদেরও তাৎপর্য্যস্বরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া এবং শুকহৃদয় নামক আটখানি প্রাচীন-কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-পাদের 'ভাগবত তাৎপর্য্য' বলিয়া একটি ভাষ্য আছে। বোপদেব কৃত মুক্তাফল, হরিলীলামৃত এবং শ্রীবিষ্ণুতীর্থ-স্বামিকৃত ভক্তিরত্নাবলী প্রভৃতি ভাগবতনিবন্ধ গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়াচার্য্য বীররাঘবাচার্য্যকৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা', শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য বিজয়ধ্বজ-তীর্থপাদের পদরত্নাবলীটীকা, শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা, শ্রীগোপালভট্ট পরিবারের শ্রীরাধারমণ গোস্বামিকৃত দীপিকাদীপনটিপ্পনী, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্সন্দর্ভ এবং বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী, শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত ভাবার্থপ্রকাশিকা-ব্যাখ্যা (আংশিক) ইত্যাদি বহু টীকা টিপ্পনী সন্দর্ভাদি শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের লঘুভাগ-বতামৃত গ্রন্থও শ্রীমদ্ভাগবতালম্বনেই লিখিত, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় প্রয়োজনীয় শ্লোক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনপর্য্যায়ে গুম্ফিত করিয়া শ্রীভাগবতা-র্কমরীচিমালা নামে একখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগ-বতকে বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে বিচার পূর্ব্বক সূত্রের স্বতন্ত্রভাষ্য নির্ম্মাণের অপ্রয়োজনীয়তা বিচার

করিয়াছিলেন, পরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় ভাষ্য রচনা করেন। তন্ত্রভাগবত ও মন্ত্রভাগবতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপ্রিয়পার্ষদ গোস্বামিবর্গের সকল বাক্যই শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে কথিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতিস্বরূপ।

এইরূপ মহাপ্রামাণিক গ্রন্থরাজ পুরাণরত্ন শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণশিরোমণিরূপে মহামহোপাধ্যায় জগদ্বরেণ্য বিদ্বৎসমাজকর্ত্তৃক একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিবার দুর্ব্বুদ্ধি নিতান্ত ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চক শোচ্য ব্যক্তিগণের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম—নিরস্তকুহক পরম সত্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে গেলে মনোধর্ম্মীর গলায় ফাঁস পড়ে বলিয়া উঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রামাণিকতা স্থাপনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত বিদ্বৎসমাজে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও গর্হণীয় হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ পরমো' শ্লোকের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে "অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" এইরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া এক-শ্রেণীর হিংসাদ্বেষমাৎসর্য্যাক্রান্ত বিদ্বন্মন্য সম্প্রদায় কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাদোষদুষ্ট বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনাই অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই যে কৈতব বা আত্মবঞ্চনাই যে জীবের প্রধান দুঃসঙ্গ, সেই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকামী শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গই যে একমাত্র বাঞ্ছনীয়, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ামোহমুগ্ধজীব তাহা বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞানতমোরূপ কৈতবকেই শ্রেয়োবিচারে বরণ-পূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ পরমশ্রেয়ঃ কৃষ্ণপ্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুর সাবধানতার বাণী উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞতার অভিমানে অতীব শোচ্য অজ্ঞতাকেই বহুমানন করে, সাক্ষাৎ ভগবান্ ও সেই ভগবৎপার্ষদোত্তমগণের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের কতকগুলি মায়াপ্রতারিত অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির তাড়নাকে বহুমানন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির গতি একমাত্র কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখী। সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই সেই বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। তখনই গুরুকৃপায় জীব জানিতে পারেন—"বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।" "বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।" অতিরিক্ত বিদ্যাবত্তার ঝোঁকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুমানিত মহাপুরুষগণের বিচার না বুঝিয়া নাকোচ করিয়া দিবার দুর্ব্বুদ্ধি-ফলে যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবচরণে কি ভীষণ অপরাধ আসিয়া পড়ে, তাহা অজ্ঞজীব ধারণাই করিতে পারে না। সুতরাং বেদার্থ-বোধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে অশ্রৌত, আরোহ বা তর্কপথাবলম্বী হইয়া আত্মবিনাশ বরণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। অতএব শ্রৌতপারম্পর্য্যানুসরণে শ্রৌতপথই অবলম্বনীয়।

সুখের জন্য প্রয়াস কর্ত্তব্য নহে

"প্রাণিগণ দুঃখের জন্য প্রয়াস না করিলেও যেমন দুঃখ আপনা হইতেই আসে, তদ্রূপ দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ জন্য যে সুখ তাহা পূর্ব্বাদৃষ্ট অনুসারে বিনা প্রযত্নেই পাওয়া যাইবে। অতএব বিষয়সুখের জন্য প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াসদ্বারা কেবল আয়ু-ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হয়, বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না। সেই কারণে বিবেকী পুরুষ সংসার দুঃখে ভীত না হইয়া দুর্ল্লভ মানবদেহ বিপন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই শীঘ্র আত্যন্তিক ক্ষেমলাভের জন্য যত্ন করিবেন।"—ভাগবত

সৃষ্টিলীলা

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস (শিলং)]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মার সৃষ্টি—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥

—ভাঃ ৩।১০।৮

তখন ব্রহ্মা ভগবৎকর্তৃক কর্ত্তব্যকর্মে নিযুক্ত হইয়া পদ্মকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই এক পদ্মকেই তিনভাগে (ত্রিভুবনরূপে) বিভক্ত করিলেন। পদ্মটি কিন্তু চতুর্দশলোক বা তদপেক্ষা অধিক আরও লোক নির্মাণের যোগ্য ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্পের সৃষ্টির বর্ণনাই করা হইয়াছে, আদি কল্পের নহে। সুতরাং এখানে লোকাত্মক পদ্মের ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি লোকের বিভাগের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, আদি কল্পে গর্ভোদশায়ীর নাভিহ্রদ হইতে যে পদ্ম (বা তৎস্থলবর্ত্তী অন্য কিছু) উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার বিভাগ হইতেই চতুর্দশভুবনাত্মক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি হইয়াছিল (জ্যোতিষ্কনিচয় ও নরকসমূহও তাহার অন্তর্ভূত ছিল)।

ভাগবতের ৩।১১।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—

"তেন সর্বেষ্বেব কল্পেষু লোকাত্মকং পদ্মং ন ভবতি, কিন্তু ক্বাপি ক্বাপ্যেবেত্যর্থঃ।"

—অতএব সকল কল্পে লোকাত্মক পদ্ম হয় না, কিন্তু কোন কোন কল্পে হয়, ইহাই অর্থ। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন কোন কল্পে লোকসমূহ অন্য কোনও আকারে গর্ভোদশায়ী হইতে উদ্ভূত হয়।

ব্রহ্মা অতঃপর চরাচর যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন শ্রীমদ্ভাগবতে (৩য় স্কন্ধ—৮, ১০, ১২ ও ২০ অঃ) তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। এখানে সর্বতোভাবে তাহার অনুবর্ণন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ব্রহ্মার সৃষ্টিবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবেই প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার সৃষ্টির ক্রম সর্বত্র একপ্রকার নহে—অথবা ক্রম বিবক্ষিতই নহে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের মতে ব্রহ্মার সৃষ্টির ক্রম নিম্নোক্ত প্রকার—

(১) পঞ্চপর্বা অবিদ্যা, (২) বনস্পতি—বৃক্ষাদি (উদ্ভিদ্) (৩) সর্পাদি (অতঃপর গো-মহিষাদি, তৎপরে যক্ষ-রাক্ষসাসুর-কিন্নর-কিংপুরুষাদি), (৪) ঋষিগণ, (৫) মনুষ্য, (৬) মনুগণ (প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু প্রকটরূপে দৃশ্য, অন্যান্য মনুগণ যথাসময়ে দৃশ্য, ইহাই বুঝিতে হইবে)। অতঃপর পূর্বসৃষ্ট প্রাণিগণও স্ত্রীপুরুষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। (ভা, ৩।২০।৪৯ এর টীকা)।

পঞ্চপর্বা অবিদ্যা সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অবিদ্যার পঞ্চ পর্ব শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় এইরূপ — (১) তমঃ—যাহা জীবের স্বরূপজ্ঞানের আবরক, (২) মোহ—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, (৩) মহামোহ—ভোগ্যবিষয়ে মমতার আরোপ, (৪) তামিস্র—ভোগপ্রতিঘাতে অন্তঃকরণ ধর্ম ক্রোধের স্বীকার, (৫) অন্ধতামিস্র—ভোগ্যবস্তুর বিনাশে ক্রোধতন্ময়তাবশতঃ মূর্চ্ছা বা 'আমার মরণ ঘটিল' এইরূপ বুদ্ধি (ভা, ৩।১২।২)। মহামোহকে কোথাও বা 'মহাতমঃ' বলা হইয়াছে (ভা, ৩।২০।১৮) পাতঞ্জল শাস্ত্রে অবিদ্যার পঞ্চপর্বের নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

[শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভাঃ ৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় বলেন—"এতে জীবস্থাসন্তোঽপ্যবিদ্যয়া সৃষ্টাঃ। যথোক্তং বৈষ্ণবে—তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥ মরণং

হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ইতি। পাতঞ্জলেঽপ্যেত এব উক্তাঃ— অবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা —অজ্ঞানবিপর্যাসভেদভয়শোকা বস্তুতস্তু বিদ্যায়া আবরণবিক্ষেপাবেব দ্বৌ ধর্মৌ তাবেব অবিদ্যাস্মিতা-শব্দাভ্যাং অজ্ঞানবিপর্য্যাসশব্দাভ্যাঞ্চোচ্যেতে। রাগদ্বেষাভিনিবেশাস্তন্তঃকরণধর্মা অপি বিক্ষেপাংশপ্রাধান্যাদ্বিক্ষেপ- প্রপঞ্চতয়ৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্।"]

ভাগবতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রাকৃত ও বৈকৃত এই দুই সর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। ছয় প্রকার প্রাকৃত সর্গের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বৈকৃত সর্গ বলা হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রাকৃত সর্গের অন্তর্ভূত, কিন্তু ভাগবতেই আবার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই অবিদ্যার সৃষ্টিও বর্ণিত হইয়াছে (ভা, ৩।১২।২, ৩।২০।১৮)। সেই জন্যই ইহা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বৈকৃত সর্গের তালিকায়ও স্থান পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, অবিদ্যাবৃত্তিগুলি পূর্বসিদ্ধই, সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল (ভা, ৩।১২।২ এর টীকা)।

ভাগবত (৩।১০।২৭) বৈকৃত সৃষ্টিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) স্থাবর—বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার (বাঁশ-জাতীয় উদ্ভিদ্), বিরুধ ও দ্রুম (স্থাবর সর্গের আর এক নাম 'মুখ্য' বা প্রথম সর্গ—ভা, ৩।১০।১৯), (২) তির্যক যোনি—গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি, (৩) মনুষ্যসর্গ ও (৪) দেবসর্গ। সুতরাং প্রাকৃত ও বৈকৃত সর্গ মিলিয়া সর্গ দশ প্রকার। এখানে ঋষি ও মনুদের পৃথক্ উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ এই দুই সর্গকে মনুষ্যসর্গের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

আরও দেখা যাইতেছে, দেবসর্গ প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয় বিভাগেই আছে। বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত দেবগণ প্রাকৃত সর্গের এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবগণ বৈকৃত সর্গের অন্তর্ভূত হইয়াছেন। আবার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতের ৩।১০।২৭ শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—"দেবসর্গশ্চ বৈকৃতঃ প্রাকৃতশ্চ।...যস্তু বৈকারিকঃ বৈকারিকাহঙ্কারভবানাং দেবানাং সর্গঃ। প্রাকৃতেষু প্রোক্তঃ পুনস্তেষামেব ব্রহ্মসৃষ্টত্বাদ্বৈকৃতশ্চ।"

—দেবসর্গ প্রাকৃত ও বৈকৃত। বৈকারিক দেবসর্গের অর্থ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত দেবগণের সর্গ। প্রাকৃত সর্গে যে দেবগণের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারাই পুনরায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত হওয়ায় তাঁহাদের সর্গ বৈকৃতও বটে। (ইহার ফলিতার্থ এই দাঁড়াইল যে দেবসর্গ প্রাকৃত-বৈকৃত অর্থাৎ উভয়াত্মক)।

যাহা হউক, উপরি উক্ত দশ প্রকার সর্গ ব্যতীত 'উভয়াত্মক' আর এক সর্গের কথা ভাগবতই পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন—তাহা হইল সনৎকুমারাদির সর্গ ("কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ" — ভা, ৩।১০।২৭)। [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যা—"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু উভয়াত্মক ইতি তেষাং 'ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজদিত্যগ্রিমোক্তের্ভগবদ্ধ্যানজন্যত্বেন ভগবজ্জন্যত্বাৎ ব্রহ্মজন্যত্বাচ্চ প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ।" ('ভগবদ্ধ্যানপূতেন' ইত্যাদি ভাগবতের ৩।১২।৩ শ্লোক)। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা—"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্য ইত্যর্থঃ।"]

ভাগবতে অন্যত্র (বিরাট্ দেহের আবির্ভাব পর্য্যন্ত) প্রাকৃত সর্গকেই 'সর্গ' এবং বৈকৃত সর্গকে 'বিসর্গ' বলা হইয়াছে (ভা, ২।১০।৩)।

প্রাকৃত সর্গের দেবগণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৈকৃত দেবসর্গ আট প্রকার—(১) বিবুধ, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্বাপ্সরা, (৫) যক্ষ-রাক্ষস, (৬) ভূত-প্রেত-পিশাচ, (৭) সিদ্ধ-চারণ-বিদ্যাধর (৮) কিন্নরাদি (ভা, ৩।১০।২৮-২৯ ও সারার্থদর্শিনী টীকা)। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কর্ত্তৃক সৃষ্টির ক্রম-বর্ণনায় 'যক্ষরাক্ষসাসুর-কিন্নর-কিংপুরুষাদি শব্দ দ্বারা যে বৈকৃত দেবসর্গই লক্ষিত হইয়াছে তাহা এখন বুঝা গেল।

ব্রহ্মার সৃষ্ট ঋষিদের মধ্যে আছেন—চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার (ভা, ৩।১২।৪), আর আছেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ (ভা, ৩।১২।২১-২২) ও কর্দম (ভা, ৩।১২।২৭)।

চতুঃসন চিরকুমার রহিলেন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও প্রজাসৃষ্টি করিতে সম্মত হইলেন না। তৎপরে ব্রহ্মা লোকবিস্তারের জন্য মরীচি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন। ভক্তি আবির্ভূত হইলেন নারদরূপে (ভা, ৩।১২।২২—বিশ্বনাথ)। কর্দম ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্ররূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ভগবানের অংশাবতার, সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশক কপিলদেব (ইনি নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক কপিল নহেন—ভা, ৩।২৪।২৯ এর টীকায় বিশ্বনাথ)।

ব্রহ্মা হইতে বাক্ নাম্নী এক কন্যারও উদ্ভব হইয়াছিল।

এত করিয়াও প্রজাসমূহের সম্যক্ বৃদ্ধি না হওয়ায় ব্রহ্মা অবশেষে মনুদের সৃষ্টি করিলেন (৩।১২।৫০-৫৩ ও ৩।১১।২৫)। মনুদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ। তাঁহাদের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত (ইদানীং বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে), সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। ব্রহ্মার দৈনন্দিনী সৃষ্টিকালে এই মনুদের উদ্ভব এবং কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি সহস্র চতুর্যুগ ব্যাপিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের আধিপত্য (ভা, ৩।১১।২৩-২৪)। প্রতি মনুর আধিপত্য কালকে এক মন্বন্তর বলা হয়। মনুবংশীয়-গণের আবির্ভাব হয় ক্রমশঃ কিন্তু সপ্তর্ষি, সুরেশগণ (ইন্দ্রগণ) এবং তাহাদের অনুবর্ত্তী গন্ধর্বাদি একই সময়ে উদ্ভব হইয়া থাকেন (ভা, ৩।১১।২৫)।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা ব্রহ্মার দ্বিধা বিভক্ত মূর্ত্তি হইতে এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ (প্রসিদ্ধ ভক্ত ধ্রুবের পিতা) এবং তিন কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। আকূতির রুচি নামক ঋষির সহিত, দেবহূতির কর্দম ঋষির সহিত এবং প্রসূতির দক্ষ ঋষির সহিত বিবাহ হয়। ইহাঁদের সন্তান-সন্ততিদ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়। (ভা, ৩।১২।৫১-৫৬)।

চতুঃসন ও নারদ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া গণ্য। মরীচি-মন্বাদিতে ভগবানের অল্পশক্তির আবেশ বলিয়া ইঁহারা বিভূতি শব্দবাচ্য (ভা, ১।৩।২৮-বিশ্বনাথ)।

উপরি উক্ত সৃষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মা হইতে বেদ, উপবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, যজ্ঞ, ছন্দ, বর্ণমালা, সপ্তস্বর ইত্যাদি আরও বহুবিধ সৃষ্টির কথা ভাগবতে (৩।১২ অঃ) বর্ণিত আছে। আরও বলা হইয়াছে, ব্রহ্মা যে জগৎ করিলেন তাহা তাঁহার দেহ ও মন হইতে ("মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ"—ভা, ৩।১২।২৭)।

জীবও ব্রহ্মা হইতে পারেন—পদ্মপুরাণ বলেন—

ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু র্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥

—লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মবচন

—কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনার ফলে ব্রহ্মা হন, আর কোন কোন মহাকল্পে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি।

—ভা, ৪।২৪।২৯

—যে পুরুষ শত জন্ম নিষ্ঠাসহকারে স্বধর্ম পালন করেন তিনি ব্রহ্মার পদ লাভ করেন।

ইহা হইতে বুঝা গেল, যখন কোন যোগ্য জীব ব্রহ্মপদ লাভ করেন তখন ঈশ্বরই তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করাইয়া লন।

উপসংহার—ভগবানের সৃষ্টিলীলার এই আলোচনা হইতে বুঝা যায়, পরিদৃশ্যমান স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে বহু সূক্ষ্ম ব্যাপার। জড়বিজ্ঞানের

দৃষ্টিতে ইহার অর্থ কিছুটা বুঝা গেলেও তাহাদ্বারা পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টিলীলার সম্যক্ উপলব্ধির চেষ্টা নিরর্থক। ভগবানের যে বিশ্বরূপটি মায়িক তাহাও একটা স্থূল রূপ নহে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় সখা অর্জুনকে এই রূপটি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুন তাহা দেখিয়াছিলেন ভগবৎপ্রসাদলব্ধ দিব্য দৃষ্টির দ্বারা, নিজ স্থূল চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা নহে। ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমার যে রূপটি দেখিলে তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ কিছুদ্বারা দেখা যায় না। শুধু অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ইহা দেখা যায়, জানা যায়-ইত্যাদি (গী, ১১।৫৩-৫৪)।

যে বিশ্বকে আমরা জড় বলি তাহা নিতান্তই জড় নহে। সৃষ্টির সকল স্তরেই রহিয়াছে জড়া প্রকৃতিতে চিৎশক্তির ক্রিয়া। ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে এই নিখিল বিশ্ব ("বিশ্বং যেন সমন্বিতম্"—ভা, ৩।২৬.৩)। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীদের কেহ কেহ জড়ের গভীরে নিহিত চেতনাকে উপলব্ধি করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন 'অস্বয়ং বেদ্য ইচ্ছাশক্তি' (inconscient will)। আমরা ইহাকে বলিতে পারি 'সংবৃত চেতনা'।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে মায়া বা প্রকৃতির একটি মূর্ত্ত-রূপে ভগবদ্ভজনের কথাও বর্ণিত হইয়াছে (শ্রীবৃহদ্ভাগবতা-মৃতম্ ২।৩।২৫)। এই মূর্ত্তিমতী মায়া অমূর্ত্ত মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীবের সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অনুকূল ও প্রতিকূল, সব কিছুরই উদ্ভব মূলতঃ এক ভগবান্ হইতে। ভারতীয় শাস্ত্র চরম এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্যতীত 'শয়তান' সদৃশ কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন না। সংসারতাপদগ্ধ মানুষ ভগবানের এই মায়ার সৃষ্টিতে দোষই আবিষ্কার করে, গুণ কিছুই দেখিতে পায় না। এতৎসম্পর্কে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি (প্রকৃতির বিকারসমূহ) নিজ-গুণত্রয়দ্বারা জীবসমূহকে বন্ধন করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গ-নরকাদিতে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং সংসার ভ্রমণ করায়, অতএব এই নির্হেতু জীবদ্রোহিনিচয় সর্বথা বিধ্বংসনীয়—এরূপ বলা যায় না। প্রত্যুত ইহারা নির্হেতুক উপকার সাধন করে বলিয়া অর্হণ-যোগ্য। এইগুলি ব্যতীত মোক্ষের সাধন জ্ঞান, যোগ, নিষ্কাম কর্ম সিদ্ধ হয় না। ভগবৎকৃপাদ্বারা উপরঞ্জিত এইগুলি দ্বারাই প্রেমের সাধন শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। পরদার ও পরদ্রব্যের অপহরণ, গো-ব্রাহ্মণদ্রোহ প্রভৃতি নরকপ্রাপক বিবিধ পাপকর্মও এইগুলিদ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহারা দূষণীয় নহে। ভাগীরথীর জল স্নান-পানাদির জন্য ব্যবহৃত হইয়া সজ্জন-গণের পরমপবিত্রতাসম্পাদনকারী অমৃতই হয়, তীরস্থ তৃণ, গুল্ম. লতা, ধান্য, গোধূম, আম্র, পনস, দ্রাক্ষা প্রভৃতি উদ্ভিদে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ববিধ জনগণের পরম হিতকর এবং পরম সুখদ হয়, আবার বিষবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদেরই সাক্ষাৎ হন্তারক হয়। ইহাতে ভাগীরথীর জলের কোন দোষ নাই, দোষ সেই সেই কুপাত্রের……" (ভা, ৩।৫।৩৮ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীর অনুবাদ)।

মূর্ত্তিভেদে ভগবানের ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদির প্রকাশের ভেদ থাকিলেও তিনি তাঁহার সকল মূর্ত্তিতেই পূর্ণ এবং মূলতঃ এক। পুরুষাবতারগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহেন। ভগবান্ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তি।

নমোঽস্তু বিশ্বরূপায় বিশ্বানুগায় সর্বতঃ।
জনহৃদি নিবিষ্টায় সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে॥
সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বাতীতায় দীব্যতে।
বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তয়ে শ্রেয়ঃসদাশ্রয়ে নমঃ॥

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—এ জগতে নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধু কে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৬৮ ধৃত শ্রীনৃসিংহপুরাণবাক্য)

শ্রীহরিনামকীর্ত্তনকারী ভক্তই জীবের একমাত্র নিঃস্বার্থ বন্ধু।

শাস্ত্র আরও বলেন—

একান্ত নামেতে আশ্রয় আছে যাঁর।
সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার॥
জড়-কর্ম্ম-জ্ঞান চেষ্টা ছাড়ি সেই জন।
শুদ্ধভক্তি ভাবে নাম করেন উচ্চারণ॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ ও রাধা যে অভেদ বস্তু, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন —

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে তব প্রাণাধিকাপ্যহম্।
ন কিঞ্চিনাবয়োর্ভিন্নং একাঙ্গং সর্ব্বদৈব হি॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

হে রাধে, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়, আমিও তোমার প্রাণাপেক্ষা বেশী প্রিয়। তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই। আমরা অভিন্ন।

শাস্ত্র বলেন—রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'॥
(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—বিগ্রহ ও নাম কি একই বস্তু ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

'একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তম্।'
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৮ দুর্গমসঙ্গমনী টীকা)

সচ্চিদানন্দরসময় তত্ত্ব এক অদ্বয় বস্তু। সেই অদ্বয় তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম'—এই দুই রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রশ্ন—স্মার্ত্তগণের হরিনামকীর্ত্তনের কি ফল ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

"যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদিনামাপরাধবলেন ঘোর-সংসারমেব প্রাপ্যন্তে।"
(ভাঃ ৬।২।৯-১০ সারার্থদর্শিনী টীকা)

অজামিল দুরাচার হইয়াও নামভাস বলে বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্মার্ত্তগণ সদাচার সম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া এবং বহুনাম গ্রহণ করিয়াও সেরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। যে হেতু তাঁহারা নামে অর্থবাদ ও অর্থকল্পনাদি অপরাধদোষে নামাপরাধ ফলে ঘোর সংসারই লাভ করেন।

প্রশ্ন—জীব কি ভগবানের দাস ?

উত্তর—হাঁ। পরমাত্মসন্দর্ভধৃত পদ্মপুরাণবচন—

'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।'

জীব শ্রীহরিরই দাস, কখনও অন্য কাহারও দাস নহে।

প্রশ্ন—সুখ লাভের উপায় কি ?

উত্তর—শ্রুতি বলেন—

'রসো বৈ সঃ। আনন্দং ব্রহ্ম। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'।

কৃষ্ণই আনন্দমূর্ত্তি। সেই ভগবানকে লাভ করিতে পারিলেই জীব প্রকৃত সুখী হইতে পারে।

প্রশ্ন—প্রেমানন্দ লাভ কাহার হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

নামাত্মকো গৌরদেবো যস্য চেতসি বর্ত্ততে।
স সর্ব্বং বিষয়ং ত্যক্ত্বা ভাবানন্দো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
(শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্র-নাম-স্তোত্র ১১২)

প্রশ্ন—জিহ্বার সার্থকতা কিসে হয়?

উত্তর—

কিমাত্মনা যত্র ন দেহ কোট্যো
দেহেন কিং যত্র ন বক্ত্র কোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং যত্র ন কোটি-জিহ্বাঃ
কিং জিহ্বয়া যত্র ন নামকোট্যঃ॥
(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত অনুরাগবল্লী)

নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনেই জীবন ও জিহ্বা সার্থক হয়।

প্রশ্ন—নামই কি উপাস্য?

উত্তর—হাঁ। 'নাম উপাস্য'—(ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

প্রশ্ন—মহাপ্রভুর প্রকাশিত প্রেমরহস্য কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণও জানিতেন না?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩)

কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান, ও অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না, বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, অধিক কি শ্রীগোবিন্দপ্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য (অর্থাৎ পারকীয়চাতুর্য্যহীন স্বকীয় প্রেমসেবারত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য), সেই গূঢ় প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তনদ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি।

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে কি সকল দেবতাই প্রসন্ন থাকেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মৎস্যপুরাণ বলেন—
'সুপ্রসন্নে গুরৌ যস্মাৎ তুষ্যন্তি সর্ব্বদেবতাঃ।'
(হঃ ভঃ বিঃ ১৯।১২০)

প্রশ্ন—নাম-সংকীর্ত্তনই কি মুখ্য ভক্তি বা শ্রেষ্ঠতম ভক্তি?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণস্য নানাবিধকীর্ত্তনেষু
তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮)

টীকা—'তত্র চ শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনমেব সেব্যমিত্যাশয়েনাহুঃ—কৃষ্ণস্যেতি। নানাবিধেষু বেদপুরাণাদিপাঠকথাগীতস্তবত্যাদিভেদেন বহুপ্রকারেষু কীর্ত্তনেষু মধ্যে তস্য কৃষ্ণস্য নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। কুতঃ? দ্রাক্ অবিলম্বেনৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেমসম্পদো জননে আবির্ভাবণে স্বয়ং অন্যনৈরপেক্ষ্যেণৈব শক্তং সমর্থম্। ততঃ তস্মাদ্ধেতোর্ধ্যানাদিতি বা তৎ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনমেব শ্রেষ্ঠতমং মতং সদ্ভিরস্মাভির্বা।'

প্রশ্ন—নিজপ্রিয় নামেই কি সুখে, অনায়াসে ও শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তি হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েনাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬০)

টীকা—নন্ন ভগবন্নাম্নাং মহিমনি তারতম্যং ন কেনাপি মন্যেত সর্ব্বেষামপি প্রত্যেকমপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যোক্তেঃ। সত্যং, তথাপি মনোরত্যা শীঘ্রমনায়াসেনার্থসবিকত্বাৎ কল্পোতেত্যাহুঃ— সর্ব্বেষামিতি। অপি চেৎ যদ্যপি সমানস্তুল্য এব মহিমা, একেনৈব চিন্তামণি অশেষার্থসিদ্ধেঃ বহুভিস্তৈরলমিতিবদেকস্য ভগবন্নাম্নঃ সহস্রতুল্যতোক্ত্যা অনন্ততাপর্য্যবসানাৎ। তথাপি স্বস্য সেবকস্য প্রিয়েণ মনোরমেণ ভগবন্নাম্না। অতএব রামনামপ্রিয়ৈরুক্তম্—

'সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে' ইত্যাদি॥

নিজাভীষ্ট বা নিজ প্রিয় শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই জীব শীঘ্র সুখে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—শ্রীনারায়ণের ভোজনের সময় কে থাকেন?

উত্তর—শ্রীনারায়ণের ভোজনাদি সময়ে তথায় কেহ থাকিতে পারে না। তাহাতে একমাত্র লক্ষ্মীর অধিকার।

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।৯১ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি জীবকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত?

উত্তর—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমি সর্ব্বক্ষণ জীবের প্রতি উন্মুখ। 'অহন্তু সর্ব্বথৈব ত্বদুন্মুখঃ'। কিন্তু জীব আমার প্রতি উন্মুখ না হইলে আমি আর কি করিব?

এই কথা শুনিয়া কোন ভক্ত বলিতেছেন—হে প্রভো, সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে বৈকুণ্ঠে আনেন নাই কেন? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—বেদাদি শাস্ত্রে মৎপ্রাপ্তির যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা আমি কি করিয়া লঙ্ঘন করিব? শাস্ত্রে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ যে নাম-কীর্ত্তনাদির নিয়ম আছে, ঐরূপ কোন ছল না পাইলে আমি তোমাকে কি করিয়া বৈকুণ্ঠে আনিব? সঙ্কেত-পরিহাসাদিরূপেও আমার নামকীর্ত্তনাদির দ্বারা আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ হয় নাই যে, সেই সম্বন্ধ অবলম্বনে মৎকৃত নিয়ম অতিক্রম না করিয়া অজামিলাদির ন্যায় তোমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিব।

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।৮৪ টীকা)

শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন—আমার প্রতি তোমার উপেক্ষা বা উদাসীনতা দেখিয়া বুঝিলাম যে, তুমি আমাকে কোনপ্রকারেই অনুগ্রহ করিবে না। আমার প্রতি তোমার এই প্রকার কৃপা-রাহিত্য দেখিয়া আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। পরে আমি দয়ার্দ্র হইয়া স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজপ্রিয়তম শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধনক্ষেত্রে তোমাকে জন্ম গ্রহণ করাইলাম এবং তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমিই জয়ন্ত নামে তোমার গুরু হইলাম।

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।৮৫-৮৬ টীকা)

প্রশ্ন—ব্রহ্মের কি লীলা নাই?

উত্তর—না। ব্রহ্ম নির্গুণম্ কারুণ্যাদিগুণহীনং। নিঃসঙ্গং ভক্তজনসঙ্গাদি-রহিতম্।

ব্রহ্ম নির্ব্বিকার—চিত্ত-আর্দ্রতারূপ ক্রিয়ারহিত অর্থাৎ ভক্তের করুণ ক্রন্দনেও তাঁহার চিত্ত বিগলিত হয় না। অথবা শ্রীমূর্ত্তির বৈভবাদি-প্রকটনরূপ পরিণাম-রহিত।

ব্রহ্ম নিরীহিত—বিচিত্র মধুরলীলাহীন। এজন্য লীলা-মাধুর্য্যে ভক্তের মন হরণ করেন না। এতাদৃশ ভগবত্তা-হীন বস্তু কখন সচ্চিদানন্দঘন হইতে পারে না। এই জন্য তাঁহার অনুভবে তাদৃশ সুখ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপ হইয়াও সুখের আধার। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল সুখমাত্র—সুখের আধার নহেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।২।১১৭,১৮১ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কি?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ। তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।

ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎ প্রাপ্তির হেতু অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা ব্যতীত ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ প্রাপ্তিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (ভাঃ ২।৭।৪২)—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

অন্বয়ার্থঃ— স ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব যেষাং যান প্রতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ, তত্র চ যদি নির্ব্ব্যলীকং নিশ্ছিদ্রং দয়য়েৎ, তদা তে সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বভাবেন আশ্রিত-চরণারবিন্দাঃ সন্তঃ সুদুস্তরামপি দেবস্য তস্য মায়া-মতিতরন্তি। চকারাৎ মুক্তিমপি তুচ্ছীকৃত্য শ্রীবৈকুণ্ঠং যান্তি চ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণলক্ষণমিত্যাহ—নৈষামিতি। শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে মমাহমিতিধীর্ন

ভবতি, কিন্তু ভগবৎপরেষু এব ইতি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, সেই কৃপা যদি নিশ্ছিদ্র বা নিষ্কপট হয়—অমায়ায় কৃপা হয়, তবেই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তচ্চরণে আশ্রয় লইয়া এই দুস্তরা মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বৈকুণ্ঠেও গমন করেন। মায়া উত্তীর্ণ হইবার প্রত্যক্ষ লক্ষণ এই যে, কুকুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে তাঁহাদের 'আমি আমার' বুদ্ধি থাকে না, পরন্তু 'আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার' এইরূপ ভগবৎসম্বন্ধ হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।৮৬ টীকা)

প্রশ্ন—শিষ্যের পাপ কি গুরুকে গ্রহণ করিতে হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

মন্ত্রীর দোষ যেমন রাজাতে, পত্নীর পাপ যেমন পতিতে উপগত হয়, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ শিষ্যের যাবতীয় পাপ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন। (হঃ ভঃ বিঃ)

প্রশ্ন—কোন্ মন্ত্র গ্রহণীয়?

উত্তর—কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তা। অন্য দীক্ষা যিনি গ্রহণ করেন, তিনি নির্ব্বোধ। (হঃ ভঃ বিঃ)

প্রশ্ন—প্রকৃত শিষ্য কে?

উত্তর—প্রকৃত শিষ্য যিনি গুরুদেবতাত্মা, নিরলস, দম্ভহীন, পবিত্রচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্, ইষ্টদেবের (গুরুকৃষ্ণের) সেবারত, স্নিগ্ধ, নির্ম্মম অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা-শূন্য ও গুরুর প্রতি দৃঢ় সৌহার্দ্দ্যযুক্ত হন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য।

(হঃ ভঃ বিঃ)

প্রশ্ন—বৈরাগ্য কি?

উত্তর—কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ অর্থাৎ ভগবৎ সুখার্থ স্বসুখবাঞ্ছাত্যাগই বিরাগ বা বৈরাগ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ শাস্ত্রের দুই গুণে'—এর নাম কৃষ্ণভক্তের বিরাগ, অপর নিত্য নবনবায়মান-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সাধনই বিলাস।

প্রশ্ন—অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ কি অবশ্য করণীয়?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—আপনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, তাহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টী সেরূপ নহে। গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে গুরু-কৃপায় সে সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপের পরিচয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্য প্রতীতি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা সাধুগুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধপরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সব বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধকের ভজনের উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহা প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল লীলাস্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা-মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে এবৎসর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠবাসী সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত ১৪৫ মূর্ত্তি গত ১৯শে আষাঢ় (১৩৭৪), ইং ৪ঠা জুলাই, ১৯৬৭ মঙ্গলবার রাত্রি ১০-৩৩ মিঃ এ মাদ্রাজ জনতা-এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগি যোগে হাওড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিয়া ৫ই জুলাই বেলা প্রায় ১১টায় ভুবনেশ্বর ষ্টেসনে পৌছান। পথিমধ্যে আরও কতিপয় ভক্ত বিভিন্ন ষ্টেসন হইতে উঠিয়া যোগদান করেন। তৎপর শ্রীপুরীধামে যাত্রিসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৬২ বা ততোঽধিক মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রহ্মচারী ও পূজারী ব্রাহ্মণ সহ পূর্ব্বদিবস ভুবনেশ্বরে পৌছিয়াছিলেন। বিন্দুসরোবর তটস্থ দুধওয়ালা ধর্ম্মশালা যাত্রীদের বিশ্রামার্থ ব্যবস্থিত হইয়াছিল। যথাসময়ে যাত্রীদিগকে আনিবার জন্য একখানি বাস ভুবনেশ্বর ষ্টেসনে প্রেরিত হইলেও দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ বাস খানি পথিমধ্যে অচল হইয়া পড়ায় অল্পসংখ্যক রিক্শা যোগে যাত্রীদের উক্ত ধর্ম্মশালায় পৌছিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। যাহা হউক ধর্ম্মশালায় পৌছিয়া আমরা শীঘ্র বিন্দুসরোবরে স্নান ও তিলকাহ্নিকাদি সমাপনান্তে পূজনীয় শ্রীল আচার্য্য দেবের আনুগত্যে প্রথমে শ্রীভুবনেশ্বর মন্দিরে যাই। পাণ্ডা আমাদিগকে প্রথমে শ্রীগণেশ ও শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মন্দির দর্শন করাইয়া শ্রীভুবনেশ্বর মন্দিরে লইয়া যান। আমরা আচার্য্যানুগমনে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজীর আনীত মহাতীর্থ বিন্দুসরঃস্থ জল ও পুষ্পাদি দ্বারা জগদ্গুরু ক্ষেত্রপাল শ্রীভুবনেশ্বর মহাদেবের পূজা বিধান করি, ভুবনেশ্বর হরিহর অভিন্ন তনু। এজন্য এই মন্দিরের বহির্দ্দেশস্থ স্তম্ভে গরুড় ও বৃষভ এই যুগ্মমূর্ত্তি বিদ্যমান। শ্রীহরির প্রিয়তম বিচারেই শ্রীহরকে হরির সহিত অভিন্নাত্মা বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৬ষ্ঠ স্কন্ধ) শ্রীশিবকে ভাগবতধর্ম্মবেত্তা দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ (১২শ স্কন্ধ) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৩ সং) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদ দৃষ্টিকে তৎপ্রিয়তমত্ব রূপেই বিচার করিয়া থাকেন। সদাশিবতত্ত্ব বিষ্ণুকোটি হইয়াও স্বাংশাভাসরূপে বিচারিত হইয়া থাকেন। শ্রীগোপীশ্বর বা গোপেশ্বর সদাশিবের প্রণামমন্ত্রেই আমরা শ্রীভুবনেশ্বর জিউকে প্রণাম করিলাম—"জয় বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতননারদেড্য গোপীশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥" শ্রীভুবনেশ্বরের গর্ভমন্দিরে প্রবেশপথে পাণ্ডা আমাদিগকে এক 'দামোদর' মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বলিলেন—প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে ইঁহার বিশেষ শৃঙ্গার-সেবা ও পূজাভোগ-রাগাদি হইয়া থাকে। অতঃপর আমরা চক্রবেড়স্থিত বিভিন্ন মন্দির দর্শন করিলাম। বিশাল লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি, জগন্নাথ, গোপালিনী শক্তি পার্ব্বতী দেবী, গোপাল-মূর্ত্তিধারিশিব, 'শঙ্করবাপী', শ্রীভুবনেশ্বর ও তদারাধ্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব জিউর বিজয় বিগ্রহ প্রভৃতি দর্শনান্তে আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটস্থ শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে গমন করি। নাট্যমন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী গরুড় মূর্ত্তিকে

প্রণাম করিয়া গর্ভ মন্দিরে যাই এবং রত্নবেদীতে বিরাজিত শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ ইঁহারাই—শ্রীঅনন্ত, সুভদ্রা (স্বরূপশক্তি) ও বাসুদেব এবং শ্রীবাসুদেব-জগন্নাথ-সান্নিধ্যে তৎসম্মুখে বিরাজিত শ্রীমহালক্ষ্মী ও শ্রীসুদর্শন-চক্র দর্শন করি। শ্রীমন্দির ও শ্রীঅনন্ত বাসুদেব শ্রীমূর্ত্তি অতীব প্রাচীন। আশু সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দর্শক মাত্রই বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বেলা অত্যধিক হইয়া পড়ায় ক্ষিপ্রতার সহিত ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তণ করি এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেব জিউর প্রসাদ-সেবার সৌভাগ্য বরণ করি।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, নারায়ণপ্রভু (মুখার্জীপ্রভু), আমাদের পুরীর পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়ার ছড়িদার ও আমাকে একখানি ট্যাক্সিযোগে অগ্রেই শ্রীপুরীধামে পাঠাইয়া দেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শ্রীপুরীধামে আমাদের বিশ্রামস্থল দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় পৌছাই। শ্রীল আচার্য্যদেব একটু পরে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমংতীর্থ মহারাজ, আশ্রম মহারাজ, গিরি মহারাজ প্রমুখ মঠসেবক এবং অন্যান্য যাত্রিগণকে লইয়া বাসযোগে রাত্রি প্রায় ৯ টায় উক্ত ধর্ম্মশালায় পৌছান। কতক যাত্রীকে বাস অভাবে ট্রেণেও আসিতে হইয়াছিল। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীজী উঁহাদিগকে লইয়া সর্ব্বশেষে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌছান। উক্ত দুধওয়ালা ধর্ম্মশালার দ্বিতলোপরি আমাদের সকলেরই থাকিবার স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল। ধর্ম্মশালাটি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটে বড় রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত এবং বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন।

শ্রীভুবনেশ্বর-কথা

'স্বর্ণাদ্রি মহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর মহাতীর্থের বহু প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। 'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই—এই ক্ষেত্রের পালক। 'লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ' এই ব্যুৎপত্তিক্রমে সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে ত্রিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া এই ক্ষেত্রে বিরাজমান। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা হস্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেবরূপে এই ক্ষেত্র পালন করিতেছেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'। এজন্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্ব্বে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম ফলদায়ক হয় না। শ্রীঅনন্তবাসুদেবে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই শ্রীবাসুদেব-প্রিয় ভুবনেশ্বরের কৃপা লাভে সমর্থ হন।

শ্রীভগবতী ভুবনেশ্বরী শ্রীভগবান্ শম্ভু-মুখে বারাণসী হইতেও অধিকতররূপে একাম্রকতীর্থ ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে সেই স্থান দর্শনাভিলাষিণী হইলে বৈষ্ণব-রাজ শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে অগ্রে তথায় গমন করিতে বলিয়া পশ্চাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পতিদেবতার অনুমতিক্রমে দেবী সিংহবাহিনী অবিলম্বে ভুবনেশ্বর আসিয়া দেখিলেন, কৈলাস হইতেও সেই স্থান অতীব মনোরম। সেখানে শুক্লকৃষ্ণবর্ণ এক মহালিঙ্গ দেখিয়া দেবী বিবিধোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। একদা পুষ্পচয়নার্থ বনান্তরে গমনকালে দেবী দেখিলেন—এক হ্রদমধ্য হইতে সহস্র শ্বেতবর্ণ গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গোপরি অজস্র দুগ্ধধারা বর্ষণ করতঃ সেই লিঙ্গ প্রদক্ষিণান্তে যথাস্থানে প্রস্থান করিল। আরও একদিন ঐরূপ দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। একদা 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অসুর-ভ্রাতৃদ্বয় বনভ্রমণকালে গোপালিনী বেষধারিণী দেবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আসুর স্বভাববশতঃ তৎসমীপে তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ দেবী অসুর-সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া পতিদেবতার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিবামাত্র শ্রীশম্ভু গোপাল-বেশ ধারণ পূর্ব্বক গোপালিনীবেষধারিণী সতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মহাদেব কহিলেন, "সতি! তোমার আমাকে অকস্মাৎ স্মরণের কারণ সকলই অবগত আছি। তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে

না, ঐ অসুরদ্বয় তোমার হস্তে নিধনলাভার্থই ভগবদিচ্ছায় কাল-প্রেরিত হইয়া ত্বৎসমীপে উহাদের ঐরূপ দুষ্টঅভিসন্ধি জ্ঞাপন করিয়াছে। দ্রুমিল নামে এক নরপতি এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, তাঁহার কৃত্তি ও বাস নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তোমাকেই ঐ দুর্ব্বৃত্তদ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

সতী পতিদেবতার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গোপালিনী-বেষেই সেই ক্ষেত্রে বন ভ্রমণ করিতে করিতে অল্পকাল-মধ্যেই ঐ অসুরদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক কহিলেন—'হাঁ, আমি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারি ; কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব।'

সতীর বাক্যশ্রবণে অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর বিবদমান হইয়া পড়িলে দেবী স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদস্থাপন করত দণ্ডায়মানা হইয়া বিশ্বম্ভরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অসুরদ্বয় সতীর পদভারে বিনষ্ট হইল। সতী অসুরবধান্তে অতীব তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া নিদ্রাচ্ছন্না হইলে মহাদেব তাঁহার তৃষ্ণানিবারণার্থ ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদীর্ণ করত একটি বাপী প্রকাশ করেন। উহাই 'শঙ্কর-বাপী' নামে প্রসিদ্ধ। দেবী একটি নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জলপানেচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাদেব দেবীর ইচ্ছা পূরণার্থ ত্রিভুবনের তীর্থসকলকে আনয়ন এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য স্বীয় বাহন বৃষভরাজ নন্দীকে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর বৃষভাহূত তীর্থ সকলকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ্বর ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণ পূর্ব্বক একটি হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই হ্রদে তীর্থ সকলকে বিন্দু বিন্দু রূপে গলিত হইবার আদেশ জ্ঞাপন করিলে শঙ্করাদেশে তীর্থ সমূহ হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। হ্রদ দিব্য জলপূর্ণ হইল। শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন ও ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। শঙ্করও অনুচরগণের সহিত তাহাতে স্নান করিয়া কহিলেন, এই মহাতীর্থ অদ্যাবধি 'বিন্দু-সরোবর' নামে প্রসিদ্ধ হইল, শঙ্করবাপী ও বিন্দু-সরোবরের মাহাত্ম্য অনন্ত, ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থে স্নান সম্পন্ন হইবে। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু দেবদেব জনার্দ্দনকে কহিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীঅনন্তের সহিত এই বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে মূর্ত্তিদ্বয়ে (শ্রীঅনন্ত ও শ্রীবাসুদেব) অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামক হউন ও ক্ষেত্র পালন করুন।" তদবধি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অনন্তবাসুদেব শ্রীভুবনেশ্বরের নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে সেই বিন্দু-হ্রদের পূর্ব্বতীরে অবস্থান পূর্ব্বক নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি দানে কৃপা করিতেছেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা শ্রীভুবনেশ্বর শম্ভুর অর্চ্চন হইয়া থাকে।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' আরও বলেন—ভুবনেশ্বরের বিন্দু-হ্রদ 'মণিকর্ণী' নামেও খ্যাত, ইহা সর্ব্বতীর্থসার। এই মণিকর্ণীতে স্নানান্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিতই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণাধিক ফল লাভ হয় এবং এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বিধান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয় তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। এই বিন্দুসরোবরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা ও নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডারা শ্রীমদনমোহনকে ভুবনেশ্বরের 'প্রতিনিধি' বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 'প্রতিনিধি' শব্দ চলিতার্থ-প্রতীতি-বৎ অধীন-পুরুষার্থ-বাচক নহে। ভুবনেশ্বর শ্রীমদন-মোহনকে স্বীয় প্রভু বা শক্তিমত্তত্ত্ব বিচারে, নিজে ভোগ না করিয়া, যাবতীয় ভোগ্য বিষয়, সর্ব্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবকে ভোগ করান বলিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার 'প্রতিনিধি' বা 'বদলী' বলা হইয়াছে। তিনি নিজ

পূজার পরিবর্ত্তে প্রভুর পূজাই বরণ করিয়া থাকেন, কখনও নিজে কোন পূজা গ্রহণ করিলেও তাহা প্রভুর ভৃত্যবিচারে—প্রভুর প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করেন; স্বতন্ত্র বিচারে নহে। এজন্য লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য হইলেও শিব-নির্ম্মাল্য-দূষণপর বাক্যগুলি কদাপি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা স্বয়ং বৈষ্ণবী-শ্রেষ্ঠা অন্নপূর্ণা গৌরীদেবী এবং ভোক্তা শ্রীসনাতন ব্রহ্ম। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদসেবী বৈষ্ণবরাজ ভুবনেশ্বরের প্রসাদ মহামহাপ্রসাদ, তাহা ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার—পরম পবিত্র বস্তু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণেরও উহা পরম আদরণীয় ও সসম্মানে ভোজনীয়। এই মহামহাপ্রসাদ সেবনে বাহ্য অভ্যন্তর উভয়ই পবিত্র হয়, স্বয়ং অনন্তদেবও ইহার মাহাত্ম্য অনন্তবদনে বর্ণনা করিয়াও অন্ত পান না। ভুবনেশ্বরকে কেহ পূজা ও ভোগ সমর্পণ করিলে বৈষ্ণবরাজ শম্ভু তখনই তাহা স্বীয় প্রভুকে নিবেদন করিয়া প্রভুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বরের পূজা ও ভোগাদি-গ্রহণবিধি বহু কাল হইতে প্রচলিত। তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ বা চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাসাদিতে বহির্গমনের পরিবর্ত্তে স্বীয় নিত্যপ্রভু শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল ভোগ করাইয়া বৈষ্ণবোচিত আদর্শপ্রদর্শন-দ্বারা জগদ্গুরুরূপে জগদ্বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের রথ বা বিমানাদি তৎপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবের বিজয়-বিলাসার্থই জানিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরে যে শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, তাহা চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ নহেন। মদনমোহনের দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে 'বর' ও উপরিভাগে 'পরশু' এবং বামহস্তের উপরিভাগে 'মৃগ' ও নিম্নভাগে 'অভয়' সূচক চিহ্ন শোভিত। 'পরশুমৃগবরাভীতিহস্ত'-শিবপ্রিয় ভগবান্ ভক্তবাৎসল্য-হেতু ভক্তপ্রীত্যর্থ ভক্তচিহ্ন ধারী।

ভুবনেশ্বরের মূলমন্দিরের দক্ষিণদেশে একটি মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, পঞ্চবক্ত্র মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়-বিগ্রহ, চতুর্ভুজ হরিহরমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত। শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দিরের সিংহদ্বারাভ্যন্তরে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ন্যায় শ্রীভুবনেশ্বরের 'পতিতপাবন'-মূর্ত্তি বিরাজমান। ঐ সিংহদ্বারেই পুরীর আনন্দবাজারের ন্যায় প্রসাদাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদি বিচার করা হয় না। সিংহদরজা অতিক্রম করিয়া শ্রীভুবনেশ্বরের গর্ভ মন্দিরে প্রবেশপথে একটি মন্দিরে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ন্যায় শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজমান। ইনি চতুর্ভুজ শান্ত-মূর্ত্তি, ইঁহার উপরিভাগের দক্ষিণহস্তে 'চক্র' ও উপরিভাগের বাম হস্তে শঙ্খ এবং নিম্নের দুই হস্তে বেদ-পুস্তক ও অঙ্কে শ্রীলক্ষ্মী দেবী। মূলমন্দিরের দক্ষিণে ভোগশালা; এখানে চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারিবে না, এইরূপ শাসনবাক্য আছে। ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পাণ্ডা পালাক্রমে ভোগ রন্ধন করেন। মূলমন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ হরিহর-মিলিত তনু ভুবনেশ্বরের অঙ্গ চক্রাকার, তাঁহাতে পাণ্ডারা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারা এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি দশাবতার দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদ্বারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও তাহা 'সিংহদ্বার' নামে খ্যাত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ সিংহ মূর্ত্তি। সুবৃহৎ প্রাকারের ভিতর-বরাবর ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথরের গাঁথুনি রহিয়াছে, ইহারই একপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দির-সমক্ষে বাহিরে গরুড়-বৃষভস্তম্ভ, মন্দিরাভ্যন্তরে সম্মুখ ভাগে ভোগ-মণ্ডপ, তৎপশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপশ্চাৎ জগমোহন, তৎপশ্চাৎ মূলমন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভমন্দির অবস্থিত। পশ্চিমদিকস্থ চত্বর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় আছে, তন্মধ্যে ২০ ফুট উচ্চ একটি মন্দির আছে, উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতেও প্রায় ৫।০ ফুট নিম্নে। তথায় এক লিঙ্গ বিদ্যমান। ~~ইহা~~

ক্রমশঃ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে বিগত ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণতৃতীয়া প্রাতে শ্রীবৃন্দাবন ধামেনির্য্যাণলাভ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান কেরালা। আনুমানিক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে গোপালপুরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ থাকাকালে ইনি মঠের সংস্পর্শে আসেন। তৎকালে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের ও তাঁহার কতিপয় সতীর্থ গুরুভ্রাতৃগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ক্রমশঃ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ দীর্ঘকাল মঠের সেবা করেন। ইনি ইংরাজী, হিন্দী, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম্ ও বাংলা ভাষায় হরিকথা ও বক্তৃতাদি করিতে পারিতেন।

ইনি শ্রীল আচার্য্যদেবের সাহচর্য্যে শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ইনি কএকবার কলিকাতা মঠে আসিয়াছিলেন এবং হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবাদিতেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী প্রভু দীর্ঘকাল একই সঙ্গে অবস্থান করতঃ অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারে ইঁহার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। নির্য্যাণ লাভের পূর্ব্বে ইনি বিশেষ অসুস্থ হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণও ইঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রচুর যত্ন করেন। ইঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ (হরিদাসী)—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ ('হরিদাসের মা' বা 'হরিদাসী' নামে পরিচিতা) প্রায় ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গত ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট রাত্রি ১২·৩০ টায় কলিকাতায় নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের আলয়ে হরিকীর্ত্তনমুখে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী স্বধামগত শ্রীহরকুমার ঘোষের পত্নী ছিলেন। ইনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণা অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। ইনি মঠের ভক্তগণসমভিব্যাহারে শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীপুরীধাম পরিক্রমা এবং দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র শ্রীহরিদাস ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, শ্রীবিষ্ণুদাস ঘোষ ও শ্রীনারায়ণদাস ঘোষ জননীর শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে উপনীত হন এবং তথায় তাঁহার অন্তিমকৃত্য সম্পন্ন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী আদি কতিপয় মঠসেবক শ্মশান ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ সকলেই বিশেষ বিরহবেদনা অনুভব করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিপুল আয়োজন

সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনমুখে দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ও অন্যান্য দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ দর্শনের বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে।

"গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধপ্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ সপ্তাহত্রয়ের জন্য অবসর লইয়া সাধু ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলনমুখে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থ পরিক্রমার এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রাঃ—আগামী ১ কেশব, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ, ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪, ১৮ নভেম্বর শনিবার রিজার্ভ কোচে হাওড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করা হইবে এবং পরিক্রমান্তে ২৩ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর রবিবার হাওড়া ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করা যায়।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ—(১) **পুরী** (শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদধৌতি স্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা, ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ, ভূষণ্ডী কাক, সাক্ষীগোপাল, নৃসিংহদেব, লক্ষ্মীমন্দির, বিমলাদেবী, আনন্দবাজার, স্নানবেদী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, শ্বেতগঙ্গা, কাশীমিশ্রের ভবন বা গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, সমুদ্র, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, স্বর্গদ্বার, ভক্তিকুটী, চটকপর্ব্বত, টোটা গোপীনাথ, যমেশ্বর শিব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠ, শ্রীজগন্নাথ-উদ্যান, নরেন্দ্র-সরোবর, আঠারনালা, শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির, নৃসিংহমন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, চক্রতীর্থ), (২) **সিংহাচলম্** (শ্রীজিয়র নৃসিংহ মন্দির, শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির), (৩) **কভুর** (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ মিলনস্থান, গোষ্পদতীর্থ, গোদাবরী স্নান), (৪) **মঙ্গলগিরি** (পানানৃসিংহ), (৫) **রেণীগুণ্টা** (কালহস্তী, বালাজী তিরুপতি), (৬) **মাদ্রাজ** (পার্থসারথী আদি), (৭) **চিঙ্গলপেট** (পক্ষীতীর্থ), (৮) **কাঞ্চিপুরম্** (বিষ্ণুকাঞ্চি ও শিবকাঞ্চি), (৯) **চিদাম্বরম্** (শ্রীনটরাজ), (১০) **ময়ূরম্**, (১১) **কুম্ভকোণম্** (শ্রীশার্ঙ্গপাণি, কুম্ভেশ্বর), **(১২) তাঞ্জোর**, (১৩) **রামেশ্বর**, (১৪) **মাদুরা** (মীনাক্ষী দেবী), (১৫) কেরলের রাজধানী **ত্রিবান্দ্রম্** (অনন্ত পদ্মনাভ), (১৬) **কন্যাকুমারী**, (১৭) **ত্রিচিনাপল্লী** (শ্রীরঙ্গম, কাবেরী স্নান), **(১৮) মাদ্রাজ**, (১৯) **হাওড়া**।

রিজার্ভ বগীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতে নাম রেজিষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় পত্র দ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৪। ১৪ পদ্মনাভ, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, সোমবার; ২রা অক্টোবর, ১৯৬৭। | ৮ম সংখ্যা

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্ব-সদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়া মাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময়-জগৎ নিত্য, অচিদ্বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময় বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদ্গুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে; আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিতে কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচার্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তির—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাত-কারক — বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাবরাজ্যে পূর্ত্তিকার্য্যই বর্ত্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে,

ইহাও একটী অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবল চিন্ময়তা ও বাস্তব বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেববিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতরণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-সূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত, সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বললাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্যই জগতে যে মহান্তগুরুও তাঁহার উপাদানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাবজনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরি-ভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানু-শীলনমুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে বিচারপরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক-অভাব জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

"বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই"

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

—শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।

"শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরা বিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ॥"

বৈষ্ণব দুইপ্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী এবং ভগবন্মন্ত্র-প্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী

হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এ জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্গুরু বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামি-মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এ সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়ালব্রতিগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্থ-লালসায় পাকে চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার-দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষরূপে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। কতকগুলি ভেকধারীর দোষে আজ কাল ভেকধারী বৈষ্ণবমাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎ শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম করিতে না পারিলে ভেকধারীর পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলির কোন প্রকার দুষ্ট কার্য্য ইহাতে আছে। আজকাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ কালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

শ্রীদামোদর-ব্রত

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর ব্রত, উর্জ্জ ব্রত বা নিয়ম-সেবার কথা শ্রীপদ্ম-পুরাণ, স্কন্দপুরাণাদি বহু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীদামোদর এই মাসের অধি-দেবতা ও এইমাসটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই মাসে অনুষ্ঠেয় ব্রত দামোদর-ব্রত বলিয়া খ্যাত। শ্রীহরির শয়ন

হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করা হয়। তন্মধ্যে চতুর্থ মাস—এই কার্ত্তিক বা দামোদর মাসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে শাস্ত্র শতসহস্র-মুখ হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশ নামে আমাদের যে দ্বাদশ তিলক রচিত হইয়া থাকে, শাস্ত্রে সেই দ্বাদশ নামেই দ্বাদশটি মাসের নামকরণ হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসই মার্গশীর্ষ মাস, এখান হইতেই পারমার্থিকগণের চান্দ্রমাসের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্র মাস। তাই শ্রীরাসপূর্ণিমার পরদিন হইতেই **কেশব**-মাসের প্রথম দিবস, তৎপর ক্রমে ক্রমে **নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর**—এই দ্বাদশমাস। দ্বাদশমাসের দ্বাদশ দেবতা। অবশ্য এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রেরই ঐ দ্বাদশ বৈভববিলাস (চৈঃচঃ মধ্য ২০শপঃ)। কেহ কেহ সূর্য্যসংক্রমণ-কাল হইতেই সৌরমাসগণনায় শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতে, কেহ বা একাদশী বা দ্বাদশ্যা-রম্ভপক্ষে, কেহ বা পৌর্ণমাস্যারম্ভ পক্ষে ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভকালে সঙ্কল্প মন্ত্র—

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ হে অচ্যুত, আমি শ্রীহরির শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস এই নিয়ম পালন করিব, আপনি তাহা নির্ব্বিঘ্ন করুন।

ব্রতে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি

বিনা নিয়মে যিনি চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন, ভবিষ্য-পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে জীবন্মৃত বলা হইয়াছে। **শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে** আমিষ ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। 'আমিষ' ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীসনাতন বলিয়াছেন—"স্বতএব আমিষ-ত্যাগনিবৃত্তি-ধর্ম্মনিরতশ্চামিষস্থানে মাষান্ ত্যজেৎ" (ঐ ১৫।৬১) অর্থাৎ আপনা হইতেই আমিষ-ত্যাগ-নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত ব্যক্তি 'আমিষ' স্থানে মাষসমূহ অর্থাৎ মাষকলাই, রাজমাষ (বরবটী কলাই) বা নিষ্পাব (শিম্বী বিশেষ) ত্যাগ করিবেন। ইহা ব্যতীত চারি মাসেই পটোল, পূতিকা (পুঁইশাক), কলিন্দ অর্থাৎ কলম্বী শাক, বৃন্তাক (বার্ত্তাকু বা বেগুণ), সন্ধিত (মদ্যে পরিণত কাঁজি বা আমানী জাতীয়) প্রভৃতি বর্জ্জনের বিধান আছে। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে দামোদর-ব্রত-কালে সর্ষপ তৈল, লঙ্কাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক গব্য ঘৃত, সৈন্ধবাদি সহ হবিষ্যান্ন গ্রহণ বিধেয়। নখরোমাদি সংরক্ষণ কর্ত্তব্য। তৈলমর্দ্দন, উত্তমশয্যা গ্রহণ, পরান্ন ভোজন, পরশয্যা-পরস্ত্রী-সম্ভোগ, কাংস্য-পাত্রে ভোজন, মধু, শুক্ত (কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অম্লদ্রব্য), সন্ধিত (আসবাদি মদ্য বিশেষ), (বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য ব্যক্তির পক্ষে) মৎস্য মাংসাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কার্ত্তিক মাসে মাংস খাইলে চণ্ডাল হয়। সম্ভব হইলে একভুক্তি অর্থাৎ একবার ভোজন পালনীয়, দিবা-স্বাপ অর্থাৎ দিবানিদ্রা বর্জ্জন কর্ত্তব্য এবং ভূমিশয্যা গ্রহণ বিধেয়। অসদালাপ, স্ত্রীসঙ্গাদি (পরদারগমন ত' সর্ব্বকালই নিষিদ্ধ, পরন্তু নিজভার্য্যা-সম্বন্ধেও ব্রহ্মচর্য্য-পালন কর্ত্তব্য) সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিকে দীপদান-মাহাত্ম্য

কার্ত্তিকমাসে চতুষ্পথ, রাজমার্গ, ব্রাহ্মণগৃহ, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ (গোয়াল), কান্তার (দুর্গমপথ) এবং গহন অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ্যস্থান—এই সকল স্থানেও দীপদানের মহাফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

বিশেষতঃ বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে, ভিতরে, বাহিরে, শীর্ষদেশে (চূড়ায়), শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে দীপদানের অশেষ মাহাত্ম্য আছে। সমগ্র কার্ত্তিক মাসে অথবা কেবল দ্বাদশীতে বিষ্ণুগৃহে কর্পূরসহ দীপ-দান-কর্ত্তা শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে দীপদানে শ্রীবিষ্ণু প্রীত হন, তদ্রূপ বৈষ্ণবালয়েও দীপ দান করিলে ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য শ্রীভগবান্ আরও অধিক প্রীত হইয়া থাকেন। গঙ্গা যমুনাদি পুণ্যনদীতট, তুলসীকানন, শ্রীধাম ও গ্রন্থভাগবতাদি-

স্থানে প্রদীপদানে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হন। অবশ্য দীপদানের মাহাত্ম্য সর্ব্বকালেই আছে, তথাপি বিশেষ ভাবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অত্যন্ত নির্ধন ব্যক্তিও আত্মবিক্রয় করিয়াও (বেতনাদিকং কৃত্বাপি) দীপ দান করিবেন। যে মূঢ় কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুমন্দিরে দীপ দান না করে, শাস্ত্র তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই স্বীকার করেন না। একদিকে সমস্ত দান, অন্যদিকে কার্ত্তিকে দীপদান-সমান না হওয়ায় দীপদানই অধিক। যে ব্যক্তি শ্রীহরি-সন্নিধানে অখণ্ড অর্থাৎ দিবারাত্রব্যাপী দীপ দান করেন, তিনি দিব্যকান্তি বিমানাগ্রে বিষ্ণুলোকে বিহার করেন। কার্ত্তিকমাসে পরদীপ-প্রবোধন ও বৈষ্ণব-সেবনের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। নিজে দীপদানে সমর্থ না হইলেও পরদত্ত দীপ প্রজ্বলিত করিবারও অশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কথিত আছে—একাদশীতে এক মূষিকার নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সলিতা টানিতে গিয়া প্রদীপটি অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠায় মুখ পুড়িয়া যায়। তাহাতে সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেই মন্দির মধ্যে পূজিত বিষ্ণুবিগ্রহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সেই মন্দির মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। ইহাতে সে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপদান ও শ্রীবিগ্রহ পরিক্রমণের ফল প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরে সুদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করত ভগবদনুগ্রহে এক বিষ্ণুভক্ত রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং প্রাক্তন সংস্কার-বশতঃ এক শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ-দান সেবায় আগ্রহযুক্ত হইয়া দেহান্তে পরমা গতি লাভ করে।

কার্ত্তিক মাসে শিখর-দীপদান-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরের শিখরস্থিত কলসোপরি দীপদানের অশেষ মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহরিমন্দিরের মধ্যেও দীপ-দানের বহু মাহাত্ম্য আছে। আবার শ্রীমন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে দীপমালা বা দীপ-পংক্তি রচনারও প্রচুর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভবিষ্য পুরাণ উত্থান একাদশী বা দ্বাদশী দিবস শ্রীমন্দিরকে দীপমালা শোভিত করিবার বহু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আকাশদীপ দানেরও বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকেশবকে উদ্দেশ্য করিয়া আকাশে বা জলে প্রদীপ দিতে হয়। আকাশদীপদানের মন্ত্র এইরূপ—

"দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

টীঃ—"তুলায়াং কার্ত্তিকে, লোলয়া—লক্ষ্ম্যা। যদ্বা লক্ষ্ম্যাংশকত্বাভিপ্রায়েণ প্রেমবিশেষেণ বা চঞ্চলয়া। অকারপ্রশ্লেষেণ বা ধীরয়া শ্রীরাধয়া সহ সহিতায়।"

অর্থাৎ হে দামোদর, কার্ত্তিক মাসে আকাশে লক্ষ্মীর সহিত তোমাকে প্রদীপ দান করিতেছি, তুমি অনন্ত বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। [শ্রীসনাতন টীকা—"তুলায়াং শব্দে কার্ত্তিকে, লোলয়া অর্থে লক্ষ্ম্যা অর্থাৎ লক্ষ্মীর সহিত। অথবা অংশকত্বাভিপ্রায়ে লক্ষ্মী বা প্রেমবিশেষে চঞ্চলা সহ। 'তুলায়ামলোলয়া'—এস্থলে অকার সংযোগে ধীরা শ্রীরাধাসহ।]

মথুরায় কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্য

দেশবিশেষে কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

কার্ত্তিক মাসে যে কোন স্থানে স্নান দান করিলে অগ্নিহোত্রতুল্য ফল এবং পূজায় তদপেক্ষা বিশেষ ফল হইলেও সাধারণ স্থানাপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ, গঙ্গায়ও তৎ সম, আবার পুষ্করে ও দ্বারকায় ততোঽধিক ফল হয়। হে শৌনক, কার্ত্তিক মাসে পূজা-স্নানদানাদি কৃষ্ণসালোক্য-প্রদ হইয়া থাকে। হে মুনিগণ, মথুরা ব্যতীত অযোধ্যা প্রভৃতি অন্যান্য পুরী উল্লিখিত ফলের সমান ফলপ্রদ হইলেও মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, যেহেতু ঐ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল।

কার্ত্তিকে মথুরায় পূজা ও স্নানাদিতে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। অতএব কার্ত্তিকে মথুরায় ফলের পরমাবধি হইয়াথাকে। মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখমাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কার্ত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়া, ইহার তুল্য উৎকর্ষ আর নাই। কার্ত্তিক মাসে মথুরায় স্নান করিয়া

দামোদরার্চ্চনে শ্রীকৃষ্ণবশ্যকরী সুদুর্ল্লভা ভক্তি সুখলভ্যা হইয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে মথুরায় মন্ত্রহীন, দ্রব্যহীন ও বিধিহীন পূজাকেও কৃষ্ণ 'সদর্চ্চন' বলিয়া মানিয়া থাকেন। যে পাপের মরণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত কার্ত্তিক মাসে মথুরায় দামোদরার্চ্চনই সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত। (অবশ্য মহাপাতকাদি পর্য্যন্ত নামাভাসে দূরীভূত হইবার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।) শাস্ত্রে মথুরায় দামোদর-ব্রতপালনের যে ফল কথিত হইল, ইহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ-মাত্র নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব-প্রমাণক। কার্ত্তিক মাসে মথুরায় দামোদরের পূজা করিয়া যোগতৎপর সনকাদি মুনিগণেরও দুর্ল্লভ যে ভগবদ্দর্শন, তাহা মাত্র পঞ্চবর্ষীয় বালক শ্রীধ্রুব শিশু হইয়াও শীঘ্র অর্থাৎ মাস-পঞ্চক-মধ্যেই সম্যক্প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতভূমিতে মথুরা সুলভা ও প্রত্যব্দ কার্ত্তিক মাসও সুলভ, তথাপি মূঢ়তাবশতঃ মনুষ্যগণ ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান হইতেছে! কার্ত্তিকে যিনি মথুরা-ধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবায় কি প্রয়োজন? যে সমস্ত মানব কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় একবারও প্রবেশ করেন, তাঁহারা পরম অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কার্ত্তিক মাসে মথুরায় নিজে হরিপূজা ত' দূরের কথা, অন্য হরিপূজক ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজাভাসেও যখন মানব দুর্ল্লভ ফল লাভ করিয়াছে, তখন ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে তথায় পূজা করিয়া যে আরও অধিক ফল লাভ করিবে, ইহাতে আর কথা কি? এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে—

"ধূম্রকেশ নামক একজন মহাপাপী রাজকুমার পিতা কর্ত্তৃক বিবাসিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়। পরে বেশ্যাসক্ত হইয়া সেই ব্যক্তি বেশ্যার প্রীত্যর্থ মথুরা পুরীতে চুরী করিতে গিয়া বৃন্দাবনান্তর্ব্বর্ত্তী ভগবৎপর সত্যব্রত নামক এক ব্রাহ্মণের চেষ্টা দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল। পরদিবস প্রভাতে রাজপুরুষগণ তাহাকে ধরিয়া বধ করে। সে যমালয়ে নীত হইলে ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক বহু সম্মানিত হয়। অতঃপর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তথা হইতে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিল।"

['মথুরা' বলিতে মাথুরমণ্ডল বুঝিতে হইবে। শুধু মথুরা সহর মাত্র নহে।]

কার্ত্তিককৃত্য-বিধি

অতঃপর কার্ত্তিক ব্রতের বিহিত কাল ও ব্রতকৃত্যাদির বিষয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে কহিতেছেন — আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিতে হইবে। রাত্রির শেষ প্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরণার্থ গাত্রোত্থান করত পবিত্র চিত্তে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর-দেবকে জাগাইয়া যথাবিধি মঙ্গলনীরাজন করিতে হইবে। অতঃপর নদ্যাদিতে গমন পূর্ব্বক আচমনান্তে সঙ্কল্প করিবে, তদনন্তর প্রভুর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া যথাবিধি অর্ঘ্য-দান করিবে।

সঙ্কল্প মন্ত্র :—কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

এস্থলে 'ময়া' অর্থ—'মা লক্ষ্মীঃ শ্রীরাধারূপা তয়া সহিতস্য তব প্রীত্যর্থং' (শ্রীসনাতন টীকা)।

অর্থাৎ "হে জনার্দ্দন, হে দেবেশ, হে দামোদর, শ্রীরাধার সহিত তোমার প্রীতি নিমিত্ত আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিব।"

প্রার্থনামন্ত্র :—"তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু॥"

অর্থাৎ "হে দেবেশ, তোমার ধ্যান সহকারে এই জলে স্নানার্থ উদ্যত হইয়াছি। হে দামোদর, তোমার প্রসন্নতা-হেতু আমার পাপ বিনষ্ট হউক।"

অর্ঘ্যমন্ত্র :—"ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিসূদন॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥"

অর্থাৎ "হে অসুরনাশন, আমি কার্ত্তিক মাসে

যথাবিধি ব্রতধারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়াছি, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

কার্ত্তিকমাসে নিত্যনৈমিত্তিক যে সকল কার্য্য করা যায়, তৎসমুদয়ই পাপনাশক। হে হরে শ্রীরাধার সহিত আপনি আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।"

অতঃপর তিল দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি নামোচ্চারণ পুরঃসর যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক তুলসী চন্দন ও সুগন্ধি মালতী, পদ্ম ও অগস্ত্য (বকফুল) পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীরাধাদামোদরের পূজা সম্পাদন করিবে।

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবগণসহ নিত্য ভগবৎকথা সেবা করিবে এবং দিবারাত্র ঘৃত বা তিল-তৈল-প্রদীপ-দ্বারা অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ ভাবে নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি একভক্তাদি অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন রূপ ব্রত অবলম্বন করিবে।

মোট কথা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৌচাদি কর্ম্মান্তে জলাশয়াদিতে স্নান ও তৎপর শ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চন করিবে। বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণনামগ্রহণ ও কৃষ্ণকথায় দিনযাপনই মুখ্যবিধি জানিবে।

কার্ত্তিক মাসে মৌন হইয়া ভোজনের বিধান আছে। দীপ দানও ঘৃত বা তিল তৈল সহযোগে করিতে হইবে। বিষ্ণুসমীপে বা দেবালয়ে অথবা তুলসী সমীপে কিম্বা আকাশে উত্তম দীপ দান করিবে।

ব্রত-নিয়ম-ভঙ্গ-বিচার

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে, পৌর্ণমাসীতে অথবা তুলাসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ করিবে। কিন্তু যে কোন দিনে আরম্ভ হউক, উত্থান একাদশীর পর দিন দ্বাদশীতেই ব্রত ভঙ্গের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত মহাভারত-বাক্য—

"চতুর্দ্ধা গৃহ্য বৈ চীর্ণং চাতুর্ম্মাস্যব্রতং নরঃ।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং তৎ সমাচরেৎ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা শক্ত্যা সংভোজ্য ভূসুরান্।
গৃহ্নন্ কৃতব্রতাচ্ছিদ্রং প্রদদ্যাদ্ দক্ষিণাদিকম্॥
দানং যথাব্রতং তেভ্যো দত্ত্বা পারণমাচরেৎ।
প্রবর্ত্তয়েচ্চ সন্ত্যক্তং চাতুর্ম্মাস্যব্রতেষু যৎ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৬।২১৫

অর্থাৎ মনুষ্য চারি প্রকারে অনুষ্ঠেয় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে সমাপন করিবে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া আচরিত ব্রতের (বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে গৃহীত ব্রতের) অচ্ছিদ্রতা গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাদি প্রদান করিবে। যেরূপ ব্রত, তদ্রূপ দান দিয়া পারণ করিবে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যে সমস্ত ভোজনাদি পরিত্যক্ত হইয়াছিল (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতেষু যৎ সংত্যক্তং তৎপ্রবর্ত্তয়েৎ ভক্ষণাদিকং কুর্য্যাৎ'—টীঃ), তাহা প্রবর্ত্তিত করিবে অর্থাৎ তৎসমুদায় ভোজনাদি করিবে।

ভবিষ্যোত্তরে ও বরাহপুরাণাদিতেও ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রতাকরণে দোষ

স্কন্দপুরাণাদিতে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ব্রত ধারণ করে না, সে ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী প্রভৃতি মহাপাতক-লিপ্ত। সে অবশ্যই নরকগামী হইবে। গৃহস্থ ব্যক্তি কার্ত্তিক ব্রত না করিলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাবতীয় কর্ম্ম বিফল হইবে, মহাপ্রলয়-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে নরক বাস করিতে হইবে। ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস সর্ব্বোত্তম ও পরমপবিত্র মাস, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া যাহারা এই কার্ত্তিক মাস নিয়মব্যতিরেকে ক্ষেপণ করে, তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পরাঙ্মুখ হন। ইহা অপেক্ষা মানুষের সর্ব্বনাশ বা দুর্দ্দৈবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

"ন কার্ত্তিকসমো মাসঃ ন কৃতেন সমং যুগম্।
ন বেদ সদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্।
কার্ত্তিকঃ প্রবরো মাসো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৬।২১

কার্ত্তিকব্রতের বিভিন্ন বিধি নিষেধাদি

যে সকল বস্তু নিত্য ভক্ষণ করা হয়, কার্ত্তিক মাসে তাহার কিছু সঙ্কোচ করিলেও পরম মঙ্গল লাভ হয়। চতুর্ব্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমস্থিত সকলেরই এই কার্ত্তিক ব্রত অবশ্য পালনীয়। কার্ত্তিক মাসে অন্নাদি দান, হোম, জপ ও তপস্যা কৃত হইলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পলাশপত্রে ভোজনের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে উহা না মিলে, সেখানে কদলীপত্রাদি ব্যবহার্য্য। তবে পলাশের মধ্যম পত্র বর্জ্জনের কথা আছে। পলাশপত্রকে ব্রহ্মপত্রও বলে। কার্ত্তিকমাসে তিলদান, নদীস্নান, সৎকথা শ্রবণ, সাধু সেবন, ব্রহ্মপত্রে ভোজন, গোগ্রাস, অরুণোদয়ে দামোদরের অগ্রে জাগরণ (রাত্রির শেষ চারিদণ্ড বিষ্ণুসন্নিধানে জাগরণকেই জাগরণ বলে), পিতৃলোককে কার্ত্তিকমাসে মহাপ্রসাদান্ন ও শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত নিবেদন, শ্রীভগবদগ্রে ভগবৎপ্রীত্যর্থ নৃত্য গীতবাদ্যাদি, বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা, শ্রীবিষ্ণুর অগ্রে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণলীলা পাঠ, স্তবস্তুতি, শ্রীবিষ্ণুকে যবনৈবেদ্য প্রদান, শ্রীবিষ্ণ্বগ্রে সকর্পূর অগুরু ধূপন (পোড়ান), ভূমিশায়ী প্রাতঃস্নায়ী ব্রহ্মচারী হবিষ্যাশী হইয়া পলাশপত্রে ভোজন ও শ্রীরাধাদামোদরার্চ্চন (পলাশপত্রের মধ্য পত্র ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অর্থাৎ উহাতে রুদ্রের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি উহা বর্জ্জন করিবে—'মধ্যস্থং ঐশ্বরং পত্রং বর্জ্জয়েদ্ ব্রাহ্মণেতরঃ' —হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৪১), শ্রীহরির পূজন এবং বিষ্ণুপ্রিয় খণ্ড ও ঘৃতান্বিত পায়স-নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন ও তৎপ্রসাদ-সেবন মহামহা-ফলপ্রদ।

কার্ত্তিকে বিশেষবিধি

ভক্তিসহকারে নিয়ম করিয়া কৃষ্ণকথা শ্রোতব্য, অন্ততঃ একটি শ্লোকের অর্দ্ধ বা একপাদশ্রবণও মহাফলদায়ক। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশবাগ্রে পুণ্যস্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রোতব্য। কার্ত্তিকে নিত্য হরিকথা কীর্ত্তন, নিত্যশাস্ত্রবিনোদন-দ্বারা কার্ত্তিক মাস যাপন করিবে। কার্ত্তিকে শাস্ত্রকথালাপ দ্বারা শ্রীভগবান্ মধুসূদন যেরূপ পরিতুষ্ট হন, তদ্রূপ গো-গজাদি দান এবং যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারাও তুষ্ট হন না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে হরিকথা শ্রবণ করেন, তিনি শতকোটিজন্ম দুর্গতি হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। যিনি সযত্নে নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লভ্য হয়। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও কার্ত্তিক মাসে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে —"কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ"। এইরূপে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে হরিকথা শ্রবণের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক মাসে স্নান, জাগরণ (নিত্যং রাত্র্যন্তযামবিষয়কং), দীপদান ও তুলসীবনপালন —শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ও অশেষ ফলদায়ক। তিন দিন মাত্রও এই নিয়ম ধারণ করিলে মনুষ্য দেবগণেরও বন্দনীয় হন, সুতরাং যাবজ্জীবন পালনের আর কথা কি?

স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—হরিজাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসী সেবন, উদ্‌যাপন ও দীপদান—কার্ত্তিক মাসের এই পঞ্চব্রত অসীম ফলপ্রদ। বিষ্ণু অথবা শিব, কিম্বা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কানন—এই সকলস্থানে হরিজাগরণ বিধেয়। যদি আপদ্‌গত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল পাওয়া না যায় বা শরীর ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুনাম দ্বারা আপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে। উদ্‌যাপন বিধি পালন করিতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিজে দীপদানে অসমর্থ হইলে পরদীপ প্রবোধন করিবে অথবা যথাশক্তি সেই দীপ গুলিকে বায়ু হইতে রক্ষা করিবে। অভাবে তুলসী ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। সকল অভাব হইলে ব্রতী ব্যক্তি ব্রতের সম্পূর্ণতা বিধানার্থ ব্রাহ্মণ, গো তথা পিপ্পল ও বটবৃক্ষের সেবা করিবে।

সামর্থ্যানুসারে কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের প্রীত্যর্থ রজত, স্বর্ণ, দীপসকল, মণি, মুক্তা ও ফলাদি দান করিবে।

তীর্থে ব্রতপালনই প্রশস্ত

স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে—

"ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্ বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৯০)

অর্থাৎ "হে ভাবিনি, কার্ত্তিক মাসে—বিশেষ করিয়া কার্ত্তিক ব্রত গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত তীর্থে কার্ত্তিকব্রত করিবে।" (মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্য-কথা ইতঃপূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।)

শ্রীরাধাদামোদর-পূজা

কার্ত্তিক মাসে শ্রীদামোদর-সন্নিধানে তৎ পূজা সহ তাঁহার অত্যন্ত প্রাণবল্লভা কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধারাণীরও বিশেষভাবে পূজা করিতে হয়, তাহাতে শ্রীদামোদর অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চনান্তে 'সত্যব্রত' নামক মুনিকথিত 'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ্য।

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমী বা 'বহুলাষ্টমী'

কার্ত্তিক মাসের শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিই 'বহুলাষ্টমী' বলিয়া প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার অভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-তিথি রূপেই এই তিথি পূজিতা হইয়া থাকেন। মধ্যরাত্রে শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব কাল। এজন্য এই তিথিতে মধ্যরাত্রে শ্রীকুণ্ডে স্নানাদি হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে শ্রীরাধাকুণ্ডে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে দিবসত্রয়ব্যাপী মহামেলা হয়।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

অর্থাৎ হে মুনিগণ, যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ বিষ্ণুর প্রিয়তম। যেহেতু সর্ব্বগোপী-মধ্যে শ্রীরাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা।

শ্রীরাধারাণীর দ্রবীভূত মূর্ত্তিই শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিত্য স্মরণীয় শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধ্যাহ্নিকলীলা-স্থলী বলিয়া এই কুণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা শ্রীঅনন্তদেব অনন্তকাল অনন্তবদনে কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না। শ্রীরাধারাণী পরমকরুণাময়ী, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবার ভাবী যোগ্যতা অর্জ্জনার্থ সাধারণ বৈধী-ভক্তি-যাজিগণ বা পুণ্যার্থিগণ এই কুণ্ডে স্নানাদি সম্পাদন করিলেও শ্রীরাধারাণীর ঐকান্তিক অনুগ্রহে তৎপাদপদ্মে নিষ্কপট সেবোন্মুখতার উদয় ব্যতীত তৎকুণ্ডোদক স্পর্শে কাহারও অধিকার হয় না। এজন্য কোন কোন শুদ্ধভক্ত শ্রীকুণ্ডে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক শ্রীরাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীকুণ্ডের বারি মাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। বড় গূঢ় বেদগোপ্যতত্ত্ব—রাধাকুণ্ড। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন—শ্রীরূপপাদোক্ত 'প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্' এবং শ্রীরঘুনাথোক্ত 'নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্'—এই দুইটি স্তব শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র স্বরূপ। 'নিজ নিকট' বলিতে গোবর্দ্ধনতটবর্ত্তী রাধাকুণ্ড। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুই ধান্যক্ষেত্রের জল মস্তকে ধারণ করিয়া এই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জীবাতু-স্বরূপ।

স্বয়ং শ্রীবদরীনারায়ণ এক ভাগ্যবান্ শেঠজীকে ব্রজে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া তদ্দ্বারা ঐ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার সাধন করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুণ্ডদ্বয় নির্দ্দেশ করেন, তখন শ্রীরঘুনাথের অন্তরে ঐ কুণ্ড প্রকাশ করিবার প্রবলা ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়ীর সংস্পর্শাশঙ্কায় মনের ইচ্ছা মনেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল ভগবান্ জনৈক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী-দ্বারা তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথাদি অনেকেই এই কুণ্ডতটে থাকিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকে সাক্ষাদ্ভাবে এই কুণ্ডতীরে না থাকিতে পারিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই এই কুণ্ড প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয়তম অধস্তনবর পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীব্রজমণ্ডল-

পরিক্রমাকালে এই শ্রীকুণ্ডতটে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র সগোষ্ঠী বাস ও ভজন সাধন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসুর বধান্তে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডা-বিষ্কার-কথা পঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত পদ্মপুরাণেই কথিত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৃন্দারণ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, এজন্য শ্রীরাধা অন্যস্থানে লক্ষ্মীরূপে থাকিলেও বৃন্দাবনে স্বয়ং রাধারূপে অবস্থিতা।" শ্রীরাধা-কুণ্ড ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলই বৃহদ্বৃন্দা-বনান্তর্গত।

কৃষ্ণত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাকৃত্য

কৃষ্ণত্রয়োদশীর সন্ধ্যাকালে গৃহের বহির্ভাগে যমদীপ দান, চতুর্দ্দশীতে ধর্ম্মরাজের পূজা ও স্নান কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশীতে অরুণোদয়ে চন্দ্রোদয় কালে স্নানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই চতুর্দ্দশীতে 'ভূতেশ্বর' শিবের পূজা করিতে হয়। চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় প্রদোষে দীপদানের বহু মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। বালক ও আতুর ব্যতীত অমাবস্যার দিবায় ভোজন না করিয়া প্রদোষ সময়ে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর পূজা করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—প্রদোষসময়ে দীপমালা প্রদান ও দীপদানান্তে সুপ্তা-লক্ষ্মীকে চেতন করাইবে,—

"দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্।
প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্॥
প্রদোষসময়ে বিপ্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ দীপমালিকাঃ।
দীপদানান্ততঃ পশ্চাল্লক্ষ্মীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ॥"

চেতন করাইবার মন্ত্র যথা—

'ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপ-জ্যোতিঃস্থিতে নমঃ॥

অর্থাৎ "তুমি জ্যোতিঃ, তুমি শ্রী, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যুৎ, তুমি সুবর্ণ, তুমি তারকা এবং যত জ্যোতিঃ আছে, তৎসমুদায়ের তুমি জ্যোতিঃ ও তুমি দীপ-জ্যোতিঃ ও তুমি দীপজ্যোতিঃতে অবস্থিত। তোমাকে নমস্কার।"

এই মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীগণ হস্তে দীপ গ্রহণ করত দেবী কমলাকে চেতন করাইবেন, তদনন্তর ভোজন করিবেন।

যে পুরুষ সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকে ভোজন করাইয়া ভোজন করেন, লক্ষ্মী সম্বৎসরকাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না।

চতুর্দ্দশীবিদ্ধা অমাবস্যায় উপবাসাদি নিষ্ফলা হয়। এজন্য চতুর্দ্দশীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া প্রতিপদ্ যুক্ত অমাবস্যা গ্রহণীয়া।

দীপালী

উক্ত দীপান্বিতা অমাবস্যায় দীপালী বা দেওয়ালী উৎসব হইয়া থাকে। রাবণবধানন্তর শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতা দেবী ও অন্যান্য পার্ষদ অনুচরাদি সহ পুষ্পক-বিমান-যোগে অযোধ্যাধামে শুভবিজয় করেন। তখন শ্রীরামা-নুরক্ত অযোধ্যাবাসিপ্রজাগণ মহানন্দে সমস্ত অযোধ্যাধাম দীপমালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন, সেই হইতে দীপমালিকা উৎসব সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। 'দীপালী' শব্দে দীপ-শ্রেণী, ইহারই অপভ্রংশ শব্দ 'দেওয়ালী'।

এই দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য বঙ্গদেশে দীপালী উৎসবটি প্রায়শঃই শ্যামাপূজার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ 'দীপালী' বৈষ্ণব-মহোৎসব।

শুক্লপ্রতিপৎকৃত্য—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা অন্নকূট-মহামহোৎসব

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—"প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যো-দ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ। ভূষণীয়া তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহবাহনাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনভূধরঃ। শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥"

অর্থাৎ প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজা করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিবে। তথা গোসকলকে বিভূষিত ও দোহ অর্থাৎ দোহনপাত্রাদি এবং বাহন অর্থাৎ শকটাদি—এই সমুদয়েরই পূজা করিবে। এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ শুক্লপ্রতিপদের প্রাতে গোবর্দ্ধনের পূজা করিবেন। [অথবা "প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যো রাত্রৌ জাগরণং চরেদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ" অর্থাৎ প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজা করিয়া রাত্রিতে জাগরণ

করিবে—এইরূপ পাঠও কোনস্থানে দেখা যায়।]

সুতরাং এই কর্ম্ম গোবর্দ্ধন ও গোপ্রাধান্যরূপে খ্যাত, ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার দিন-নির্ণয় সম্বন্ধে দেবলঋষি বলিয়াছেন—

"প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাসু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥"

নির্ণয়ামৃত ধৃতং পুরাণান্তরবচনং—

"যা কুহূঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্নৃপ।
পূজামাত্রেণ বর্দ্ধন্তে প্রজাগাবো মহীপতিঃ॥"
"ততঃ প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যেতি পূর্ব্বাহ্ণ-তাৎপর্য্যকম্।
দ্বিতীয়া সময়ে তু সর্ব্বথা নিষিদ্ধম্॥"
"পুরাণসমুচ্চয়ে তু সম্ভাবিত-চন্দ্রোদয়-দ্বিতীয়া-সংযোগ এব নিষিদ্ধত্বে"।
গবাংক্রীড়া দিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ।
সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভীপূজকাংস্তথা॥"

অর্থাৎ "প্রতিপৎ ও অমাবস্যাসংযুক্ত দিবসে গোক্রীড়া সম্মতা, দ্বিতীয়াসংযুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়া করিলে পুত্রদার ধনক্ষয় হয়। হে নৃপ, যে অমাবস্যা প্রতিপন্মিশ্রা হইবে, তাহাতেই গোসকলের পূজা করিবে, তাহাতে পূজামাত্রেই প্রজাসকল, গোসকল ও রাজা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব 'প্রাতে গোবর্দ্ধন পূজ্য' এস্থলে প্রাতঃশব্দ পূর্ব্বাহ্ণতাৎপর্য্যক। দ্বিতীয়া-বিদ্ধা প্রতিপদে গোপূজা, গোক্রীড়া সর্ব্বথা নিষিদ্ধা। পুরাণসমুচ্চয়েও দ্বিতীয়াসংযুক্ত প্রতিপদে চন্দ্রোদয় সম্ভাবনা থাকায় গোক্রীড়া নিষিদ্ধা হইয়াছে। যে দিবসে গোক্রীড়া করা যায়, সেই রাত্রে যদি চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সোম অর্থাৎ চন্দ্র রাজা গবাদি পশু-সকলকে এবং সুরভী অর্থাৎ গো-পূজকগণকেও পর্য্যন্ত বিনাশ করেন।"

গোবর্দ্ধনপূজাবিধি সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কথিত আছে—

"মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিম্।
গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা॥"
"মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্
বৈষ্ণবং ধাম সংপ্রাপ্য মোদতে হরিসন্নিধৌ॥"

অর্থাৎ মথুরামণ্ডল ব্যতিরিক্ত দেশে গোময়দ্বারা মহাস্থূল পর্ব্বত অর্থাৎ গোবরের পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গোবর্দ্ধন গিরিপূজা করিবে। মথুরায় অর্থাৎ মথুরা মণ্ডলে সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে বৈষ্ণবধাম প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুসন্নিধানে আমোদিত হয়।

পাদ্মে **গোবর্দ্ধন-পূজা-মন্ত্র—**

"গোবর্দ্ধনধরাধার গোকুলত্রাণকারক।
বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায়ো গবাং কোটিপ্রদো ভব॥"

স্কান্দে **গোপূজা-মন্ত্র—**

"লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা।
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে মমপাশং ব্যপোহতু॥
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্॥"

ঐ **গোক্রীড়া-বিধি—**

"ক্রোধাপয়েদ্ধারয়েচ্চ গোমহিষ্যাদিকং ততঃ।
বৃষান্ কর্ষাপয়েদ্ গোপৈ রুক্তিপ্রত্যুক্তি বাদনাৎ॥"

অর্থাৎ "হে গোবর্দ্ধন, হে ধরাধর, হে গোকুলত্রাণ-কারক, তুমি বিষ্ণুর বাহুদ্বারা উচ্চীকৃত (উত্তোলিত) হইয়াছিলে। আমাদিগকে কোটি গো প্রদান কর।

যিনি লোকপাল সকলের লক্ষ্মী ধেনুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যজ্ঞের ঘৃত বহন করিতেছেন, তিনি যমপাশকে ছেদন করুন।

আমার অগ্রে গোসকল অবস্থিতি করুন, পৃষ্ঠদেশে গোসকল অবস্থিতি করুন, পার্শ্বদেশে গোসকল অবস্থিতি করুন, আমি গোসকলের মধ্যে বাস করি।"

অতঃপর গোমহিষ্যাদিকে পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট করাইবে, ধাবিত করাইবে এবং উক্তি প্রত্যুক্তি বাক্য প্রয়োগ তথা বাদ্য করিয়া গোপদিগের দ্বারা আকর্ষণ করাইবে।

যথাবিধি এই প্রকার গোবর্দ্ধন ও গোসকলের পূজা ও গোক্রীড়া করাইবে। ইহারই নাম গোবর্দ্ধনযজ্ঞ, ইহা রমণীয় ও কৃষ্ণসন্তোষকারক।

শ্রীবলিদৈত্যরাজ পূজা

গোবর্দ্ধন-পূজা-সম্বন্ধি প্রতিপৎতিথির প্রদোষে নানা অলঙ্কার ভূষিত শ্রীবলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী-সমন্বিত ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিরাজকে পঞ্চরঙ্গ বর্ণদ্বারা একটি পট্টে লিখিয়া পূজা করিবে।

বলি মিথ্যাবাক্যের ভয়ে শ্রীভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব অপহৃত এবং কঠোরভাবে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া পাতালে নীত হইয়াও শ্রীভগবানের প্রতি অসূয়া না করায় শ্রীভগবান্ বামনদেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন —

"অশ্রোত্রিয়ে দত্তমমন্ত্রকং হুতং
জপ্তং তথা ব্যগ্রধিয়া জনেন যৎ।
তথোর্জ্জ-শুক্লপ্রতিপদ্দিনে ন তু
ত্বামর্চ্চয়েত্তৎ সুকৃতং তবাস্তু॥"

হে দৈত্যরাজ, অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে দান, অমন্ত্রক হোম তথা ব্যগ্রচিত্ত জন কর্ত্তৃক জপ আর কার্ত্তিকমাসে শুক্লপ্রতি-পদে যে তোমার পূজা না করে, সেই সকল ব্যক্তির যে পূর্ব্ব পুণ্য, তাহা তোমার হউক।

শ্রীভগবান্ বলি মহারাজকে এই বর প্রদান করায় তদ্দিনে আনন্দ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে তৎপূজন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজার মন্ত্র এইরূপ—

"বলিরাজ নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

অর্থাৎ হে বলিরাজ, হে বিরোচন-পুত্র, হে প্রভো, হে দেবশত্রো, আপনি ভবিষ্যতে ইন্দ্র হইবেন, আমার এই পূজা গ্রহণ করুন।

কমল, কুমুদ, কহ্লার, রক্তোৎপল, অক্ষত ও গুড়পিষ্টক নৈবেদ্যাদি দ্বারা বলির পূজা বিধেয়।

অথ যমদ্বিতীয়া-কৃত্য

স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—কার্ত্তিকমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় মধ্যাহ্নকালে যমের পূজা করিবে। এই দিবস ভানুজা অর্থাৎ সূর্য্যপুত্রী যমুনায় স্নান করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না।

পণ্ডিতগণ এই দ্বিতীয়ায় নিজগৃহে ভোজন না করিয়া স্নেহ সহকারে ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবেন, তদ্দত্ত অন্ন পুষ্টি বিধান করে। ভগিনীগণকে যথাবিধি দান করিবেন। যত ভগিনী থাকেন, সকলকেই পূজা করিতে হইবে। সহোদরা ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী-দের পূজা করিবে। এই তিথিতে যমুনা ভ্রাতৃস্নেহে যমরাজকে ভোজন করাইয়াছিলেন। সুতরাং সেই তিথিতে ভগিনীহস্তে ভোজন শোভন ঐশ্বর্য্য ও উত্তম ধনপ্রদ।

গোপাষ্টমী-কৃত্য

কার্ত্তিকমাসে যেশুক্লাষ্টমী, তাহাই 'গোপাষ্টমী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীবাসুদেব পূর্ব্বে 'বৎসপ' ছিলেন অর্থাৎ বাছুর চরাইতেন, তদ্দিন হইতে 'গোপ' হন অর্থাৎ বড় বড় গরু চারণের অধিকার পান। এই তিথিতে গোপূজা, গোগ্রাস, গোপ্রদক্ষিণ ও গবানুগমন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিবে।

প্রবোধনী বা উত্থানৈকাদশীকৃত্য

[অদ্য আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরো-ভাবতিথি। প্রত্যূষে তিনি শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবিষ্ট হন—

"দামোদরোত্থানে দিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা পরিহারবন্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্॥"

আবার অদ্যই পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি।]

শ্রীশয়নৈকাদশীর ন্যায় শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতেও ক্ষীরাম্ভোধি-মহোৎসব করত শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধন এবং যথাবিধি পূজাবিধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইতে হইবে।

শ্রীপ্রবোধনীতে নিরম্বু উপবাসের মহাফল শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীহরির শয়ন ও

পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতেও নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা আছে। শ্রীজনার্দ্দনকে উদ্দেশ করিয়া এই প্রবোধনীতে স্নান, দান, তপস্যা ও হোমাদি যাহা কিছু করা যাইবে, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ হইবে। ইহাই মহাব্রত ও মহাপাপ-নাশন। প্রবোধনীতে যাঁহারা অনন্যমনে কৃষ্ণচিন্তা-মূলে উপবাস করেন, গরুড়াঙ্কশায়ী শ্রীহরি তাঁহাদিগকে অভিমত কাম প্রদান করিয়া থাকেন। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র এবং সোম ও মঙ্গলবার যুক্তা প্রবোধনী হইলে মহাফলদায়িকা হন। আবার মথুরামণ্ডলে এই বোধনী-একাদশী অনন্তফল-প্রদা। প্রবোধনীতে উপবাস করিয়া শ্রীমাধবের অর্চ্চনা ও হরিকথা কীর্ত্তন করিলে জীব তাঁহার প্রাক্তন অধুনাতন সমুপার্জ্জিত সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। [অবশ্য ভগবদ্‌ভক্তির আভাস মাত্রেই পাপাদিক্ষয়ের কথা ভক্তিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"আনুষঙ্গিক ফল নামের 'মুক্তি', 'পাপনাশ'।" পাপক্ষয় ও মুক্তি—এই দুইটি নামের সাক্ষাৎ ফল নহে—

"হরিদাস কহেন—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
'মুক্তি' তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় পঃ। ১৭৭, ১৭৯, ১৮৪-১৮৫)]

ভগবৎপ্রবোধন-বিধি

শয়নীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে জলাশয়-সমীপে লইয়া গিয়া মহাপূজা সম্পাদন করত সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করিবে।

প্রবোধনমন্ত্র—

"ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্বন্দিতপাদপদ্ম।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেন সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎসুপ্তং ভবেদিদম্।
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব॥"

বারাহে—

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়ঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্বজাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃ শারদ্য পুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ ভক্তিহেতোর্জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥"

শ্রুতিশ্চ—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে ইত্যাদি।"

[অনুবাদ—হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য্য ও সোম প্রভৃতি দেবগণ আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, হে দেব, আপনি মন্ত্রপ্রভাবে সুখে জাগরিত হউন।

হে দেব, আপনি সমস্ত লোকের হিত-নিমিত্ত শেষ মূর্ত্তিতে জাগরণের জন্য এই দ্বাদশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে গোবিন্দ উত্থান করুন, উত্থান করুন, নিদ্রা পরিত্যাগ করুন। হে জগৎপতে, আপনি জগতের নাথ, আপনি সুপ্ত থাকিলে এই জগৎ সুপ্ত হইবে এবং উত্থিত হইলে সমস্ত জগৎ চেষ্টান্বিত হইবে, হে মাধব, উত্থিত হউন, উত্থিত হউন।

হে দেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি আপনায় ভাব তর্ক করিয়া জানিতে সমর্থ নহেন। আপনি ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা, বন্দিতের বন্দনীয়, আপনার এই কৌমুদ্যাখ্যা দ্বাদশী উপস্থিত হইয়াছে, হে লোকনাথ, জাগরিত হউন, জাগরিত হউন।

শ্রুতিবাক্যও—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি।]

অতঃপর ঘন্টাদি বাদ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্থিত করিয়া জলাশয়-তটে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে —

"সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা.গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥"
(ভাঃ ৩।৯।২৫)

অর্থাৎ "সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ মহাদয়ালু। তিনি প্রবৃদ্ধ প্রেম-হাস্যে নয়নকমল বিকশিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনোদন করুন।"

অতঃপর প্রভুকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাবিধি সংস্থাপন করিবে এবং ন্যাস পূর্ব্বক নীরাজনান্তে বস্ত্রাদি সমর্পণ করিবে।

"একাদশ্যান্তু শুক্লায়াং কার্ত্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥"

এইরূপে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত হইয়া রাত্রিতে প্রসুপ্ত কেশবকে চেতন করাইবে। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্ম ও স্কন্দ পুরাণাদিতেও এইরূপ নৃত্য, গীত, বাদ্য, বেদমন্ত্রোচ্চারণ, ভগবৎ কথা কীর্ত্তন, বহু সুগন্ধি পুষ্প, বহু ফল, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, চন্দনাদি বহু উপচার-দ্বারা শ্রীভগবানের পূজার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। মহাপূজা ও নীরাজনান্তে পুষ্প, অক্ষত ও জলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ব্রত সমর্পণ করিবে এবং বেদস্তুত্যাদি দ্বারা স্তব ও স্বস্ত্যস্তু ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা প্রার্থনা করিয়া গীত-নৃত্য-বাদ্যধ্বনি সহ প্রভুকে রথারোহণ করাইবে। মনুষ্য যতপদ শ্রীকৃষ্ণের রথাকর্ষণ করিবে, তত পদ যজ্ঞ-স্থান-তুল্য হইবে। রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকেও রথোপরি মঙ্গল-ধূপ, দীপ, স্তব, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা ও নীরাজন করিবে। শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্বের নাম—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক। শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি রথ আকর্ষণ করিতেছেন, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, সর্ব্বলোকরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব রথোপরি-স্থিত হইয়া সর্ব্বজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন—এইরূপ চিন্তা-সহকারে গীত-নৃত্য-বাদ্যাদি সহ শ্রীভগবানের রথ পুরমধ্যে সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করাইবে। শ্রীভগবান্ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিবার সময় তাঁহার অনুগমন না করিলে মহান্ প্রত্যবায় হয়। যাঁহাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া রথ যায়, সেই সকল গৃহস্থ যদি রথারূঢ় ভগবানের পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মহা অমঙ্গল হয়।

"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মোহবশতঃ শ্রীভগবান্ রথারোহণ করিয়া গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মা হইলেও ভগবচ্চরণে অপরাধফলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়।" ইত্যাদি।

অনন্তর শ্রীভগবান্‌কে নিজ মন্দিরে লইয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা ও বৈষ্ণবগণের সহিত রাত্রি জাগরণ করিবে। প্রবোধনীর জাগরণে শঙ্খে জল দিয়া ফল ও নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা শ্রীজনার্দ্দনকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে।

মথুরা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও বোধনীজাগরণে শ্রীভগবান্ প্রীত হন। কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীমথুরাধামে জাগরণে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হইয়া থাকেন।

পারণাদি কৃত্য

সূর্য্যসংক্রমণ, দ্বাদশ্যারম্ভ বা পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে যে কোন দিনে ব্রতধারণ হউক না কেন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে চাতুর্ম্মাস্য ও উর্জ্জব্রতে যাহা যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাহা এই দিনে গ্রহণ করা যাইবে; কিন্তু যাঁহারা ভীষ্মপঞ্চক পালন করিবেন, তাঁহারা কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে ব্রত সমাপন করিবেন। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক যথাশক্তি ভগবৎ প্রসাদান্ন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের অনুমত্যনুসারে যথা-সময়ে পারণ করিতে হইবে। গৃহস্থগণের যথাশক্তি দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা আছে, ত্যক্তগৃহগণের দক্ষিণা—'জ্ঞানসন্দেশঃ'— শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কায়মনোবাক্যে পরিচর্য্যা।

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী
সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর সমাগম

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে ও সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব গত ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার হইতে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সুরম্য সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্দীপক বিভিন্ন দৃশ্যাবলী বিদ্যুৎদ্বারা চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলীর আকর্ষণে বৃন্দাবন, মথুরা, হাতরাস, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভিড় হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পুলিশের দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিলেও মঠকর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতেও দর্শনের সুশৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীর শিষ্যগণের দ্বারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। মহিলা দর্শনার্থীর পঙ্‌ক্তিতে পাঞ্জাবী মহিলা-শিষ্যগণ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজস্থানের মন্ত্রী ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, মথুরার জেলাধীশ, জেলাজজ, সাবজজ, এ-ডি-এম্, এস্-পি, ডি-এস্-পি, ডি-এম্-ও, হেল্‌থ অফিসার প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, এমন কি স্থানীয় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যগণ—শ্রীমতী আনন্দময়ী মাতা, শ্রীহরি বাবা, শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি দর্শন করিতে আসেন এবং কৃষ্ণলীলোদ্দীপক মনোরম দৃশ্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের স্বামীজীগণও দর্শন করিতে আসেন এবং একদিন মঠে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। কলিকাতার শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামেরিয়াজী উক্ত মহতী সেবার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় দূর দেশ হইতে সমাগত এবং স্থানীয় ভক্তগণকে হরিকথা উপদেশের দ্বারা কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষ সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব ও শ্রীরাধাষ্টমী-উৎসবত্রয়ও যথাবিহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতা-শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী—ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা (কালীঘাট) ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার হইতে ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে এবং বাংলার বাহির হইতেও বহু গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবে যোগদানের জন্য শুভাগমন করেন। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডপে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেশ চন্দ্র রায়, শ্রীরামকুমার ভুয়াল্কা, এম্-পি যথাক্রমে সভাপতি পদে বৃত হন। শ্রীরণদেব চৌধুরী—বার-য়্যাট্-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়—য়্যাডভোকেট, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীগুরুপদ কর—বার-য়্যাট-ল, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের ডেপুটী মেয়র শ্রীশিবকুমার খান্না যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। "শ্রীভগবদ্বিশ্বাসের উপকারিতা', 'শ্রীবাসুদেব ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন', 'প্রেমভক্তি', 'ধর্ম্ম ও নীতি', 'সার্ব্বজনীনধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীসলিল কুমার হাজরা—বার-য়্যাট্-ল, শ্রীনন্দদুলাল দে—সলিসিটর, কর্পোরেসনের শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিমলেন্দু কয়াল ও ডাঃ শ্রীগৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জ্জি বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের প্রাণমনমাতান' সুমধুর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভক্তগণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়। তদ্ব্যতীত শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারীর ভজনকীর্ত্তনও শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে।

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ভক্তমণ্ডলী শুভযাত্রা করত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ পরিভ্রমণ করেন।

নগর-সংকীর্ত্তনের পথঃ—লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন দাস রোড, শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিমহালদার ষ্ট্রীট, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, মনোহর পুকুর রোড, সতীশ মুখার্জি রোড।

শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ভক্তগণের কীর্ত্তনে প্রচুর উল্লাস বর্দ্ধন করে। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর ও মেচাদা হইতে আগত ভক্তগণের এবং মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণের প্রাণবন্ত

মৃদঙ্গবাদনসেবা কীর্ত্তনীয়াগণের সংকীর্ত্তনোল্লাস বর্দ্ধনে বিশেষ সাহায্য করে।

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার কএক শত গৃহস্থ ভক্ত মঠবাসী সাধুভক্তগণের সহিত শ্রীমঠে অহোরাত্র উপবাস-ব্রত সহযোগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা পালন করেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ হয়। তৎপর সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। রাত্রি ১২ টার পর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ও বিচিত্র ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি দর্শন করেন। তৎপর কএক শত ভক্তকে অনুকল্প ফল মূলাদি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে মহোৎসবে যোগদানকারী সহস্র সহস্র নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে কংসকারাগার, যমুনা, নন্দালয়, পূতনাবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, কালীয়দমন ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। উহা দর্শনের জন্য শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে অগণিত দর্শনার্থীর ভিড় হয়।

মধ্যস্থলে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, তদ্দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ
এবং বামে শ্রীরণদেব চৌধুরী, বার-য়্যাট্-ল

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে **শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমার জীবনে এটা আমি বার বার দেখে এসেছি যে, ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর্‌লে তৎক্ষণই ফল পাওয়া যায়। যখন বিপদ আসে, বিপদ কাটাবার চেষ্টা হয়, তখন ভগবানের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। যখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌বো—ভগবান্ যা' করছেন, তা' আমাদের মঙ্গলের জন্যই, তখন আমরা শান্তি পাব। সাংসারিক বা রাজনৈতিক গুরুতর অশান্তির

মধ্যে ভগবানের কথা চিন্তা হ'লে মনে শান্তি পাওয়া যায়, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভগবৎস্মৃতি যাবতীয় শুভ প্রদান করে, এজন্য যাতে সবসময় ভগবৎস্মৃতি হয়, তজ্জন্য একটা নিত্য নিয়ম করে রেখেছি। 'জয়গৌর' বলে প্রাতে ঘুম থেকে উঠি, 'জয়গৌর' বলে রাত্রিতে ঘুমাতে যাই, খাওয়ার আগে ও পরে 'জয়গৌর' নাম উচ্চারণ করি, কোথায়ও যাত্রার পূর্ব্বে 'জয়গৌর', ফিরে আস্‌লে 'জয়গৌর', 'জয়গৌর' বলে চিঠি লিখ্‌তে সুরু করি, 'জয়গৌর' বলে চিঠি লেখা শেষ করি —এই ভাবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে শ্রীগৌরাঙ্গের স্মরণ করা হয়। এরূপ নিয়ম করা আছে যে, গৃহে অহিন্দু কর্ম্মচারীও অভ্যাস বশতঃ 'জয়গৌর' বলে। সুতরাং ইচ্ছা থাক্‌লেই আমরা ভগবান্‌কে স্মরণ করতে পারি, এতে কোনও কষ্ট নাই। জগতে মানুষ অনেক জিনিষ পায়, অনেক জিনিষ পায় না এবং বহু বিষয়ে মতানৈক্য আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কেহ দ্বিমত নহে যে মৃত্যু অনিবার্য্য, এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। যদি আমাদের স্মরণ থাকে যে, আমাদের মৃত্যু একদিন হবেই, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন স্বাভাবিকরূপে আমাদের ভগবদ্বিশ্বাস এসে যাবে। আমি জানি আমার কোনও একবন্ধু ভগবান্ মান্‌তেন না। কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাঁর চক্ষু ফুট্‌লো, তিনি ভগবদ্বিশ্বাসী হলেন। একটা শোক দিয়ে ভগবান্ তাঁকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীহরি পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সখাস্বরূপে নিত্য অবস্থান করছেন, তিনি আমাদের চির-কালের বন্ধু। আমরা তাঁকে ভুল্‌লেও তিনি আমাদিগকে ভুলেন না। মোহবশতঃ জীব ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পায় না। 'জীব না দেখে মোহে তার চিরবন্ধু রে।' একবার যদি প্রাণ দিয়ে 'গৌর' বলে ডাক্‌তে পারি, আর আমাদের ভয় থাক্‌বে না, এটা আমি জীবনে অনুভব করেছি।

দেখুন দেশের সর্ব্বত্র কি অশান্তি, কিরূপ মারামারি, হানাহানি চল্‌ছে, এখনও কি ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয় নাই? ভগবান্ না আসলে এ অশান্তি হ'তে আমাদিগকে কে উদ্ধার করবে? গীতাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, যখন তিনি প্রয়োজন মনে করবেন বা যখন তাঁর ইচ্ছা হবে, তখন তিনি আসবেন। তথাপি আজ এই শুভবাসরে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি আসুন, এসে আমাদের অসদ্‌বৃত্তিরূপ অসুরকে ধ্বংস ক'রে সদ্‌বৃত্তি প্রদান করুন। ভগবানে বিশ্বাস ও প্রেমভক্তি থাক্‌লে আমরা সর্ব্বাবস্থায় সুখী হব।

"কোথা আছ গৌর-ভক্ত গৌর যাঁর প্রাণ।
কৃপা ক'রে দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান।"

প্রধান অতিথি **শ্রীরণদেব চৌধুরী** বলেন,—"ভগবান্ আছেন কি না এ বিষয়ে তর্ক নিরর্থক, কারণ পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী অধিকাংশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে মানেন। সুতরাং বেশীর ভাগ মানুষ যখন ভগবান্‌কে মেনে নিচ্ছেন, তখন আমাদের মান্‌তে আপত্তি থাকা উচিত নয়। জগচ্চক্র পরিচালনে যে একটা অজ্ঞাত অধ্যাত্মশক্তি ক্রিয়া করছে, তা কেহ অবিশ্বাস করতে পারেন না। ভগবান্‌কে বিশ্বাস না করলে কাকে অবলম্বন করে, কার উপর আস্থা রেখে আমরা চল্‌বো? কোন কার্য্যেই আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বো না। পক্ষান্তরে ভগবানে বিশ্বাস থাক্‌লে আমাদের কোনও ভয় নাই, কেউ আমাদিগকে ঠেকাতে পার্‌বে না, ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি। আমার যদি জীবনের আদর্শ থাকে—আমি পরের উপকার কর্‌ব, তা' হ'লে আমাকে ভগবানে বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ ভগবানে বিশ্বাসী এবং প্রতি পদে পদে সেই বিশ্বাসের ফল আমার কর্ম্মজীবনে আমি পেয়েছি।"

দ্বিতীয় দিন বিচারপতি **শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হতে যেরূপ ব্যাপকভাবে বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম প্রচারে

উদ্যম করা হচ্ছে, তাতে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে বলে আমার বিশ্বাস। মনুষ্যমাত্রেরই অনুশীলন-যোগ্য ভাগবতধর্ম্ম গৌড়ীয় মঠের মূল প্রচার্য্য বিষয়। অনিত্য সংসারে ভাবী কল্যাণের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র আলোচনা, তাঁহরে মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মের সাক্ষাদনুশীলন। বস্তুতঃ নিরপেক্ষভাবে যদি কৃষ্ণচরিত্র চিন্তা করা যায়, তা' হলে, এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে হয়েছে বলে কেহ দেখাতে পারবেন না। যে দিক দিয়েই বিচার করুন—রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, কুটনীতি, রণনীতি সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা তাঁতে বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং ভগবান্ হয়েও তিনি লোকশিক্ষার জন্য আচরণ করে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। কংসবধের পর মথুরার রাজ্য তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল, কিন্তু তা' তুচ্ছজ্ঞানে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। দ্বারকার রাজা হতেও তিনি চাননি। তিনি জগদ্বাসীকে দেখালেন —অসংযত ভোগের চরম পরিণতি ধ্বংস। বর্ত্তমান যুগে অসংযত ভোগের তাণ্ডব ও ভোগৈশ্বর্য্য-প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিকে দিকে অশান্তির দাবানল প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে। শুনা যায়, মানুষের হাতে এমন অস্ত্র আছে, যদ্দ্বারা মুহূর্ত্তে পৃথিবী হতে সমস্ত প্রাণী-সত্তার বিলোপ সাধন করা যায়। যদি ধ্বংসের হাত হ'তে আমরা রেহাই পেতে চাই, তা' হলে মঠের আদর্শে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, সাংখ্যে যিনি পুরুষ, যোগশাস্ত্রে যিনি আত্মা, তিনিই ভক্তের ভগবান্। ভক্তের ভগবানে শুদ্ধভক্তি লাভ জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, যাহা মঠে ভক্তসঙ্গে আমরা পেতে পারি।"

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আজকের এই শুভ বাসরে আপনারা সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শুনছেন। কেউ হয়ত' বল্তে পারেন—"এ শুনে হবে কি? কৃষ্ণকথা শুনে মঠ থেকে বের হয়েই হয়ত' শুনতে পাব চাউলের কেজি চার টাকা, চিনি দুষ্প্রাপ্য, পূজো আস্ছে কাপড় দুর্ম্মূল্য, সব জিনিষ ধরা ছোঁয়ার বাইরে, ধর্ম্মের উপদেশ শুনে আমাদের পেট ভরবে, না জিনিষের দাম কম্বে, কি সুবিধা হবে?" বেশ তা' হলে ধর্ম্মকথা শুনবেন না, সাধুসঙ্গ করবেন না, সৎপথে চলবেন না, তা' হলে জিনিষের দাম কমে যাবে কি? বস্তুতঃ আমরা সৎপথে চল্ছি না বলেই অধর্ম করছি বলেই আমাদের এত দুঃখ দুর্দশা বেড়েছে, আমরা ধর্মপথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছি। 'আমি হিন্দু' এ কথা বল্তেও আমাদের এখন সাহস হয় না, হিন্দু বলা বা হিন্দুধর্ম পালন করা যেন কত অপরাধের! ধর্মকে বাদ দিয়ে চলে আমাদের কি সুফল হয়েছে? এখন একা ট্রেণে যেতেও সাহস হয় না। আপনারা হয়ত' বলবেন—এজন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী, পুলিশ দায়ী। কিন্তু কেবল তাদের উপর দোষ চাপিয়েই আমরা দায়িত্বের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাব না। গভর্ণমেণ্ট দোষ করলে আইনের বিচারে দণ্ডনীয় হবে। আইনের কাছে সব সমান। আইন কাউকেই ছাড়বে না। আমার মনে আছে এক সময় পণ্ডিত নেহেরু দোষ করেছিলেন, আইন তাঁকে রেহাই দেয় নি। কিন্তু তাতে চাউলের দাম কমে যাবে না। আমাদের চরিত্র কলুষিত হয়ে গেছে, উহার সংশোধন না হলে কোন সুবিধার আশা নাই। এজন্য সাধুসঙ্গ ও সাধুসঙ্গে ধর্মকথা আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আপনারা শুনে সুখী হবেন, এখানে ধর্মালোচনার জন্য শীঘ্র একটী বড় Religious Library খোলা হচ্ছে, তাতে গবেষণারও বিশেষ ব্যবস্থা থাক্বে। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা এই মহৎকার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা করবেন। আজ মঠের সমৃদ্ধি দেখে সুখ হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মঠকে যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান দুইজন—স্বধামগত মণিকণ্ঠবাবু ও স্বধামগত ডাক্তারবাবু (ডাঃ সুরেন্দ্র ঘোষ) কে আজ দেখ্তে না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করছি।"

স্বীকার **শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** তৃতীয় দিবস সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীজন্মাষ্টমীতে অনেক জায়গায় আমাকে যেতে হয়েছে, কিন্তু এত সুন্দর পবিত্র পরিবেশ কোথায়ও পাই নাই এবং এমন সুন্দর কথা শুন্‌বারও সুযোগ হয় নাই। ভক্তি বা ভালবাসার দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে যান্ত্রিক যুগে বৈষয়িক উন্নতি ও ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় হৃদয়ের মধুর প্রীতি সম্বন্ধটী ক্রমশঃ মানুষ হারিয়ে ফেলে হৃদয়হীন হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের দৌলতে স্থূলতঃ নৈকট্য স্থাপিত হলেও প্রীতি-সম্বন্ধের অভাব থাকায় পরস্পর পরস্পর হতে বহু দূরে সরে পড়্‌ছে। যদি আজকের দিনে সমাজের মধ্যে প্রেমভক্তি বা ভালবাসা থাক্‌তো, মানুষের এত দুঃখ অশান্তি ভোগ কর্‌তে হতো না। ভালবাসার অভাব হওয়ায় অপরকে দুঃখ দিয়েও নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ছে। ভক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। ভক্তি বা ভালবাসার দ্বারা আমরা সকলকে জয় কর্‌তে পারি, এমন কি ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশীভূত করে ফেল্‌তে পারি। বস্তুতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় প্রেমভক্তি।"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার ভক্তিরসপূর্ণ অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা ভক্তির এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" অন্যাভিলাষ শূন্য হয়ে জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি প্রচেষ্টা হ'তে অনাবৃত থেকে অনুকূলতার সহিত কৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। উত্তমাভক্তির অনুশীলন হলে ক্লেশ থাক্‌তে পারে না। ভক্তি যাবতীয় ক্লেশ ধ্বংস করে, সর্ব্বপ্রকার শুভ প্রদান করে, মুক্তিসুখকেও তুচ্ছ করে দেয়, হ্লাদিনীর সার হওয়ায় ঘনিভূত আনন্দস্বরূপা, এমন কি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে। "ভক্তি ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ভক্তির অনুশীলনে সাধক সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কৃপা বিশেষ ভাবে দেখ্‌তে শিখ্‌বেন। "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" নিজ কৃত কর্ম্মের বিপাক ভোগে যিনি ভগবানের কৃপাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং কায়-মনোবাক্যে শ্রীহরিতে নমস্কার বিধান ক'রে জীবিত থাকেন তিনিই মুক্তিপদ বা বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভের অধিকারী হন। 'তৎকৃপাবলোকন' ৬৪ প্রকার ভক্তি-সাধনের মধ্যে একটী মুখ্য সাধন। যিনি ভগবানের কৃপা দেখ্‌তে পান তিনি অক্ষুব্ধ চিত্তে সর্ব্বদা হরিভজন কর্‌তে পারেন। ভগবানের কৃপা দেখ্‌তে না শিখ্‌লে চিত্ত ক্ষুব্ধ হবে, ক্ষুব্ধ চিত্তে হরিভজন হয় না। ভক্তির তিনটী স্তর—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তৎপর গুরুপাদাশ্রয় করে ভজন আরম্ভ, ভজন কর্‌তে কর্‌তে অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি, তৎপর ভাবভক্তির উদয় হয়, ভাবের গাঢ় অবস্থায় প্রেম, প্রেমে ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবৎপ্রেম লাভের এই ক্রম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাসমুনি মুখ্য নয় প্রকার সাধন ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন—"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচ প্রকার মুখ্য সাধনের কথা বলেছেন—'সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেমজন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥' পাঁচপ্রকার সাধনের মধ্যে প্রথমে সাধুসঙ্গের কথা বলেছেন, কারণ সাধুসঙ্গেই অন্যান্য ভক্তির সাধন হচ্ছে

থাকে। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"—(ভাঃ ৩।২৫।২৫) সাধুর প্রসঙ্গ হতে ভগবানের বীর্য্যবত্তা অর্থাৎ মহিমা অনুভবের বিষয় হয়। উক্ত হৃৎকর্ণরসায়না বীর্য্যবতী হরিকথা শুন্‌তে শুন্‌তে অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি, অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

পাঁচ প্রকার সাধনের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনের মহিমা সর্ব্বাধিক। "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"—(চৈঃচঃ অ ৪।৭১) সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে, হেলায় বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। ভাগবতে তার দৃষ্টান্ত আছে, অজামিল মহাপাপিষ্ঠ হয়েও নামাভাসে মুক্ত হয়েছিলেন। বেদব্যাসমুনি নামসংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তনমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার করেছেন—

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি **শ্রীঅমরেশ চন্দ্র রায়,** ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে বিচারপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার সারমর্ম্ম পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগুরুপদ কর, বার-য়্যাট্-ল প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের দিনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা সুধী ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করবেন। যেখানে যথার্থ ধর্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরবিশ্বাস, সেখানে সর্ব্বজীবে প্রীতি স্বাভাবিকরূপে থাকবেই, কারণ সর্ব্বজীব-হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেন—'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ভগবান্ আছেন এ বিচারেও আমরা প্রত্যেক জীবকে সম্মান কর্‌তে পারি। কারও অহিত কর্‌লে প্রতিক্রিয়ায় নিজেরই অহিত হয়, হিত সাধন কর্‌লে হিত হয়। এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রত্যেক জীবের হিত সাধন কর্‌বেন, প্রত্যেক জীবকে প্রীতি কর্‌বেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের সার কথা শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন—"জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্মসার।"

পঞ্চম অধিবেশনে **শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে কষ্ট দেয়। সহস্রপতি লক্ষপতি হতে চায়, লক্ষপতি কোটিপতি, কোটিপতি আরও ধনী হতে চায়—আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। ভগবানের ব্যবস্থায় যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই সুখী হন। কেবল বক্তৃতা কর্‌লে ধর্ম্মপ্রচার হয় না, আদর্শ জীবনের দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার হতে পারে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করে যেতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নামও কর্‌তে হবে মহাপুরুষগণ এরূপ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন।"

ডেপুটী মেয়র **শ্রীশিবকুমার খান্না** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্যদেব উদার প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করে সর্ব্বজীবের মধ্যে ভেদভাব দূর করেছিলেন এবং নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা উক্ত প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন শিক্ষা দিয়েছিলেন। নামসংকীর্ত্তনে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান কর্‌তে পারেন, এতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, এজন্য উহা সার্ব্বজনীন। নামসংকীর্ত্তনে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, স্ত্রী পুরুষ, উচ্চ নীচ, বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হতে পারেন, এরূপ অপূর্ব্ব মিলন-সংঘটন অন্য কোনও উপায়ে হতে পারে না। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও নাম কীর্ত্তন কর্‌তে পারেন। হরিনাম উচ্চারণ করে সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র হয়ে যান, শ্রীচৈতন্যদেব মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাইকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। এমন উদার ধর্ম্ম প্রচার করে শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন।"

অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের ও স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর (গৌর মহারাজের) বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার বাগবাজারস্থ অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে শুভবিজয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য বৈষ্ণব-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিশির কুমার মুখোপাধ্যায়। গত ৩০ আগষ্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"Srimat Bhakti Dayeeta Madhav Maharaj said LORD KRISHNA was Absolute Brahma in Human Form. The significance of Vrindaban Leela, he said, was to illustrate before the world how God could endear Himself to His Bhaktas. It was not correct to say, he argued, that Lord Krishna's advent was merely for the establishment of Dharma and the destruction of the evildoers. He projected Himself through His life to illustrate that in the present phase of the creation absolute surrender to God was the real path for attaining salvation.

He said this God-intoxicated Love was greater than the bliss a Yogi could gain through the realisation of Brahma, he argued. Lord Krishna had not only explained this to Arjuna in the Kurukshetra battlefield as one read in the Gita, but He also appeared again on earth in the Form of Lord Gauranga to illustrate the power of love and Bhakti.

To day mankind was haunted with fear of death and complexities because of social and political turmoils. Man could escape this bewildering situation only through the love and surrender to Lord Krishna who was none else than Absolute Brahma. He said knowledge and devotion to learning were means to come closer to God but one could not feel the presence of God within him unless he had 'Bhakti' in his life and work, "—Amrita Bazar Patrika, Calcutta, Wednesday August 30, 1967.

উপরিউক্ত সংবাদ যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে।

———

চক্রবৈঠক, বালীগঞ্জ

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণে আগ্রহযুক্ত হইয়া বালীগঞ্জ রবীন্দ্র সরোবরস্থ চক্রবৈঠকের সভ্যগণ গত ১৯ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট শনিবার রাত্রি ৭-৩০ টায় উক্ত বৈঠকে এক বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। সভায় সমুপস্থিত বৈঠকের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সভ্যগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সুললিত পদাবলী ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করেন। ডাঃ এন্ সি বারোরী ও শ্রী কে এন্ মুখার্জ্জি উপরি উক্ত আয়োজনের মুখ্য উদ্যোক্তারূপে যত্ন করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা
ও
শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী
বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব ও পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীবাসরে প্রাতে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন ও সানাই আদি বাদ্যধ্বনি সহ গঙ্গাতটে এবং পরে নৌকাযোগে মধ্য গঙ্গায় পৌঁছিয়া অভিষেকের জল বহন করিয়া আনেন। অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগাদি সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-ব্রত পালন করা হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন ও শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ রাত্রি ১০টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণের পূজা, মহাভিষেক ও ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মিষ্টি ফল অনুকল্প-প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে ঈশোদ্যানস্থ দরিদ্র-পল্লীবাসিগণ গুরুতর খাদ্যাভাব ও অনটনের মধ্যেও ভোগের দ্রব্যাদি লইয়া আসিলে দ্রব্যের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, তাহাদের হার্দ্দী সেবাচেষ্টা দেখিয়া মঠের সাধুগণের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে উপস্থিত যোগদানকারী সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী নন্দোৎসবের তাৎপর্য্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারীর ভজনকীর্ত্তন বড়ই সুমধুর হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম) :—

গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার হইতে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গৌহাটী মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসবে প্রতি বৎসর বিপুল লোক-সংঘট্ট হয়, এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠের দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু ভক্ত উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য মঠে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। অহোরাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও সংকীর্ত্তনাদি সহযোগে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত যথারীতি পালিত হয়। ২৭ আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির করা হয়।

দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্মসম্মেলনে কামরূপ জেলার জেলাধীশ শ্রী কে, সাইগল, অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রীদিবাকর গোস্বামী, কটনকলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা যথাক্রমে ধর্ম্মসভার সভাপতিরূপে এবং গৌহাটী আর্য্য বিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগিরিধর শর্ম্মা ও মুনিকুলাশ্রম টোলের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'নীতি ও ধর্ম্ম', 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', 'যুগধর্ম্ম হরিনাম' এই বক্তব্য বিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

শ্রীনন্দোৎসবে অন্যূন সাত সহস্র ব্যক্তিকে হাতে হাতে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ (অন্ধ্র) :—

শ্রীমঠের অন্যতম শাখা অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রায় ঠাকুরের নিত্যনূতন শৃঙ্গার ও মনোহর বিচিত্র সজ্জা দর্শনের জন্য প্রত্যহ প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউ প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিচিত্র বাদ্যধ্বনি ও বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। নগরসংকীর্ত্তনে শেঠ শ্রীজয়করণদাসজীর ভক্তমণ্ডলীর সংকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

অহোরাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণাদি সহযোগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি-পূজা যথারীতি সম্পন্ন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় অন্ধ্ররাজ্যের উন্নয়ন-মন্ত্রী শ্রী এ, রামস্বামী সভাপতি পদে বৃত হন এবং ডেপুটীস্পীকার শ্রীবাসুদেব নায়ক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, হায়দরাবাদ পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মেয়র শ্রীবেনারসী লাল গুপ্ত ও শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ বনচারী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণকে বিনাশের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সংসারে মানুষ নিরন্তর ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছে। শ্রীভগবান্ই এই কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার জীবকে করিতে পারেন। বস্তুতঃ দুঃখ কষ্টের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ বিপদে ভগবানের স্মৃতি হয়।" তিনি আরও বলেন—"বর্ত্তমানযুগে সমাজ-কল্যাণের জন্য ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা সুধী ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান সনাতনধর্ম্মের সংরক্ষণ ও বিস্তারের দ্বারা সমাজের একটী অত্যাবশ্যক সেবা সম্পাদন করতঃ দেশের প্রচুর কল্যাণ বিধান করিতেছেন।"

শ্রীনন্দোৎসবে কএক শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম) :—

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন (সরভোগ) চক্চকাবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীতও বজালী, তাপা, হাউলী, বড়পেটা, ভাটিপাড়া, সিদ্লী, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করেন।

২৭ আগষ্ট রবিবার রাত্রিতে মঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে অধিবাস কীর্ত্তন, ২৮ আগষ্ট সোমবার মঠের প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ এবং পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া অভিষেকের জল

আনয়ন করা হয়। উক্তদিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসভায় কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীপাদ ভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী ও শ্রীদীননাথ বনচারী। সভাপতি দাস মহাশয় পুরাণের অনেক মূল্যবান্ কথা উল্লেখ করতঃ ভাষণ দেন। শ্রীনন্দোৎসবে কএক শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) :—

শ্রীমঠের অন্যতম শাখা তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঝুলনযাত্রায় বিদ্যুৎ এর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দীপক দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হয়। প্রত্যহ বহু নরনারী দর্শন করিতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসরে ও শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রদর্শনী দর্শনে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। উক্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভাষণ, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ও মহাভিষেকাদি পর্য্যন্ত বহু সজ্জন মঠে উপস্থিত থাকিয়া ব্রত পালন করেন। শ্রীনন্দোৎসবে অন্যূন দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

মঠবাসী সেবকগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :—

শ্রীমঠের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব যথাবিহিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উদ্দীপক বিবিধ দৃশ্য মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। উক্ত দিবস দর্শনার্থীর প্রচুর ভিড় হয়। বহু ভক্ত রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ ও শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি দর্শন করেন। ভোগ-রাগান্তে ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ ভাষণ দেন। পরদিবস নন্দোৎসবে কএক শত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা :—

কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিনব্যাপী শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব দর্শনে বিপুল লোকসংঘট্ট হয়। পাঁচদিন ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলার তাৎপর্য্য, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর পূত চরিত্র ও শিক্ষা এবং শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীরাধাষ্টমী তিথি-বাসরে মধ্যাহ্নে শ্রীমতী রাধারাণীর মহাভিষেক, প্রস্ফুটিত কমলে অপূর্ব্ব আবির্ভাব শৃঙ্গার সেবা সন্দর্শনে মঠে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। সমুপস্থিত কএক শত মহিলা ও পুরুষকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজ-কাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রাণমাতান সুমধুর সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

ঊর্জ্জব্রত ব্রত (নিয়মসেবা)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে আগামী ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর শনিবার পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২৫ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর রবিবার উত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীঊর্জ্জব্রত, দামোদর-ব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা পালন করা হইবে। এতদুপলক্ষে প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত প্রত্যহ শিক্ষাষ্টক, দামোদরাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে কীর্ত্তন এবং প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও নগর-সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এ বৎসর ঊর্জ্জব্রত বিশেষভাবে সম্পন্ন হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

হাজারিবাগে শ্রীল আচার্য্যদেব ঃ—

বিহার রাজ্যের হাজারীবাগনিবাসী বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করতঃ কলিকাতা হইতে সপার্ষদে গত ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে তারাপদবাবুর মোটরযান যোগে ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী হাজারীবাগ সহরস্থ তদীয় বাসভবনে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ বিবিধভাবে প্রচারসেবায় নিযুক্ত থাকেন। ১৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তারাপদবাবুর বাসগৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৮ সেপ্টেম্বর বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্টের গৃহে, ১৯ শে জেলাজজ সাহেবের গৃহে, ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় বিহারীদের ঠাকুরবাড়ীতে এবং ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর টাউন হলে হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় সমুপস্থিত বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এইরূপ আধুনিক সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অভিভাষণ তাঁহারা প্রথম শুনিলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মূলদিয়া (জয়নগর) :— মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীমুরারি ঘোষ) ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরণজিৎ কুমার ঘোষের হার্দ্দী প্রার্থনায় ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর ডাকঘরের অন্তর্গত মূলদিয়া গ্রামস্থিত তাঁহাদের বাসগৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে বিগত ৬ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই রবিবার শুভপদার্পণ করেন। পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের গৃহস্থিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে কএকশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবে যোগদানকারী সমুপস্থিত গ্রামবাসিগণকে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহসেবার মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতঃ গ্রামের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় প্রোৎসাহিত করেন।

নির্য্যাণ উৎসব

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা স্বধামগতা শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ মহোদয়ার (হরিদাসীর) পুত্র চতুষ্টয়—শ্রীহরিদাস ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, শ্রীবিষ্ণুদাস ঘোষ ও শ্রীনারায়ণ দাস ঘোষ মহাশয়গণের অর্থানুকূল্যে গত ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীমঠে তাঁহাদের জননীদেবীর নির্য্যাণ-উৎসব সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ ও বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইয়াছিল। বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে পুত্রগণ মহাপ্রসাদ অর্পণ দ্বারা তাঁহাদের স্বধামগতা জননীদেবীর তর্পণ বিধান করেন।

রৌপ্য-পদক

গত ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট কলিকাতা মঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পঞ্চ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অন্তিম অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত **শ্রীচন্দ্রকান্ত মিত্তাকে** তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদনসেবায় সুনৈপুণ্যের জন্য মঠের ও সভার পক্ষ হইতে গৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ একটী রৌপ্য-পদক প্রদান করেন।

———

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭৪।
১৫ দামোদর, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার; ২রা নবেম্বর, ১৯৬৭। | ৯ম সংখ্যা

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭২ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণ বস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুই-প্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা, আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে নির্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি-কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-কারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণই ব্যাধিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজবিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনক সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননী-সূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বৎসল-রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনকজাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখ-মুখে আমরা মধুর-রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধ-রসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম-বিচারের কথা বলি। বর্ত্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্যবিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি

দ্বিতীয় বিষয় :—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য-পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গা রূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা রূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থা রূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি-দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়াশক্তি-দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তি-দ্বারা অনন্ত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা-শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী রূপা তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয় :—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল রস সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান যথা :— ১) সুরম্যাঙ্গ, ২) সর্ব্বসল্লক্ষণ যুক্ত, ৩) সুন্দর, ৪) মহাতেজা, ৫) বলবান্, ৬) কিশোরবয়সযুক্ত, ৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮) সত্যবাক্, ৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০) বাক্পটু, ১১) সুপণ্ডিত, ১২) বুদ্ধিমান্, ১৩) প্রতিভা-যুক্ত, ১৪) বিদগ্ধ, ১৫) চতুর, ১৬) দক্ষ, ১৭) কৃতজ্ঞ, ১৮) সুদৃঢ়ব্রত, ১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১) শুচি, ২২) বশী, ২৩) স্থির, ২৪) দমনশীল, ২৫) ক্ষমাশীল, ২৬) গম্ভীর, ২৭) ধৃতিমান, ২৮) সম, সৌম্যচরিত, ২৯) বদান্য, ৩০) ধার্ম্মিক, ৩১) শূর, ৩২) করুণ, ৩৩) মানদ, ৩৪) দক্ষিণ, ৩৫) বিনয়ী, ৩৬) লজ্জাযুত, ৩৭) শরণাগত-পালক, ৩৮) সুখী, ৩৯) ভক্তবন্ধু, ৪০) প্রেমবশ্য, ৪১) সর্ব্বসুখ-কারী, ৪২) প্রতাপী, ৪৩) কীর্ত্তিমান, ৪৪) লোকানুরক্ত, ৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬) নারীমনোহারী, ৪৭) সর্ব্বা-রাধ্য, ৪৮) সমৃদ্ধিমান, ৪৯) শ্রেষ্ঠ ও ৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত,—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে সর্ব্ব জীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। ১) সর্ব্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত, ২) সর্ব্বজ্ঞ, ৩) নিত্যনূতন, ৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত স্বরূপ, ৫) অখিল সিদ্ধি বশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণ ভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। ১) অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, ২) কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, ৩) সকল অবতার বীজত্ব, ৪) হতশত্রুসুগতিদায়কত্ব, ৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব, এই পাঁচটী গুণ নারায়ণা-দিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুত রূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। ১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র; ২) শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেমশোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল; ৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি মুরলীগীত গান, ৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধরূপ-সৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃতসমুদ্র-স্বরূপ।

চতুর্থ বিষয় :—পূর্ব্ব তিনটী বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বিষয়ে জীব তত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশ রূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণ-বিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁর নিত্য দাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহ-বিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে আছে। গুণ সকল চিন্ময়, শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয় :—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ কণ। অতি ক্ষুদ্রতা বশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ

ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছা ক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্ন্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্যপাপ, সুখদুঃখ ও উচ্চনীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদিলোক ও কখনও নরকাদির ভোগ। চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়ঃ—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎ স্বরূপ, সুতরাং মায়া মুক্ত হইবার যোগ্য। কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভ কর্ম্ম দ্বারা মায়া মোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয় এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য-দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ-দাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন স্বভাব কাল-ক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারেনা, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্বস্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্বস্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা।

* "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥"

—তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ভেদ জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্য-জনক যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয় রূপে জানিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক, ইহা বিশ্বাস করতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

সেই সুকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গবলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়। ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফল রূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়ঃ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন—১ আমি কে? ২ আমি কাহার? ৩ এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটী বিষয়ের সুন্দর রূপ আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি ক্রমে জীবসমূহ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই জড় ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়। ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে। অনন্য ভক্তিতে সৎসঙ্গ-ক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন, তাহার লক্ষণ এই—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল

করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য, সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য ভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্বস্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে এই উদ্দেশ্যে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধভক্তি-বৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি-লক্ষণ-শূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টি-বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ সেবন, হরিজন সেবা ও হরিভক্তিশাস্ত্র-চর্চ্চা এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ হর্ষ ত্যাগ, শোকমোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্য বার্ত্তার প্রাতিকূল্য ভাবে অনুশীলন না করা ও প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকলভক্তি-অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাব-ভক্তির উদয় হয়। সাধন ভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভ দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধন ভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব।

নবম বিষয়ঃ— প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা সহকারে অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ-বিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়, সেই ভাব অধিকারী ভেদ-ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্ত রস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্য-প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাববিশেষ, তাঁহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়, এই রসের নাম দাস্য রস। দাস্য রসে সম্ভ্রম প্রচুর রূপে থাকে। সেই মমতাতে

---

*অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য।

(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন—এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষাগুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম মহিমা বাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র—এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নাম বলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্য-রস-রূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা এবং (১০) অহংতা মমতা রূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন। কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নামগ্রহণ মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।

সম্ভ্রম শূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সখ্য রস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্য রস বলা যায়। বাৎসল্যরসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার রস সর্ব্বোপরি রস বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধা-কৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্য ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাব বিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করত জীব নির্ম্মল হইলে সেই সখীদিগের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম বিচিত্র ভাব। নির্ভেদ ব্রহ্মলয় রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রদত্ত ক্রম যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
স্যাদ্‌ দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্‌ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজন-ক্রিয়া, ভজন-ক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাব উদয় হয়, ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্যনাম রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্য্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে এই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে ভজন শিক্ষা। ভজন দ্বারা সকল অনর্থ-নিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি-ক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল সেবন। দশমূল নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার * করিবেন। দশমূল পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎ পরিমাণ শ্রদ্ধা উদয় হয় তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলি সদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরম কারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি দ্বারা শিষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ কালেই দশমূল জ্ঞানদ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং ভক্তিসূচক তাঁহাকে একটী নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ সিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপ সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-বাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরিপক্ব করিবার জন্য শালগ্রাম শ্রীমূর্ত্ত্যাদি সেবারূপ যাগই

* তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ॥

নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং স্বরূপ-ভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপ ভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড় দেহের বিষয়-পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ [illegible], ধনজন সুখ, সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধপরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি ধন, বিদ্যাজন, রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্যস্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ-দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার শোধনে অযত্ন, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চ সংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেম-প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস-সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন। "গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাব-প্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর ব্যবহারের উপদেশ, শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানী মানদ ভাবে কৃষ্ণনাম গ্রহণই ভজনের বাহ্যপ্রকাশ, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-মানস-সেবাই পরম গুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তৎ শাস্ত্র-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

[পাদ্মোক্ত শ্রীসত্যব্রত মুনিকথিত শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক নামক এই স্তোত্র শ্রীদামোদরব্রতকালে নিত্যপাঠ্য]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

মাতা যশোদা-ভয়ে ধাবমান-হেতু অথবা সতত বাল্য-ক্রীড়া-বিশেষ-পরতা-নিবন্ধন নিরন্তর গণ্ডস্থলের লোলতা (চাঞ্চল্য)-বশতঃ ভূষণ-ভূষণাঙ্গ-স্বরূপ যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল আন্দোলিত হইয়া শ্রীমুখচন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে, যিনি গোপ-গোপী-গোবৎসাদির নিবাসস্থান গোকুলে সাতিশয় শোভমান হইয়াছেন, যিনি দধিভাণ্ড-ভেদন ও শিকাস্থিত নবনীত অপহরণাদি অপরাধ জন্য মাতা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপরিভাগ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং মা যশোদাও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অত্যন্ত বেগে ধাবিতা হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীদামোদরকে আমি প্রণাম করি। ১ ॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২॥

মাতৃহস্তে যষ্টি দর্শন করিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার আশঙ্কায় যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে করপদ্মদ্বয় দ্বারা মুহুর্মুহুঃ নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিতেছেন, যিনি সাতঙ্ক-নেত্র এবং মুহুর্মুহুঃ শ্বাস সহকারে রোদনাবেশ বশতঃ যাঁহার কম্পমান কম্বু (শঙ্খ)-বৎ রেখাত্রয়-চিহ্নিত কণ্ঠে স্থিত সমস্ত গ্রৈব অর্থাৎ মুক্তাহারাদি গ্রীবাভূষণ কম্পিত হইতেছে এবং মাতা যশোদা কর্ত্তৃক যাঁহার উদর রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরের পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। ২॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে। ৩॥

এই প্রকার বাল্যলীলা সমূহ-দ্বারা যিনি 'স্বঘোষ' অর্থাৎ নিজ ঘোষপল্লী বা গোকুলবাসি-জনগণকে আনন্দকুণ্ডে অর্থাৎ আনন্দরসময় জলাশয়-বিশেষে নিমগ্ন রাখিয়াছেন, অথবা 'স্বঘোষ' শব্দে গোপ-গোপ্যাদি তদীয় নিজজনগণের যে 'ঘোষ' অর্থাৎ কীর্ত্তি বা মাহাত্ম্যোৎকীর্ত্তন, তাহাতে যিনি নিজেই আনন্দকুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া পরম-সুখ বিশেষ অনুভব করিতেছেন, যিনি তদীয় ঈশিতজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট 'আমি মাধুর্য্যপর প্রেমিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছি' বলিয়া নিজের (অন্তরঙ্গ প্রেমিক) ভক্তগণের বশ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় শতশতবার সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদর-পাদপদ্ম বন্দনা করি। ৩॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥ ৪॥

হে দেব (হে পরম দ্যোতমান বা প্রকাশমান অথবা হে মধুর ক্রীড়াবিশেষপর বা মাধুর্য্যলীলাপর), আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আপনার নিকট হইতে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ অথবা মোক্ষের অবধি বা পরম-কাষ্ঠা রূপ ঘনসুখবিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক কিম্বা অন্য অর্থাৎ শ্রবণাদি ভক্তিপ্রকার —এই সকলকে, এই বৃন্দাবন ধামে, আমি বর বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। যদিও মোক্ষ হইতে বৈকুণ্ঠলোক বা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রবণাদি প্রকারের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা আছে, তথাপি উহা আমার অভীপ্সিত নহে। যদি বলেন, তাহা হইলে তুমি কি বর প্রার্থনা কর? তাহাতে, আমার প্রার্থনা এই যে, হে নাথ, আপনার বৃন্দাবনে প্রকটিত এই বালগোপাল-রূপ বপু আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউন—অবশ্য ইহা সর্ব্বদা অন্তর্যামী ইত্যাদি রূপে আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি-প্রকাশন-দ্বারা সাক্ষাতের ন্যায় উহা আমার চিত্তে প্রকটিত হউন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন মোক্ষাদি বরে আমার প্রয়োজন নাই। ৪॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥ ৫॥

হে দেব, [আপনার বপুর মধ্যে, বিশেষতঃ-পরমমনোহর বদনকমলের মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব? আপনার সেই শ্রীমুখকমলখানি দর্শনার্থ আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে—যাহা কদাচিৎ ধ্যানে অনুভূয়মান, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যাদি বিশিষ্ট, প্রফুল্লকমলাকর, নিখিল সন্তাপহারী ও পরমানন্দ রসবিশিষ্ট, তাহাই আমার হৃদয়ে নিরন্তর আবির্ভূত হউন।] আপনার অব্যক্ত (ঈষৎ) নীল অর্থাৎ পরম শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কুন্তল দ্বারা (কেশ বা অলকা সমূহে) আবৃত বদনকমল (যেন পদ্মোপরি ভ্রমর-পরিবেষ্টিত) এবং গোপী মা যশোদা (বা শ্রীরাধারাণী) যে আপনার মুখপদ্মস্থ বিম্বফল সদৃশ রক্ত-বর্ণ অধর বারম্বার চুম্বন করিতেছেন, সেই শ্রীমুখকমলই আমার মনোমধ্যে নিরন্তর নিত্যকাল আবির্ভূত হউন, অন্য লক্ষলক্ষ লাভে আমার প্রয়োজন নাই। ৫॥

নমো দেব দামোদরানন্তবিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ॥ ৬॥

হে দেব, হে দামোদর, হে অনন্ত, হে বিষ্ণো, আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছি। হে দেব, আপনার সেবাবিমুখতা রূপ দুঃখপরম্পরা-সমুদ্রে নিমগ্ন আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি, কৃপা-দৃষ্টি রূপ অমৃত-বৃষ্টিদ্বারা আমাকে উদ্ধার করিয়া জীবন দান করুন—আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং আমার নেত্রগোচর হউন॥ ৬॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ-
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥ ৭॥

হে দামোদর, আপনি যেমন উদূখলে মা যশোদার প্রেমরজ্জু-বদ্ধ হইয়া (দেবর্ষি নারদ-শাপগ্রস্ত) নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্রদ্বয়কে (যমলার্জ্জুন-বৃক্ষ-জন্ম হইতে) মুক্তিদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্তিভাক্ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাকেও স্বীয় প্রেমভক্তি (ত্বচ্চরণারবিন্দৈকাশ্রয়া এতদ্রূপৈকবিষয়া) প্রদান করুন। (কুবেরাত্মজদ্বয়ের ন্যায়) মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। (এই বৃন্দাবনধামে একান্তভাবে আপনার ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান রূপ) প্রেমভক্তিতেই আমার একমাত্র আগ্রহ (অন্য কিছুই আমার প্রার্থনীয় নহে)॥ ৭॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥ ৮॥

হে দামোদর, অপ্রাকৃত তেজোরাশির আশ্রয়স্বরূপ আপনার উদরবন্ধন রূপ মহাপাশকে নমস্কার, চরাচর বিশ্বের আধার স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার, আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে এবং অনন্তলীলাবিশিষ্ট পরমেশ্বর আপনাকে নমস্কার করি॥ ৮॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে রুক্মাঙ্গদ মোহিনী সংবাদে শ্রীসত্যব্রতমুনিপ্রোক্তং শ্রীদামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—হরিকথা কি নিত্য-নূতন মনে হয়?

উত্তর—কামুকের নিকট কামিনীর কথা যেমন নিত্য-নূতন মনে হয়, ভক্তের নিকট ভগবৎ কথাও তদ্রূপ অপূর্ব, অশ্রুতচরী ও নিত্যনূতন মনে হইয়া থাকে। ইহা অনুরাগ বা তৃষ্ণাধিক্যের লক্ষণ। (ভাঃ ১০।১৩।২ টীকা)

যাঁহাদের বাক্য, অর্থ, কর্ণ ও চিত্তের বিষয়—কৃষ্ণ, সেই সাধু-ভক্তগণের স্বভাব এইরূপ। (ভাঃ ১০।১৩।১-২)

প্রশ্ন—ভগবদনুভূতি কি করিয়া হয়?

উত্তর—কেবলা ভক্তি দ্বারা বা প্রেমভক্তি দ্বারা ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি হয়। জ্ঞান ও যোগ ভক্তিহীন হইলে ব্যর্থ ও কষ্টপ্রদ হয়। এজন্য কেবল জ্ঞান দ্বারা কিছুই হয় না। কিন্তু ভক্তিমিশ্র জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি হয়।

অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণময়-ভগবৎস্বরূপস্য প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়াসিন্ধুত্তীর্ণাপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি। (ভাঃ ১০।১৪।৪-৭ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্ত-গুরুর কৃপাতেই কি ভক্তি হয়?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ-ভাজন হইতে পারিলেই ভগবানের হওয়া যায়—তদীয় বা বৈষ্ণব হওয়া যায়। (ভাঃ ১০।১৪।৩৬ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি হৃদয়েই আছেন?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে নিখিল জীব-হৃদয়ে অবস্থিত।

সর্ব্বেষামপি জীবানাং ক্ষেত্রেষু দেহেষু ভগবানেব অবস্থিতঃ অন্তর্য্যামিরূপেণ স্বয়মেব স্থিতঃ ন তু রাজা ইব স্বরাজ্যেষু স্বপ্রতিনিধিপুরুষদ্বারেত্যর্থঃ।

(ভাঃ ৩।৭।৬ টীকা)

প্রশ্ন—জীবের রক্ষক ও পালক ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়ে থাকাসত্ত্বেও জীবের এত কষ্ট কেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—'যথা হৃদি স্থিতমপি রত্নপদকং বিস্মৃত্য জনেন নাস্তি পদকম্ ইতি খিদ্যতে' তদ্রূপ।

'যথা চ অন্যেন কৃতমপি চৌর্য্যং বিভ্রান্তিবশাৎ ময়ৈব হৃতং ইতি অভিমন্যতে তদনন্তরঞ্চ রাজকীয় পুরুষদত্তং তৎফলং দুঃখমপি ভুঙ্ক্তে এব,' তদ্রূপ জীব অবিদ্যা-বশতঃ 'স্বজ্ঞানানন্দং বিস্মৃত্য দেহাভিমান-প্রাপ্তং দেহধর্ম্মং দুর্ভগত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্য যদি ক্লিশ্যতি তর্হি কস্মৈ দোষো দেয়ঃ ?'

(ভাঃ ৩।৭।৯ টীকা)

যেমন স্বপ্নে জীবের শিরশ্ছেদন ব্যতীতও আমার শির ছিন্ন হইয়াছে মনে হয়, ইহা কেবল মিথ্যা-প্রতীতি মাত্র. শুদ্ধজীবের জ্ঞানানন্দাদি ভ্রংশও তদ্রূপ অবিদ্যা-দশাজাত মিথ্যা-প্রতীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

স্বপ্নে শির থাকা সত্ত্বেও শির নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। তমসাপি স্বর্ণরূপার তেজ লুপ্ত হয় না, আবৃত হয়। (ভাঃ ৩।৬।১০ টীকা)

প্রশ্ন—অবিদ্যা বা অজ্ঞান যায় কিসে ?

উত্তর—গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় শুদ্ধভক্তি হইলেই অবিদ্যা দূর হয়। শাস্ত্র বলেন—

সাধুসঙ্গ-কৃপা বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

অবিদ্যা স্বভক্তদ্বারয়া বাসুদেবানুকম্পয়া উদ্ভূতেন ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে সাধনানুসারেণ অনর্থ-নিবৃত্তি-তারতম্যেন। (ভাঃ ৩।৬।১২ টীকা)

যখন ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিতে আকৃষ্ট হয়, তখনই জীবের ক্লেশ দূর হয়, জীব বিষয়নির্ম্মুক্ত হয়।

(ভাঃ ৩।৬।১৩)

সাধনভক্তিরেব অবিদ্যাং উপশময়তি। কিং পুনস্তৎসাধ্যা রতিঃ। রতের্মুখ্যং ফলং অবিদ্যোপশমো ন ভবতি কিন্তু ভগবদ্বশীকারঃ। (ভাঃ ৩।৬।১৪ টীকা)

প্রশ্ন—গুরুসেবা লাভ কি সকলের পক্ষে সম্ভব নয় ?

উত্তর—না। মহাভাগ্যফলেই সদ্গুরুর সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ মহৎ শ্রীগুরুদেবের সেবা অল্প-সুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ।

(ভাঃ ৩।৬।২০)

প্রশ্ন—সাধু গুরুর নিকটেও কি খল ব্যক্তি থাকে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন, চন্দন বৃক্ষে যেমন সর্পের বাস দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রিয় সাধু-গুরুর নিকটেও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অনেক খলের আগমন বা স্থিতি দেখা যায়। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তের নিকট দুষ্টলোকগণ বেশীদিন থাকিতে পারে না। (ভাঃ ৩।৮।২৯)

প্রশ্ন—হরিকথা আলোচনার কি ফল ?

উত্তর—হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ও দুঃখ দূর করিয়া থাকে। যাহাদের হরিকথায় রুচি নাই, তাহাদের দুঃখ অনিবার্য্য। হরিকথা-শ্রবণবিমুখ জীবের দুঃখের সীমা থাকে না।

ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে বিমুখ হইলে বিবেকী ঋষিগণেরও (জ্ঞানিগণেরও) সংসার হইয়া থাকে।

(ভাঃ ৩।৯।৭-৮, ১০)

'হরিকথা-রুচি র্হি ভক্তিঃ।' হরিকথায় রুচিই ভক্তি। হরিকথায় রুচিই মঙ্গলের মূল। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল হইতেই পারে না। (ভক্তিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—ভগবদ্দর্শনের রাস্তাটী কি ?

উত্তর—শ্রবণানুগ্রহে দর্শনের পথই ভগবদ্দর্শনের পথ। তাহার নাম শ্রৌতপথ—গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাৎ ঈক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা। (ভাঃ ৩।৯।১১ টীকা)

প্রশ্ন—গুরু-কৃপাতেই কি জীব উদ্ধার হয় ?

উত্তর—হাঁ। গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবানের পরমভক্ত। ভগবান্ গুরুরূপেই জীবকে কৃপা করেন, আশ্রয় দেন, উদ্ধার করেন। এজন্য গুরুকৃপায় ভক্তি লাভ করিয়া জীব উদ্ধার হউক, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। এখন প্রশ্ন—অন্তর্য্যামী সর্ব্বজীববন্ধু ভগবান্ স্বয়ং কৃপা করিয়া জীবকে উদ্ধার করেন না কেন ? তদুত্তর এই যে, ভক্তবৎসল ভক্তাধীন গোবিন্দ স্বভক্তের যশঃ বা মাহাত্ম্য প্রচারার্থ জগদুদ্ধারিণী স্বরূপশক্তি নিজ প্রিয় ভক্তে

দিয়া নিজে অন্তর্য্যামিরূপে উদাসীন থাকেন। (ভাঃ ৩।৯।১২ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ত সকলকেই কৃপা করেন, তবে সকলের মুক্তি বা মঙ্গল হয় না কেন?

উত্তর—অপরাধ প্রবল থাকিলে কৃপা কার্য্যকরী হয় না। উষরভূমি বা ক্ষারভূমিতে বীজ রোপণ করিলে যেমন গাছ হয় না, তদ্রূপ। দক্ষাদির প্রতি শ্রীনারদাদির কৃপা ফলপ্রদ হয় নাই। (ভাঃ ৩।৯।১২ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণনাম কি কৃষ্ণের ন্যায় শক্তিশালী?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণনাম, নৃসিংহ নাম, রামনাম তত্তৎ অবতারাদির তুল্য শক্তিশালী। (শ্রীশ্রীজীবপ্রভু)

প্রশ্ন—স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি প্রীতি কি দেহসম্বন্ধীয়?

উত্তর—হাঁ। কলত্রাদিষু প্রীতিঃ দেহসম্বন্ধেন। দেহে প্রীতিঃ জীবাত্মসম্বন্ধেন। জীবাত্মনি প্রীতিঃ পরমাত্মসম্বন্ধেন। পরমাত্মনি এব প্রীতিঃ স্বাভাবিকী। (ভাঃ ৩।৯।৪২ টীকা)

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণ কি আদরের পাত্র?

উত্তর—হাঁ। ব্রাহ্মণ আদরণীয়। এজন্য ব্রাহ্মণকে অনাদর করিতে হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে তাহার দিকে তাকাইবে না।

ভক্তিমিশ্র স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। যেমন বশিষ্ঠাদি। ভক্তির প্রাধান্য থাকিলে জাতি-ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবপদবাচ্য। যেমন নারদাদি। (ভাঃ ৩।১৬।৮ টীকা)

ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী—ইহারা ভগবানের তনু অর্থাৎ বিশেষ অধিষ্ঠান। (ঐ ১০)

ভগবান্ শ্রীহরিই ব্রাহ্মণগণের মূল দেবতা ও উপাস্য বস্তু। (ভাঃ ৩।১৬।১৭)

প্রশ্ন—কে ভগবান্‌কে পায়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ শ্রীহরি শরণাগত ও সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের সুখারাধ্য। কেবল অশরণাগত, কুটিলচিত্ত অসাধুগণের দুরারাধ্য—অতি কৃচ্ছ্র সাধনেও অপ্রাপ্য। (ভাঃ ৩।১৯।৩৬)

প্রশ্ন—ভক্ত কি নির্ভীক?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—যে ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে জন্ম ও জরা জন্য নিখিল ভয় পলায়ন করে, সেই ভগবান্ আমার হৃদয়ে আছেন। সুতরাং আমার ভয় কি করিয়া থাকিবে? (বিষ্ণুপুরাণ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি মহাতীর্থস্বরূপ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। গুরুর চরণোদক কোটীতীর্থ-ফলপ্রদ। গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটীফলপ্রদম্। হরিপাদোদক ও গুরুচরণামৃত উভয়ই নিখিলতীর্থস্বরূপ।

(হরিভক্তিবিলাস)

প্রশ্ন—গুরুর কি সর্ব্বত্রই গুরুদর্শন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ভগবানের আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি। তাঁহার অদ্বিতীয়া কেবলা চেষ্টা—ভগবদ্-ভজন। প্রকৃত গুরু কাহাকেও শিষ্য বা সেবকজ্ঞান না করিয়া গুরুজ্ঞান—ভগবৎসেবক জ্ঞান করেন। কারণ গুরুর ভোগ্য, লঘু বা মায়াদর্শন নাই, সর্ব্বত্রই তাঁহার গুরুদর্শন।

প্রশ্ন—বেদের আকরবস্তু কি?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

অসম্প্রসারিত ভগবন্নাম প্রণব (ওঁ) বেদের আকর বস্তু। (ভাঃ ১১।১৭।১১ বিবৃতি)

শাস্ত্র বলেন, ওঁ—অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

স্বদাসং ভগবান্ হৃদি ধত্তে। ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। (ভাঃ ১২।১১।১০ টীকা)

প্রশ্ন—আমরা সকলেই কি ভগবানের আশ্রিত?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ)

পৃথিবী ভগবানের (চরণস্থ) বিভূতি। অতঃ পৃথিবী-মাশ্রিতাঃ স্থাবর-জঙ্গমা মৎপ্রভোশ্চরণাশ্রিতা এব তে ময়া সম্মাননীয়া এব নতু দ্বেষ্টব্যাঃ। (ভাঃ ১২।১১।২৪ টীকা)

প্রশ্ন—অক্রূর কোন্ স্থান হইতে কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—অক্রূর নন্দগ্রাম হইতে কৃষ্ণ-বলরামকে রথে মথুরায় আনয়ন করেন।

(ভাঃ ৩।১।৩২ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রদ্ধালু কে ?

উত্তর—এ জগতে সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান্, অশ্রদ্ধালু ও বিমুখ এই তিন প্রকার লোক দৃষ্ট হয়। যাহারা ভক্তিকে পরমপুরুষার্থরূপে বিশ্বাস করে, তাহারা শ্রদ্ধাবান্। যাহারা ভক্তিকে পুরুষার্থসাধনমাত্র জ্ঞান করে, তাহারা অশ্রদ্ধালু। আর যাহারা ভগবদ্ ভক্তি ব্যতীতও পুরুষার্থ লাভ হয়, এরূপ ধারণা করে, তাহারা বিমুখ। (ভাঃ ৩।৫।১৪ টীকা)

প্রশ্ন—আদর বা উপাসনা অনুসারেই কি ফল হয় ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

আদরতারতম্যে ফলতারতম্য। আদরাভাবে ফলাভাব। ভগবানপি উপাসকস্য উপাসনা-তারতম্যেন ফলপ্রদো ভবেৎ। ভক্তিমিশ্রকর্ম্মিণে নিষ্কামায় মোক্ষং কর্ম্মমিশ্রভাক্তমতে শান্তরতিঞ্চৈবং ভক্তিতারতম্যবতে সালোক্যাদিকঞ্চ দদাতি। (ভাঃ ৪।২১।২৭, ৩৫ টীকা)

প্রশ্ন—যাহারা গুরুর আনুগত্য করে, তাহাদের মঙ্গল কি হয়ই ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—ভগবদাজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তির সর্ব্বত্রই মঙ্গল লাভ হয়। (ভাঃ ৪।২০।৩৩ টীকা) মহৎকৃপয়া ভগবৎসেবাভিরুচির্ভবেৎ। (ভাঃ ৪।২১।৩৩ টীকা)

প্রশ্ন—জীবকে কে চালিত করেন ?

উত্তর—ভগবান্ শ্রীহরিই যাবতীয় প্রাণী, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ন্তা। (ভাঃ ৪।২৯।৬২)

প্রশ্ন—চিত্তশুদ্ধির উপায় কি ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তসঙ্গাদেব চিত্তো বিশেষতঃ শুদ্ধ্যেৎ, বিশুদ্ধে চ চিত্তে ভগবদ্রূপ-লীলালাবণ্যানুভবঃ স্যাৎ। (ভাঃ ৪।২২।৫৯ টীকা)

ভগবদ্ভক্ত সাধুগুরুর সঙ্গ দ্বারাই চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিত্তে ভগবানের লীলাদি অনুভব হয়।

লিঙ্গদেহই (মন) জীবের উপাধি এবং তাহাই বাধা। লিঙ্গভঙ্গে ভগবদ্দর্শন হয়। (ভাঃ ৪।২২।২৮)

ধন ও ভোগ্য বিষয়াদির চিন্তাই সর্ব্বনাশের কারণ। (ঐ ৩৩)

প্রশ্ন—ভক্তগণ গুরুকে কিভাবে ধ্যান করেন ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তং গুরুং লোকাস্তৎ স্বরূপত্বেনৈব ধ্যায়ন্তি। ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ সাধুঃ ভগবৎস্বরূপাভিন্নোঽপি তৎস্বরূপভূতঃ। (ভাঃ ১১।১১।২৮ টীকা)

প্রশ্ন—গুরু অপ্রসন্ন হইলে কি কোন কার্য্যই ফলপ্রদ হয় না ?

উত্তর—না। গুরু অপ্রসন্ন হইলে কি বিদ্যা, কি সেবা, কি পাঠ, কি হরিকথা-শ্রবণ কোন কিছুই ফলপ্রদ হয় না। গুরুর নির্দ্দেশমত সেবা করিলেই তাহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নতুবা তাহা নিষ্ফল হয়। গুরু প্রসন্ন হইয়া সেবা বা উপদেশ দিলেই তাহা মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন—

অপ্রসাদাদ্ গুরোর্বিদ্যা ন যথোক্ত-ফলপ্রদাঃ।
বিদ্যাঃ কর্ম্মাণি চ সদা গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নাক্তাঃ ফলপ্রদাঃ॥ (তত্ত্বসার)

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা-মহোৎসব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত শ্রীচৈঃ বাঃ ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

ইহা 'আদিলিঙ্গ' বলিয়া কথিত হয়। শুনা যায় মূল মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত প্রস্তরময় চত্বর দৃষ্ট হয়, তাহারই এক পার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির, ইহার ভূমি মূলমন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন, পূর্ব্বোক্ত আদিলিঙ্গ মূর্ত্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। ইহার নিকটে বৃহৎ বৃষভমূর্ত্তি বিরাজিত।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট, ইহার উত্তরে প্রায় ৩০০ গজ দূরে বিন্দুসরোবর। শ্রীমন্দির-

ভূখণ্ড দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। তদ্ব্যতীত উত্তর মুখে ২৮ ফুট বাহির শালা রহিয়াছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফুট। পাষাণ প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণা পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দির অপেক্ষাও ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরী মন্দিরের শিল্প ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণ। যাহা হউক শ্রীমন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শন করিলে দর্শক-মাত্রেরই চিত্ত যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতীরে মধ্যঘাটের সম্মুখস্থ শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। গর্ভমন্দিরের সম্মুখে শ্রীমুখশালা (এস্থান হইতে সাধারণ যাত্রিগণ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমুখচন্দ্রিকা দর্শন করেন)। ইহার দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। ইহার পর জগমোহন, তৎপর নাট্যমন্দির, তৎপশ্চাতে ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দিরে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী গরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত। মূল বা গর্ভমন্দিরে বিরাজিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-বর্ত্ম দেবান্তর-দর্শনে গমন করিতে পারেন না, এই বিধি এখনও ভুবনেশ্বর তীর্থে প্রচলিত আছে।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিকই পাথর দিয়া বাঁধান। সরোবরের মধ্যস্থলে ১০০ × ১০০ ফুট একটি প্রস্তরমণ্ডিত দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়-বিগ্রহ আগমন করেন। মন্দির-পার্শ্বস্থ ফোয়ারার জলদ্বারা শ্রীভগবানের অভিষেকোৎসব হইয়া থাকে। শুনাযায় এই স্নানযাত্রার সময়ে বর্ষাকালে সরোবরে বড় বড় কুম্ভীর আসিয়া বাস করে।

মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়োক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়—গঙ্গাসাগর সঙ্গমের পর কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তত্তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্র 'যাজপুর', তৎপর 'স্বয়ম্ভুবন', তৎপর লবণসমুদ্র সমীপস্থ মহাদেবী, ইহাই 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর 'মহেন্দ্রশৈল', ইহা গঞ্জামপ্রদেশে অবস্থিত এবং 'পরশুরাম-ক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতের প্রাচীন টীকা 'দুর্ঘটার্থ প্রকাশিনী' উপরিউক্ত স্বয়ম্ভুবনের 'স্বয়ম্ভু' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—শম্ভু বা মহাদেব। এই স্বয়ম্ভুবন তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল। সুতরাং ঐ স্বয়ম্ভু-বনই যে শাম্ভবক্ষেত্র একাম্রকক্ষেত্র বা একাম্রকবন ভুবনেশ্বর, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উৎকলখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥"

অর্থাৎ প্রাচীন কালে শ্রীমহাদেব কর্ত্তৃক এই ক্ষেত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তথায় স্বয়ং পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সাক্ষাৎ উমাকান্ত মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তদবধি এই স্থান অজ্ঞান-তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডেও বর্ণিত আছে—

"স বর্ত্ততে নীলগিরি র্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিভোঃ॥
চতুর্দ্দেঽস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ।
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্॥"

—উৎকলদেশে নীলাচলের দুইযোজন উত্তরে শ্রীগৌরীপতি শঙ্করের ক্ষেত্র একাম্রকবন বিরাজিত।

সুতরাং মহাভারত বনপর্ব্বে বর্ণিত উক্ত স্বয়ম্ভু-বনই—একাম্রকবন এবং উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

কপিল-সংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরের এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়:— প্রাচীন কালে কাশীধামস্থ শ্রীবিশ্বেশ্বর দেবর্ষি শ্রীনারদকে বলিলেন যে, অতিজ্ঞান-বিহ্বল নাস্তিকগণ কাশীধামে বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। এস্থানে যথার্থ ধর্ম্ম আর থাকিবে না, লোকসকল অধর্ম্মাচারী হইয়া পড়িবে, এস্থান শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, ক্রমশঃই বহির্ম্মুখ জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিবে, আমার এস্থানে থাকিবার আর বিন্দুমাত্রও অভিলাষ হইতেছে না। হে দেবর্ষে, এমন পরমস্থান কোথায় আছে, যেস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমি সানন্দচিত্তে

শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করিতে পারি? দেবর্ষি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "লবণজলধিতটবর্ত্তী নীল-শৈলের উত্তরে 'একাম্রকবন' নামে একটি পরমরমণীয় স্থান আছে, তথায় শ্রীঅনন্তের সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিরাজিত, সেই স্থানটি পরম গুহ্য।" নারদ-বাক্য-শ্রবণে মহাদেব কাশী পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্ব্বতীসহ সেই পুণ্যক্ষেত্র একাম্রকবনে আগমন করিয়া শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে কহিলেন—"প্রভো, আমি তোমার এই প্রিয় স্থানে তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমাকে, তোমার পদান্তিকে বাস প্রদান কর।" তখন শ্রীভগবান্ বাসুদেব পরম প্রিয়তম বৈষ্ণবরাজশম্ভুর আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হে শম্ভো, আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে বাস করিতে দিব, কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল যে আর কাশীতে যাইবে না।" তখন শঙ্কর কহিলেন—"আমি কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে কি করিয়া পারি? সেইস্থানে যে আমার প্রিয় জাহ্নবী এবং সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা আছে?" তখন বাসুদেব কহিলেন—"হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এস্থানে 'পাপনাশিনী' নামে মণিকর্ণিকা এবং আমার অগ্নিকোণে আমারই পাদোদ্ভবা 'গঙ্গা-যমুনা' নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে।" তখন শঙ্কর কহিলেন—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই গমন করিব না।" ইহা বলিয়া বৈষ্ণবরাজ শম্ভু শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। ইনিই ত্রিভুবনেশ্বর বা 'ভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ।

কার্ত্তিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়। পরিক্রমাকারিযাত্রিগণ বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি হইয়া ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পুনরায় বরাহদেবীতে উপস্থিত হন।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। ষ্টেসন হইতে মন্দির দুই মাইল। মোটরবাস বা মোটরযান, সাইকেল রিক্সা, গোযানাদি পাওয়া যায়। বিন্দুহ্রদের তীরে তিনটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসাদি আছে। ষ্টেসনের নিকটও একটি ছোট ধর্ম্মশালা আছে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাট হয়। ষ্টেসনের বিপরীত পার্শ্বে নূতন ক্যাপিটাল টাউন বসিয়াছে। জল হাওয়া ভাল। কেদারকুণ্ডের জল পানার্থ এবং গৌরীকুণ্ডের জল স্নানার্থ ব্যবহৃত হয়। ভুবনেশ্বর কোটি লিঙ্গেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে অগণিত তীর্থ বিরাজিত, তন্মধ্যে বহু মন্দির লুপ্ত হইয়াছে, কতক মন্দির ভগ্ন, কতক ভগ্নপ্রায়। অধিকাংশ মন্দিরে আরাধ্য মূর্ত্তিই নাই। মুখ্য শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির ব্যতীত রামেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর মেঘেশ্বর ও ভাস্করেশ্বর, রাজা-রাণী-মন্দির (প্রথমে বিষ্ণুমন্দির ছিল, এক্ষণে কোন বিগ্রহ নাই), মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের শিল্পসৌন্দর্য্য দর্শনযোগ্য। ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর, পাপনাশিনী, গঙ্গা যমুনা, কোটি তীর্থ, দেবী পাপহরা, মেঘতীর্থ, অলাবু-তীর্থ, অশোককুণ্ড (রামহ্রদ) ও ব্রহ্মকুণ্ড—এই নয়টি প্রসিদ্ধ তীর্থে তীর্থযাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে আবার বিন্দুসরোবর ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানই মুখ্য বলিয়া মান্য করা হয়। বিন্দুসরঃ হইতে ব্রহ্মকুণ্ড দুইফার্লং দূরে অবস্থিত।

[আমরা আমাদের গৌড়ীয়-সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ২য় অধ্যায়ের সুবিস্তৃত তথ্য হইতে 'শ্রীভুবনেশ্বর' সম্বন্ধে উপরিউক্ত মোটামুটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনের প্রয়াস পাইয়াছি। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত মূল ও তথ্য এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত 'শ্রীভুবনেশ্বর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

বিচারপতি শ্রীঅমরেশ চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ

[শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পঞ্চদিবসীয় ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে (১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট) 'ধর্ম্ম ও নীতি' সম্বন্ধে সভাপতি কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেশ চন্দ্র রায় মহোদয়ের অভিভাষণ]

আমার পরিচয়ে মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি বলে উল্লেখ করেছেন, সেই পদাধিকারে আমি 'ন্যায়াধীশ', কিন্তু 'নীতিবাগীশ' আমি নহি। ব্যবহারিক বৃত্তিতে ধর্মশাস্ত্র আলোচনার সুযোগ হয়ত হয়েছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব তাহার অন্তর্গত নহে।

আজকের প্রধান অতিথি একজন প্রখ্যাত ব্যবহারিক, ন্যায় ও নীতির বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত বলে আমি জানি; কিন্তু ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য, তার সাথে আইন আদালতের সম্পর্ক খুবই কম। ধর্ম্মাধিকরণের নীতি—আইন। সত্য সেখানে প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। ন্যায় তার যুক্তিবাদী। ন্যায়বিচার আইন, প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদালতে নীতি যদিবা থাকে, ধর্ম্ম তার ভিন্ন বস্তু। অধিকার-রক্ষাই আইন আদালতের ধর্ম্ম। ব্যাপক অর্থে ধর্ম্ম প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। নিজেই সে নিজের প্রমাণ। নীতির বেলায় বলা হয়েছে "শাস্ত্রমেব প্রমাণম্"। সে শাস্ত্রই বা কি?

ধর্ম্ম বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, তার বিভিন্ন পর্য্যায়। প্রথমেই মনে আসে, বর্ত্তমান পৃথিবীতে ভিন্ন জাতিগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে বিভক্ত, তারই মূল গোষ্ঠী। যেমন ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলিম; ইউরোপের খৃষ্টান ও জু; আরবের ইসলাম, জু ও জোরাষ্ট্রিয়ান; ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপানের বৌদ্ধ। এদের প্রত্যেকটীর মধ্যেই আবার একাধিক খণ্ডগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে। এদের প্রত্যেকেরই আচার আচরণ, অনুষ্ঠান ও নীতির ভিন্নতা আছে। ধর্ম বল্‌তে কি তাই বুঝব? নীতিও ত' অনেক শুনি—রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় বহু নীতির উল্লেখ হয়—অর্থনীতি, দণ্ড বা শাসননীতি, দান নীতি, সাম নীতি, ভেদনীতি ইত্যাদি ত' ছিলই, এখন দমননীতি, শোষণনীতি আমরা সব সময়েই শুনছি এবং তার সাথে আরও যোগ হয়েছে শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি, যার মধ্যে সব চেয়ে বড় আমাদের দেশে এখন খাদ্যনীতি। এর কোনটিই কি এই সভার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত? তাও আমার মনে হয় না।

বিষয় আজ ধর্ম ও নীতি। এই দুইটী কথার একত্রে উল্লেখ হওয়ায় এদের প্রত্যেকটীর ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার হয়েছে মনে করি। দুয়েরই সেই ব্যাপক অর্থ ও একটির সাথে আর একটির সম্পর্কই বোধ হয় আলোচ্য বিষয়। ধর্ম সেই ব্যাপক অর্থে কি বুঝায় ও নীতিই বা সেই ব্যাপক অর্থে কি নির্দ্দেশ করে?

'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম কথাটার উৎপত্তি—যাহা ধারণ করে—ধারয়তি ইতি ধর্মঃ। জগৎ ও মানব সমাজকে যে চিন্তা সত্যপথে ধরে রাখে, তার থেকেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম্মের ভিন্নতা থাকলেও সবধর্ম্মেরই আদর্শ ভগবজ্‌জ্ঞান। ভাবা ভিন্ন হলেও ভাব—এক হওয়া প্রয়োজন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে উপনিষদের ব্রহ্ম বা ঈশ—ভগবজ্‌জ্ঞান, চৈতন্যদেবের চিন্তাধারায় তা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ এবং তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। বৈষ্ণব ও বৈদান্তিক একই গান গায় দুই সুরে। কিন্তু মূল ধর্ম একই—ভগবচ্চিন্তা, ভগবজ্‌জ্ঞানলাভের জন্য সত্য পথে।

আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম—সে অর্থেও ত' ধর্ম আমরা বুঝি। সেগুলি সবই সত্যপথে চালিত হবার উপায় ব্যক্তিগতজীবনে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—(১) অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ বলে শেষে বলেছেন—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। হিন্দু ধর্মের শিক্ষাটাই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তা, সুন্দরকে কাছে পাবার চেষ্টা,

ভগবজ্‌জ্ঞানার্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশ। (২) প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, (৩) মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, (৪) বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। কিন্তু মানুষ ব্যক্তি-জীবনেই সীমাবদ্ধ নহে—সে পরিবার বৃদ্ধি করে, সমাজ সৃষ্টি করে—সে একক নয়, সে সমষ্টি, গোষ্ঠীতেই সে সম্পূর্ণ, এককত্বে ছিন্ন। সেই সমষ্টি জীবনে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের নীতি চাই। অন্যথায় আনন্দের ব্যাঘাত, শান্তির ব্যাঘাত, পূর্ণতার অভাব।

ব্রহ্মের স্বরূপটাই সম্পূর্ণ পূর্ণতার রূপ। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। সেই পূর্ণতাই সত্যম্‌, শিবম্‌, সুন্দরম্‌।

ব্যক্তি যদি সেই সুন্দর আয়ত্ত করতে চায়, তবে তার সমষ্টি জীবনেও সুন্দর হতে হবে, তবেই পাবে সে আনন্দম্‌—যাহা ব্রহ্ম।

সমষ্টি জীবন সুন্দর করতে হলে চাই ত্যাগের নিয়ম, নিজের অধিকার খর্ব্ব করে অপর সকলের অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা,—তারই নাম নীতি। সে নীতি বাগ্‌বিন্যাসে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবহারে তার প্রকাশ—ঈশোপনিষদের প্রথম সূত্র তাই—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥"

ইহার প্রথম শ্লোকার্দ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা ও দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধ ত্যাগের মহিমা শিক্ষা দেয়। অপরের ধনে নির্লোভত্ব, তাতেই মাত্র ভোগ। এই ব্যবহারিক নিয়মই—নীতির মূল সূত্র। ধর্ম যেখানে ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা বা আনন্দ অর্জ্জনের সহায়তা করে তার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মাধ্যমে, নীতি সেখানে সমষ্টির জীবন পরিচালিত করে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন যাপনে সহায়করূপে। ধর্ম্মানুষ্ঠান যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, নীতির অনুসরণ তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য সমষ্টি অর্থাৎ সমাজের প্রতি। নীতি-বিগর্হিত ধর্ম, সমাজের প্রতি অন্যায়, ধর্ম-বিগর্হিত নীতি ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। এক বাদ দিয়ে আরটী হতে পারে না। ধর্ম নীতিকে করে উদ্ভব, আর নীতি ধর্মকে করে উদ্ভাসিত। অগ্নির তেজ ও আলোকের মত ধর্ম ও নীতি অবিচ্ছেদ্য। এরা দুয়ে মিলে তবে সমাজ ও জাতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। ধর্মহীন সমাজ নির্জীব, নীতিহীন সমাজ পঙ্গু। বলিষ্ঠ জাতির চাই নীতি-সম্মত ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-সম্মত নীতি। ধর্ম শাশ্বত ও সনাতন। লক্ষ্য তার বদলায় না। একই ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান ভিন্নরূপ নিতে পারে। কাল ভেদে, দেশ ভেদে, এমন কি সামাজিক গঠনভেদে অনুষ্ঠানের ভিন্নতাই ধর্মীয় মতভেদের কারণ মনে করা যায়। একই ধর্মের মধ্যে দার্শনিক মতভেদের-ও কারণ জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তির বিভিন্নতা। এসব কারণেই আমাদের দেশে বেদান্তের একেশ্বর বাদ, সাংখ্যের বিভিন্ন দেবতা ও তন্ত্রের শক্তি উপাসনার নানা পর্য্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ সংগঠনের আদিতে গুণকর্ম্মের স্তরভেদে চতুর্বর্ণের নির্দ্দেশেরও একই কারণ। প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠানাদির ভিন্নতা সেই সেই বর্ণের ধর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে ধর্ম্মের অর্থ হয়েছে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সেই সমাজ গঠনের পরিপোষকতায় যে যে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য পালন করবে বলে অনুশাসিত হয়েছে তদ্দ্বারা পথই নির্দ্দেশিত হয়েছে, লক্ষ্য আলাদা হয় নাই।

গীতায় "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গীঃ ৩।৩৫) সেই কর্ত্তব্য পালনের আদেশ—ব্যাপক অর্থে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বুঝায় নাই। যুগ ভেদে সমাজগঠন পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ধর্ম্ম সনাতন হ'লেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল। যুগ পরিবর্ত্তনে অনুষ্ঠানাদির ভিন্নতা দেখা গেলেও ধর্মের মূল সূত্র কিন্তু শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়। অনুষ্ঠান বা আচারের রীতি পরিবর্ত্তিত হলেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি, এ কথা ঠিক নয়। তেমনি নীতির রূপ বদল হলেও তার মূল পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম বেদাশ্রিত, বেদানুগ। ঋগ্বেদের উদ্ভব ঋক্‌ শব্দ থেকে, তার অর্থ রীতি। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে মন্ত্র, সংহিতায় স্তুতি ও গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের রীতি ও নীতিগুলির মূল নিবেশিত হয়েছে। মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রগুলি সেই নীতির ব্যাখ্যা বিশদভাবে করেছেন। স্মৃতির সর্ব্বপ্রধান মনুস্মৃতি। তাহাতে যে নীতিগুলি নির্দ্দেশিত

হয়েছে তার শেষে বলা আছে —

অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতিচেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণাঃ ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥

(মনুস্মৃতি—১২শ অধ্যায় ১০৮ শ্লোক)

যুগ পরিবর্ত্তনে নীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সেখানে স্বীকৃত। তাই যুগান্তে নীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু মূলনীতি সনাতন ধর্ম্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত বলে মূলনীতি পরিবর্ত্তন হতে পারে না, বিসর্জ্জিতও হতে পারে না। যদি ধর্ম্মের মূল সূত্র আমরা বিস্মৃত না হই, যদি আমরা নীতির মূলচ্ছেদ না করি, তবে অনুষ্ঠানের রূপ বদলালেও, নীতির পরিবর্ত্তন হলেও ধর্ম্ম ও নীতির সম্পর্ক-চ্ছেদ হয় না। সে সম্পর্ক ছেদ হয় তখনই, যখন ধর্ম্ম মূল-ভ্রষ্ট হয়, নীতি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। ধর্ম্মের মূল ও নীতির আদর্শ বজায় থাকলে আমি পূর্ব্বে যে সব নীতির উল্লেখ করেছি এবং আরও যেগুলি খাতার পাতা ভরে উল্লেখ করা যায়, সে সবেরই প্রতিষেধ কেবল সম্ভব নহে—সহজ। সব দুর্নীতিই নিরোধ করার উপায় সেই মূল আদর্শ বজায় রাখা।

পূর্ব্বেই বলেছি ব্যক্তির ধর্ম্ম ও নীতি থেকে সমাজ, গোষ্ঠী বা জাতির ধর্ম্ম ও নীতি নির্দ্ধারিত হয়। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কর্ত্তব্য ঐ মাপকাঠি দিয়ে মাপ করলে, সামগ্রিক দুর্নীতির সমাধান হবে, তা ছাড়া নয়। অপরের দুর্নীতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করবার পূর্ব্বে আমি ও আপনি যদি নিজেকে প্রশ্ন করি— 'আমি ধর্ম্ম মানছি ত?'— 'নীতি ভ্রষ্ট হই নাই ত?', তা হলে সামাজিক নীতি বজায় থাকবে, জাতির ধর্ম্ম ও নীতি রক্ষার জন্য পথে ঘাটে সোরগোল তুলে ব্যস্ত হতে হবে না।

অনধিকারীর এই সামান্য ও সাধারণ বোধ পণ্ডিতদের গ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির নাগরিককে আমি বিচার করতে অনুরোধ করে আমার ভাষণ শেষ করছি। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

[শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নির্য্যাণসংবাদ-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হইতেছে।]

পূজ্যপাদ শ্রীল আশ্রম মহারাজ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাটিকামারি নামক গ্রামে (সাবডিভিসন—মাদারীপুর, চৌকী—ভাঙ্গা, থানা—মুকসুদপুর) এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল—শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম—শ্রীবিধুমুখী দেবী। তাঁহারা চারি ভ্রাতা, তিনি ছিলেন—তৃতীয় পুত্র। তাঁহার ছেলেবেলাকার ডাক নাম ছিল—সাধু, ভাল নাম ছিল—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বড় ভাই শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায় বৈষয়িক কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, মধ্যম ভ্রাতা এম-এ পাশ করিয়া গৌহাটী কটন কলেজে সায়েন্সের প্রফেসার হন, কনিষ্ঠ ঐ কলেজে লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। মহারাজ গ্রাম্যস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে মাতৃদেবীর বিশেষ আগ্রহে দারপরিগ্রহ করিয়া একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তানের জনক হন। কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া সাধুদর্শনাভিলাষে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। মহারাজ মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে কুলগুরু শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। চন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যা সদানন্দ ঠাকুরের বংশধর। দশমহাবিদ্যা দর্শন করার জন্যই তিনি 'সর্ব্ববিদ্যা' নামে আখ্যাত হন। সংসারে থাকাকালে মহারাজ কিছু কাল গোয়ালন্দ রেলওয়ে ও ষ্টীমার বিভাগে এবং কিছুকাল কলিকাতায় মহেশ ভট্টাচার্য্যের হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে কার্য্য করেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে কার্য্য-কালে তিনি হোমিও-

প্যাথিক ডাক্তারী পাশ করিয়া কিছুকাল গৌহাটীতে তাঁহার ভ্রাতার বাসায় অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ঐসকল কার্য্যে উদাসীন হইয়া তিনি উত্তরাখণ্ডের তীর্থ ভ্রমণার্থ শ্রীকেদার বদ্রী যাত্রা করেন। তথা হইতে কলিকাতায় পৌছিয়া তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' লেখক শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ ঠাকুর বাড়ীর উপরতলায় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, নিম্নতলে তিনি থাকেন। মহেন্দ্রবাবু কলিকাতা মর্টন স্কুলের রেক্টার, তিনি তাঁহাকে ঐ স্কুলের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি বেলুড় মঠে দীক্ষা লাভ ও বাগবাজারে শ্রীসারদা মণি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

একদিন কলিকাতার রাজপথে বড় বড় টাইপে লিখিত 'গৌড়ীয়' শব্দ দেখিয়া অনেকের নিকট উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর পান নাই। পরিশেষে জানিতে পারেন, 'গৌড়ীয়' বলিয়া একটি সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র ঐ বৎসরেই শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি-এল মহাশয়ের (বর্ত্তমানে ইনি চৌরাশীবৎসর বয়স্ক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজ— শ্রীচৈতন্য মঠবাসী) সম্পাদকতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কিয়ৎকাল পরে একদিন তিনি নিজ গ্রামবাসী জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ও স্কুলের মাষ্টার শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমভিব্যাহারে পরেশনাথ মন্দিরদর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিদর্শন ও শ্রীযশোদানন্দন ভাগবত-ভূষণ নামক জনৈক মঠসেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তখন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচাররত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে পুনরায় আর একদিন তথায় গমন করেন। ভাগ্যক্রমে সেই দিন সেই সময়েই প্রভুপাদ ঢাকা হইতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে প্রভুপাদের প্রথম দর্শনলাভ মাত্রই তিনি যেন একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবন অনুভব করেন। 'তেত্রিশকোটি দেবতার সর্ব্বপ্রধান দেবতা কে' এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—এই প্রথম শ্লোকটি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই দুইটি শ্লোক ব্যাখ্যা-সহ শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণই যে 'সম্বন্ধ', কৃষ্ণভক্তিই যে 'অভিধেয়' ও কৃষ্ণপ্রেমই যে পরম 'প্রয়োজন' তত্ত্ব, ইহা বুঝাইয়া দিলেন এবং শ্রীমঠে আসিয়া ক্রমশঃ আরও হরিকথা শ্রবণ করিতে বলিলেন। তদনন্তর মহারাজ প্রায়শঃই তথায় গমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন এবং উৎসবাদি কালে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সময়ে ভগবদিচ্ছায় কলিকাতাস্থ বাসভবনে নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার পত্নীর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তিনি সংসারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পুত্রকন্যাকে লালনপালনার্থ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমার্থচিন্তার অবসর প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল—তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-জন্মস্থান দর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ত' এখনও দর্শন করেন নাই। সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, শ্রীভগবান্ তাঁহার সহায় হন। তিনি স্কুল মাষ্টার জনৈক গোস্বামীর নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্দর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে গিয়া একদিন এক আত্মীয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পরদিবস গঙ্গাপার হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিলেন। তখন শ্রীমায়াপুরের রাস্তা এখনকার মত পাকা পিচঢালা সুগম ছিল না। যাহা হউক বেলা প্রায় ১টায় শ্রীযোগপীঠ মন্দিরে পৌছিয়া তত্রত্য ব্রহ্মচারী সেবকমুখে শ্রবণ করিলেন—ঠাকুরের শয়ন হইয়াছে, বেলা ৩টায় দ্বার খোলা হইবে। তথা হইতে ব্রহ্মচারীজীর নির্দ্দেশমত তিনি শ্রীচৈতন্য মঠে গিয়া ভাগ্যক্রমে কাঁঠালতলার ঘরে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। প্রভুপাদ তখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অনুভাষ্য লেখাইতে ছিলেন। তিনি কিছু না বলিতেই প্রভুপাদ তাঁহাকে মাধ্যাহ্নিক প্রখর রৌদ্রতাপ-ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত এবং

ক্ষুধাকাতর দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহপরবশ হইয়া তৎকালীন মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীজীকে শীঘ্র প্রসাদ দিবার জন্য ইঙ্গিত করিবামাত্র ব্রহ্মচারীজী সহাস্যবদনে তাঁহাকে প্রসাদ দিলেন। তিনি সুস্থ হইয়া বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি গ্রহণান্তর যোগপীঠদর্শনে গমন করিলেন। গমনপথে শ্রীঅদ্বৈতভবন সান্নিধ্যে একজন গৈরিক বসনধারী মঠসেবকের দর্শন পান। ইনিই পরে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ (বর্ত্তমানে স্বধামপ্রাপ্ত) নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি তাঁহাকে লইয়া যোগপীঠে গমন পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, শিশু নিমাই, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীরাধামাধব প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করান এবং সাদরে প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তখন শ্রীযোগপীঠের রক্ষক ছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী। রাত্রিতে যোগপীঠেই অবস্থিতি হয়। পরদিবস প্রভাতে শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীচৈতন্য মঠে যাইবার কথা বলায় তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎসহ শ্রীচৈতন্য মঠে যান। তখন বেলা একটু উঠিয়াছে। একটি পরামাণিক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শীঘ্র ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিতে বলায় তিনি তদ্রূপ প্রস্তুত হইয়া তৎপদান্তিকে উপসন্ন হইলে প্রভুপাদ তাঁহাকে কৃপা পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার নামকরণ হইল—শ্রীমোহনমুরলীদাস অধিকারী। তদনন্তর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত শ্বেত বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিক বসন ধারণ করিয়া চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধর-সেবাভার প্রাপ্ত হন। উহার অল্পদিন পরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাসের নাম হইয়াছিল — ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম। তদবধি তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ, ঢাকা জেলার বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যান্য শাখামঠ সমূহে পরমোৎসাহে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহার্চ্চন এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি মুখে মঠসেবা এবং বিভিন্নস্থানে প্রচার কার্য্যাদি করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। লেখালেখির কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং 'ভক্তচরিত' ও 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃত' নামক দুইখানি গ্রন্থও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্তিমকালে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি 'জীবের দারুণ সংসারগতি' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। হরিকথা কীর্ত্তনেও তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। জীবনের শেষভাগপর্য্যন্তও তাঁহার হরিকীর্ত্তনোল্লাস দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে একবার শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ও অনুমতিক্রমে উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরও তিনি কএকবার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। মহারাজ বড়ই সরলপ্রবৃতি ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের তদানীন্তন মঠরক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীল আশ্রম মহারাজের অগ্রজ গুরুভ্রাতা সত্ত্বেও তাঁহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বিগত ৪৬১ গৌরাব্দে শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী তিথিতে তাঁহাকে সন্ন্যাসগুরুরূপে বরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস লাভান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ তাঁহার সতীর্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত ছিলেন। এজন্য ইনি তাঁহাকর্ত্তৃক পরিচালিত কলিকাতা, বৃন্দাবন, গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে ও কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে দীর্ঘকালযাবৎ অবস্থান করতঃ তত্রস্থ সেবকগণকে উপদেশাদিদ্বারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালেও ইনি সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরূপে দীর্ঘকাল তথায় সেবা পরিচালনা করিয়াছেন। জীবনের

অবশিষ্টকাল শ্রীচৈতন্য মঠে অতিবাহিত করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া তথায় গেলেও পুনঃ ইনি শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সাহচর্য্যে অবস্থানের জন্য ব্যাকুল হইলে, শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থানেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দেন। তদবধি তিনি জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তথায়ই অবস্থান করেন। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে তাঁহার নির্য্যাণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিরহ-সভায় তাঁহার পূত চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পরে কিছুকাল শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন, শেষজীবনেও অভিন্ন-গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন ও তত্তটবর্ত্তী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ব্রহ্মপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে থাকিয়া ভজন করিতে করিতে তথায় শ্রীগুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপনান্তে পরদিবস শনিবার ১লা শ্রীধর (৪৮১ গৌরাব্দ), ৫ই শ্রাবণ (১৩৭৪), ২২শে জুলাই (১৯৬৭) প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-চরণারবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে ৮৬ বৎসর বয়সে ব্রজাভিন্ন শ্রীগৌরধামরজঃ লাভ করিয়াছেন। নির্য্যাণ লাভের পর তাঁহার দ্বাদশাঙ্গ উর্দ্ধপুণ্ড্রে সুশোভিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয় এবং নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অতঃপর তাঁহার কলেবর প্রসাদীপুষ্পমাল্যচন্দনাদি ভূষিত করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়, প্রতিমন্দির হইতেই প্রসাদী পুষ্প-মাল্যাদি অর্পিত হয়। যোগপীঠ হইতে শ্রীবাসঅঙ্গনে লইয়া গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত অভিলাষানুসারে শ্রীগোপালভট্টকৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গত সংস্কার-দীপিকার বিধানানুযায়ী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গপাঠ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়গান মুখে তাঁহাকে সমাধি প্রদান করা হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সমাধি-প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, শ্রীরাধা-বিনোদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি, পরম পূজ্যপাদ নিত্যধামপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিমহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন হইতে পূজ্যপাদ গোস্বামি মহারাজের অনুকম্পিত শ্রী'বনবাবা' প্রভৃতি এবং বহুপূর্ব্ব হইতে সমাধিপ্রদানকাল পর্য্যন্ত তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া তৎকালোপযোগী বিভিন্ন সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন।

গত ২রা শ্রীধর, ৬ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নির্য্যাণ উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

শুভবিজয়া-দশমীর অভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সুধী গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়োৎসব উপলক্ষে বিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণকে বিজয়াদশমীর শুভ অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থ গৌহাটী (আসাম) হইতে শ্রীঅমল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকালীপদ দাস মহোদয়দ্বয় দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌহাটী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বান্ধব। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহাদের নিকট শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এবৎসর গত শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীনন্দোৎসববাসরে দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যা সত্ত্বেও উক্ত গৌহাটী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সপ্তসহস্রাধিক নরনারীকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন। আসামে বঙ্গদেশের ন্যায় অন্নের অভাব নাই। তথায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে।

ভ্রম-সংশোধন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীদামোদর ব্রত' প্রবন্ধে ১৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে শেষ পংক্তিতে 'শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য' স্থানে 'শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাচার্য্য' এইরূপ পাঠ হইবে।

খড়দহে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শুভাবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাভূমি শ্রীপাট খড়দহস্থিত শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমন্দিরে গত ১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-বৈষ্ণব-সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-সেবাসমিতি ও সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাবৃন্দ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপার্ষদে শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন-পথে তথায় শুভবিজয় করেন। শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও ও শ্রীবীরভদ্র প্রভুর কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীগৌরকীর্ত্তন-সহযোগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তৎপর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-সেবাসমিতির সভাপতি শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, অধ্যাপক শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ, সমিতির সম্পাদক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য শ্রীবীরভদ্র প্রভুর তত্ত্ব ও শিক্ষার মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে শ্রীগৌরাঙ্গের উদার প্রেমধর্ম্মের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচার সৌকর্য্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপনের জন্য নিখিল-ভারত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন, উহা যাহাতে মর্য্যাদাপূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা যায়, তজ্জন্য তিনি শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব দিয়াছেন। লোকাভাবসত্ত্বেও শ্রীরাধারমণ ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ের বৈষ্ণব-সম্মেলন আহ্বানের উদ্যমের জন্য তিনি তাঁহার প্রশংসা করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আসামে শ্রীচৈতন্য-বাণী

নলবাড়ীতে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ নলবাড়ীর দানবীর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর লাল মসকরা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীজগজ্জীবন দাস, শ্রীপুলিন বিহারী দাস ও শ্রীতরুণ কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া গৌহাটী মঠ হইতে নলবাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে স্বামীজী স্থানীয় ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়া ৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনা করেন। শ্রীরাধাষ্টমী বাসরে সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাষ্টক কীর্ত্তনাদির পর ভোগারতি কীর্ত্তন হয়। পরে সমাগত ভক্তবৃন্দকে কিছু কিছু খিচুড়ী ও ফল প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকাল ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অবিরাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঁচটার পর ধর্ম্মশালা হইতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া টাউনের বিভিন্ন পথ ভ্রমণ করত পুনঃ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্র ৮টা হইতে শ্রীপাদ মহারাজের ভাষণ আরম্ভ হয়।

নলবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে একটা বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। টাউনে মাড়োয়ারী ও অসমীয়া ভদ্রলোকই প্রধান। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীপাদ মহারাজকে আবার নলবাড়ীতে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ

করিয়া রাখিয়াছেন। প্রচারে শ্রীযুক্ত মসকরাজীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। তিনি আমাদের মঠের কৃপা প্রাপ্ত। শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাজী ও শ্রীমহাদেব শর্ম্মাজী দ্বয়ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। রঙ্গিয়ার কতিপয় সজ্জনের আহ্বানে মহারাজজী রঙ্গিয়ায় যাত্রা করেন।

রঙ্গিয়ায়—স্বামিজী নলবাড়ী হইতে ১৫।৯।৬৭ তারিখে রঙ্গিয়ায় আসিয়া স্থানীয় ডুঙ্গরমল জাজোদিয়া-স্মৃতি-ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত ভবনে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ উপাখ্যান আলোচনা করেন। পাঠে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসার, হাইস্কুলের শিক্ষক, ডাক্তার, চেয়ারম্যান ও বহু বিশিষ্ট সজ্জন শ্রোতৃরূপে উপস্থিত ছিলেন। "যে কোন অবস্থায়, যে কোন আশ্রমে বা বর্ণে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন শ্রীঅম্বরীষের শিক্ষাদর্শ। তাহার অনুসরণ-চেষ্টা জীবমাত্রেরই নিত্য মঙ্গলপ্রদ। কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।" স্বামীজীর এই সকল সারগর্ভ কথা শ্রবণে সকলেই আনন্দ লাভ করেন।

রঙ্গিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বরদলই, ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মোহান্ত, প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে স্বামিজী ২৫।৯।৬৭ তারিখে রঙ্গিয়া কলেজে ছাত্র, ছাত্রী ও প্রফেসারবৃন্দ সমীপে 'ধর্ম্ম ও নীতি' মূলক একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। স্বামীজীর ভাষণের পর কতিপয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কএকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্বামিজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে তৎসমুদয়ের সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সন্দেহ নিরসন করেন। পরদিন রঙ্গিয়া হাইস্কুলেও স্বামিজী ভাষণ প্রদান করেন। ঐ দিবসই রঙ্গিয়া কলেজ হইতে প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার দাস মহাশয় স্বামীজীকে পুনরায় রঙ্গিয়া কলেজে নাইট শিফ্‌টের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রফেসারবৃন্দ-সমীপে রাত্রিতে ভাষণ দিতে অনুরোধ করায় স্বামীজী রাত্রিতে কলেজে ভাষণ প্রদান করেন। স্বামীজীর ভাষণের পর কতিপয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সজ্জন পূর্ব্ববৎ পরিপ্রশ্ন করেন এবং তাহার সদুত্তর পাইয়া খুবই আনন্দিত হন। স্বামীজী রঙ্গিয়ায় আবার যাহাতে আসেন ও কলেজে ভাষণ দান করেন, তজ্জন্য সকলেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সনাতন কৃষ্টি বজায় রাখিয়া ধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিতেছেন।

সেইদিন ভাষণের সময় রঙ্গিয়া আরবী কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ ইস্‌লামুদ্দিনজী উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাইরোতে এম্‌. এ, পাশ করেন। স্বামীজীর ভাষণ শুনিয়া তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন তাঁহাদের মুসলমান আরবী কলেজেও স্বামীজী যেন ধর্ম্ম ও নীতি-মূলক ভাষণ প্রদান করেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পরদিন ২৭।৯।৬৭ তারিখে উক্ত আরবী কলেজে ভাষণ প্রদান করেন। কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসার ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই ভাষণ শুনিয়া কতিপয় প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্ন সমূহের যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া তাঁহারা খুবই আনন্দিত হন। প্রিন্সিপাল মহাশয় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীকে অভিনন্দিত করিয়া পুনঃ পুনঃ আরবী কলেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন।

স্বামীজী তাঁহার ভাষণে বলিয়াছিলেন—"আত্মধর্ম্ম সকলেরই এক। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই সমুহই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। নিমিত্ত দূর হইলে এই ধর্ম্ম থাকে না। যেমন আমি হিন্দুঘরে জন্মিয়াছি বলিয়া আমার হিন্দু-ধর্ম্ম, তদ্রূপ মুসলমানের ঘরে জন্মিলে মুসলমান ধর্ম্মকে আমরা নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি; কিন্তু যখন মরিয়া যাই, তখন আমার হিন্দু ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? যে ঘরে শরীর লাভ করি, সেই ঘরেরই ধর্ম্ম গ্রহণ করি। শরীর নশ্বর বা অনিত্য, সুতরাং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্মও অন্তর্হিত হয়।

পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌ই আত্মার নিত্যোপাস্য, সেই ভগবদনুশীলনই সুতরাং আত্মার নিত্যধর্ম্ম। ভাষাভেদে সেই শ্রীভগবান বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও তত্ত্ব—এক অদ্বয় জ্ঞান বস্তু। আত্মধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবমাত্রেরই শুদ্ধভক্তিযোগে সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নিত্য অনুশীলনীয়। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী।"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,

(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪। ১৫ কেশব, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৭। | ১০ম সংখ্যা

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্ব্বিশেষ বিচার। জড়নির্ব্বিশেষের প্রকার-ভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র-বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ (Entity)—কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ (Entity)—প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলে প্রাকৃত বিগ্রহসমূহ আমাদের জড়চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Confliction) উৎপাদন করায়।

* * উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূল ভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতিসৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদের নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃস্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য-ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান বল (pedantry) —যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্ম্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্ম্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠুজ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিককাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক-জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার-বিরোধ উৎপাদন করে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মননকার্য্য হইতে রক্ষক-শব্দসমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চামূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার নহেন। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান

করিয়া 'আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীক আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না',—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেই ক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয় গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

মায়াবদ্ধ জীবহৃদয় রিপুগণের অদ্ভুত রঙ্গভূমি। জড়-মুগ্ধ জীব রিপুদ্বারা উত্তেজিত হইয়া কত যে আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কেহ কেহ রিপুর বশীভূত হইয়া এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য করেন যে, তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহা ভাবিলে, অনুতপ্ত, লজ্জিত ও সশঙ্কিত হন। কিন্তু রিপুর কি আশ্চর্য্য প্রভাব, কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, আবার যখন তিনি রিপুদ্বারা উত্তেজিত হন, সে সমস্ত অনুতাপ, লজ্জা, ভয় কোথায় চলিয়া যায়, রিপুর বশীভূত হইয়া তিনি পুনরায় ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত হন ও করিয়া থাকেন। রিপুগণের মধ্যে কামই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রিপু-সমস্ত কামেরই অন্তর্গত। কামই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ ও আসক্তির আধিক্য-প্রযুক্ত 'লোভ' নাম প্রাপ্ত হয়। শ্রী-ভগবান্ বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
গীতা,—২য় অঃ ৬২।৬৩ শ্লোক।

কোন একটি বিষয় মনে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাতে আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। সেই বস্তু পাইতে কোন বিঘ্ন হইলেই ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

কাম বলিলে অসত্তৃষ্ণা-মাত্রেই বুঝিতে হইবে। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, স্বর্গ, মোক্ষ আদি যাহা কিছু কামনা করিতেছে, সে সমস্তই কাম। চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইলে—কামকে চিত্তরাজ্য হইতে তাড়াইতে হইলে—সুতরাং এ সমস্ত ইচ্ছাই ত্যাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ পুরুষের স্ত্রীর প্রতি যে আসক্তি এবং স্ত্রীর পুরুষের প্রতি যে আসক্তি, তাহাতেই কামের শক্তি কিছু অধিক বলবতী দেখা যায়, তাহাতেই জীব কিছু বেশী মুগ্ধ হয়। অন্যান্য সমস্ত ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেও ইহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে আর উপায়ও নাই।

বহু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার শ্রীভগবানে একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে ও সাধুসঙ্গ লাভ হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন, রিপু তাঁহার সাধন-ভজনের পথে, ভগবানের প্রেম-মন্দিরে যাইবার পথে পরম শত্রু। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে, রিপু তাঁহার অলক্ষিত-ভাবে, সমস্ত সময়েই তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে ও তাঁহার ভজনের প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের আশ্চর্য্য শক্তি ও ক্রিয়ার পরিচয় দিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে। তাই তিনি তাহাদিগকে অধিকতর বলবান্ জানিয়া, সেই সব প্রলোভনের বস্তু হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া,

যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলন-দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহারা যে অচিরেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা একটু শ্রদ্ধালু হইয়াও সাধুসঙ্গ পান নাই, অথবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময়ে বিবেচনা-অভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত দু'একটা তত্ত্বকথা শুনিয়া, কেহ বা দু'একখানি তত্ত্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া, কুসঙ্গে পড়িয়া ধার্ম্মিকাভিমানী বা রসিকাভিমানী হইয়া রিপু জয় করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা বলেন, "জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, মায়াবদ্ধ হইয়া অহঙ্কার-বশতঃই রিপুর প্রশ্রয় দিতেছে। যে বুঝিতে পারিয়াছে রিপুর তাহার শুদ্ধসত্ত্বে কোন অধিকার নাই, তাহার আবার রিপুর ভয় কি?" একথা সত্য বটে, কিন্তু লোকমুখে শুনিয়া, কি, গ্রন্থ দেখিয়া এ জ্ঞান লাভ করিলে, রিপুর সহিত যুদ্ধ করা যায় না। আক্রমণকারী রিপুর গভীর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া এ জ্ঞান কোথায় লুক্কায়িত হয়, তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়াদি কিন্তু সজ্জীভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এ জ্ঞানের বলে যুদ্ধ করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা মাত্র। সাধন করিতে করিতে যখন সাধু ও কৃষ্ণকৃপাক্রমে ঐ রূপ আত্মজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, যখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী, পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই এক বস্তু, যখন জীব দেখিতে পায়, সমস্ত জগৎ শ্রীভগবানে অবস্থিত এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তখনই তাহার রিপু পরাভব করিবার শক্তি জন্মে, তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

অভেদ পুরুষনারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥
—'গোবিন্দদাসের কড়চা'

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—জিতেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ পরম-বৈরাগী মহাদেবও কোন সময়ে কামমুগ্ধ হইয়া পরম রূপবতী ভগবতীকে ত্যাগকরিয়া মোহিনী মূর্ত্তির পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিলেন, আর আমরা ক্ষুদ্র জীব, কীটানুকীট, কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে যাই? বদ্ধজীব-হৃদয়ে রিপুর এত শক্তি, এত বিক্রম যে, রিপু ইচ্ছা করিলে জীবকে ভগবানের চরণ হইতে টানিয়া লইয়া যথেচ্ছাচার করাইতে পারে। শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন; তিনি শিক্ষা ও লীলা-দ্বারা যাহা কিছু জীবকে বুঝাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তাহাই জীবের গ্রহণীয়। তিনি ছোট হরিদাসের শিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছেন,

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥" চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৮

ইন্দ্রিয় যদি প্রলোভনীয় বিষয় পায়, তাহাকে দমন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এমন কি কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী-মূর্ত্তি মুনিরও মন হরণ করে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকৃত 'প্রকৃতির' কত মোহিনী শক্তি; তাহা হতভাগ্য জীব-দিগকে আকর্ষণ করিতে কত শক্তি ধরে!

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন ভক্তবৃন্দের বিশেষতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ অনুরোধে, তাঁহার কৌপীনাদি বহন করিবার ও অচেতন অবস্থায় সন্তর্পণাদি করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক জনৈক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যান। মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণদাসও যথাবিধি সেবাদি করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ ভট্টমারী (ভট্টথারী) সন্ন্যাসিগণ "সরল" কৃষ্ণদাসকে নানাবিধ কুপরামর্শ ও স্ত্রী দেখাইয়া লোভ জন্মাইয়া তাহার বুদ্ধি নাশ করিল। কামের প্রবল আবেগে কৃষ্ণদাসের বিবেকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে মহাপ্রভুর নাম একবার লইলে কামাদি রিপু ভয়ে দূরে লুক্কায়িত হয়, যাঁহাকে দর্শন করিলে শত শত পাষণ্ডীর হৃদয়-মরু প্রেমবন্যায় প্লাবিত হয়, সেই মহাপ্রভুকে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়া কাম-মুগ্ধ কৃষ্ণদাস ভট্টথারি-দিগের গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু যে "সরল ব্রাহ্মণ" অকপট ভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাহাকে তিনি যদি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবকেরা যে হতাশ হইবে, তাই পতিতপাবন গৌরচন্দ্র ভট্টথারিদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া,—

"কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন॥"

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন, রিপু সহজ বস্তু নহে। বদ্ধজীব রিপুমুগ্ধ হইলে তাহার অকরণীয় কিছুই থাকে না। তাই শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর প্রেমবিবর্ত্ত-বিলাসে জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগীদিগকে যে বলিতেছেন—"স্বপ্নেও না কর ভাই প্রকৃতি দরশন", তাহা গৃহস্থ ভক্তেরও বিশেষ পালনীয়। কারণ বৈরাগী ত' স্ত্রী দেখিবেও না, তাহার বিষয় ভাবিবেও না, আর গৃহস্থ বৈষ্ণব যদিও যুক্তবৈরাগ্য ও ভক্তি অনুকূল (বিষয়) স্বীকার করিয়া বিষয় ভোগ করিবেন, তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে—ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। অতএব, যাঁহার শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার সেবানন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া, রিপু পরাভবের আশা ত্যাগ করিয়া, রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া, শুদ্ধভক্তসঙ্গে সাধন-ভজন করিতে থাকুন। তাহা হইলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন। আর যিনি রিপু জয় করিতে গিয়া নিজে পরাজয় মানিয়া, সৈন্য সামন্ত হারাইয়া, ক্ষত বিক্ষত হইয়া রিপুর দাসত্বে নিযুক্ত আছেন, অনলে পারা রাখিতে গিয়া উড়াইয়া তাহা অঙ্গে লাগাইয়াছেন, তিনিও সরল ভাবে শ্রীভগবানের নিকট নিজের দোষ ও অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া, রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় ও কুসঙ্গ ত্যাগ করিবার শক্তি প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার সরলতাক্রমে তাঁহার প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে উপযুক্ত শক্তি দিবেন ও উদ্ধার করিবেন।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী]

শ্রীশ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপানুগবর **শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম** শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলাবিষ্কারের প্রায় সম-সাময়িক কালে আনুমানিক ১৪৫৩-৫৪ শকাব্দে বা ১৫৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলায় রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয়ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণায় অবস্থিত খেতরী গ্রামে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে রাজোপাধিক জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণী দেবীর ক্রোড়ে এক অনিন্দ্য-সুন্দর পুত্ররত্নরূপে পরম মঙ্গলময়ী **মাঘী পূর্ণিমা** তিথিতে গোধূলি সময়ে আবির্ভূত হন।

বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের নৃলোকদুর্ল্লভ সদ্গুণ ও প্রতিভা-দর্শনে তাঁহার মাতা-পিতা ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—সকলেই অতীব বিস্মিত হইতেন। অতি অল্প-বয়সেই শ্রীনরোত্তম ব্যাকরণাদি ও যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন।

বালক নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণদাস নামক স্বগ্রামবাসী এক ভক্ত বিপ্রবরের শ্রীমুখে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকথাশ্রবণে শিশুকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে শ্রীগৌরপাদপদ্মে অত্যন্ত আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হন এবং ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও পরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান-লীলা-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিহ্বল হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদগণ অনেকেই এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন ভাবিয়া ও শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও কএকবার স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বৃন্দাবন গমনের আদেশ করেন। মাতাপিতা তাঁহার সুতীব্র গৌরানুরাগদর্শনে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে রামকেলি গ্রামে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন পদ্মানদীর অপর পারে দণ্ডায়মান হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে 'নরোত্তম' 'নরোত্তম' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বান-ফলেই শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাব হয়। আরও কথিত হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম নরোত্তমের জন্য পদ্মার নিকট তাঁহার অতিগোপ্য হৃদয়ের ধন ব্রজপ্রেম-সম্পদ্ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তাই একদিন পদ্মায় স্নান করিয়া উঠিয়াই নরোত্তম প্রেমাবিষ্ট হন। ইহার পূর্ব্বদিবস রাত্রে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও

শ্রীনরোত্তমকে স্বপ্নে জানান যে, "নরোত্তম, তুমি পদ্মাবতীতে স্নানকালে তৎসমীপে শ্রীগৌরাঙ্গের গচ্ছিত প্রেমধন প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীনরোত্তমের অভূতপূর্ব্ব প্রেম-বিকার দর্শনে তাঁহার পিতা-মাতা পুত্রের মস্তিষ্কবিকার আশঙ্কায় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীনরোত্তমও শ্রীধামবৃন্দাবনে যাইবার নানা সূত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার গুণাকৃষ্ট তদ্দর্শনাভিলাষী জনৈক জায়গীরদারের নিকট যাইবার নাম করিয়া পিতা মাতার চরণে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কিছুদুর উক্ত জায়গীরদারের গৃহের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া সহসা গতি পরিবর্ত্তন করত তাঁহার চিরাভীপ্সিত বৃন্দাবনের পথ ধরিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর। পিতা তাঁহার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। একদল লোক তাঁহার অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইবার বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঠাকুরের সঙ্কল্প অচল অটল। অনভ্যস্ত দারুণ পথ-কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীল শ্রীনিবাসচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তখন নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের কুঞ্জে লইয়া গেলেন এবং শ্রীনরোত্তমকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনরোত্তম, গোস্বামিপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে মনে মনে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন। গোস্বামিপাদ মহাবিরক্ত পুরুষ, কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জিউকে তিনি তাঁহার ঝোলার মধ্যে রাখিয়া সেবা করেন। কত বিত্তশালী সজ্জন আসিয়া তাঁহার ঠাকুরের জন্য মন্দির বা তাঁহার জন্য ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—আমার রাধাবিনোদ শ্রীধামবৃন্দাবনের বৃক্ষতলে থাকিতেই ভালবাসে, ঐ ঝুলিই তাহার প্রিয় মন্দির। গোস্বামিপ্রভু কাহাকেও শিষ্য করিবেন না জানিয়া শ্রীনরোত্তম বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু শ্রীলোকনাথ-পাদপদ্মই তাঁহার জীবনের জীবন সর্ব্বস্বধন জানিয়া শ্রীগুরুসেবায় কায় মনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। অন্যের অলক্ষিতে রাত্রিশেষে অতিসঙ্গোপনে গুরুদেবের বহির্দ্দেশে গমনের স্থান পরিষ্কার, শৌচের জল মৃত্তিকা আনয়নাদি সেবা-কার্য্য নির্ব্বিকার-চিত্তে পরম আনন্দের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীলোকনাথ ব্রজবাসীর সেবা গ্রহণ করা মহা অপরাধ মনে করিয়া খুবই সন্ত্রস্ত হইতেছেন, কেহ বা ঐরূপ গুপ্তসেবাচেষ্টা-দ্বারা তাঁহাকে অপরাধী করিতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া নিতান্ত অস্থির হইতেছেন, এমন সময় একদিন একটু অধিক রাত্রি থাকিতে উঠিয়া শ্রীলোকনাথ রাজপুত্র নরোত্তমেরই যে এই কার্য্য ইহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং তৎপ্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করিতে করিতে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন ও পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শুনা যায়, শ্রীলোকনাথ প্রথমে তাঁহাকে শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক হরিনাম মহামন্ত্র উপদেশ করেন। সম্বৎসর (কেহ বলেন দুই বৎসর) শ্রীনরোত্তমকে মন্ত্রদীক্ষা (শুনা যায়, শ্রাবণী পূর্ণিমায় কিশোর-গোপাল-মন্ত্র দীক্ষা) দান এবং ক্রমশঃ শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি উপদেশ করেন। কথিত আছে, শ্রীনরোত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধদীক্ষ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক কুঞ্জে ভজনাবিষ্ট থাকা কালে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণী তাঁহাকে কৃপা করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট সেবাভার প্রদান করেন। তিনি বাহ্যদশা লাভ করিবার পর এই সেবাদেশ-কথা পরম দৈন্যভরে শ্রীগুরুদেবের নিকট নিবেদন করিলে শ্রীগোস্বামিপাদ তচ্ছ্রবণে অতীব আনন্দ লাভ করিয়া প্রতিদিন পরমাদরে সেই সেবাদেশ পালনার্থ উপদেশ করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ শ্রীনরোত্তমের ভজনসিদ্ধি শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও কিছু পরে শ্রীদুঃখীকৃষ্ণদাস (কালনার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের চরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণের

শিক্ষা-শিষ্যরূপে তাঁহার নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীনিবাসকে 'আচার্য্য', শ্রীনরোত্তমকে 'শ্রীমহাশয়' বা 'ঠাকুর মহাশয়' এবং শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গোবর্দ্ধন গুহাশ্রয়ী শ্রীরাঘব পণ্ডিত সহ সমগ্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিবর্গ শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-গোপাল ভট্টাদি গোস্বামিগণ-রচিত দুর্ল্লভ গ্রন্থ (হাতে লেখা পুঁথি) গৌড়দেশে প্রচার মানসে একটি সিন্দুকাভ্যন্তরে সযত্নে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশজন রক্ষী পদাতিক সঙ্গে দিয়া উহা শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুরনরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর সহিত বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ১৫০৪ শকাব্দে তাঁহারা গ্রন্থাদি সহ বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত আসিলে ঐ স্থানের দস্যু-প্রকৃতি রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরগণ সিন্দুকটি মহামূল্য ধনরত্ন-পূর্ণ বিচারে রাত্রিকালে অপহরণ করে। তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান সত্ত্বেও না পাইয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন। পরে গ্রন্থানু-সন্ধানার্থ শ্রীনিবাস আচার্য্য সেখানে থাকিলেন। শ্রীঠাকুরনরোত্তম প্রভু-শ্যামানন্দ-সহ খেতুরীতে শুভাগমন করিলেন। ঠাকুরের আগমনে তাঁহার মাতাপিতার আর আনন্দের সীমা থাকিল না। এদিকে শ্রীল আচার্য্য-পাদের কৃপায় বীর হাম্বীরের চিত্তের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বীর হাম্বীর অপহৃত গ্রন্থাদি সহ সগোষ্ঠী শ্রীআচার্য্যচরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীআচার্য্যপাদ গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন গৃহে থাকিয়া শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর—শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল ও সমগ্র শ্রীগৌড়মণ্ডল দর্শনার্থ যাত্রা করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীচরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও তাঁহার বিভিন্ন লীলাস্থানসমূহ দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়েন। অতঃপর শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতভবন, খড়দহ শ্রীনিত্যানন্দ-ভবন, ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীউদ্ধারণ দত্তভবন, খানাকুলে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের স্থান এবং অন্যান্য গৌরপার্ষদগণের স্থানসমূহ দর্শন করিয়া নীলাচলে যান। পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, একচক্রা প্রভৃতি স্থানে সপার্ষদ গৌরসুন্দরের বিভিন্ন স্মারক চিহ্ন দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ ও তদ্ ভক্তবৃন্দের বিরহে অত্যন্ত কাতর হন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত বিরহোদ্বেলিত হৃদয়ে খেতুরীতে প্রত্যা-বর্ত্তন পূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। 'গরাণহাটী' নামে নূতন সুর প্রবর্ত্তিত হইল। 'গড়েরহাট' বা গরাণহাট পরগণা হইতে এই সুরের উৎপত্তি বলিয়া ইহা 'গরাণ-হাটী কীর্ত্তন' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এইরূপে শ্রীনিবাসাচার্য্য মনোহরসাহী পরগণার বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত সুরের নাম হইল 'মনোহরসাহী' এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু রাণীহাটী পরগণার বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত সুরের নাম হইল—'রাণীহাটী' বা 'রেণেটী'। এই তিনটি সুরের কীর্ত্তন-বন্যায় সমস্ত গৌড়দেশ প্লাবিত হইল। তিন মহাপুরুষই সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ, সাত্বতশাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থনোত্থ সিদ্ধান্তরত্ন-পুটিত গীতিরত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারে খেতু-রীতে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, বৈষ্ণব-সম্মেলন ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করেন। এই উৎসব 'খেতুরী-মহোৎসব' নামে চিরপ্রসিদ্ধ। ফাল্গুনীপূর্ণিমায় বিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি স্বয়ং শ্রী জাহ্নবা মাতা পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস সপার্ষদে খেতুরীতে শুভা-গমন পূর্ব্বক উৎসবের অধিবাস সম্পাদন করেন। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-বাসরে মা জাহ্নবার অনুমতি-ক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্য প্রভু যথাশাস্ত্র শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক সম্পাদন করেন। এদিকে অহোরাত্র শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নচ্ছলে শ্রীবিগ্রহষট্‌কের যে নাম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, অভিষেককালে সেই সকল নাম প্রকাশিত হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় একটি শ্লোকাকারে তাঁহার ঐ বিগ্রহ-ষট্‌ককে প্রণাম করিয়াছেন। শ্লোকটি এইরূপ—

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ স্ব স্ব প্রিয়ার সহিত বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথির উপবাসব্রত থাকায় ভক্তগণ অহোরাত্র সংকীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করেন। পরদিবস স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতা স্বহস্তে ভোগ রন্ধন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণকে সম্প্রদান করেন এবং বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ দেন। এই উৎসবের পর-দিবসও প্রত্যেক মহান্তের ভবনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মহোৎসব হয় ও আপামর সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাজা কৃষ্ণানন্দের আর আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃব্য-(শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের) পুত্র ও শিষ্য রাজা শ্রীসন্তোষ দত্ত মহামহোৎসবের যাবতীয় সেবানুকুল্য বিধান করেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-সহ তদীয় শিষ্য শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এই উৎসবে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব জন্মিল। একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই রামচন্দ্র খেতুরীতেই থাকিয়া গেলেন। এক সময়ে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভু খেতুরীতে আসিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তন গান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি বহু সজ্জন আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও শিষ্য হইয়া পড়ায় স্মার্ত্তব্রাহ্মণ-সমাজ নানাভাবে বিঘ্ন আচরণ করিতে লাগিলেন। রাজা নরসিংহের সহায়তায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ খেতুরীর নিকটস্থ একস্থানে সমবেত হইয়া এক বিচার-সভার আয়োজন করেন। ঠাকুর মহাশয় কাহারও সহিত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক। তখন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ গিয়া পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিয়া আসিলেন। ফলে রাজা নরসিংহ রাণী রূপ মালার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় করিলেন, পরাজিত পণ্ডিত মণ্ডলীও ক্রমে ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের নাম দেশ বিদেশে বহুলভাবে রাষ্ট্র হইয়া গেল। যে চাঁদরায়ের প্রতাপে গৌড়ের বাদসাহ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই চাঁদরায়ও সপরিবারে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আনুমানিক ১৫০৯ শকাব্দার পর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তচ্ছিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। আর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রিয়তম বান্ধব রামচন্দ্র-বিরহে ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন, প্রেমস্থলী বা 'প্রেমতলী' (এইস্থানে শ্রীপদ্মাবতী তীরে শ্রীনরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর গচ্ছিত প্রেম পাইয়াছিলেন) নামক তাঁহার ভজনস্থলীতে দিবারাত্র অন্যের সহিত বাক্যালাপ রহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। কথিত হয়, এই সময়েই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হয়। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার শেষে ঠাকুর মহাশয় খেদ করিয়া গাহিয়াছেন—

রামচন্দ্র কবিরাজ,　　সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ,　　তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য॥"

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরহেও কাতর হইয়া শ্রীল ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বিধি মোরে কি করিল,　শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দারুণ দুঃখ দিয়া।"
"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥" ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

দৃঢ়তা

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

সকল কার্য্যেই দৃঢ়তা প্রয়োজন। দৃঢ়তা না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ভক্তীচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃঢ়তা প্রয়োজন। যেখানে দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য অবশ্যই থাকিবে। দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কাহারও উৎসাহ বা ধৈর্য্য স্থায়ী হয় না। 'আমি নিশ্চয়ই লাভবান্ হইব'—এই দৃঢ়তা না থাকিলে কেহই ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না। গুরুকৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, আমি অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি ইষ্টদেবের কৃপা অবশ্যই হইবে—এইরূপ দৃঢ়তা যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবেন। যাঁহার দৃঢ়তা নাই, তাঁহার ভক্তিতে তীব্রতা থাকিতে পারে না। এজন্য তাঁহার সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ঐকান্তিক বা অনন্য ভক্তই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারেন। একনিষ্ঠ না হইলে দৃঢ়তা আসে না। যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে, অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুগোবিন্দ তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গীতার ২।৪১শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা একনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—"মম শ্রীগুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্য-মেতদেব মম জীবাতুঃ সাধনসাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তুমশক্য-মেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যন্ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, সংসারোনশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম ক্বাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিঃ।"

আমার গুরূপদিষ্ট ভগবন্নাম ও ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ এবং ভগবৎসেবাই আমার একমাত্র সাধন, আমার একমাত্র সাধ্য, আমার একমাত্র জীবন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। এই গুর্ব্বাদেশ পালনই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য্য। এতদ্ব্যতীত আমার আর কোন কার্য্য বা অভিলাষ নাই। শ্রীগুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে গিয়া আমার সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, সংসার নষ্ট হউক বা না হউক—তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার কৃপোপদেশই জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায় আমার একমাত্র লক্ষ্য, এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভক্তমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এইরূপ দৃঢ়তা যাঁহার আছে, সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইবেই। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অন্যত্রও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সংক্ষেপে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—"যদ্ভবেৎ তদ্ভবতু ময়া তু যন্নিশ্চিতং তন্নিশ্চিতমেব।" (ভাঃ ২।২।৩) নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও এইরূপ দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। যথা—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতার ৬।২৫ শ্লোকের টীকায় একটী পক্ষীর দৃঢ়তার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গ-বেগেন সমুদ্রো জহার। স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণ একৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুভির্যুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবো-পররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽ-প্যস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্না-রদো গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস সমুদ্রস্ত্বদীয় জ্ঞাতি-দ্রোহেন ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন। ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীত স্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদৌ। এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা

প্রবর্ত্তমানমুৎসাহবন্তমধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেব অনুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যম্।"

কোন সময়ে এক পক্ষী সমুদ্রতীরে অণ্ড প্রসব করে। সমুদ্র তরঙ্গদ্বারা সেই অণ্ডগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পক্ষী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমুদ্রকে শোষণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পক্ষী চঞ্চুর দ্বারা সমুদ্র হইতে পুনঃ পুনঃ জল বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধব বহুপক্ষী আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করিলেও সে কাহারও কথা না শুনিয়া অদম্য উৎসাহে উক্তকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। দৈবক্রমে শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষীর এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, 'হে পক্ষি! তুমি এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইলে কেন? পক্ষীর পক্ষে সমুদ্র শোষণ করা কি সম্ভব? সুতরাং তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও।' নারদের কথা শুনিয়াও পক্ষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে যে, আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রকে শোষণ করিব। এ জন্মে না পারিলেও জন্মজন্মান্তরেও আমি সমুদ্রকে শোষণ করিব। এই বলিয়া সে উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিল। পক্ষীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া অন্তর্যামী ভগবান্ ও ভক্ত নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পক্ষিরাজ গরুড়কে তথায় প্রেরণ করিলেন। একটী অসহায় পক্ষীর প্রতি সমুদ্রের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া ভক্ত গরুড় নিজ পক্ষদ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র তাহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পক্ষীকে অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। ভক্তিতে এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে সেইরূপ উৎসাহী সাধক ভক্তকে গুরুকৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই। দৃঢ়তা গুরুকৃপায় লাভ হয়। যিনি নিষ্কপটে প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করেন, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারেন। গুরুকৃপায় ভগবৎপ্রাপ্তিও তাঁহার সহজলভ্য হয়। জগদ্গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও স্বকৃত উপদেশামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

ভক্তি সাধনে উৎসাহ, দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যানুকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান, জড়াসক্তি ও অসৎসঙ্গত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার অবলম্বন— এই ছয়টীর দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের

চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্‌স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

(১)

পরম আনন্দে বন্দি উত্থানৈকাদশী।
এ শুভ তিথিতে আজ গুরুদেব আসি'॥
বিশ্বের কল্যাণ-তরে হইলা উদয়।
নিরানন্দ গেল দূরে সব আনন্দময়॥

(২)

বন্দি হরি! গুরুদেব! বন্দি ভক্তগণ!
দীনে দয়া কর সবে অধম-তারণ!
জয় জয় গুরুদেব! জয় ভক্তগণ!
সবে কৃপা করি' কর অভীষ্ট-পূরণ॥

(৩)

নিরন্তর অপরাধী সদা পাপে মতি।
কি ক'রে ঘুচিবে মোর এ হেন দুর্গতি॥
নিজগুণে দাসাধমে করহ করুণা।
এ শুভ বাসরে আজ মাগি এ প্রার্থনা॥

(৪)

সাধুসঙ্গ ছাড়ি' মোর অসতেতে রতি।
বাড়িতেছে দিনে দিনে নাহি মোর গতি॥
এ হেন সময়ে আর কে আছে আমার।
তুমি বিনে এ অধমে করিবে নিস্তার॥

(৫)

এত দুঃখ পাইতেছি মায়ার সংসারে।
কৃষ্ণ নাহি ভজি দুঃখ বলিব কাহারে॥
ঘুচাও সকল ভ্রান্তি ক্লান্তি করুণায়।
দিয়ে তব পদছায়া দাসে অমায়ায়॥

(৬)

কবে মোর চিত্ত মন বুদ্ধি স্থির হবে।
কবে শুদ্ধ নামে মোর রতি উপজিবে॥
এ হেন দুর্জ্জনে প্রভো হও হে সদয়।
হরি গুরু বৈষ্ণবেতে যেন মতি রয়॥

(৭)

কৃষ্ণ-নিত্যদাস আমি কৃষ্ণ-সেবা ভুলি'।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে লহ মোরে তুলি'॥
প্রাক্তন স্বকর্ম্ম-ফলে এ দুর্দ্দশা মোর।
পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট চিত্ত অধম পামর॥

(৮)

দোষ অপরাধ মোর না করি' গ্রহণ।
কৃপা কর গুরুদেব! দীনের শরণ॥
করি' আকর্ষণ মোরে লহ কেশে ধরি'।
রাখ তব পাদপদ্মে ধূলিকণা করি'॥

(৯)

পতিত-পাবন-হেতু তব আগমন।
মো-হেন পতিতে প্রভো কর উদ্ধারণ॥
সাধন ভজন নাই অতি অভাজন।
লহ তব পদতলে করি' অকিঞ্চন॥

(১০)

অবিদ্যা-পীড়িত জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
মায়ার কবলে লভে সংসারাদি-দুঃখ॥
ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র তাহাদের কাজ।
রোগ শোকে জর্জ্জরিত মানব-সমাজ॥

(১১)

এই সব বদ্ধ জীবে করিতে উদ্ধার।
গৌড়ীয় জগতে তব আচার প্রচার॥
লভিতেছে তা'রা নিত্য পরম মঙ্গল।
তোমার দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥

(১২)

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ তুমি প্রভো! গৌর-নিজজন।
গৌরবাণী-শ্রীবিগ্রহ পতিত-পাবন॥
শ্রীরাধার প্রিয়তম তুমি ব্রজজন।
না জানি অযোগ্য আমি তোমার অর্চ্চন॥

(১৩)

জীবের কল্যাণ আর উদ্ধার লাগিয়া।
করিয়াছ যত লীলা জগতে আসিয়া॥
যত দয়া করিয়াছ নরদেহ ধ'রে।
তুলনা তাহার কভু নাহি এ সংসারে॥

(১৪)

অশেষ গুণেতে গুণী তুমি দয়াময়।
অনন্ত বর্ণিয়া তাহা অন্ত নাহি পায়॥
তোমার মহিমা আমি কি গাহিতে পারি।
নিজগুণে দয়া কর ভবের কাণ্ডারি॥

(১৫)

তব দাস তাঁর দাস তাঁর অনুদাস।
শ্রীচরণে মাগি ভিক্ষা করি' অভিলাষ॥
চিরদিন পারি যেন সেবিতে তোমার।
চরণ-যুগল ধরি' হৃদয়ে আমার॥

(১৬)

রিক্তহস্তে আসিয়াছি পূজিতে চরণ।
ভক্তিহীন হৃদি মোর নাহি উপায়ন॥
ভক্তিবিন্দু-কণা এক করিয়া সিঞ্চন।
কৃপা করি ধর শিরে তব শ্রীচরণ॥

এ শুভ বাসরে, জানাই তোমারে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মোর।
কৃপা কর প্রভো! কাটে যেন শীঘ্র সংসার-অবিদ্যা-ঘোর॥

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড,
উত্থান একাদশী, ১২ই নবেম্বর ১৯৬৭

শ্রীচরণ-সেবা-প্রার্থী
দীন কিঙ্করানুকিঙ্কর
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রাবলী

(৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ)

[শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠে গত ১২ই চৈত্র (১৩৭৩), ২৬শে মার্চ্চ (১৯৬৭) রবিবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে অনুষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শ্রীহস্ত-প্রদত্ত]

(১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

ঠাকুরদাসনামা য আবাল্যান্মঠসেবকঃ।
মৃদঙ্গবাদনে, নৃত্যে কীর্ত্তনে চ সুকৌশলী॥
স্নিগ্ধশ্চ বিনয়ী নিত্যং হরিনামপরায়ণঃ।
'কীর্ত্তনবিনোদ'-খ্যাতি দীয়তে তত্র সাদরম্॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণী-সংসৎসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা।
বসুদিগ্‌গজসিদ্ধীন্দু শকাব্দে গৌরধামনি।
ফাল্‌গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমানিন্দুপতির্নামা ব্রহ্মচারী সদা শুচিঃ।
উৎসাহী শাস্ত্রচর্চ্চায়াং বৃন্দাবনসমাশ্রয়ঃ॥
প্রজল্পরহিতঃ স্নিগ্ধো গুরুসেবাপরায়ণঃ।
ঈশ্বরে বিষ্ণুভক্তেষু নিত্যসেবা-পরায়ণঃ॥
'বিদ্যাবিলাস' ইত্যাখ্যা দীয়তে তত্র সাদরম্।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
বসুদ্রিকুলশুক্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শুভে।
ফাল্‌গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সত্যেন্দ্রনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায়ো বিদ্বান্ সুভক্তিমান্।
'বি, এ ; ডব্লু, বি, সি, এস্' ইত্যুপাধিসমন্বিতঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্র উৎপন্নো ব্রাহ্মণো গুণসংযুতঃ।
শান্তো মৃদুস্বভাবশ্চ বিনীতঃ সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
কলিকাতাস্থ-চৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ-মন্দিরে।
নিরতঃ সুষ্ঠুভাবেন গ্রন্থাগারিককর্ম্মণি॥
উপাধ্যক্ষশ্চ গৌড়ীয়-বিদ্যামন্দির-চালনে।
'বিদ্যাবিনোদ' ইত্যাখ্যা তত্র দীয়তে সজ্জনৈঃ।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ গৌরধামনি॥
বসুদিগ্ গজসিন্ধীন্দুমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রণতপালদাসাধিকারী সংকীর্ত্তনপ্রিয়ঃ।
কৃষ্ণনগর-চৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠসেবকঃ॥
বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায়ামুৎসাহী সুগুণান্বিতঃ।
'সেবাপ্রাণ' উপাধিস্তু দীয়তে তস্য সাধুভিঃ॥
বস্বদ্রিসর্পশুভ্রাব্দে শকে শ্রীগৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৫)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রেষ্ঠিণাং প্রবরো দাতা রাধাকৃষ্ণ চমারিয়া।
জনানাং সুপ্রিয়ো রাধাকৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ॥
ঈশোদ্যানস্থ-শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশকঃ।
হরেশ্চ হরিভক্তানাং কৃপাপুষ্টো স সজ্জনঃ॥
বৃন্দাবনস্থ চৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ-প্রাঙ্গণে।
নির্মাতা নিজবিত্তেন রম্যং কীর্ত্তনমণ্ডপম্॥
তড়িদালোকযোগেন সুবিচিত্রাং প্রদর্শনীম্।
প্রকটয়তি যো রম্যাং কৃষ্ণলীলাপ্রকাশনীম্॥
'ভক্তিবিজয়' ইত্যাখ্যা দীয়তে তস্য সাদরম্।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
বস্বদ্রিজীবচন্দ্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৬)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যদুনন্দনদাসাধিকারী বাদিত্রনৈপুণঃ।
দেরাদুননিবাসী চ সেবাকর্ম্মসহায়কঃ॥
উৎসাহী ভক্তসেবায়াং গীতে চাদরযুক্ সদা।
'ভক্তিসুহৃদ্' পাধিস্তু দীয়তে তস্য সজ্জনৈঃ॥
বস্বদ্রিফণিশুভ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শকে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

নির্য্যাণ-সংবাদ

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজরজঃ প্রাপ্তি

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট অনন্তশ্রীবিভূষিত পরমারাধ্যতম পতিতপাবন প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয়-মিশনের প্রাচীন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসি-গণের অন্যতম শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী-গৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ১৬ই কার্ত্তিক (১৩৭৪), ইং ৩রা নবেম্বর (১৯৬৭) শুক্রবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা ৮টা ৫মিঃ এ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ৬৮ বৎসর বয়সে মঠবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রকটলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও স্বামীজী মহারাজের জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। তিনি ঐ দিবস দিবাভাগে অত্যন্ত আর্ত্তিসহকারে "প্রভুপাদ আমায় রক্ষা করুন—কৃপা করুন—আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দান করুন" ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিয়াছেন। তাঁহার শেষ সময়ে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং অন্যান্য বহু ব্রহ্মচারী, গৃহস্থভক্ত ও মহিলা ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নিকট তাঁহার প্রথম অসুস্থাভিনয়ের সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের নিকট তারযোগে ও পত্রাদি দ্বারা শ্রীল মহারাজের সেবা-পরিচর্য্যা এবং চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার যত্ন লইবার জন্য বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ দেন। উক্ত মঠের সেবকগণ সকলেই, বিশেষভাবে শ্রীপাদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত শ্রীনিতাই দাস ও শ্রীপ্রাণগোপাল দাস তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা-জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীনিতাই দাস দিবা-রাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া অম্লান বদনে সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়াছেন। শ্রীল মহারাজ তাহার নিষ্কপট সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

স্বামীজীর অসুস্থাভিনয়-কালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-সেবাশ্রমের সার্জ্জেন পরমভক্ত ডাঃ অমর সেন এবং তাঁহার সহকারী ডাঃ এ,কে ঘোষ ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ স্বামীজীর চিকিৎসার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ'।

পূজ্যপাদ শ্রীল পরমহংস মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসার মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীনিতাই দাস, শ্রীপ্রাণ-গোপাল দাস প্রমুখ মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের শ্রীঅঙ্গ-সান্নিধ্যে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃ ছয় ঘটিকায় বৈষ্ণবগণ প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত ঐ কলেবর একটি সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে শ্রীরাধামদনমোহন জিউর শ্রীমন্দির ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তৎসন্নিকটস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে লইয়া আসেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সকল সারস্বত বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে শনিবার (৪ঠা নবেম্বর, ১৯৬৭) মধ্যাহ্নকালে উক্ত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের চিন্ময় কলেবর শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপাদ কৃত সংস্কার-দীপিকান্তর্গত চতুর্থাশ্রমোচিত-বিধানানুসারে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর মুহুর্মুহুঃ জয়গানসহ মহাসংকীর্ত্তন-মুখে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

সমাধি-প্রদান-কালে পূজ্যপাদ বন মহারাজ স্বয়ং শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া যথাশাস্ত্র সমাধি-প্রদান-সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ ও নির্দ্দেশ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ, যাচক মহারাজ, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত বৈষ্ণবদ্বয়, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ইমলীতলার মঠ ও শ্রীপাদ বন মহারাজের মঠের প্রায় সকল সেবকই তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী, শ্রীপাদ ব্রজবিহারী দাস বাবাজী, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী, শ্রীপাদ গুরুদাস বাবাজী, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, কিশোরপুরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের শ্রীগোকুলানন্দ দাস, শ্রীনীলমণি পণ্ডা, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন শ্রীমন্দির হইতে শ্রীরাধাপদ গোস্বামীজীর পুত্র, শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিশু-নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীকমলা ঘোষ, শ্রীবৃন্দাবনস্থ মহিলা ভক্ত প্রায় সকলে এবং স্থানীয় ব্রজবাসী বহু সজ্জন ও মহিলা আসিয়া শ্রীব্রজধামে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত স্বামীজীর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাধি প্রদানকার্য্য দর্শন ও সমাধিতে মৃত্তিকা প্রদান করেন। মহারাজের ন্যায় একজন শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গাভাবে সকলেরই হৃদয় বেদনাভিভূত হইয়াছিল।

শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ ও শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারীজী পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ আমাদের ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন মঠে ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধালু বিভিন্ন সজ্জনসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ সুদূর ময়ুরভঞ্জ জেলান্তর্গত উদালা মহকুমায় শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের বিশেষ অসুস্থতাভিনয় সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে দর্শনার্থ তথা হইতে কলিকাতা হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন, বৃন্দাবনে পৌঁছিবার ১৯ দিন পরে স্বামীজী ধাম প্রাপ্ত হন। স্বামীজী প্রায় প্রতি-বৎসরই উক্ত উদালা মঠের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিতেন এবং ঐ মঠের উৎসব সমাপ্ত হইবার পরও স্বামীজী তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান পূর্ব্বক তথায় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধাবান্ ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সহিত স্বামীজীর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল। তিনি (শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ) তাঁহার (শ্রীপাদ্ মাধব মহারাজের) প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের কার্য্যকরী সমিতির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী-সভার সভাপতিপদেও তিনি বৃত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৎসরে দুইবার যে পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে, সেই সভায়ও তিনি প্রায় প্রত্যেকবার তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন।

স্বামীজী ইহজগতে বেশীদিন প্রকট থাকিবেন না, সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার দিব্যানুভূতি-বলে বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার নিজের সন্ন্যাসী শিষ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম বৃন্দাবন কালিয়দহ মহল্লায় অবস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বপ্রকার সেবাভার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীপাদ মাধব মহারাজকে অর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে কএকখানি পত্র কলিকাতা মঠে দিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীপাদ মাধব মহারাজ ও শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গত ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে বৃন্দাবনে গেলে উক্ত বিষয়ে তাঁহার

সহিত সাক্ষাদ্ভাবে আলাপাদি করত বিগত ২৫শে আগষ্ট (১৯৬৭) তারিখে তৎসম্পর্কিত একটি দলিল শ্রীপাদ মাধব মহারাজের বরাবরে (অনুকূলে) সম্পাদন পূর্ব্বক তাহা যথারীতি রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন। তদবধি শ্রীপাদ মাধব মহারাজ উক্ত শ্রীমঠের সমস্ত সেবা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিজ শিষ্য দ্বারা সেবা পরিচালনা সম্পাদন করিতেছেন এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজেরও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার বিভিন্ন মঠের সেবাকার্য্য উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা চলিয়া আসিলেও তিনি সর্ব্বদাই চিঠিপত্রাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনস্থ মঠসেবকগণকে শ্রীপাদ গিরি মহারাজের সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যাদির সুব্যবস্থার জন্য বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত ১৭ই আশ্বিন (১৩৭৪), ইং ৪ঠা অক্টোবর (১৯৬৭) কলিকাতা মঠ হইতে তিনি শুভ-যাত্রা করিয়া ৬ই অক্টোবর হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করত প্রায় একমাস কাল শ্রীমঠে অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য শ্রীমঠে ও বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রত্যহ পাঠ-বক্তৃতাদি মুখে প্রচার করিতে থাকেন। অকস্মাৎ ৪ঠা নবেম্বর তারিখে তথায় শ্রীবৃন্দাবন হইতে তারযোগে পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণে অতীব বিরহ-বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঐদিনই তথায় তাঁহার মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা তাঁহার নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করেন। তৎপর দিবস গত ৫ই নবেম্বর তথা হইতে যাত্রা করিয়া ৭ই নবেম্বর দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। কলিকাতা মঠেও তারযোগে ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ আসিয়া পৌছিলে স্বামীজীর সতীর্থ ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। এখানেও উক্ত দিবস শ্রীমঠের সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পূত চরিতাবলী কীর্ত্তন মুখে বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ প্রবর শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?' শ্রীরায় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর"। চৌরাশি-লক্ষ যোনির মধ্যে মনুষ্যযোনি বড়ই দুর্লভ, এই জন্মটি ক্ষণভঙ্গুর হইলেও ভগবদ্ ভজনের পক্ষে ইহাই বিশেষ অনুকূল, স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্তও বৈকুণ্ঠের 'অজির' বা প্রাঙ্গণ স্বরূপ এই ভারতভূমিতে পরমার্থপ্রদ এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভের প্রচুর প্রশস্তি গান করিয়া থাকেন। কিন্তু "তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্"— দেহ-ধারিজীবগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহধারণ দুর্লভ হইলেও শ্রীভগবৎপ্রিয় ভক্তের দর্শন লাভ আবার তাহা হইতেও দুর্লভ। সুতরাং সদ্গুরুপাদাশ্রিত শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবা-সংরত ভজন পরায়ণ শুদ্ধভক্তের সঙ্গচ্যুত হইবার ন্যায় মহাদুঃখ আর কি হইতে পারে! "কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়ালু প্রভু কেবা কোথা পায়॥' যাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণে শত শত জীব ভববন্ধন মুক্ত হইয়া নিঃশ্রেয়সপথারূঢ় হইয়াছেন, যাঁহার শুদ্ধভক্তিপূত চরিত্র, অকৃত্রিম কৃষ্ণকার্ষ্ণানুরাগ, স্নিগ্ধ সৌম্য মধুর মূর্ত্তি দর্শনে শ্রবণে স্মরণে হৃদয় পবিত্র হইয়া যাইত, কায়মনঃপ্রাণে হৃদয়ে ভগবদ্-ভজন-লালসা জাগিয়া উঠিত, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাকে বড় করুণা করিয়া 'ভক্তিসর্ব্বস্ব' নামকরণ করিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার প্রকট কালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সেই নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক পরম পূত নিষ্কলঙ্ক ভজনাদর্শপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই 'কৃষ্ণপ্রিয় দর্শন'—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুপাদপদ্মের প্রিয়তম তন্মনোঽভীষ্ট পরিপূরক ভক্তবরের অদর্শন জনিত বেদনা আজ সত্য সত্যই আমাদের অন্তরের অন্তস্তল—মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু এই মহাদুঃখের মধ্যেও আমাদের একটি পরম সুখের ও গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি আজ সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধাধিদেবতা—শ্রীসনাতনের এবং তদভিন্নবিগ্রহ 'শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস' নামে আত্মপরিচয় প্রদানকারী—শ্রীরাধার নয়নমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে চিরাশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

এইরূপ সৌভাগ্য কখনও সাধারণ সুকৃতির পরিচায়ক নহে। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম ২৪০)—এই মহাজন-বাক্যের মহদাদর্শ মহারাজের অসুস্থাভিনয়াদি ব্যাপারে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার ভিক্ষালব্ধ অর্থাদির এক কপর্দ্দকও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না করিয়া মঠমন্দিরাদি তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার 'ভক্তিসর্ব্বস্ব' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এমন কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা-প্রাণ পরম ভাগবত বান্ধবকে হারাইয়া কোন্ পাষাণ প্রাণ বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে! পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সেবাই ছিল তাঁহার জীবাতু, তাই পরম করুণ প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম নিজজনকে শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত শ্রীমদনমোহন-চরণান্তিকেই চিরদাসানুদাস করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্যসেবাধিকার প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন তাঁহার সেবাইত গোস্বামিহৃদয়ে এবং তৎসহ শ্রীবৃন্দাবন-পৌরপতি মহোদয়ের হৃদয়েও অনুকূল প্রেরণা প্রদান পূর্ব্বক তন্নিজজনকে তৎপাদ সান্নিধ্যে চিরবাসস্থান দান করিয়া নিত্যসেবাধিকার প্রদান করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবানের ধন্য ভক্তবাৎসল্য।

শ্রীনন্দ মহারাজ পুত্র জন্মের পর মাথুর-মণ্ডলাধিপতি কংসকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে বার্ষিক কর প্রদানার্থ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে করাদি প্রদানের পর পরমপ্রিয় বান্ধব শ্রীবসুদেবের সহিত মিলিত হইলে শ্রীবসুদেব কথা-প্রসঙ্গে বন্ধুবর শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

"নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা॥"

(ভাঃ ১০।৫।২৫)

[নদীর তরঙ্গ সমূহেপরিচালিত তৃণকাষ্ঠাদির যেরূপ একত্র মিলন দুর্ল্লভ, সেইরূপ বিচিত্র অদৃষ্ট সম্পন্ন বান্ধবগণেরও প্রিয়জনের সহিত একত্র অবস্থান সম্ভবপর হয় না।]

আমাদের পক্ষেও তাই—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ ৯৪)

দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি মহারাজের সরলতাপূর্ণ মধুরস্মিত মুখচ্ছবিখানি স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া আজ হৃদয়খানিকে বড়ই শোকবিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার মঠ-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত সকল স্মৃতিই প্রথমে হর্ষোদ্রেক করাইয়া পরিশেষে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতেছে। অপ্রকট লীলার কিয়দ্দিন পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার কোন প্রিয় বান্ধবকে (শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে) স্বপ্নে সুস্থশরীরে দর্শন দিয়া হৃদয়ে কতই না আশার সঞ্চার করাইয়াছিলেন, কিন্তু হায় সকল আশাই ফুরাইয়া গেল! এজন্মে আর তাঁহার দর্শন মিলিবে না, ইহা বড়ই হৃদয়বিদারক।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেমন জন্মজন্মান্তরের—নিত্যজীবনের প্রভু, তাঁহাতে সমর্পিতাত্মা তন্নিজজনও তদ্রূপ আমাদের জন্মজন্মের বান্ধব, তাঁহার সহিত নিত্যজীবনের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিজড়িত। গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ মহদপরাধ-ফলে চিত্ত বজ্রসম কঠোর হইলেই এই সম্বন্ধ-জ্ঞান বিচ্যুত হইয়া জীব মায়ার দাস হইয়া পড়ে—সংসার-বাসনা-শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

পূজ্যপাদ গিরিমহারাজ শ্রীব্রজধামে মূল বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের চরণান্তিকে তদাশ্রয় বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে চিরাশ্রয় লাভ করিয়া আমাদিগকেও সেই ব্রজের পথের পথিক হইবার যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই অদ্য তচ্চরণে সকরুণ নিবেদন জানাইতেছি। 'বৈষ্ণবের কৃপা যাহে হয় সর্ব্বসিদ্ধি'।

পূজ্যপাদ গিরি মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা সহরে আনুমানিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবির্ভূত হন। শৈশবকাল হইতেই তিনি বিরক্ত-স্বভাব ছিলেন। তাঁহার খাওয়া-পরা বিষয়ে ঔদাসীন্য, খেলাধূলায় অরুচি, গম্ভীর প্রকৃতি, সাধুসজ্জনের সহিত মেলামেশা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া পিতামাতা

তাঁহাতে কোন দেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে অথবা তিনি কোন গ্রহগ্রস্ত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুবই শঙ্কিত হইতেন এবং শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সকাতরে সন্তানের কুশল প্রার্থনা করিতেন।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে (১৯২১ খৃঃ নবেম্বর, ৪৩৫ গৌরাব্দ দামোদর মাসে) কার্ত্তিকমাসে নিয়মসেবার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার পরলোকগত প্রসিদ্ধ ধনী ও জমিদার শ্রীসনাতন দাস মহাশয়ের ভবনে কএক দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদের অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তচ্চরণাশ্রিত অধুনা স্বধাম গত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও তথায় কএকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই সময়ে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তথায় আসিয়া পাঠ ও হরিকথা শুনিতে থাকেন। তখন তিনি 'ইন্দু বাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া প্রথমে 'শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী' পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ' নামে পরিচিত হন। উক্ত ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের দিকে (ইং ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাস) শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারীজীর চেষ্টায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে 'শরণাগতি' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের দিকে অধুনা স্বধামগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের সহিত শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী গঞ্জাম প্রদেশে প্রচার-কার্য্য করেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৩১ সালের ১৬ই মাঘ, ইং ২৯শে জানুয়ারী (১৯২৫) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি শ্রীপঞ্চমীর দিন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া যে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা বাহির হইয়াছিল, সেই সময়ে পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ মধ্যে শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ছিলেন অন্যতম। পরিক্রমার সপ্তমদিবস দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট আঁটপুর যাওয়া হয়। রাত্রিতে আঁটপুর ষ্টেসনে কিছুকাল হরিকথা আলোচনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রিয় শিষ্য শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারীজীকে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানার্থ প্রথম অনুপ্রেরণা দান করেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই উল্লসিত হন।

১৯শে ভাদ্র (১৩৩২), ইং ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২৫) শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ নন্দসূনু ব্রহ্মচারী (পূর্ব্বাশ্রমে যিনি শ্রীনরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারিদ্বয়কে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদানান্তে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি এইরূপ সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। এই সময় হইতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভারতের বিভিন্নস্থানে মহোদ্যমে প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে থাকেন।

তিনি একজন নির্ভীক বক্তা ছিলেন, তাঁহার মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার বক্তৃতায় মাইকের প্রয়োজন হইত না। তাঁহার সত্যে এতাদৃশী দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল যে বৃটিশ শাসনকালেও তিনি গভর্ণর, ভাইসরয় প্রভৃতির নিকটও নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাস্তব সত্যবাণী লইয়া ভারতের ভাইসরয় (গভর্ণর জেনারেল) লর্ড উইলিংডন্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভাইসরয় বাহাদুর স্বামীজীর শ্রীমুখ-বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে পত্রখানি দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জনৈক শিষ্যসমীপে বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সালে ২৪শে কার্ত্তিক তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহা 'পত্রাবলী ১ম খণ্ডে' প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একস্থানে লিখিত আছে—

"ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি যে ইংরাজী Certificate লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম।

এইরূপভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।"

গভর্ণর, ভাইস্‌রয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের আরও অনেক চিঠি আমরা স্বামীজীর নিকট দেখিয়াছি। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচার-প্রসার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহে প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহু কৃতবিদ্য ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত বক্তা থাকিলেও তাঁহার (গিরি মহারাজের) ইংরাজীর Style (লেখা ও বলার পদ্ধতি) সম্বন্ধে কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু) মহোদয় প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষিত হইত। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগত গুণ-গ্রাহি-বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার বক্তৃতা ভাল-বাসিতেন।

তাঁহার শুদ্ধ পূত নির্ম্মল চরিত্র, শিশুর ন্যায় সরলতা, যথা-লাভে সন্তোষ, অপূর্ব্ব গুরুসেবা-নিষ্ঠা, সর্ব্বত্র ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন ও তদানুষঙ্গিকভাবে পাষণ্ডদলন কার্য্যে অদম্য উৎসাহ ও অনুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ সত্যই ছিল আদর্শস্থানীয়। তাই আজ তাঁহার ন্যায় একজন আদর্শ-বৈষ্ণবের সঙ্গচ্যুত হইয়া আমরা আপনাদিগকে বড়ই অধন্য মনে করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সেবায় তিনি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মঠমন্দিরে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তন্মনোঽভীষ্ট প্রচার বিষয়ে, শ্রীধাম মায়াপুর-কলিকাতা-ঢাকা-পাটনা-এলাহাবাদ-কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সৎ-শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে, ভক্তিগ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদি প্রচার-ব্যাপারে, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় সেবা-কার্য্যে শ্রীপাদ গিরি মহারাজের সেবা-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং পরে তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়কে স্থায়ী মঠে পরিণত করিবার জন্য তিনিই ১৯৩৮ সালে তথায় একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করেন।

হরিদ্বারস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের জমিসংগ্রহ ও তথায় সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণেরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস মঠের সেবাকল্পেও তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন।

উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন সেচন বিভাগের সুপারি-ন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায়বাহাদুর শ্রীমদনগোপাল সার্দ্দানা মহোদয় তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্ জজ লক্ষ্ণৌপ্রবাসী অধুনা পরলোকগত রায়-বাহাদুর জে, এন রায় প্রমুখ উত্তর প্রদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা শ্রীমঠের প্রভূত সেবা করাইয়াছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরাদির সেবা পরিচালনার্থ ইং ১৯৩৭ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিশিষ্ট শিষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া যে গভর্ণিংবডি গঠন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ তাহার (উক্ত গভর্ণিংবডির) অন্যতম সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংসাহসিকতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত শ্রীমঠের বহু সেবা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বিগত ৩০শে কার্ত্তিক, ১৭ই নবেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা-

তিথিতে শ্রীঊর্জ্জব্রত সমাপন দিবস কালিয়দহস্থ শ্রীবিনোদ-বাণী গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গিরি মহারাজের সমাধিস্থলে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত উৎসবে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীধামবৃন্দাবন ও মথুরাস্থ শিষ্যপ্রশিষ্য সকলকেই আহ্বান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ গিরি মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সজ্জনগণও উক্ত উৎসবে আহূত হইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলকেই চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের

শ্রীশ্রীমথুরাধামে ব্রজরজঃ প্রাপ্তি

আমাদের আর একটি দুঃখের সংবাদ—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত প্রাচীন শিষ্য শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল প্রভু, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর তচ্চরণাশ্রিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ'-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি গত ৫ দামোদর (৪৮১ গৌরাব্দ), ১৫ কার্ত্তিক (১৩৭৪), ২৩ অক্টোবর (১৯৬৭) সোমবার শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাবতিথি-পূজা-বাসরে শ্রীমথুরাধামে শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ব্রজরজঃ লাভ করিয়াছেন।

স্বামীজী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক বহুকাল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট সেবা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবত প্রেস এবং অন্যান্য শাখা গৌড়ীয় মঠাদিতেও মধ্যে মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠা-দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুখবিধান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তসমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া ভজন করিতেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি উক্ত সমিতির শাখা শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় ভজন করিতে করিতে শ্রীমথুরাধামেই ধামরজঃ প্রাপ্ত হইবার মহাসৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৬ই কার্ত্তিক ৩রা নবেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে আমাদের শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং তাহার শাখা বৃন্দাবন, দক্ষিণ কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, আসাম, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে সকল মঠেই শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতা মঠে নিয়মসেবার পৌর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সম্পাদনান্তে শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারীজিউর অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা বিধান করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানমতে একটি গোময়ের স্তূপ করিয়া তাহাতেও শ্রীগোবর্দ্ধন-শৈলের পূজা করা হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা পূর্ব্বাহ্ণ-তাৎপর্য্যক হওয়ায় এবং অদ্য সকাল ৯৷ টা পর্য্যন্ত প্রতিপত্তিথি থাকায় আমাদিগের মঠসমূহে অদ্যই পূজা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়ায় চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা থাকায় গোপূজা পূর্ব্বদিবসেই অর্থাৎ ১৫ই কার্ত্তিক বিহিত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'প্রত্যাশাং মে ত্বং

কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্' ও 'নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্'—শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদোক্ত এই দুইটি স্তব শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্রস্বরূপে জ্ঞাপন করায় এই দুইটি স্তোত্র এবং শ্রীগোবর্দ্ধনমহিমাসূচক অন্যান্য স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ২৪শ, ২৫শ ও ২৭শ অধ্যায় হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীগোপাল প্রকটোৎসবোপলক্ষে অন্নকূট মহোৎসবকথা পূর্ব্বাহ্নেই পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রবর্ত্তনচমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ পূজা ও পাঠাদির পর অসংখ্য ভোগবৈচিত্র্য সম্বলিত অন্নকূট নিবেদনান্তে ভোগারাত্রিক সম্পাদন করিলে সমবেত শত শত ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রাত্রে সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শ্রীশ্রীদামোদর-ব্রতোদ্যাপন

শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে, বিশেষতঃ ৬ অক্টোবর হইতে ৫ নবেম্বর পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ৭ নবেম্বর হইতে ১২ নবেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মঠাধীশ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে এবার শ্রীদামোদর মাস বা কার্ত্তিক মাসে শ্রীদামোদর ব্রত বা শ্রীঊর্জ্জব্রত—নিয়মসেবা সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কলিকাতা-মঠের সেবকগণ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের আনুগত্যে নিম্নলিখিত বিধানানুসারে সেবানিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন —

প্রত্যহ রাত্রিশেষে সাড়ে তিন ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক নাট্যমন্দিরে সমবেত হইয়া 'প্রাতঃ চারি ঘটিকা হইতে সেবাকৃত্য আরম্ভ —(১) প্রথমে ৪—৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ সমস্বরে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের (শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর) জয়গান পুরঃসর তদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন-মুখে মঙ্গলাচরণ (সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি); পরে মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে (২) শ্রীগুরুপরম্পরা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনান্তে শিক্ষাষ্টকের 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক পাঠ ও তাহার 'পীতবরণ কলিপাবন গোরা' ইত্যাদি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদগীতি কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীভজনরহস্য গ্রন্থধৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত কুঞ্জভঙ্গ ধ্যানের 'রাত্র্যন্তে' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক পাঠ ও 'দেখিয়া অরুণোদয় বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হয়' ইত্যাদি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত তদনুবাদ গীতি কীর্ত্তন করা হয়, তৎপর শ্রীদেবকীনন্দন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'গীতাবলী' ও 'গীতমালা' বা শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থের একটি গীতি কীর্ত্তিত হইলে (৩) ৪॥ সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর মঙ্গলারাত্রিক 'ভালে গোরা গদাধরের আরতি নেহারি' ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন-মুখে দর্শন ও 'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন' ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন-মুখে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমণ, তৎপর (৪) ৫ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ প্রত্যহ অপতিতভাবে দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলের বিভিন্ন পথ পর্য্যটন (৫) নগর-সংকীর্ত্তন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্বিতীয়যামকৃত্যারম্ভে প্রথমে শ্রীসত্যব্রতমুনিকৃত 'নমামীশ্বরং' ইত্যাদি শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন, অতঃপর শিক্ষাষ্টকের 'নাম্নামকারি বহুধা' ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'তুঁহু দয়াসাগর'

ইত্যাদি অনুবাদগীতি কীর্ত্তনান্তে ভজনরহস্য-গ্রন্থধৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত 'রাধাং স্নাতবিভূষিতাং' ইত্যাদি দ্বিতীয়যামোচিত শ্লোক পাঠ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত অনুবাদ গীতিকীর্ত্তন, তৎপর শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত উক্ত 'শ্রীভজনরহস্য' গ্রন্থ ব্যাখ্যা, পরে (৬) তৃতীয়যাম সাধনারম্ভে শিক্ষাষ্টকের 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকপাঠ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যদি মানস তোহার' ইত্যাদি অনুবাদ-গীতি কীর্ত্তনান্তে উপরি উক্ত রীতিমতে ভজনরহস্য-গ্রন্থধৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত তৃতীয়-যামোচিত শ্লোক পাঠ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত উহার অনুবাদ এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে স্নানাহ্নিক পূজা পাঠাদি পৌর্ব্বাহ্লিক কৃত্য সম্পাদন করা হয়। পরে (৭) মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি সমাপনান্তে মহাপ্রসাদ সম্মান, (৮) পুনরায় ২॥ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত চতুর্থযাম সাধনোচিত শিক্ষাষ্টকের সানুবাদ চতুর্থ শ্লোক এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের মধ্যাহ্নকালোচিত লীলাসূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পরে পঞ্চমযাম-সাধনোচিত শিক্ষাষ্টকের সানুবাদ পঞ্চম শ্লোক ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অপরাহ্ণ-কালীয় পঞ্চম-যামোচিত লীলাসূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তিত হইয়া অপরাহ্ণকৃত্য সমাপ্ত হয়। (৯) সন্ধ্যা ৫৳ পৌনে ছয় ঘটিকা হইতে ৬৷৷ ঘটিকা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারতি, আরতিগীতি কীর্ত্তনমুখে আরতি দর্শন, শ্রীতুলসী-আরতি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমণাদি, তৎপর ৭টা হইতে সান্ধ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়,—তাহাতে প্রথমে প্রাত্যহিক কীর্ত্তনাদি, পরে শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠশ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ষষ্ঠযামোচিত সায়ংলীলা-সূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, পরে ৭॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, (১০) অতঃপর শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের প্রদোষলীলা-সূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, পরিশেষে (১১) শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত নৈশলীলা-সূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন করা হইলে রাত্রি ৯টায় মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীবিগ্রহের প্রাত্যহিক বিশেষ পূজা ও ত্রিসন্ধ্যা ভোগরাগাদি, তথা প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও সায়াহ্নে সন্ধ্যারতি, রাত্রে ভোগরাগের পর শয়নাদি এবং কালোচিত শৃঙ্গারসেবাও যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রভাতে শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতাল সংযোগে প্রভাতীসুরে নগর-সংকীর্ত্তন বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ব্যতীত কতিপয় গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্তও শ্রীহরিনামের নিশান ধারণ পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। নগর-সংকীর্ত্তন-কালে শ্রীল ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর উদাত্ত-স্বরে ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে কীর্ত্তন বড়ই শ্রবণ-মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। তিনি ছিলেন মুল গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ মঠসেবক-গণ সকলেই তাঁহার দোহারী করিয়াছেন। উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-সহকারে মৃদঙ্গবাদন-সেবায় শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীধর দাস প্রমুখ সেবকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ বলরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রত্যহ শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা দক্ষিণ কলিকাতা মহানগরীর আকাশ বাতাস পবিত্র করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘের আগে আগে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় সেবা-সুহৃৎ প্রভু বৃদ্ধবয়সেও তালে তালে নৃত্যকীর্ত্তন সহ কাঁসর বাজাইয়াছেন। সমস্ত সেবাকার্য্যেই তাঁহার উদ্যম উৎসাহ ও প্রায় সর্ব্ববিধ সেবা-কুশলতা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজ বিগত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতা মঠ হইতে হায়দরাবাদ মঠে শুভ-যাত্রা করেন। তথায় একমাস অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় তথা হইতে ৫ই নবেম্বর যাত্রা করিয়া ৭ই নবেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে কলিকাতা মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। এই দিবস হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে-ছেন। ৮ই নবেম্বর হইতে ১২ই নবেম্বর শ্রীউত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত তিনি দিবসপঞ্চক প্রভাতে নগর-সংকীর্ত্তন

শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা একাদশী হইতে শ্রীদামোদর বা কার্ত্তিকব্রত গ্রহণ করায় শ্রীউত্থান একাদশীর পর দিবস দ্বাদশী দিনই আমাদের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের আবির্ভাব-মহোৎসব

বিগত ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর দ্বাদশী-বাসরে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-মহোৎসবের সহিত শ্রীদামোদর ব্রতোদ্যাপন মহোৎসব মিলিত হইয়া এক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীউত্থান একাদশী শুভবাসরে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব মঙ্গলারতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিয়মসেবার প্রাত্যহিক কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে দৈন্যভরে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে গদ্‌গদ কণ্ঠে 'আমার জীবন সদা পাপে রত' ও 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' ইত্যাদি গীতিদ্বয় মর্ম্মস্পর্শী সুরে স্বয়ং কীর্ত্তন করেন। পরে ভোর ৪॥ ঘটিকায় মঙ্গলারতি আরম্ভ হয়। আরতি কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, অতঃপর শ্রীমন্দির-পরিক্রমাকালেও তিনিই 'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন' আদি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। (এই গীতিটিই প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমন্দির-পরিক্রমাকালে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।) পরে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং জয়গান করিতে করিতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথমে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ও তৎপর শ্রীল ঠাকুরদাস প্রভু কীর্ত্তন ধরেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহু স্থান ঘুরিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে প্রথমে শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন হয়, তৎপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ 'পরম গুর্ব্বষ্টক' কীর্ত্তন করেন। অনন্তর দ্বিতীয় যামসেবার কীর্ত্তন ও ভজনরহস্য পাঠের পর তৃতীয়যাম সেবার কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি', 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' ও 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান নরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান জগন্নাথ দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ সমভিব্যাহারে বড় গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জিউর অভিষেক সম্পাদনান্তে ষোড়শোপচারে পূজা বিধান করেন। অনন্তর নাট্যমন্দিরে আসিয়া স্বহস্তে সর্ব্বশ্রী পুরী মহারাজ, ভারতী মহারাজ, হৃষীকেশ মহারাজ, জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় ও দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বীয় সতীর্থ গুরুভ্রাতৃবৃন্দকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন ও নূতন বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলে গুরুভ্রাতৃবৃন্দও তাঁহাকে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ ও অন্যান্য মঠসেবকগণকে ঐরূপ মাল্যচন্দনাদি দ্বারা যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শিষ্যগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-মণ্ডিত পুষ্পমাল্য-পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার নিখিল ভুবনমঙ্গল শুভ আবির্ভাব তিথিতে গীতবাদিত্রাদি সংযোগে, মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে মহাসমারোহে ষোড়শোপচারে

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাপূজা বিধান করেন। প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ যথাবিধি পূজাবিধান করত অষ্টোত্তরশত প্রদীপাবলী দ্বারা আরাত্রিক বিধান করিলে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের মর্য্যাদার ক্রমবিধি অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুরুষ ভক্তগণের পর মহিলা ভক্তবৃন্দের পুষ্পাঞ্জলি হইয়া গেলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যা ব্যতীত তৎপ্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাকৃষ্টা বহু সজ্জন এবং মহিলাভক্তও শ্রীল আচার্য্য-চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বলা বাহুল্য পূজাকালে অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন চলিতেছিল। অঞ্জলিদানের পর ভক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবকে কীর্ত্তন-মুখে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তচ্চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি বিধান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করেন।

এদিকে শ্রীমন্দিরে ভোগরাগ হইয়া গেলে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকেই ফল-মূলাদি বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবস একাদশীর উপবাস থাকায় পর দিবস মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর সমবেত অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে বসাইয়া চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠের নীচে ও উপরে তিল ধারণের স্থান ছিল না, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডপে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। নিয়মসেবার যথাবিহিত কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি মহারাজের পরমপূত জীবনভাগবত সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা তদ্রচিত 'প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি', শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী মহোদয় তদ্রচিত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' এবং পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী প্রদত্ত 'অশ্রুঅর্ঘ্য' পাঠ করিলে শ্রীভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

অনন্তর **শ্রীল আচার্য্যদেব স্বভাবসুলভ দৈন্যভরে নিম্নলিখিত ভাষণটি প্রদান করেন,—**

অদ্য শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি-বাসরে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহতিথি পূজা। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজের নিকট তাঁর অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা শুনেছেন। আমি তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করছি, তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করছি। দৈবক্রমে এই তিথিতে আমার জন্ম হয়েছে। আমাকে যাঁরা স্নেহ করেন তাঁরা আজকের তিথিতে স্নেহপরবশ হয়ে আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেছেন। এমন মূর্খ কে আছে যিনি আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নেন না, লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন না? সুতরাং আমি সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকে। যতিগণ জন্মতিথিতে গুরুপূজা করে থাকেন। সুতরাং আমার পক্ষে উহা বিশেষ তিথিকৃত্য। আমার নিকট গুরু তিন প্রকার —(১) গু + রু = **অজ্ঞান** + নাশকারী। অথণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাবে **অজ্ঞান** দূরীভূত হয়। সুতরাং মূল গুরু শ্রীভগবান্। (২) যিনি আমাকে সাক্ষাৎভাবে আকর্ষণ ক'রে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করেছেন, যিনি ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। (৩) তৃতীয় গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবগণ। তাঁরা কি করেন? গুরুদেব যেমন শিষ্যকে সর্ব্বদা সেব্যের সেবাতে নিয়োজিত রাখেন, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ আমাদিগকে আরাধ্যের সেবাতে নিযুক্ত রাখেন। শিষ্যগণ আর এক প্রকার গুরু, তাঁরা শিষ্যরূপে থেকে প্রকৃতপক্ষে গুরুর কার্য্য করেন অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বদা গুরুসেবায় নিয়োজিত রাখেন। কোন কিছু ব্যতিক্রম করার উপায় নাই, এদিক ওদিক হলেই ধরবে। সুতরাং শিষ্যগণ আমার গুরুবর্গ। শিষ্যগণ কীর্ত্তন ক'রে পূজা করলো। আমি শুনে পূজা করলাম। শুনে

পকেটিফাই করবার দুষ্প্রবৃত্তি হলে আর পূজা হবে না। কীর্ত্তন যেমন ভক্তি, শ্রবণও তদ্রূপ ভক্তি। যে যে-ভাষাই ব্যবহার করুন তাঁরা সকলেই আমার সেব্য। কিন্তু সেব্য হলেও পরম স্নেহেতে পরম সেব্যকেও শাস্ত, লাল্য, পাল্য করে দেয়। যেমন যশোদা মাতা, নন্দমহারাজ গোপালকে শাসন করছেন, লালন, পালন করছেন। যখন যশোদা মাতা গোপালকে বাঁধেন তখন সেবাবুদ্ধিতে বাঁধেন নি, পাল্য বুদ্ধিতে বেঁধেছেন। সেব্যতে পালক বুদ্ধিও পাল্যবুদ্ধি দুইই সম্ভব। সুতরাং পাল্য-পালকবোধ শুদ্ধভক্তেতেও থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যদের 'প্রভু' বলতেন—ছোট ছোট শিষ্যকেও 'প্রভু', 'আপনি' বলতেন। কাউকে কাউকে মাত্র 'তুই', 'তুমি' বলেছেন। তিনি যাঁকে 'প্রভু' বলছেন, 'আপনি' বলছেন আবার তাঁকে শাসনও করছেন। যাঁকে 'প্রভু' বলা হচ্ছে, তাঁকে কি করে শাসন করা যায়, paradoxical নয় কি? ইহা কপটতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কপটতা নয়, যখন 'প্রভু' বলছেন তখন ঠিকই বলছেন, আবার যখন অন্য ভাব আসছে তখন আবার শাসন করছেন। গুরুদেব একবিচারে শাসক, অপর বিচারে বন্ধু, হিতকর্ত্তা, প্রিয়তম।

যাঁরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের আশীর্ব্বাদে যেন আমার চিত্তবৃত্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায়ই নিয়োজিত হয়। আর যদি কেউ পূজা করে থাকেন, তিনি প্রকৃত পূজা বস্তু আমার গুরুদেবের প্রতি পূজা বিধান করেছেন। গুরুদেবের সেবা সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা। কারণ গুরুদেবেতে ভগবানের প্রীতিবিধান ছাড়া অন্য কোন সত্তা আছে দেখি নাই। তিনি জানতেন না কৃষ্ণসেবা ছাড়া জীবের অন্য কোন স্বার্থ আছে। যদি জানতেন তা'হলে আমার মত ব্যক্তিকে মঠে রাখতে পারেন না।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

—শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোক।

যাঁরা ষড়্‌বেগজয়ী তাঁরা অপরকে শাসন করতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে উপরি উক্ত উপদেশ গৃহস্থদের জন্য, গৃহত্যাগীর জন্য নয়, কারণ যিনি গৃহত্যাগী হবেন তাঁর পূর্ব্বেই ষড়্‌বেগজয় হয়েছে ধরে নিতে হবে। ষড়্‌বেগ দমন না করে ত্যাগী হলে বান্তাশী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমার মত ব্যক্তিকে যার ষড়্‌বেগ দমন হয় নি তাকে ত্যাগী করলেন কেন? আমি ভুল করতে পারি; কিন্তু তিনি ভুল করতে পারেন না। তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে, আমার শাসক, পালক হয়ে কেন আমাকে মঠে রাখেন? কারণ তিনি এটা স্থির নিশ্চয়ের সহিত বুঝেছেন—'বৈষ্ণবসঙ্গ', বৈষ্ণবসেবা ছাড়া জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবসেবার ফলে, সাধুসঙ্গের ফলে, শাস্ত্রাদি শ্রবণের ফলে জীবের মধ্যে ভগবানের মহিমা অনুভবের বিষয় হয়। তখন সে ভগবানের উপাসনায় আগ্রহান্বিত হয়। স্থূলভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করতে পারলেই যে হরিভক্ত হওয়া যাবে তার কোনও guarantee নাই। তা'হলে জগতে বহু খোজা আছে, তারা সব হরিভক্ত হ'ত। শ্রীল প্রভুপাদ—হরিপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া তাঁর কোনও সত্তা নাই। যদি কৃষ্ণপ্রীতিই না হলো, আমার প্রভুর সেবা না হলো, সেই ত্যাগের কানা-কপর্দ্দক মূল্য নাই, উহা ফল্গুত্যাগ। ঐ প্রকার বহির্ম্মুখ ত্যাগী, ব্রহ্মচারী অপেক্ষা ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি আমাদের প্রিয় ও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ তাঁর মধ্যে কিছু দিন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দেখা গেলেও শ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের দরুণ ক্রমশঃ তাঁর ইন্দ্রিয়বেগ সম্যক্‌প্রকারে দমিত হবে, কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁর কোনও মোহ বা অনুরাগ থাকবে না। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"— গীতা। উপবাস করলেই কি খাওয়ার প্রবৃত্তিটা বন্ধ হয়ে যায়? বিষয় গ্রহণ না করলেও বিষয় গ্রহণের প্রবৃত্তি দূর হয় না। শ্রেষ্ঠ রসাস্বাদন হলে নিকৃষ্ট রসের মোহ আপনা হ'তে কেটে যায়। ভগবৎপ্রেমরস আস্বাদনের বিষয় হলে ইতর রসের প্রতি আর মোহ থাকে না—ইহাকেই যুক্ত-

বৈরাগ্য বলে। এজন্য যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ উপদেশ করেছিলেন—'যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' 'মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে কোন উপায়ে পার মনকে কৃষ্ণে লাগিয়ে দাও।' আমি বৈরাগ্য কর্‌ছি, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের সঙ্গ কর্‌ছি, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গ কর্‌ছি না, তাতে আমার কি সুবিধা হবে? আমার যে পূজা কর্‌তে পারে, স্তব স্তুতি কর্‌তে পারে, তার সঙ্গ আমার হিতকারী নহে। যিনি শাসন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, আমার ভুল দেখিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গই আমার পক্ষে হিতকর।

পার্থিব শিক্ষা অশিক্ষার উপর হরিভক্তি নির্ভর করে না। তা'হলে বিদ্বান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তিরা হরিভক্ত হত। যাঁরা কৃষ্ণভজনকে জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করার কোনও আবশ্যক করে না। আমার একটী কথা মনে পড়ে, তখন আমি মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ছিলাম। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রভৃতি সতীর্থ বৈষ্ণবগণও তৎকালে তথায় ছিলেন। প্রথম জীবনে আমাকে প্রায় দশ বৎসর মাদ্রাজ মঠে কাটাতে হয়েছিল এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মিত হয়। সেই সময় মাদ্রাজ মঠের জমিদাতা বিচারপতি শ্রীসদাশিব আয়ারের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র আয়ার মাদ্রাজে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য আমাদিগকে তামিল ভাষা শিক্ষা ক'রতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ও তদ্বিষয়ে সহায়তাও করেছিলেন। কিন্তু তিন দিন শিক্ষার পর গুরুদেবের Telegram এল, আমাকে পুরী চলে যেতে হলো। পরে প্রভুপাদের নিকট অবশ্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—ছয়মাস থেকে তামিল শিক্ষার জন্য। কিন্তু প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন —"ভাষার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয় না, বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য প্রচার হতে পারে। যাঁর মধ্যে ভগবৎপ্রীতি আছে, তাঁর দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি প্রচারিত হবে। তোমরা যে-ভাষা জান, সে-ভাষাতেই প্রচার কর। ভাষা শিক্ষার জন্য তোমাদের বহু মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করবার পরামর্শ দিতে পারি না।" ভগবৎপ্রীতি Culture-অনুশীলন এর জন্য মঠ। ভগবৎ প্রীত্যনুশীলনে নিজের সুখ এবং উহা সকলের সুখদায়ক। যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসেন তিনি সকল জীবকেই ভালবাসেন। সাধুভক্তের সঙ্গেতেই ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয়। "সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ"।

আমি অসমর্থ হলেও আমার ইষ্টদেব সমর্থ। যদি আপনারা আমাকে কৃষ্ণকার্য্যে সেবায় নিয়োজিত রাখেন, আমার ইষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ আপনাদিগকে অবশ্যই কৃপা করবেন। আপনারা জয়যুক্ত হউন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসন্ন হউন।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরের ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১৯ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও ব্যাণ্ডপার্টি আদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ষ্টেশনে বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত থাকিয়া পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তবৃন্দ নগরসংকীর্ত্তন সহযোগে ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া পরে চারকামান হইতে পাথরঘাটিস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। স্থানীয় চারকামানস্থিত হরিভবনের সভাপতি ও সেক্রেটারীর ব্যবস্থানুসারে ৯ অক্টোবর হইতে ১২ অক্টোবর এবং ১৫ অক্টোবর হইতে ২৯ অক্টোবর পর্য্যন্ত

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ হইতে অজামিল-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামূলে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীনামসংকীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করিয়া তত্রত্য ভক্তবৃন্দ চমৎকৃত হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ২১ অক্টোবর বালাজীভবন, হায়দরাবাদ, ২২ অক্টোবর বিবেকানন্দ হল, সেকেন্দ্রাবাদ, ২৪ ও ৩১ অক্টোবর Divine Life Societyর সভাপতি T. Venugopal Reddy, B.A.B.L এর আলয়ে, ২৭শে হায়দরাবাদ অশোক-নগরস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে, চিন্ময় মিশনের উদ্যোগে ২৮শে Tagore Home, সেকেন্দ্রাবাদ ও ২৯শে Anusuya Villa সেকেন্দ্রাবাদে ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রত্যহ রাত্রিতে ভাষণ দেন। শ্রীল আচার্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য বলেন। শ্রোতৃবৃন্দ অধিকাংশ শিক্ষিত ও তেলেগুভাষাভাষী হওয়ায় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারবৈশিষ্ট্য ও অত্যুদার প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। Venugopal Reddy ও M. Kotiswaran সভার আয়োজন করেন।

শ্রীমঠের অন্যতম বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দ সমভি-ব্যাহারে গত ১৩ই অক্টোবর প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় তাঁহার শামসেরগঞ্জস্থিত নবনির্ম্মিত সুবিশাল বাসভবনে নগর-সংকীর্ত্তনমুখে শুভপ্রবেশ করতঃ উহার দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করিলে পূজা ও মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত কএক শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস বেলা ১০ টায় এবং পরদিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সভামণ্ডপে ভাষণ প্রদান করেন। নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যে সকল সংকীর্ত্তন-পার্টি যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাড়োয়ারী নবযুবক সমাজ, যাগেশ্বর ভক্ত-সমাজ, উমামহেশ্বর ভক্ত-সমাজ, মানিক প্রভু ভজনমণ্ডলী, বলরাম-কৃষ্ণ ভক্তসমাজ ও রামভক্ত-সমাজ। শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডী সশিষ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা হইতে যাতায়াত পাথেয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হন।

গত ১৬ কার্ত্তিক, ৩ নবেম্বর শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ উপস্থিতিতে ও নিয়ামকত্বে শ্রীমঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বহু শত নরনারী অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

এখানেও শ্রীদামোদরব্রত উপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

যশড়া শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) আগামী ১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। ২রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ টায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইবে। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ দিবেন। শ্রদ্ধালু সজ্জনমাত্রকেই যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৪। ১৫ নারায়ণ, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, রবিবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭। | ১১শ সংখ্যা

কপট অনুগতাভিনয়কারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ নাই

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। **অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাস-মাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই।** তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাঁহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতরচেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্র প্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে-সকলকথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহা-ভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগসান্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। **মহাভাগবত জানেন**

সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষি জনগণ তাহাদের সূক্ষ্ম-বিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জ্জিত কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচার-সম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়ীয় মঠের নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাঁহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্য বিচারে ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ বস্তুরই আদর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ ঘৃণিতস্বভাব জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া ঘৃণিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন।

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিপ্রার্থনা। গৌড়ীয় মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থবিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ —এক নহে।** শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উল‍্ক-প্রতিম ব্যক্তি আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারী অভক্ত।

শ্রীঅর্থপঞ্চক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারীজীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ক	খ
জীবের স্বস্বরূপ	**ঈশ্বরের পরস্বরূপ**
১। নিত্য	১। পর
২। মুক্ত	২। ব্যূহ
৩। বদ্ধ	৩। বিভব
৪। কেবল	৪। অন্তর্যামী
৫। মুমুক্ষু	৫। অর্চ্চাবতার

গ	ঘ
পুরুষার্থস্বরূপ	**উপায়স্বরূপ**
১। ধর্ম্ম	১। কর্ম্ম
২। অর্থ	২। জ্ঞান
৩। কাম	৩। ভক্তি
৪। আত্মানুভব	৪। প্রপত্তি
৫। ভগবদনুভব	৫। আচার্য্যাভিমান

ঙ

বিরোধী স্বরূপ

১। স্বরূপ-বিরোধী
২। পরত্ববিরোধী
৩। পুরুষার্থবিরোধী
৪। উপায়বিরোধী
৫। প্রাপ্যবিরোধী

ক ১ নিত্যজীব ;— সর্ব্বদা সংসারসম্বন্ধদোষরহিত, ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বকসেনাদি অমরবৃন্দ।

ক ২ মুক্তজীব ;— ভগবৎ-প্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতি-সম্বন্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

ক ৩ বদ্ধজীব ;— পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্ম দর্শনে স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্ম-বুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার, পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

ক ৪ কেবলজীব ;— কেবলজীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্ত্বাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্য প্রাপ্ত জীবই কেবলজীব।

ক ৫ মুমুক্ষুজীব ;— মুমুক্ষুজীবসকল সংসারদাবাগ্নি তপ্ত হইয়া সংসার-দুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করত প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থসমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃসুখী, নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞান-যোগ নিষ্ঠাফল স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

খ ১ পরতত্ত্ব ;— পরশব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

খ ২ ব্যূহতত্ত্ব ;— সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

খ ৩ বিভবতত্ত্ব ;— রামকৃষ্ণাদি অবতার।

খ ৪ অন্তর্য্যামীতত্ত্ব ;— দুই প্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ-চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচার-বান পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরলক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরম সুন্দর নারায়ণ।

খ ৫ অর্চ্চাবতার ;— দাসগণের অভিমত নাম ও রূপ বিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বাম্যপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

গ ১ ধর্ম্ম ;— প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

গ ২ অর্থ ;— বর্ণাশ্রমানুরূপ ধনধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা পিতৃ কর্ম্মে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকালপাত্র বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

গ ৩ কাম ;— কাম দুই প্রকার, ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বূল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব জনিত সুখস্পৃহা।

গ ৪ আত্মানুভব ;— দুঃখনিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবলাত্মানুভব হয়। ইহাই একপ্রকার মোক্ষ।

গ ৫ ভগবদনুভব ;— ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি, তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসারবর্দ্ধক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করত সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা রেণু দূর করতঃ, সকল তাপ নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহ করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দজনক ভগবদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট যুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণি মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলা-সহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

ঘ ১ কর্ম্ম ;—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফলমূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎ সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

ঘ ২ জ্ঞান ;— আত্মতত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়মণ্ডল ও আদিত্য মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মীর সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদা-ধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

ঘ ৩ ভক্তি ;— তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ স্মৃতিবিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগাবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্যসাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

ঘ ৪ প্রপত্তি ;— ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুইপ্রকার, আর্ত্তরূপপ্রপত্তি ও দৃপ্তরূপপ্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎপ্রসাদে, শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভ্জন্ম জরাধি ব্যাধি মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করত নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করতঃ একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপপ্রপত্তি। দৃপ্তপ্রপত্তি যথা, দৃপ্তপ্রপন্ন পুরুষ স্বর্গনরকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্য্যোপদেশ ক্রমে উপায় স্বীকার পূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক মানসিক ও কায়িক ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

ঘ ৫ আচার্য্যাভিমান ;— আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

ঙ ১ স্বরূপবিরোধী ;— দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা এই কয়টী স্বরূপবিরোধী।

৬ ২ **পরত্ববিরোধী ;**— দেবতান্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্ব প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্রদেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ-প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব-প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তিযোগ-প্রতিপত্তি, এইগুলিই পরত্ববিরোধী।

৬ ৩ **পুরুষার্থবিরোধী ;**— ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তি-মুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা—এই দুইটী পুরুষার্থবিরোধী।

৬ ৪ **উপায়বিরোধী ;**— উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়তত্ত্বে গৌরব, এই তিনটী উপায়বিরোধী।

৬ ৫ **প্রাপ্তিবিরোধী ;**— প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্যগুরূপসত্তি, ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষুব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকার পূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদপ্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণদাস্যরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণদাস্যরসেও এই অর্থপঞ্চকের উপদেশসকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্যরসে বিশ্রম্ভভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার প্রকটলীলার পার্ষদগণ সম্বন্ধেও ঠাকুর মহাশয় মর্ম্মচ্ছেদী বিলাপ করিয়াছেন —

[illegible] সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এসব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাই দেখিতে।"

*　*　*　*

"যে মোর মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥"

"কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন—'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?' তখন রায় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর"। বস্তুতঃ এই ভক্তবিরহোদ্বেলিত হৃদয়েই প্রকৃত ভগবদ্বিরহ জাগিয়া উঠে—'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া হৃদয় সত্য সত্য কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিয়া উঠে, তখন হৃদয়ের অত্যন্ত বিরহকাতর অবস্থায়ই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হইয়া থাকে।

ঠাকুর মহাশয়ের বিরহবিহ্বলতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শুনা যায়, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ডাকিয়া এক একজনকে এক এক বিগ্রহের সেবাভার সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি একবার তাঁহার প্রিয়সঙ্গী রামচন্দ্রের গৃহে (বুধুরীতে) গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস তাঁহাকে পাইয়া হৃদয়ে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। ঠাকুর মহাশয় গোবিন্দের পদাবলী-কীর্ত্তন শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন বুধুরী হইতে যাত্রা করিয়া গাম্ভিলা গ্রামে গঙ্গাতীরে নিজ প্রিয়শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে শুভবিজয় করেন। কএক দিন এখানে মহামহোৎসব হয়। কথিত আছে, এই স্থানেই কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য্য-রূপে অন্তর্দ্ধান লীলা আবিষ্কার করেন। শুনা যায়, ঠাকুর মহাশয় এখানে অর্থাৎ গাম্ভিলায় তিন দিন সমাধিস্থ অবস্থায় থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বাদেশানুসারে ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীভগবানের প্রসাদী নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া চিতার উপর সংস্থাপন করেন। অতিমর্ত্ত্য-বৈষ্ণবতত্ত্বানভিজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণ শিষ্য করার অপরাধে ইঁহার কথা-বন্ধ হইয়া প্রাণনাশ ঘটিল; শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সম্বন্ধেও উঁহারা নানা মর্ম্মন্তুদ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পরম ভাগবত গঙ্গানারায়ণ নিজ নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ না করিলেও এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের চরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজনিত অপরাধের ফলে এই সকল ব্রাহ্মণের অতিশোচ্য অধোগতি অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ সমাধিস্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক আর্ত্তিসহকারে কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, ভক্তের সকাতর প্রার্থনায় ঠাকুর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পুনঃ পুনঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ও 'শ্রীরাধাগোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চিতা-শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার পরম মধুর দিব্যজ্যোতির্ম্ময় কলেবর দর্শনে উপস্থিত সকলেই অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ সকলেই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পরম প্রিয় ভক্ত গঙ্গানারায়ণ-চরণে সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অদোষদর্শী ঠাকুর মহাশয় অজ্ঞব্যক্তিগণের অজ্ঞতা-জনিত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধন দান করিলেন এবং সকলকেই শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আনুগত্যে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিতে বলিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাস্নানান্তে ভক্তবৃন্দসহ বুধরী হইয়া পুনরায় খেতরীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। খেতরীতে আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের ভগবদ্বিরহ-বিহ্বলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি দিবারাত্র শ্রীগৌর-কৃষ্ণের শ্রীনবদ্বীপ ও ব্রজলীলার ভাবে বিভাবিত থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে ভক্তগণের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার লীলা-সম্বরণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শীঘ্রই একদিন তাঁহার খেতরী মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীবিগ্রহগণ সমীপে বিদায় গ্রহণানন্তর শ্রীগোবিন্দাদি ভক্তবৃন্দ সহ অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে বুধরী গ্রামে প্রিয়সুহৃদ্বর শ্রীরামচন্দ্রালয়ে উপস্থিত হন। তথায় একদিন অহোরাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও সকলকে ভজনোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গাম্ভীলায় গঙ্গাতীরে আগমন করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতটস্থ জলে অবস্থিত হইয়া স্বীয় প্রিয়শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিতে বলিলেন। শ্রীগুরুকৃপাদেশে উভয়ে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল — ঠাকুরের সেই অপ্রাকৃত কলেবর শ্রীজাহ্নবীর সহিত সম্মিলিতা হইলেন — দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। অকস্মাৎ গঙ্গায় একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয়ের এই অলৌকিক লীলা-

সঙ্গোপন ব্যাপারে সকলেই মহাবিস্মিত হইলেন। শ্রী'নরোত্তম-বিলাস'-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধপ্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥"

জয় জয় ধ্বনি-সহ শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-রোলে আকাশ বাতাস পরিপূরিত হইল। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ ঠাকুরের মহিমাকীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত বালুচর-গাম্ভিলা (মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গত) নিবাসী গৃহস্থ শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী—শ্রীনারায়ণী দেবী, একমাত্র কন্যা—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীগঙ্গানারায়ণ তদীয় সতীর্থ শ্রীরাম-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে দত্তকপুত্র স্বরূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য (বা পুত্র ও শিষ্য) শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষা-দাতা গুরুদেব। শ্রীগঙ্গানারায়ণ রাঢ়ীয় শ্রেণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বারেন্দ্র শ্রেণীর বিপ্রকুলোদ্ভূত। শ্রীরাসপঞ্চা-ধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার প্রারম্ভে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার গুরুপারম্পর্য্য নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাচরণান্নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্ণঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥"

অর্থাৎ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দীক্ষা-গুরু শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম, তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দীক্ষা-গুরু শ্রীগঙ্গানারায়ণ (চরণান্—পূজার্থে ব্যবহৃত), তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীনরো-ত্তম, তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীলোকনাথ, তাঁহার গুরু 'শ্রী' (শ্রীগৌরনিজশক্তি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী), সেই 'শ্রী' বা স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে প্রণাম করি।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিকে ধাতুময়ী এবং পঞ্চ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে শৈলী বলিয়া জানা যায়। শুনা যায়, এই সকল শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে একমাত্র শ্রীব্রজমোহনই এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, অন্যান্য মূর্ত্তি নানাপ্রকারে আত্মগোপন করিয়াছেন।

কথিত আছে, পদ্মাবতী নদীর যে ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর গচ্ছিত প্রেমরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তত্তটবর্ত্তী স্থানই 'প্রেমতলী' নামে কথিত হয়। এই প্রেমতলীকে 'নিম্নখেতুরী' ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-স্থানকে 'উপর খেতুরী' বলা হইয়া থাকে। রাজসাহী হইতে খেতুরী যাইবার পথে ৯ মাইল দূরে রাজবাড়ী গ্রাম, এখান হইতে কুমরপুর এক মাইল, কুমরপুর হইতে প্রেমতলী প্রায় দুই মাইল। বিজয়া-দশমীর পরে কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে এখানে (প্রেমতলীতে) একটি মেলা হয়। শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র এইস্থানে পদ্মা বতীর যে ঘাটে একসঙ্গে স্নান করিতেন, সেই ঘাটের তটে একটি প্রাচীন তমাল বৃক্ষ সুশোভিত আছে, উহা 'তমাল-তলা ঘাট' নামে পরিচিত। এস্থানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধামাধব ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ-জিউর নিত্য সেবা বিদ্যমান। আমরা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে শ্রীগৌড়-মণ্ডল পরিক্রমাকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত উক্ত 'প্রেমতলী' দর্শনার্থ গিয়াছিলাম। তত্রত্য বৃক্ষতলে বহু তুলসীর ছিন্ন কণ্ঠমাল্য পড়িয়া আছে দেখিয়া উহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে জানিলাম যে, ঐস্থানে প্রাকৃত সহজিয়াদলের বহু বাবাজী মাতাজী (!) কণ্ঠি বদল করে। শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিলাম—

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আজন্ম গৌরগতপ্রাণ শ্রীনরোত্তম যে প্রেমতলীতে বসিয়া

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপের চরণসান্নিধ্য লাভের জন্য কতই-না লালায়িত হইয়াছেন, কতই-না কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। যে শ্রীরূপ 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' ইত্যাদি শ্লোকে উত্তমা ভক্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাকে (চিদ্‌রক্ত শোষক) 'পিশাচী' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর নরোত্তমের "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন ধন হেলায় হারাইনু॥ অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥" ইত্যাদি 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র গীতি-রসাস্বাদন-স্থানে আজ জড় রসাস্বাদনের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়া তাহা কিনা প্রাকৃত সহজিয়া দলের জড় কামতলী! ধন্য কলির প্রভাব!!

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ই শুদ্ধভক্তসমাজে প্রামাণিক বলিয়া আদৃত। কিন্তু 'প্রার্থনা'র মধ্যে কএকটি গীতি নরোত্তম-রচিত কি-না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। এজন্য সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে যে 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বাচার্য্য মহাজনানুমোদিত-রূপেই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীপদামৃতসমুদ্রকার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'প্রার্থনা'র কোন কোনও পদের সংস্কৃত টীকা করিয়াছেন।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে আমাদের শ্রীভাগবত-গুরু-পারম্পর্য্যান্তর্গত বলিয়া জানাইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা শ্রীলপ্রভুপাদের জীবাতু-স্বরূপ ছিল। তিনি বলিতেন—বাল্যকালে এই গ্রন্থদ্বয় প্রায় অধিকাংশ সময়েই তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের স্থান অধিকার করিতেন। এত অধিক সংস্করণ আর কোন গ্রন্থের হইয়াছে কিনা জানি না। ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডকে ভক্তিরসামৃতাস্বাদনেচ্ছুগণের পক্ষে 'বিষের-ভাণ্ড' বলিয়া আখ্যা দিয়া শ্রীরূপপাদোক্ত অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী রাগানুগা শুদ্ধভক্তিরই চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট হওয়ায় ঠাকুর মহাশয় সেই অভীষ্ট প্রচারকবর রূপানুগ-মহাজন-রূপে আমাদের নিত্য আরাধ্য। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত জীবন-ভাগবত হইতে সংগৃহীত সামান্য কএকটি কথা মাত্র আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা দ্বারা আত্মসংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীরূপানুগগুরুবর্গের শ্রীচরণ-ধূলিই মাদৃশ জীবাধমের নিষ্কপটে প্রার্থনীয় বিষয় হউক। পরমারাধ্যতম শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীমুখোক্তি —

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

আমরাও যেন তদানুগত্যে শ্রীরূপানুগবর্য্য গুরুপাদ-পদ্মের চরণ-ধূলি জন্মে জন্মে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিতে পারি।

শ্রীকণ্বমুনি

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা কণ্বমুনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ স্থানে কিরূপ আবির্ভাব, তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা জানিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মথুরা-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বাদশীর দিন গোকুলে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া নন্দ মহারাজের গৃহে অতিথি হইলেন। গোপরাজ তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। মুনি বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। স্বহস্তে পাককার্য্য শেষ করিয়া তিনি ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে নিজ ইষ্টদেবকে

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছিলেন, কণ্বমুনি মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্রই বালকৃষ্ণ অকস্মাৎ তথায় আসিয়া একগ্রাস অন্ন তুলিয়া লইয়া ভোজন করিলেন। ইহা দেখিয়া মুনি 'হায়! হায়!' করিতে করিতে যশোদাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট বালকের ঐরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। যশোদা বালকের এইরূপ চঞ্চলতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে উদ্যতা হইলেন। অজ্ঞান বালকের আচরণ সর্ব্বদাই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মুনি যশোদাকে নিবৃত্ত করিলেন। নন্দমহারাজ বালকের ঐরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেক অনুরোধ করিয়া মুনিকে পুনরায় পাক করাইলেন। যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তগৃহে চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশিনীগণ বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"গোপাল, তুমি এমন দুষ্ট হইয়াছ যে, অতিথি ব্রাহ্মণের ভোগ নষ্ট করিয়া দিলে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার কি দোষ? মুনি আমাকে ডাকিল কেন?" তখন প্রতিবেশিনীরা বলিলেন, —"যে ডাকিবে তুমি কি তাহারই অন্ন খাইবে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি চিরকালই ভক্ত-ব্রাহ্মণের অন্ন খাইয়া থাকি।" প্রতিবেশিনীরা বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মুনি পুনরায় গোপালমন্ত্রে ভোগ নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সকলকে মুগ্ধ করিয়া সকলেরই অলক্ষিতভাবে ধ্যানমগ্ন মুনির সম্মুখস্থ অন্ন পুনরায় হস্তে তুলিয়া লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। মুনি চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়াই ইহা দেখিতে পাইলেন। এবার মহারাজ নন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে তাড়না করিলেন। এবারও মুনি গোপরাজকে নিবারণ করিলেন। মুনির অনুরোধে নন্দমহারাজ নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় নির্ব্বাক ও অধোবদন হইয়া রহিলেন। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 'ব্রাহ্মণ বহু পরিশ্রম করিয়া দুইবার রন্ধন করিয়াছেন, আর তাঁহাকে রন্ধন করিতে বলা যায় না। এরূপ চঞ্চল বালক জগতে কি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? আর কিরূপেই বা সে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া এইরূপ কার্য্য করিল!'— নন্দমহারাজ মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন।

মুনি গোপরাজ নন্দের হৃদয়-ব্যথা বুঝিতে পারিয়া নিজেই নন্দমহারাজকে বলিলেন,—"আপনি দুঃখিত হইবেন না, গৃহে ফল-মূলাদি যাহা থাকে, এবার তাহাই দিন। বিধাতা যেদিন যে বিধান করেন, তাহাই ঘটিয়া থাকে। কে ইহার অন্যথা করিতে পারে?" গোপরাজ তৃতীয়বার মুনিকে অনুরোধ করাইয়া পাক করাইলেন। ঐ দুষ্ট (?) বালককে লইয়া গিয়া গোপীগণ গৃহের মধ্যে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। ঐ গৃহের দ্বার বহির্দ্দেশ হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে মুনি পাক-সমাধা করিয়া অন্নাদি নিবেদন করিতে লাগিলেন। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। মুনি দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত সতর্কতাই ব্যর্থ হইয়াছে। বালক পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। বালককে দেখিয়া মুনি 'হায়! হায়!' করিয়া উঠিলেন; তখন বালকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণ তুমি ভয় করিতেছ কেন? আমি তোমার আহ্বানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে কৃপা করিবার জন্য দিব্য-চক্ষুঃ প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মুনি তখন সেই বালকের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ইনিই যে তাঁহার চিরাভীষ্ট ইষ্টদেব তাহা জানিতে পারিলেন ও প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। বালকৃষ্ণ শ্রীহস্তস্পর্শে মুনিকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। মুনিবর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বালগোপালের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ভক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। মুনির আনন্দ-নৃত্য ও হুঙ্কারে নন্দগৃহের সকলে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন। মুনিবর ভাবাবেশ সম্বরণ পূর্ব্বক আচমন করিলেন। বালকৃষ্ণ পুনরায় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। এবার মুনির ভোজন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া গোপরাজ নন্দ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রাবলী

(৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

(৭)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সত্যগোবিন্দ-দাসাধিকারিনামা সুচেতনঃ।
স্নিগ্ধঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠশ্চ বি, এ, ইত্যুপনামকঃ॥
শ্রীহরিগুরুসাধূনাং সদাসেবাপরায়ণঃ।
সাদরং দীয়তে তস্মা উপাধি **'ভক্তিসুন্দরঃ'**॥
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সংসদঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ।
বসুদিগ্ গজসিদ্ধ্যাত্ম শকাব্দে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(৮)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

দাসাধিকারিবর্য্যো যঃ শ্রীরামেশ্বরসংজ্ঞকঃ।
কামরূপনিবাসী চ নিষ্ঠাবান্ ভক্তিসাধনে॥
সরভোগস্থ-গৌড়ীয়-মঠসেবা-পরায়ণঃ।
অধুনা ত্যক্তসংসারো মঠবাসী জনপ্রিয়ঃ॥
'ভক্তিসঙ্কল্প' উপাধির্দীয়তে তেন সাধুভিঃ।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াং শুভবাসরে॥
বসুদিগ্ গজসিদ্ধ্যাস্থ শকাব্দে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(৯)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সদ্গৃহাশ্রমি গোপাল-দাসাধিকারি-নামবঃ।
বালিয়াটীতি গ্রামে চ ঢাকায়াং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা হরিসেবা-পরায়ণঃ।
নিত্যং গদাই-গৌরাঙ্গ-মঠসেবাং করোতি সঃ॥
তস্মাউৎসাহযুক্তায় পাকিস্তাননিবাসিনে।
'সেবাসুন্দর' ইত্যাখ্যা দীয়তে সুজনৈর্মুদা॥
বসুদিগ্ গজ-সিদ্ধীন্দুমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(১০)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গোলোকনাথ দাসাখ্যো ব্রহ্মচারীগুণান্বিতঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং সদানিষ্ঠাপরায়ণঃ॥
ভগবদ্ভজনং কাম্যং যস্য ভক্তস্য নিশ্চয়ঃ।
কলিকাতাস্থ-চৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ-সেবকঃ॥
তস্মৈ **'সুব্রত'** ইত্যাখ্যা দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈঃ।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ গৌরধামনি॥
বসুদিক্পালসিদ্ধীন্দুমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(১১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ-নামা যো ব্রহ্মচারী গুণান্বিতঃ।
শ্রীমায়াপুর-চৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠসেবকঃ॥
শ্রীপাটে যশড়ায়াঞ্চ জগন্নাথস্য সেবকঃ।
অত্যালংক্রিয়তে শ্রীমান্ **'ভক্তিকল্প'** উপাধিনা॥
অষ্টাহিনগভূম্যব্দে শ্রীশোদ্যানে শকে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(১২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

জগজ্জীবনদাসাখ্যো ব্রহ্মচারী সেবাপটুঃ।
নানাগুণযুতঃ শ্রীমান্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা॥
গৌহাটী-হায়দরাবাদ-কলিকাতা-মঠেষু যঃ।
করোতি মহতীং সেবাং মূর্ত্তিসজ্জাদি কর্ম্মণা॥
'সেবাকুশল' ইত্যাখ্যা দীয়তে তেন সাদরম্।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
বস্বষ্টনগশক্রাব্দে শ্রীমায়াপুরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(১৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সেবোৎসাহী সদাচারী রতঃ সদ্ধর্ম্মপালনে।
শুদ্ধভক্তি-প্রচারে চ নিষ্কপট-সহায়কঃ॥
তস্মৈ নিরভিমানায় মানপ্রকাশশর্ম্মণে।
'ভক্তিপ্রমোদ' ইত্যাখ্যা দেরাদুনানবাসিনে॥
দীয়তে সজ্জনৈরত্র বৈষ্ণবানাঞ্চ সংসদি।
অষ্টাহিকুলভূম্যব্দে শুভদে গৌরধামনি॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

(১৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

দাসাধিকারিবর্য্যঃ শ্রীক্ষীরোদশায়ি-নামকঃ।
কাশিয়াবাড়িবাস্তব্যো গোয়ালপাড়েতি-মণ্ডলে॥
সেবাকার্য্যে সমুৎসাহী ভক্তানাং প্রিয়কৃন্মতঃ।
সরলোদারচিত্তশ্চ গুরুসেবাপরায়ণঃ॥
সাদরং দীয়তে তস্মা উপাধি **'ভক্তিবান্ধবঃ'**।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
বস্বদ্রিকুলশক্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্বশুভদা শ্রীউত্থান-একাদশী তিথি বাসরে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের

শুভপ্রকটবাসরে দীনহীন কাঙ্গালের অশ্রুঅর্ঘ্য

জয় জয় গুরুদেব, দীনজন-সুবান্ধব,
কাঙ্গালের নিবেদন শুন।
কি দিয়ে পূজিব তব, ও'দুটি রাজীব পদ,
কিছুই যে নাহি উপায়ন॥
পত্র-পুষ্প-ফল-জল, লহত' তুমি সকল,
ভক্তিপূত যদি তাহা হয়।
(কিন্তু) কোথা সে ভকতি মোর, জড় রসে আছি ভোর,
ভজনের করি অভিনয়॥
লব্ধদীক্ষ অভিমানে, তব শিষ্য হেন জ্ঞানে,
চাহি তব সেবা-অধিকার।
কিন্তু তব দাস-দাস, না হ'লে পূরে না আশ,
সেবা-দম্ভ হয় মাত্র সার॥
তব সেবাভিজ্ঞ দাস, তাঁর দাস অনুদাস,
করি' সেবা শিখাও আমারে।
তব মনোঽভীষ্ট যেবা, বুঝিয়া করিলে সেবা,
তব কৃপা পাই লভিবারে॥
না আছে সাধন-বল, জ্ঞান-কর্ম্ম সুনির্ম্মল,
গুরুতত্ত্ব কিছু নাহি জানি।
তথাপি দুরাশা মনে, জাগে এই শুভক্ষণে,
পূজিবারে চরণ দু'খানি॥
নাহি মোর ভক্তি-কণা, সদা চিত্ত গৃহ-মনা,
তব পদে মতি নাহি রয়।
(মোর) ক্ষিপ্ত চিত্ত আকর্ষিয়া, তব দাস-দাস্য দিয়া,
রাখ পদে হইয়া সদয়॥ (ওহে দয়াময়)
(প্রাক্তন) পবিত্র সুকৃতি ময়, নহে মোর এ হৃদয়,
নাহি মোর শ্রদ্ধা-ভক্তি-লেশ।
কিরূপে ধরিব আজি, উপচার-শূন্য সাজি,
(হায় হায়) এদুঃখের নাহি দেখি শেষ॥
সকল সম্বল শূন্য, অশ্রু বিনা নাহি অন্য,
পাদপদ্ম করিতে বন্দন।
তাই এ অধম দীন, সকল উপায় হীন,
শ্রীচরণে করয় ক্রন্দন॥
গুরুদেব!
দীন হীন অকিঞ্চনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দেহ মাথে ও' রাঙ্গা চরণ।
(তব) নিত্য সেবা-অধিকার, দিয়া কর অঙ্গীকার,
এ দাসের নাহি অন্য ধন॥

পোঃ বোলপুর, শান্তিতলা
জেলা—বীরভূম

দীনাতিদীন সেবকাধম
শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব বাসরে তদীয় চরণসরোজে প্রণতি কুসুমাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় প্রভুপাদপ্রিয়ায় চ।
গুরবে শ্রীমতে ভক্তিদয়িত মাধবায় মে॥

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব!

সংসার মরু নাহি ছায়া তরু
কেবল দহন জ্বালা।
তাহাতে পড়িয়া কাতর হইয়া
সহিনু করম মালা॥

কাঁদি দিবানিশি মরুমাঝে বসি
আকাশের পানে চাহি।
দগ্ধ পরাণে আকুলতা আনে
কোনখানে জল নাই॥

পথিক যেমন মরু মাঝে পড়ি
সলিলের লাগি ধায়।
হতাশ হইয়া করে ছুটাছুটি
কোথা জল নাহি পায়॥

সেই মত আমি সংসার মাঝে
পেয়ে নানা জ্বালাতন।
এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া মরিনু
না পেনু শান্তি ধন॥

কখনো ভাবিনু অধিক অর্থ
মিটাইবে মোর আশা।
করিনু প্রয়াস তাহা পাইবারে
বাড়িল কেবল তৃষা॥

কখনো ভাবিনু করি আরাধন
শিবাদি দেবতাগণে।
সফল হইবে জীবন আমার
শান্তি পাইব মনে॥

কোনও প্রকারে হ'ল না শান্ত
চঞ্চল চিত মোর।
আকুল হইল পরাণ আমার
হইল বিপদ ঘোর॥

এমন সময়ে কৃপা করি তুমি
জলভরা মেঘসম।
বরষিলে তব কৃপা বারিরাশি
তাপিত পরাণে মম॥

ঊষর চিত্ত হ'ল উর্বর
লভি সেই বারিরাশি।
ভকতির বীজ বপন করিলে
দীনে দয়া পরকাশি॥

শিখাইলে তুমি এই সংসার
কেবল যাতনাময়।
ইহারে ছাড়িয়া শ্রীহরি ভজনে
জীবন সফল হয়॥

তব উপদেশ পাইয়াও আমি
সংসার মাঝে রহি।
ভকতি সাধনে করিনু যতন
বিবিধ যাতনা সহি॥

দেখিতেছি ক্রমে যাতনার বোঝা
বাড়িতেছে দিন দিন।
কিরূপে হইবে হরি আরাধন
ক্রমশঃ শরীর ক্ষীণ॥
তবু সংসার ছাড়িবার তরে
কোনও যতন নাই।
যদিও দেখিনু সকলি অসার
যতই যাতনা পাই॥
যারা সংসারে ঘিরেছে আমারে
প্রিয়জন বলি মানি।
তারা শুধু চায় ভোগোপকরণ
নিজেদের পানে টানি॥
এসব নেহারি আসিয়াছি পুনঃ
তব শ্রীচরণ তলে।
তব নিজ জন করহ আমারে
আপন করুণাবলে॥
তব আবির্ভাব দিবসে আজিকে
জানাই প্রণতি মোর।
ছাড়িবারে যেন পারি সংসার
কাটে যেন মায়া ঘোর॥
যদিও আমার নাহি হেন গুণ
তোমার করুণা চাই।
দিবে নিশ্চিত হৃদয়ে শকতি
করুণার সীমা নাই॥
কত দুরাচার পাইল চরণ
আমারও আশা জাগে।
পাইবে তোমার চরণ-কমল
এ দীন শরণ মাগে॥

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
শ্রীউত্থানৈকাদশী

কৃপারেণুপ্রার্থী দীন সেবক
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কে কষ্ট পায় ?

উত্তর—যাহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে না, সেই অনাশ্রিত বা অশরণাগত জনগণই কষ্ট পায়। কিন্তু দয়াময় ভগবান্ আশ্রিতের সকল দুঃখ নাশ করেন। শাস্ত্র বলেন—“ভগবান্ ভক্তানাং ক্লেশনাশনঃ। ভগবচ্চরণমনাশ্রিতবতাং কাল-কর্ম্ম-গ্রহাদিরূপেণ ত্বমেব একঃ ক্লেশদঃ। তেষামেব অকস্মাৎ চরণাশ্রিতত্বে সতি সাক্ষাৎ ত্বমেব তত্তৎ ক্লেশনাশনঃ। তদ্ভক্তেষু কালকর্ম্মাদীনাং অনধিকারাৎ।” (ভাঃ ৩।২০।২৭ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ সাধকের কামনা পূর্ণ করেন কেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—মায়া দ্বারা হতবুদ্ধি জীবগণ “কামলেশায় উপাসতে। ত্বন্তু (ভগবান্) তেষাং কামান্ বহূনেব অকামিতানপি দদাসি। অন্যথা ভক্তিসুখান-ভিজ্ঞাস্তে ত্বদ্ভক্তিমপি ত্যক্তুং নৈব বিলম্বেরন্নিতি ভাবঃ। ভক্তেরত্যাগে তু কালে তেঽপি নিষ্কামা ভবেয়ুঃ ইত্যাশয়েন দদাসি।” (ভাঃ ৩।২১।১৪ টীকা)

স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্ব ঐশ্বর্য্যাদি নরকেও পাওয়া যায়। সুতরাং তুচ্ছ কামের জন্য ভজন করা উচিত নয়। (ভাঃ ৩।২১।১৪ টীকা)

“হে ভগবন্, ত্বম্ অস্মভ্যং ইন্দ্রিয়ভোগ্যং বিষয়সুখং দদাসি, তৎ খলু মায়য়ৈব, ন তু অমায়য়া, অনভিজ্ঞ-ভক্তোঽয়ং অন্যথা বিমনস্কো ভবিষ্যতি। (ভাঃ ৩।২১।২০ টীকা)

ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন চ মদ্ভজনং কামং দত্ত্বৈব কেবলমুপক্ষীয়তে কিন্তু মৎপদমপি দদাতি।

মদর্হণমাত্রং মৃষৈব তুচ্ছফলমেব ন স্যাৎ; কিন্তু অন্তে মৎপদপ্রদমেব স্যাৎ। (ভাঃ ৩।২১।২৪ টীকা)

প্রশ্ন—মহাভাগবতের সঙ্গ ও সেবা করিয়াও সব লোকের মঙ্গল হয় না কেন?

উত্তর—ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের জননী শ্রীদেবহূতি দেবী বলিয়াছেন—মহাভাগবতের ক্ষণিক সঙ্গ দ্বারাই লোক উদ্ধার পায়। আমার পতি সিদ্ধ মহাত্মা, মহাভাগবত। এরূপ ভক্ত পতির এত বৎসর যাবৎ সঙ্গ ও সেবা করিয়াও আমার নিস্তার হইল না কেন? স্বসুখকামী হইয়া নিজ সুখার্থ সেবাদি করিয়াছি বলিয়াই আমার মঙ্গল হয় নাই। গুরুবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে মহাপুরুষের সেবা করিলে নিশ্চয়ই আমার উদ্ধার হইত।

(ভাঃ ৩।২৩।৫৪ টীকা)

প্রশ্ন—গুরু-সেবা কিভাবে করণীয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আদেশ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সগৌরবে প্রতিপালন করাই গুরুসেবা।

(ভাঃ ৩।২৪।১৩ টীকা)

শ্রীগুরুদেবের আদেশ পাইবামাত্র নির্ব্বিচারে সানন্দে প্রীতি পূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া কায়মনোবাক্যে গুরু-কৃষ্ণের সুখবিধানই গুরুসেবা।

প্রশ্ন—ভজনে উৎসাহ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীকর্দ্দম মুনি বলিয়াছেন—"ভজনীয়ঃ প্রভুঃ খলু ভজনাধীনঃ। অতো ভজনীয়াদপি ভজনে ভূয়ান্ আগ্রহঃ কর্ত্তুমুচিতঃ।"

(ভাঃ ৩।২৪ ৩৪ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।
সাধনাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—ভক্তগণ দেবতাপূজা না করিলে কি দেবতারা তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতে পারেন?

উত্তর—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—অনন্য ভক্তগণ দেবতার উপাসনা না করিলে দেবগণ অসন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে কখনই দুঃখ দিতে পারেন না। যদি কোন দেবতা আমার ভক্তকে কদাচিৎ কষ্ট দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে তাঁহার অধিকার হইতে চ্যুত করিতে দেরী করি না। (ভাঃ ৩।২৫।৪২ টীকা)

প্রশ্ন—অহঙ্কার কি করিয়া যাইবে?

উত্তর—ভগবান্ বলিয়াছেন—সর্ব্বদা আমার চিন্তা ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা কামাদি উপদ্রব দূর করিবে এবং গুরুসেবা দ্বারা দম্ভ-অভিমান প্রভৃতিকে বিনাশ করিবে। (ভাঃ ১১।২৮।৪০ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভাবে কৃপা করেন?

উত্তর—ভগবান্ দুইরূপে কৃপা করেন। ভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে অর্থাৎ মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে মন্ত্রদান ও স্বভক্তি উপদেশ প্রদান করিয়া কৃপা করেন, আর অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবদ্ভজনের বুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক স্বভজন করাইয়া নিজপার্ষদ রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপা করেন। (ভাঃ ১১।২৯।৬ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন —

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—ভক্তগণ কিভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিবেন?

উত্তর—ভক্ত নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন ও চিন্তা করিবেন। (ভাঃ ১১।২৯।১২)

যে ব্যক্তি মানবগণের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের অবস্থান চিন্তা করে, তাহার অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কারাদি দুর্গুণ অচিরেই নষ্ট হয়। (ভাঃ ১১।২৯।১৫)

সর্ব্বভূতেষু অস্তি বিষ্ণুঃ—এই চিন্তা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। (ভাঃ ১১।২৯।১৭)

প্রশ্ন—ভক্তি কি অণুমাত্র করিয়াও পূর্ণফল লাভ হয়?

উত্তর—হাঁ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে ফল হয়; নতুবা ফল হয় না। কিন্তু ভক্তি আরম্ভমাত্রই ফলপ্রদ, তাহাতে পরিসমাপ্তি না হইলে বা অঙ্গহীন হইলেও তাহা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইবে না। ভক্তি

বৈগুণ্যাদি বা ত্রুটী প্রভৃতি দ্বারা বিন্দুমাত্রও ধ্বংস হয় না। কারণ ভক্তি নির্গুণ। গুণাতীত নির্গুণ বস্তুর ধ্বংস সম্ভব নয়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—নিষ্কাম ভক্তের যে ধর্ম্ম, তাহা অণুমাত্র হইলেও সম্যক্ পূর্ণ এব নিশ্চিতঃ। নাত্র কারণং দ্রষ্টব্যং, ইয়ং মম পরমেশ্বরতৈব।

(ভাঃ ১১।২৯।২০ টীকা)

ভক্তির্যদি সর্ব্বথৈব নিষ্কপটা স্যাৎ তদা সা বিনাপি প্রযত্নেন স্বয়মেব সম্পদ্যত।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি যদি ভগবৎসুখের জন্য হয়, তাহাতে যদি ঐহিক প্রতিষ্ঠাদিসুখবাঞ্ছা ও পারত্রিক স্বর্গমোক্ষাদিসুখকামনা না থাকে, তবে তাহাতে বিনা চেষ্টায় সিদ্ধি হইবে।

ভয়-শোকাদির জন্য কেহ চেষ্টা করে না, তাহা স্ববিষয় পাইয়া আপনা হইতেই হয়, তদ্রূপ আমাকে (ভগবান্‌কে) পাইয়া ভজন স্বতঃই হয়।

এখন প্রশ্ন—তবে নিষ্কপট ভক্তগণ গুরু-কৃষ্ণসুখার্থ যত্নের সহিত চেষ্টা করেন কেন? তদুত্তর এই যে—ভক্তের ঐরূপ যত্ন বা প্রীতি রাগাতিশয়ের লক্ষণ। এই যত্ন মহান্ গুণ। (ভাঃ ১১।২৯।২১ টীকা)

নিষ্কামা ভক্তির যখন এত অত্যাশ্চর্য্য ফল এবং ইহাতে ভগবান্ যখন এত সন্তুষ্ট হন, তখন ভক্তগণ প্রতিষ্ঠাদি চান কেন? বুদ্ধি বিবেকের অভাবই তাহার কারণ। (ঐ টীকা)

প্রশ্ন—দেহদানের দ্বারা কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

উত্তর—কেবল শরীরদানের দ্বারাই অর্থাৎ দেহ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরিচর্য্যাদি করিলে অথবা ইহাদের যে কোন একটী করিলেও ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন। (ভাঃ ১১।২৯।২২ টীকা)

প্রশ্ন—কেবল জ্ঞানে কি মুক্তি হয়?

উত্তর—কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না। জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। কিঞ্চিৎ-মাত্রাপি ভক্ত্যা মোক্ষঃ। (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

প্রশ্ন—অহং ব্রহ্মাস্মি—ইহার প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর—অহং ব্রহ্মাস্মি—ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যাহং অস্মি। তত্ত্বমসি—ত্বম্ তৎ অর্থাৎ তস্য অসি।

(ভাঃ ১২।৫।১২ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের দেহত্যাগ ও রোগাদি কি ভগবদিচ্ছায় হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভক্তের জন্ম, মরণ, ব্যাধি সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়। বহির্ম্মুখ লোক কর্ম্মবশে সর্পাদি দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু হে জন্মেজয়! তোমার পিতা পরীক্ষিৎ মহারাজ ভগবানের পরম ভক্ত। সুতরাং তাঁহার দেহত্যাগের কারণ তক্ষক নহে। তক্ষক নামমাত্রেণৈব নিমিত্ত। ভগবদিচ্ছাই তাঁহার অপ্রকটের মূল কারণ। (ভাঃ ১২।৬।২৫,২৬ টীকা)

প্রশ্ন—আমাদের চালক কে?

উত্তর—ভগবদ্ভক্ত শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি বলিতেছেন—হে ভগবন্, তুমি নিখিল প্রাণী, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সকলকেই চালিত কর। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়াও ভজনশীল ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া থাক। প্রাণবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিভিস্ত্বমেব স্বভজনং কারয়সি পুনস্তাদৃশভজন-প্রত্যুপকারে অসমর্থো ঋণীব ভূত্বা তৎ প্রেমবশ্যো ভবসি। অদ্ভুতং তব কৃপা-বৈভবম্। (ভাঃ ১২।৮।৪০ টীকা)

অদ্ভুতং তব ভক্তিবৈভবম্। কর্ম্মেতি দুষ্কৃতং সুকৃতং প্রাচীনমর্ব্বাচীনং বা কৃতমপি ন স্পৃশতি পুষ্করপলাশে জলমিব। (ভাঃ ১২।৮।৪২ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তের সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন?

উত্তর—মায়াদর্শনং দুঃখানুভবহেতুরেব কেবলম্। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ভক্তের দুঃখকর মায়াদর্শনাদি বাঞ্ছাও পূর্ণ করেন, কিছু কষ্ট পাইয়া ঐ বাঞ্ছা নিবৃত্তি হইবে এই চিন্তা করিয়া। তাহা কিরূপ? যথা স্বদুঃখহেতাবপি কর্ম্মণি কচিৎ প্রবর্ত্তমানে হঠিনি স্বসুতে নিবর্ত্তয়িতুং অসমর্থস্য পিতুরপ্যনুজ্ঞা-প্রদানমেব।

(ভাঃ ১২।৯।৭ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ কৃপায় রাক্ষসী পূতনার কি গতি হইয়াছিল?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পূতনা রাক্ষসী গোলোকে ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়াছিল। ধাত্র্যুচিতা গতি অর্থে ধাত্রীসম্বন্ধিনী গতির্ন লভ্যতে। মহারাজোচিতা সম্পদ্

বলিতে মহারাজতুল্যৈব সম্পৎ প্রতীয়তে, ন তু মহারাজ সম্বন্ধিনী। তস্মাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরে গোলোকে ধাত্রী- সারূপ্যং পূতনা প্রাপ ইতি সিদ্ধান্তঃ।

(ভাঃ ১০।৬।৩৭,৩৮ টীকা)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণে

[তদীয় ৩১শ বার্ষিক বিরহবাসরীয় সান্ধ্য-অধিবেশনে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পঠিত]

সুদীর্ঘ ত্রিংশদ্‌বর্ষ হইল অতীত।
শ্রীগুরুচরণ-সেবা হইনু বঞ্চিত॥
তথাপি কেন বা ধরি এ ছার পরাণ।
এ অধন্ত দিন কেন নহে অবসান॥
আমার কল্যাণ লাগি' প্রভু কত দিন।
শুনালেন কত কথা হ'য়ে স্নেহাধীন॥
অকৃতজ্ঞ নরাধম হায় কি কঠিন-।
হৃদয় আমার, তাহে হৈনু উদাসীন॥
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র দু'টি দিন।
সতীর্থ-সভায় হই বচনে প্রবীণ॥
ভাষায় তাঁহার প্রতি জানাই বিরহ।
অন্তরে স্বেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা অহরহঃ॥
শ্রীগুরু-মহিমা-সহ যথা সুমিলন।
সুতীব্র বিরহ তথা হয় উদ্দীপন॥
(কিন্তু) উভয়ত্র (মিলন ও বিরহে) সেবাবুদ্ধি রহে সুজাগ্রত।
বরং বিরহে সেবার বুদ্ধি দ্বিগুণিত॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ মনোঽভীষ্ট স্থাপিবারে।
শিষ্যের হৃদয়ে আর্ত্তি জাগে তীব্রাকারে॥
ভাষণে লেখনীমুখে তাহাই প্রকাশি'।
কার্য্যে হন তৎপর আলস্য বিনাশি'॥
(প্রভুপাদ) সুতীব্র বৈরাগ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরি'।
শতকোটি মহামন্ত্র জপ পূর্ণ করি'॥
আচার প্রচারাদর্শ কি মহা উজ্জ্বল।
স্থাপিলেন প্রভু মোর, ভুলিনু সকল॥
অপ্রকটকালে সব শিষ্য সম্বোধিয়া।
কহে প্রভু কত আঁখি-নীরেতে ভাসিয়া॥
প্রভু-অন্তর্দ্ধান-সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব।
ভুলিনু সকলি হায় সে বাণী-বৈভব॥
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচন্দ্র বিরহে কাতর।
ভক্তের কি ভাবে কাটে দিন নিরন্তর ?॥

প্রভু-নাম-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
অবিরাম জলধারা বহে দু'নয়নে॥
তাঁর দীক্ষা-শিক্ষা-সার করিয়া চয়ন।
পরম যতনে তাহা করেন পালন॥
ভক্তি-অনুকূল যাহা করেন গ্রহণ।
ভক্তি প্রতিকূল-ভাব দেন বিসর্জ্জন॥
অন্য অভিলাষ আর কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-।
অবিমিশ্র, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন॥
হয় ভক্ত্যুত্তম—এই প্রভুশিক্ষাসার।
অনুরাগি-ভক্তজন-ইহা-কণ্ঠহার॥
প্রভুর অনু-শাসন, কিছু না মানিনু।
তাঁর শিষ্যকুলে হায় কুলাঙ্গার হৈনু॥
শ্রীগুরুচরণে নাহি দৃঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি।
মুখেতে দেখাই শুধু গুরু-অনুরক্তি॥
প্রভুপাদ-অপ্রকট-লীলা-পূর্ব্বদিনে।
শ্রীচরণ-সেবাকালে কাতর পরাণে॥
ও'দুটি রাজীবপদ বক্ষে ধ'রে তুলি'।
কেঁদেছিনু 'তব চির দাস কর' বলি'॥
শ্রীঅঙ্গ-সমাধি-কালে (শ্রী) ধাম-মায়াপুরে।
আরো কত কাঁদিলাম ভাসি' আঁখি নীরে॥
ভাষণে লিখনে কত করিনু বিলাপ।
সকলি কি হবে তাহা উন্মাদ-প্রলাপ ?॥
উঠিবে না প্রাণ কেঁদে প্রভু-সেবা-তরে ?
এখনো কি অচেতন র'ব মোহ-ঘোরে ?
অবিচারে গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন।
হবে না কি চিত্ত দৃঢ়, যত্ন প্রাণপণ ?॥
তুচ্ছ-স্বার্থসিদ্ধি-হানি-চিন্তা উঠি' মনে।
বঞ্চিবে কি গুরু-সেবা-মহামূল্য-ধনে ?॥
প্রভুমুখ-নিঃসরিত অমৃতের বাণী।
শুনিলে নিঃশেষে দূর হয় সব গ্লানি॥

দিব্যচক্ষু-জ্ঞান-দাতা জন্মে জন্মে প্রভু।
সুতরাং তচ্ছিষ্যগণে ভেদ নাহি কভু॥
ভা'য়ে ভা'য়ে ভেদভাব করিয়া বিদুর।
সবে মিলে মিশে সেবা করিব প্রভুর॥
জীবহিত লাগি' প্রভু করিয়া যতন।
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট করিলা স্থাপন॥
গ্রন্থ পত্রিকাদি দ্বারে শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত।
প্রচারি' নাশিলা সব কুরাদ্ধান্তধ্বান্ত॥
গৌরনাম গৌরধাম গৌরমুখবাণী।
সর্ব্বত্র প্রচার কৈলা ন্যাসিশিরোমণি॥
ভাগবত-প্রদর্শনী আদি কত ভাবে।
শুদ্ধভক্তি প্রচারিতে যত্ন কৈলা ভবে॥
ষোল বা চৌরাশিক্রোশ গৌর-কৃষ্ণ-ধাম।
পরিক্রমি' সর্ব্বধামে গাহিলেন নাম॥
পঞ্চ মুখ্য ভক্তি-অঙ্গ করিতে যজন।
অপূর্ব্ব সুযোগ সবে কৈলা বিতরণ॥
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষিত সমাজে।
সগৌরবে গৌরগাথা আজি যে বিরাজে॥
প্রভুর প্রচার-চেষ্টা আছে তার মূলে।
তাই বিশ্ববাসী জয় জয় গৌর বলে॥
(শ্রী) মায়াপুরে আকর চৈতন্যমঠরাজ।
তার শাখা গৌড়ীয়মঠ খ্যাত বিশ্বমাঝ॥
সর্ব্বত্র স্থাপিয়া বিশ্বে শ্রীমঠ-মন্দির।
উড়া'ল বিজয়-ধ্বজা শ্রীশুদ্ধভক্তির॥
সেই শুদ্ধভক্তিপূত বৈষ্ণব-আচার।
আপনি আচরি' প্রভু করিলা প্রচার॥
মূল গ্রন্থ, টীকা, ভাষণ, প্রবন্ধাদি-দ্বারা।
করিলা প্রচার শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা॥
'শ্রীভক্তিদয়িত মাধব' তাঁর প্রিয়তম।
তাঁর আনুগত্যে স্থাপিয়াছে মঠোত্তম॥
পবিত্র শ্রীমায়াপুর-ধামে ঈশোদ্যানে।
মূল "শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ" শুভাখ্যানে॥
মুখ্য শাখা তা'র হয় দক্ষিণ-কলিকাতা।
তাহাও 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' নামে খ্যাতা॥
শ্রীবৃন্দাবন, হায়দরাবাদ, আসাম।
প্রভৃতি স্থানেও শাখা আছে নিরুপম॥

'শ্রীচৈতন্যবাণী' নাম্নী পত্রিকা প্রধান।
প্রভু-মুখ-শ্রুতবাণী তাহাতেই গান॥
পাঠ-বক্তৃতাদি-দ্বারে করেন প্রচার।
আসমুদ্র হিমাচল তাহার প্রসার॥
কৃপা কর প্রভো মোদের তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণে॥
তব দীক্ষা-শিক্ষা অনুসরিয়া সতত।
গাহিব তোমার গান হ'য়ে অনুগত॥
সপার্ষদে গৌরহরি হ'লে অন্তর্দ্ধান।
গৌড়ীয় গগনে যবে ছাইল অজ্ঞান॥
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি প্রভুপাদ মোর।
আসিলেন বিনাশিতে কলিতমো ঘোর॥
'শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস' ধরি' নাম।
'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' গুণধাম॥
শ্রীরাধা-'নয়নমণি' কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
কৃষ্ণকার্য্য সাধিবারে তাঁর আগমন॥
বার-শত-আশি মাঘী শ্রীকৃষ্ণা-পঞ্চমী।
তাহে সর্ব্বশুভ লগ্ন কাল অবলম্বি'॥
উদয় হইলা প্রভু নীলাচল ধামে।
(শ্রী) জগন্নাথ মন্দিরের অতি সন্নিধানে॥
গৌরপ্রিয় মহাজন শ্রীভক্তিবিনোদ-।
ঠাকুরের সুতরূপে বাড়ালেন মোদ॥
ভক্তগৃহে ভক্তি-পরিবেশ-মধ্যে জন্ম।
শুনিতে শুনিতে 'নাম' অহো ধন্য ধন্য॥
জগন্নাথ-প্রসাদান্নে শ্রীঅন্নপ্রাশন।
শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-অন্ন গ্রহণ আজীবন॥
আশৈশব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
আকুমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সংরক্ষণ॥
মহাপুরুষোচিত দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ছিল সে সব ভূষণ॥
অতিসুকোমল কর-চরণ-কমল।
শিশুবৎ স্বল্পাহারী, মুখশ্রী উজ্জ্বল॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা সতত বদনে।
অত্যদ্ভুত অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে॥
পাষণ্ড দলন আর প্রেম প্রচারণে।
অনলস প্রভু সদা বাহ্য বিস্মরণে॥

(ভক্তি-) অনুকূল প্রতিকূল গ্রহণে বর্জ্জনে।
পুষ্প-বজ্রতুল্য হ'তেন কোমল কঠিনে ॥
লোকাপেক্ষা-শূন্য প্রভু সদ্ধর্ম্মরক্ষণে।
নিরস্তকুহক সত্য নির্ভীক কীর্ত্তনে ॥
অধিকার উল্লঙ্ঘিয়া জড়কামাতুরে।
রাসাদিকলীলাকথা কভু নাহি স্ফুরে ॥
(তাই) সর্ব্বথা নিষেধে প্রভু অনধিকারীরে।
লহ নামাশ্রয় যদি চাহ অধিকারে ॥
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপি' ভক্তিগ্রন্থের প্রচারে।
বড়ই উল্লাস প্রভুর আছিল অন্তরে ॥
নামহট্ট প্রচারিতে কত না উৎসাহ।
'নাম ভজ' 'নাম চিন্ত' উক্তি অহরহঃ ॥
এমন দয়ালু প্রভু কেবা কোথা পায় ?
ভাগ্যহীন তাই তাঁরে হারাইনু হায় ॥
(কিন্তু) এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে হই যেন তাঁহার কিঙ্কর ॥
তেরশত তেতাল্লিশ (কৃষ্ণা) চতুর্থী তিথিতে।
নিশান্ত লীলায় প্রভু প্রবেশে প্রভাতে ॥
শ্রীরাধামাধবে যবে গাঢ় সমাশ্লেষ।
শ্রীগৌরলীলার যাহে করেন উদ্দেশ ॥
প্রভু-অপ্রকাশে মোর হৃদয় গগন।
একি হ'ল হায় অন্ধতমেতে মগন ॥
কোথা গেল সুখ-শান্তি হাসি মাখা মুখ।
সদা হা হুতাশ করি, দুঃখে ভরা বুক ॥
জপধ্যান করি বটে মনে শান্তি নাই।
কি যেন হারায়ে গেছি খুঁজে নাহি পাই ॥
এ অধম বড় দুঃখী প্রভু কৃপা কর।
শ্রীনাম ভজনে রতি দাওহে সত্বর ॥
ধ'রেছিনু যেই দু'টি পদ বক্ষে তুলি'।
চিরাশ্রয় দেহ তাহে (যেন) কভু নাহি ভুলি ॥
করিয়াছি কত (অমার্জ্জনীয়) দোষ ওই পদতলে।
অদোষদরশী প্রভো ক্ষম সব ভুলে ॥
অগতির গতি তুমি, অন্য গতি নাই।
তব কৃপা বিনা কৃষ্ণ-কৃপা নাহি পাই ॥
দণ্ড দিয়া সংশোধিয়া রাখহ চরণে।
কেহ না রক্ষিতে পারে ও'চরণ বিনে ॥
অনন্ত শ্রীবিভূষিত ও'রাঙ্গা চরণে।
প্রণমি সষ্টাঙ্গে কৃপা কর অভাজনে ॥
পতিতপাবন প্রভো পতিতে উদ্ধার'।
(তব) দাস-দাস করি' দাও সেবা-অধিকার ॥
কোথা পাব কৃষ্ণসেবা তুমি নাহি দিলে !
যুগল-সেবা-অধিকার তব কৃপায় মিলে ॥
শ্রীরূপের কৃপালেশ তুমি দিতে পার।
রাগানুগা ভক্ত্যে তবে পাব অধিকার ॥
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব কভু নাহি পাই।
সে ভক্তিও তব কৃপা বিনা হ'তে নাই ॥
তাই দন্তে তৃণ ধরি' ওই রাঙ্গা পায়।
পড়িনু সাষ্টাঙ্গে কৃপা কর অমায়ায় ॥
মোহেন পামর প্রতি হওহে সদয়।
অধমের সর্ব্বদোষ ক্ষম দয়াময় ॥
চৈত্ত্যগুরু রূপে বসি' হৃদয়ের মাঝে।
দাও শুদ্ধবুদ্ধি মোরে তব সেবা-কাজে ॥
মহান্তস্বরূপে সদা রক্ষহে আমায়।
তব সেবা ছাড়ি' মন কাঁহা নাহি যায় ॥
তব নিজ-জন সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা গানে।
কাটে যেন নিশি-দিন এই আশা প্রাণে ॥
শিষ্যের মলিন মুখ দেখিলে কখন।
হইতে ব্যথিত চিত্ত বিষণ্ণ বদন ॥
শুনাইতে কৃষ্ণকথা কত স্নেহ ভরে।
ঘুচিত সকল ব্যথা শিষ্যের অন্তরে ॥
(আর) কে শুনাবে কৃষ্ণকথা আপনা পাশরি'।
কে মুছাবে আঁখিজল এত স্নেহ করি' ॥
ভাগ্যহীন তাই মোরা বঞ্চিত হইনু।
এমন স্নেহময় পিতা সেবিতে নারিনু ॥
(প্রভো) কত দোষ করিয়াছি তোমার চরণে।
অদোষদরশী তুমি সস্নেহ ভর্ৎসনে ॥
শোধিয়াছ কৃষ্ণকথা করিয়া কীর্ত্তন।
অফুরন্ত স্নেহ তব কে করে বর্ণন ॥

পতিতাধম—
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

স্বাত্বত-শ্রাদ্ধ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীমদ্ বালকৃষ্ণ দাসাধিকারী (পূর্ব্বোত্তর রেলওয়ে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট, কমার্সিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দত্ত) মহাশয়ের পিতৃদেব পরলোকগত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার স্বগৃহ রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত পায়রাডাঙ্গা রেল ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩৭৪) ইং ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবস বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোক্ত সাত্বত সংবিধানানুসারে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীভগবৎপ্রসাদ চরণামৃতাদি নিবেদন এবং প্রস্থানত্রয় পাঠ ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ৭টা ৫মিঃ পায়রা-ডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিনয় বাবু কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন সমভিব্যাহারে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুষ্পমালাদি দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ খোল-করতালাদি সহযোগে সংকীর্ত্তন মুখে তাঁহার গোপাল-পুরস্থ বাসভবনে লইয়া যান। শ্রাদ্ধকৃত্যের পৌরোহিত্য করিয়াছেন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় এবং হোমাদি কৃত্য করিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। পণ্ডিত শ্রীমদ্ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পৌরোহিত্য ও হোমাদি কার্য্যে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ স্বয়ং শ্রীমুখে ভগবৎ কথা কীর্ত্তন-দ্বারা সপরিবার গৃহস্বামী শ্রীমদ্ বিনয় বাবু ও তাঁহার লোকা-ন্তরিত পিতৃদেবের আত্মার নিত্য কল্যাণ বিধান করেন।

শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের পরমাদরে পূজা বিধান ও যথাযোগ্য মর্য্যাদা সংরক্ষণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। সগোষ্ঠী তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহার ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অকৃত্রিম আর্ত্তি দর্শনে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব পরম প্রীত হইয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি পূজা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপানির্দ্দেশ ক্রমে গত ৫ই পৌষ ইং ২১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ৩১ শতম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভোর ৫ ঘটিকায় কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত সংকীর্ত্তন ভবনে প্রাতঃ-কালীন অধিবেশনারম্ভে শ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-বন্দনা কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ ১৫শ বর্ষ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' আচার্য্য-বিরহসংখ্যা (২৩শ-২৪শ) হইতে ত্রিংশদ বর্ষ পূর্ব্বে বিগত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত 'উপদেশবাণী' এবং অপ্রকটলীলার পূর্ব্বদিবসীয়া সর্ব্বভক্ত প্রতি আশীর্ব্বাণী ব্যাখ্যা মুখে পাঠ করেন। পাঠের পরে 'হরি হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তিত হইবার পর সভাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীগুরুদেবের মহিমা ও বিরহবেদনা ব্যঞ্জক গীতাদি কীর্ত্তিত হইলে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ স্বলিখিত শ্রীগুরু মহিমাসূচক পদ্যাবলী পাঠান্তে উক্ত আচার্য্য-বিরহ সংখ্যা হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ব্যাখ্যামুখে পাঠ করেন। পাঠের পর 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ইত্যাদি বিরহব্যঞ্জিকা গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর সমবেত প্রায় দুইশতাধিক পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের

——বিরহ বেদনে আর্তি পুষ্পাঞ্জলি——

অহেতুক জীব দুঃখী (শ্রীল) প্রভুপাদ করুণাসাগর,
গৌর-নামামৃত বন্যায় ভাসাইলা দেশ দেশান্তর।
প্রাচী-প্রতীচিতে মিলন-মালিকা গাঁথিলা কীর্তন দ্বারে,
বেদের গোপন, কৃষ্ণপ্রেমধন, বিলালেন যাঁরে তাঁরে।
(সেই) সংকীর্তন-কৃপালোকে, প্রচারের প্রথম উষায়,
কত প্রাণ-পুষ্প হ'ল বিকশিত, সেবিতে গৌর রায়।
পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে, প্রভু পেয়েছিলা ক'টী প্রাণ,
তারি মাঝে মোরা স্মরিতেছি আজি, তোমার আত্মদান।
কিশোর বয়সে তুমি, ভক্তিপথ লয়েছিলে বরি',
যৌবনেই গুরুদেব সন্ন্যাস দিলেন কৃপা করি'।
গুরুকৃপাবলে সারা দেশে দেশে নগরে নগরে,
গৌরবাণী সুধা ধারা, বিলায়েছ সদা অকাতরে।
নিষ্ঠাভরে আজীবন, সেবাব্রত করিয়া ধারণ,
বৃন্দাবিপিনের রঙ্গে, নিত্য সেবায় হইলে মগন।

নয় নয়, মৃত্যু কভু নয়।

মরণ ছুঁইতে নারে, ভক্ত-দেহ চিদানন্দময়॥
অনন্ত জীবন ধারা, উৎস তা'র যেথা বিরাজয়,
সে' অমৃত সুখলোকে তুমি দেব! করেছ বিজয়।
হে শ্রেষ্ঠ ভকতবর! গেছ তুমি কাম্য দিব্য ধামে,
হ'য়ে সেবা কুতূহলী পূরাইছ কামদেব কামে।
তোমার বিরহে হেথা ভকতেরা হ'য়েছে বিকল,
প্রিয়সঙ্গ-সুখহারা, অবিরত বর্ষে নেত্রজল।
তব গুণ গাঁথা স্মরি' উদ্বেলিত বিরহ সাগর,
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা, আর দুঃখ নাহি পর"।
বিরহ বেদনে শুধু হৃদয়েতে জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
তোমারি সদ্‌গুণরাজি, বাক্য ধায় গুণানুকীর্তনে।
সেবানন্দ রত্নাকরে নিত্য তুমি ছিলে মজ্জমান।
কায়মনোবাক্যে সদা তুষিয়াছ গৌরবাণী-প্রাণ।
অনলস সেবা তব মানে নাই বাধা বিঘ্ন কিছু,
মানে নাই ধনী-দীন, মানে নাই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র-নীচু।

সকলেরি দ্বারে তুমি বিলায়েছ আনন্দ-সন্দেশ।
সকলেরে ডাকিয়াছ, করেছ সবার সমাবেশ।
সেবানন্দ মহোৎসবে করেছ সবার স্থান দান,
দৈন্য আচরিয়া নিজে, প্রতি জনে করিয়া সম্মান।
অপ্রসন্ন ম্লান বিশ্বে, আছে শুধু বেদনার রোল,
আর আছে, ভ্রান্ত করা নানাসুরে বাজে গণ্ডগোল।
বিশ্বের প্রত্যেক জীবে শুনাইতে শ্রীহরির কথা,
হে কৃপালু! চিত্তে তব জাগিয়াছে কত ব্যাকুলতা।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃত মোরা, সঙ্গী শুধু মোহ অন্ধকার,
কে কহে কল্যাণ-বাণী? বন্ধু হেথা খুঁজে পাওয়া ভার।
বন্ধুহীন এ বিদেশে মিত্র তুমি ছিলে সবাকার,
দরদী-বান্ধব বিনে, শোকমগ্ন হয়েছে সংসার।

শোক নয়, শোক কভু নয়,—

তোমার পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল সে কৃষ্ণসেবাময়
শুধু জন্মভূমি নয়, নয় মাত্র ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ,
তোমার আদর্শে দেব! জগতের কল্যাণ অশেষ।
প্রীতিমাখা অনবদ্য হাসিতে উজল ছিল মুখ,
সহজ সরল ভাবে দিতে তুমি সকলেরে সুখ।
বুদ্ধি শুভা বেদোজ্জ্বলা, হিয়া তব বিনয়ের খনি,
ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-বিদ্যা-বিভূষিত তুমি গুণ-মণি।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-উদ্ভাসিত তোমার হৃদয়,
কৃষ্ণকাম-পূর্তি যজ্ঞে রহিয়াছ সতত তন্ময়।
আজিকে গাহিতে গান মুখে যেন নাহি সরে ভাষা।
কর তুমি আশীর্বাদ, পূরে যেন গুরুসেবা-আশা॥
তোমারি আদর্শে যেন আমরাও পারিহে জাগিতে।
নিত্যানন্দাভিন্ন প্রভু, গৌরবাণী-চরণ সেবিতে॥
নিত্য বৃন্দাবনে তুমি, নিত্যকাল করিছ বসতি।
কৃপা ক'রে আমাদেরো দিও কৃষ্ণ-সেবায় সুমতি॥

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতাভিমানী—
বিরহ-কাতর জনৈক পূর্ববঙ্গবাসী

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২২ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৩ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শুক্রবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুরঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৪ গোবিন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৭ গোবিন্দ, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ মঙ্গলবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ, বুধবার—বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্থাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

২৯ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ), ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা :—নদীয়া
১১ কেশব, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ ;
১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪; ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৭।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২২ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ), ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ,** ২৯ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার **শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজা** ও তৎপরদিবস মহোৎসব এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড,
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৬-৫৯০০

২২ কেশব, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ,
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ; ৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৭।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্যাভিষেক তিথিতে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও ২৬ নারায়ণ, ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ৩০ নারায়ণ, ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী-যতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে।

২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ **শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে** বিপুল ভক্ত-মণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত। এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র সনক-সম্প্রদায়েও ইহার পরমাদর লক্ষিত হয়। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শৈশবাবস্থা হইতেই এই গ্রন্থদ্বয়ে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত ছিলেন এবং ইহার মহিমা কীর্ত্তনে শত সহস্র বদন হইতেন। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা-৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—.৬২ পয়সা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১.০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮১ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৭ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদারবি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৭ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৪। ১৪ মাধব, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, সোমবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৮। | ১২শ সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌর—নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক! আপনারা **গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।**

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু **গৌরসুন্দর। অভক্তি-মার্গাশ্রিত অন্যের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে কিংবা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয় জ্ঞানে শুদ্ধভক্ত-গণ ত্যাগ করেন।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলায় এরূপ একটি ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে কথিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন, নিম্নোক্ত পংক্তি কএকটি সেই কথার প্রমাণ করিবে—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন॥
স্বরূপ কহে—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস' 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু সে নাহি পায় পার॥

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥
রূপ যৈছে দুই নাটক কৈরাছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"

কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন॥

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!!
দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!!"

শুনিয়া কবির হইল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে॥

(চৈঃ চঃ অ ৫ম পঃ)

গৌর-ভক্তসমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাঁহাদের অন্যায়াচরণ 'গৌরভক্তি' নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজজন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তিস্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন। শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন,—"গৌর-কান্তিধারী কৃষ্ণ-চৈতন্য-নামক কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা।" এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি, এই গৌরবস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ; কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন। তিনি গৌরত্বিট্। তাঁহার নাম— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩৪)

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যা'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ-সুখে॥

(ঐ ৩।৫৩)

দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥

(ঐ ৩।৫৬)

পাঠক! শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণধর; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণমধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা।

চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।১৫)

অন্যান্য দাতৃবর্গের দান-সমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গৌরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটির দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—অপরের দয়ায় মন্দ উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া অমন্দোদয়া কৃপা অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। **ফল্গু চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার সহিত তুলনা হয় না।** যিনি কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ-বিপাক-ক্রমে ভ্রমময়-মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তিবিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে 'ধন'-জ্ঞানে উহার প্রতি যত্ন করিয়া যিনি গৌর-সেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন-লাভে কৃতকার্য্য হন না।

শ্রীগৌরের নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', গৌরের রূপ—'শ্রীগৌরাঙ্গ', গৌরের গুণ—'মহাবদান্য'। এখন গৌর-লীলার কথা শুনুন্, তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত। বদান্যতা-গুণে কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্য বস্তু হইলেও সেবক লইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার লীলা। প্রাকৃত-বস্তুমাত্রে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া এই চারিটীতে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু গৌরসুন্দর অপ্রাকৃত ও অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া তাঁহাতে ঐ চারিটী অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্যের **মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না।** তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। **শ্রীরূপানুগ**

হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য নাম—সম্বন্ধ, গৌররূপা কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় ও গৌরদেয় কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। ভগবদ্রূপবিমুখ হইলে জীব নির্বিশেষ-মায়াবাদ বা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ পথ ত্যাগ করায় বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরী ভজা, সহজিয়া, জাতি-বৈষ্ণব, জাতি-গোসাঞি, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। তাই বলি শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিপ্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। **শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।** সাধন ভক্তির মূলবস্তু—রস; ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থান লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করুন, **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন,** নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

শ্রীতত্ত্বসূত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্বসূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া॥

এই তত্ত্বসূত্র অনাদি অনুভবসিদ্ধ অতএব অখিল বেদের সারভাগ বলিতে হইবে। ইহা ভারদ্বাজ চৈতন্য-সম্ভূত অতএব সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের মূল বলিলেই হয়। এই গ্রন্থে একমাত্র তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা ভাগবতে, প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তথাহি যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি সপ্তম মন্ত্রং—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

তথাহি গীতোপনিষদি চোক্তং ভগবতা ;—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারেণোক্তং—

ধ্যায়ে তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিরীহমতি নির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্।
সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ম্॥

তথাহি মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্থাধ্যায়ে কথিতম্,—

যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা॥

তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব সম্পাদনের সহিত একটী সংশয় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বই সমস্ত পদার্থ। পদার্থান্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই। এই সংশয় মীমাংসা করণার্থে 'তত্ত্ব' শব্দকে 'পর' পদবাচ্য করা হইয়াছে। এই সূত্রে বিচার্য্য এই যে, সূত্রকার ভগবৎ পদার্থকেই কেবল তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটিকে পদার্থ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিৎ ও অচিৎ দৃশ্য জগতে পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। ভগবদ্বিষয়ের

দুর্জ্ঞেয়তা প্রযুক্ত পদার্থ সংজ্ঞা হইতে পারে না। কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিলেই তাহার যদি কিছু অর্থ প্রকাশ হয়, তবে ঐ শব্দকে পদ কহা যায় এবং পদের লক্ষিত দ্রব্যকে পদার্থ কহা যায়। ভগবদ্বিষয়টী যুক্তির অতীত অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ।

এপ্রযুক্ত ভগবান্ তত্ত্বপদবাচ্য, পদার্থ পদবাচ্য নহেন। ভগবান্ পদার্থ হইতে ভিন্ন, কিন্তু পদার্থ কদাচ ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকিয়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এ বিষয়টী অনুভবসিদ্ধ, কিন্তু যুক্তি কর্ত্তৃক বিচারিত নহে। অতএব সূত্রকার তত্ত্ব প্রকরণে প্রথম সূত্রটী এইরূপ স্থাপিত করিলেন,—

***একঃ পরো নান্যঃ ॥ ১ ॥**

[এক এবাদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ তদন্যঃ কোপি পরো নাস্তীত্যর্থঃ, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চনেতি" শ্রুতেঃ।]

যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা যায়, তিনি একমাত্র তত্ত্ব। কোন পদার্থকে পরতত্ত্বপদে উপলব্ধি করা যায় না।

*সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা সারগ্রাহিজনপ্রিয়ঃ।
দীনকারুণ্যপূর্ব্বাব্ধির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥
তৎকৃপামৃতবিন্দুত্থং পিপাস স্তোকিতাশয়ঃ।
প্রাচীনতত্ত্বসূত্রাণি বিবৃণোমি যথা মতিঃ॥

নন্বু অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি' ব্যাসাদি সূত্রকারৈ রথশব্দস্য মঙ্গলসূচকস্য তত্তৎজিজ্ঞাসা-পদস্য তত্ত্বদ্বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা পুরুষেণ কর্ত্তব্যেতি পুরুষেচ্ছা কৃতাধীন জ্ঞানবিষয়ীভূত ধর্ম্মব্রহ্মরূপশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তুসূচকস্য চোপন্যাসেন মঙ্গলাচরণং বিষয়াদিসূচনরূপাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ কৃত্বা শাস্ত্রমারব্ধং তত্ত্বসূত্রকারেণ তু তদকৃত্বা কথং শাস্ত্রমুদক্রান্ত মিতিচেন্ন, অস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমতঃ সূত্রে পরমমঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরতত্ত্বনিরূপণপ্রস্তাবেন পৃথক্ মঙ্গলাচরণস্যানাবশ্যকত্বাৎ এতচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনীভূত বস্তুনঃ স্বপ্রকাশত্বেন স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয়গোচর-তয়াচ পুরুষেচ্ছা কৃতাধীনজ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ তদর্থং জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি বিষয়সূচনদ্বারা প্রতিজ্ঞায়া অপ্যনুচিতত্বাৎ তদনাদৃত্য প্রথমতঃ সূত্রে মারচয়তি।

***অগুণোপি সর্ব্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ ॥ ২ ॥**

[স চ পরমেশ্বরঃ অগুণোপি গুণাতীতোপি সর্ব্বশক্তি-মান্ প্রত্যক্ষাদি লৌকিকপ্রমাণাগম্যত্বাদিত্যর্থঃ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি" শ্রুতেঃ]

সেই পরমেশ্বর গুণাতীত। গুণ দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। চিৎপদার্থ সম্বন্ধে যে কিছু গুণ পরে কথিত হইবে, সে সমুদায় অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতির অতিরিক্ত। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ হইবে, সে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ মায়াপ্রকৃতির অন্তর্ভূত। এই দুই প্রকার গুণের এস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই বক্তব্য যে, পরতত্ত্ব ঐ উভয়বিধ গুণের অতীত। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, গুণাতীততত্ত্বের সহিত গুণময় পদার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, যুক্তি দ্বারা বিশেষ আলোচনা করিতে গেলে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত ঘটে না। সম্বন্ধ অবশ্যই সজাতীয়তার অপেক্ষা করে, ইহাই দৃষ্ট জগতে প্রত্যক্ষ। তেজ ও তিমিরের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মশালী পদার্থের সম্বন্ধ কখনই চিন্তা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। এই সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধিত্ব প্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিবারণ করণার্থে এই স্থলে তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। দৃষ্টজগতে যাহা লক্ষিত হইতেছে, তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টে অগ্নির নিরূপণ হয়। বাৎস্যায়ন-কৃত গৌতম-সূত্র-ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে "মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি" মেঘের উদয় দৃষ্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা কেবল দৃষ্ট পদার্থের লিঙ্গ অনুসারে অদৃষ্ট অন্য কোন পদার্থের অনুমান হয়, ইহাই স্বীকার হইল; কিন্তু পরপদার্থের কোন প্রকার লিঙ্গ জগতে দৃষ্ট না হওয়ায় এ প্রকার অনুমান ঈশ্বর-সম্বন্ধে অকর্ত্তব্য। 'লিঙ্গ' দর্শনের অপ্রত্যক্ষো র্থোনুমীয়তে' ইহাই অনুমানের বিধি। কিন্তু ঈশ্বর

*নন্বু একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্য সহায়রাহিত্যেন বিশ্বসৃষ্ট্যাদিবিবিধকার্য্যকর্তৃত্বং কথং ঘটত ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি।

বিষয়ক অনুমান তদ্রূপ নহে। ঈশ্বর উপলব্ধিকে অনুমানই কহা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধজ্ঞান। গৌতম-কর্তৃক প্রত্যক্ষ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি-ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্', বাৎস্যায়নকৃতভাষ্যে 'ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্'। তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সান্নিকর্ষে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎকার, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে। তাহাকে কেবল জ্ঞানের দ্বার বলা যায়, এই মাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয়, তবে অন্তঃপুরস্থপদার্থকে প্রত্যক্ষ কহিবার দোষ কি? বরং উহাই নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ-বাচ্য হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানকে আত্মার পক্ষে অনুমান কহা যাইতে পারে। বিচারকের আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তাহা স্বতঃ প্রত্যক্ষ; তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির দ্বারা জগদীশ্বর উপলব্ধ হন, ঐ উপলব্ধি স্বতঃ প্রত্যক্ষ, অতএব লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তানুরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমানতা যদিও অলৌকিক, তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অপ্রমেয়ত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। তথাহি ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শুকেনোক্তম্,—

> ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
> দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

তথাচ চতুর্থস্কন্ধে বিংশোধ্যায়ে,—

> একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতি নির্গুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
> সর্ব্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মনঃ পরঃ॥

তথাচ ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে,—

> অত্রমাং মৃগয়ন্ত্যাদ্ধা যুতা হেতুভিরীশ্বরং।
> গৃহ্যমাণৈর্গুণৈ লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে,—

> প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্বেষামভিবাঞ্ছিতং।
> স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতম্॥

পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা পূর্ব্বোক্তযুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা জগদীশ্বরের গুণাতীতত্ব ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্নত্ব স্বীকার করিয়া এই প্রকার সন্দেহ করিতে পারেন যে, এবম্ভূত বিরোধিসিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ হইলে অযৌক্তিক বিশ্বাসের দ্বারা সত্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। এই সংশয় নিবারণার্থ সূত্রকার কহিতেছেন যে, পরমেশ্বরের বিরোধ-সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে। বিরোধ-সামঞ্জস্য লৌকিক পদার্থে সম্ভব হয় না; কিন্তু পরতত্ত্ব অলৌকিক। তাহা যদি অলৌকিক না হইবে, তবে তাহার পরত্ব কি প্রকারে হইতে পারে? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-বাণী

(দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তদীয় ৩১শ বার্ষিক বিরহ-সভার সান্ধ্য অধিবেশনে পঠিত)

[নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে, ইং ১৯৩৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী শুক্রবার প্রাতঃ ৪-২৬ মিঃ এ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। ইহার সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে ২৩ ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কক্ষে সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট যে সুমহতী উপদেশবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ১৫শ বর্ষ ২৩শ-২৪শ 'আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা' সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে তাঁহারই শ্রীমুখোচ্চারিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অদ্য তাহাই নিম্নে পদ্যাকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।]

সকলে পরম উৎসাহ-সহকারে।
রূপ-রঘুনাথ-বাণী প্রচার' সবারে॥
রূপানুগপদধূলি হইতে সবার।
(যেন) চরম আকাঙ্ক্ষা চিত্তে জাগে অনিবার॥

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
(মূল) বিষয়-বিগ্রহ সেই সর্ব্বসেব্য ধন॥
তাঁর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-উদ্দেশে।
আশ্রয়ানুগত্যে সবে থাক মিলে মিশে॥

সবার উদ্দেশ্য এক শ্রীহরিভজন।
তাহা সাধিবারে সবে করহ যতন॥
দু'দিনের জানি' এই অনিত্য সংসার।
ইহাতে মমতা ত্যজি' হও মায়াপার॥

কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করি' চল।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করহ সম্বল॥
বিপদ্ গঞ্জনা শত, শত সে লাঞ্ছনা।
আসুক তথাপি হরি-ভজন ছেড়ো না॥

সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন প্রভু গৌরহরি।
অবশ্য শ্রীপদে স্থান দিবেন দয়া করি'॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হেরি' অধিকাংশ জন।
শুদ্ধকৃষ্ণ-সেবা-কথা না করে গ্রহণ॥

হ'য়োনা উৎসাহহীন তাহাতে কখন।
ছেড়োনা জীবাতু তব নিজের ভজন॥
নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
ছাড়িয়া দারিদ্র্য কেন করিবে বরণ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে মাগ' জীবের কল্যাণ।
অচিরে পূরাবে বাঞ্ছা সর্ব্বশক্তিমান্॥
"অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।"
(কৃষ্ণ-)সেবকের বাঞ্ছা কভু না হয় বিফল॥

তৃণাপেক্ষা হীন দীন আপনে মানিবে।
তরুসম সহগুণে ভূষিত হইবে॥
অমানী মানদ হ'য়ে সদা নাম লবে।
শ্রীনামভজনে সর্ব্বপ্রধান জানিবে॥

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ।
ইহাতে লইয়া দীক্ষা ভজিবেন বিজ্ঞ॥
সপ্তশিখ নাম-যজ্ঞানলে আত্মাহুতি।
বিশেষে কলিতে এই শাস্ত্রের যুকতি॥

কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর হ'য়ে কাজ নাই।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি পথে কষ্ট পাই॥
শ্রীরূপের পদধূলি জানহ স্বরূপ।
সেই সে সর্ব্বস্ব তাহে না হও বিরূপ॥

রূপানুগবর্য্য হন শ্রীভক্তিবিনোদ।
সে ভক্তিবিনোদধারায় বহে শুদ্ধ মোদ॥
ভক্তিরসামৃতপূর্ণ সেই পূত ধারা।
কখনো হবে না রুদ্ধ শতবিঘ্ন দ্বারা॥

সে ধারায় হৈয়া স্নাত বুদ্ধিমান্ জন।
ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট করহ পূরণ॥
বহু যোগ্য কৃতীব্যক্তি আছহ তোমরা।
হও সবে আগুয়ান, এস করি' ত্বরা॥

দন্তে তৃণ ধরি' এই যাচি পুনঃ পুনঃ।
(শ্রী) রূপপদধূলি যেন হই জন্ম জন্ম॥
ইহা বিনা অন্যাকাঙ্ক্ষা নহুক হৃদয়ে।
এই বাঞ্ছা সর্ব্বহৃদে হউক উদয়ে॥

এ সংসারে থাকা-কালে আছে নানা বাধা।
তাহে মুহ্যমান্ কভু নহিবে সর্ব্বথা॥
বাধা মাত্র দূর করাই নহে প্রয়োজন।
অতঃপর কিবা লভ্য চিন্তে বিজ্ঞজন॥

নিত্য আত্মা আমি, মোর নিত্য সে জীবন।
এখনি হউক তার তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ।
আকর্ষণ-বিকর্ষণের বস্তু আছে যত।
চাহি বা না-চাহি এমন কহিব-বা কত॥

এ'দুঁহু মীমাংসা শীঘ্র করি' মতিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করহ সন্ধান॥
ও'দুয়ের যুদ্ধে যদি জয়ী হ'তে চাও।
(তবে) অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লে রক্ষা পাও॥

কৃষ্ণসেবা-রসকথা তবে ত' বুঝিবে।
তুচ্ছ জড় রস প্রতি ঘৃণা উপজিবে॥
কৃষ্ণানুশীলন যত বর্দ্ধিত হইবে।
(জড়) বিষয়-পিপাসা তত কমিতে থাকিবে॥

বড়ই কঠিন তত্ত্ব কৃষ্ণকথা হয়।
আপাত চমকপ্রদ জটিলার্থময়॥
নামী হ'তে তাঁর নাম অধিক করুণ।
আশ্রয় লইলে তত্ত্ব করেন জ্ঞাপন॥

নিত্যপ্রয়োজন মোদের কৃষ্ণপ্রেমধন।
তাহা অনুভবে কাম বাধে সর্ব্বক্ষণ॥
নামাশ্রয়ে সেই বাধা হয় অপনীত।
কৃষ্ণপ্রেমরাজ্যে বাস হয় অভীপ্সিত॥

এ জগতে কেহ নহে অনুরাগ-পাত্র।
অথবা বিরাগ-পাত্র নহে অণুমাত্র॥
সকল ব্যবস্থা এথা ক্ষণস্থায়ী হয়।
এথাকার লাভালাভ বিচারার্হ নয়॥

সবাকার লভ্য সেই এক প্রয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে প্রেম মহাধন॥
তদুদ্দেশ্যে সবে মিলি হও যত্নবান্।
এক-ধ্যান এক-জ্ঞান হও একতান॥

একোদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হও।
মূলাশ্রয়-বিগ্রহ-সেবায় অধিকার লও॥
রূপানুগচিন্তাস্রোত হোক প্রবাহিত।
তা' হ'তে স্বাতন্ত্র্য কভু নহে সমীহিত॥

সপ্তজিহ্ব নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-প্রতি।
কখনো বিরাগ যেন না হয় অরতি॥
একান্তানুরাগ তাহে থাকে বর্দ্ধমান।
তবে ত' সর্ব্বার্থসিদ্ধি পূর্ণ মনস্কাম॥

শ্রীরূপ-অনুগ জনের পাদপদ্ম ধর'।
একান্ত ভাবেতে তাঁদের আনুগত্য কর'॥
(শ্রী) রূপরঘুনাথ-কথা পরম উৎসাহে।
নির্ভয়ে প্রচার কর সর্ব্বসিদ্ধি যাহে॥

—সেবকাধম
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণের কি ফল?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে অচিরে অনর্থনিবৃত্তি ও প্রেম লাভ হয়।

(ভাঃ ১০।৭।১-২ টীকা)

প্রশ্ন—সংসার কি?

উত্তর—স্বসুখতৃষ্ণা হি সংসারঃ। দেহ-গেহ-পতি-পুত্রাদিতে আসক্তিই সংসার। (ভাঃ ১০।৬।৩৯ টীকা)

প্রশ্ন—কে সাধুসঙ্গ পায়?

উত্তর—সমদর্শী সাধুগণ দরিদ্র ও ধনী উভয়ের গৃহে কৃপা পূর্ব্বক গেলেও দরিদ্রই প্রণাম, সম্ভাষণ, আদর প্রভৃতি দ্বারা সাধুর সঙ্গ পায়; কিন্তু ধনগর্ব্বিত ব্যক্তি সাধুসঙ্গ পায় না, সাধুসঙ্গফলে দরিদ্রের ভক্তি হয়। তৎফলে বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া থাকে। ধনীমাত্রেই সাধুসঙ্গ পায় না এরূপ নয়। বৈষ্ণবসেবী দীন ধনিগণ সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হয়।

(ভাঃ ১০।১০।১৭-১৮ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তদর্শনে বা ভক্তাশ্রয়ে সকলের মঙ্গল হয় না কেন?

উত্তর—ভাঃ ১০।১০।৪১ টীকা বলেন—সূর্য্যদর্শনে যেমন চক্ষুর বন্ধন বা অন্ধকারাচ্ছন্নভাব কাটে, তদ্রূপ সমদর্শী ভক্তের দর্শনে সংসার-বন্ধন নষ্ট হয়।

সূর্য্য উদিত হইলেও অন্ধের যেমন অন্ধকার কাটে না, তদ্রূপ অপরাধী লোকের ভক্তদর্শনে বা ভক্তাশ্রয়ে মঙ্গল হয় না।

শাস্ত্র আরও বলেন—

গুরুভক্ত্যা ভগবান্ মিলতি। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ। (ভক্তিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং' শ্লোকোক্ত 'হৃদয়' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—সাধুভক্তগণ ভগবান্‌কে হৃদয় অর্থাৎ সার করিয়াছেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়াছেন। ভগবান্‌ও ভক্তকে সার বা প্রাণ করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন টীকা—মম হৃদয়ং অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা।

ভক্তগণ ভগবানের হৃদয় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বা প্রিয়। ভগবান্‌ও ভক্তগণের হৃদয় অর্থাৎ প্রিয় বা সারবস্তু।

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায় কি?

উত্তর—'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।' সঙ্গ অর্থাৎ আশ্রয়, সেবা, অনুগমন বা অনুসরণ। ভগবদ্ভক্তের চিত্তানুবৃত্তিই সঙ্গ।

ভগবদ্ভক্ত সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়, গুরুর সঙ্গ, সেবা ও কৃপাই শুদ্ধভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। শাস্ত্র বলেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

প্রশ্ন—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কি পার্থক্য?

উত্তর—কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব, পূর্ণতত্ত্ব, শক্তিমান্ তত্ত্ব। মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণই ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিতে বিষ্ণু বা নারায়ণ। কৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর; আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বিষ্ণুতে ৬০টী গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে। আর কৃষ্ণে ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করিতে পারেন, কিন্তু নারায়ণ কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরবসখ্য) —এই ২৷৹ প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা হয়; কিন্তু কৃষ্ণের সেবা শান্ত, দাস্য, বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস—এই পঞ্চরসে সর্ব্বতোভাবে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত নিজ পতি, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞানে হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপস্বরূপ, তাঁহা হইতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর বিষ্ণু ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ। কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইয়াও নিজেকে ঈশ্বর মনে করেন না, পরন্তু নিজেকে নন্দের পুত্র, রাধার নাথ প্রভৃতি বলিয়াই জানেন। কিন্তু বিষ্ণু ঈশ্বর অভিমানী। বিধিমার্গে বিষ্ণু-সেবা, আর রাগমার্গে কৃষ্ণ-সেবা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণুসেবায় সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকায় সঙ্কোচ-ভাব আছে; কিন্তু ব্রজবাসী ভক্তগণের কৃষ্ণসেবায় কোন সঙ্কোচ নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান্‌কে ভুলিলে কি হয়?

উত্তর—ভগবান্‌কে যে মুহূর্ত্তে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্ত্তেই আমি একজন অভ্যুদয়বাদী বা সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়্‌বো। আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ, সম্মান প্রভৃতি অপস্বার্থপূরক প্রাকৃত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আমার মনপ্রাণ ঢেলে দেবো। তাতে improper use হ'বে এবং আমার চেতন ধর্ম্মে indiscretion এসে যাবে অর্থাৎ আমার চেতনধর্ম্মের অসদ্ ব্যবহার এবং তাতে অবিচার এসে যাবে, তখন আমি আরোহবাদী হ'য়ে জগতের বস্তুসংগ্রহে ব্যস্ত হ'ব। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আরোহবাদ কাহাকে বলে?

উত্তর—আরোহবাদ বল্‌তে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার নীতি। সেরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'লেছেন।

একটা হ'চ্ছে লণ্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য্য দেখ্‌তে যাবার চেষ্টা, আর একটা হ'চ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা বা অপেক্ষা ক'রে সূর্য্য-রশ্মিতে সূর্য্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদিগকে আরোহবাদী হ'তে হ'বে—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস ক'র্‌তে হ'বে। আরোহবাদ চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ ব'লে প্রমাণিত হ'বে, হাজার বছরের সভ্যতা অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না। তাঁরা অবরোহ-পন্থা বা শ্রৌতপন্থাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমার উদ্ধার কর্ত্তা কে?

উত্তর—'দয়াময় কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন'—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে এই কথা বলিলে শ্রীসনাতন প্রভু বলিলেন—

সনাতন কহে, আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥
(চৈ: চঃ ম ২০শ)

তদ্রূপ গুরুকৃপাপ্রাপ্ত গুরুনিষ্ঠ ভক্ত বলেন—

গুরুদাস কহে, আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
আমার উদ্ধারহেতু গুরুর কৃপা মানি॥

শিষ্য গুরুরই আশ্রিত এবং গুরুনিষ্ঠ। আশ্রিত বৎসল গুরুই শিষ্যের উদ্ধার-কর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। গুরুই ভবপারের কর্ণধার।

প্রশ্ন—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

উত্তর—যত দিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। শ্রীভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হ'য়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবন সঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হ'য়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহাবলবান্ কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁকড়ে ধরলে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাক্‌লো যে, এক হাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখাতে লাগ্‌লো। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আস্‌তে থাক্‌লো, বল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজশক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগ্‌ল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে পড়ে আর কোন উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণগ্রহণ করাই সবচেয়ে মঙ্গল স্থির ক'রল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহ-বাদকে বহুমানন করে, আর যখন তা'র চিত্তে ভগবদা-শ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁরা আরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, আরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'রলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ,
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা-কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাগণেরই কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তাঁরা অভ্যুদয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী; আর মোক্ষবাদী জ্ঞানি-যোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হবার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চার-পাঁচ হাত উঁচু হ'তে চান,—বিভূতি বা কৈবল্যলাভ ক'রতে চান, এ সকলই আরোহচেষ্টা। এতে জীব—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ।
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ॥

আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থেকে আরোহ-বাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না করে—বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা-দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি' তা'হলেই অজিত ভগবান্ আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা-কালেই সাধু-দিগের শ্রীমুখ হ'তে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'রছি। আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার ক'রতে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব। 'বুভুক্ষা' ও মুমুক্ষার

দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অতবার। তিনি বল্‌ছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

আমার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুত্বমদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁর ভগবানে উত্তমা ভক্তি, পরাভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিশূন্যা অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে সময় 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকা যাবে, সেই সময় হরিকীর্ত্তন হ'বে, একটুকু উঁচু হতে চাইলেই কীর্ত্তন হ'তে ছুটী পেতে হ'বে।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা কি খুবই বীর্য্যবতী, চিত্তাকর্ষী ও হৃদয়স্পর্শী ছিল?

উত্তর—নিশ্চয়ই। তেজস্বী মহাপুরুষ গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, চিত্তাকর্ষী ও প্রচুর বলপ্রদ ছিল। তাঁহার সুনির্ম্মল হৃদয় হইতে স্বতঃ প্রকাশিত অমূল্য উপদেশ শ্রদ্ধালু শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয়ের যাবতীয় সুমীমাংসা অনায়াসে করিয়া দিত এবং শ্রোতৃবৃন্দ ভগবৎসম্বন্ধে দৃঢ়তা, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রচুর বল পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেন। এইরূপ অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনকারী মহাপুরুষ জগতে বিরল। এতাদৃশ লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিঃস্বার্থ সাধু দেখা যায় না। 'সকলে কৃষ্ণভজন করিয়া চিরসুখী হউন'—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষা।

তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টান্ সাহেবও মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইতেন। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ডক্টর জোহান্‌স সাহেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ প্রীত হইয়া স্বস্থানে যাইবার সময় মঠবাসী ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বহু হিন্দু, সাধু, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই ন্যূনাধিক অন্যাভিলাষ প্রশ্রয় দেন, আর তাঁহাদের সাধুত্বও পাণ্ডিত্য অনেকটা ধার করা—পুঁথিগত বিদ্যা বা লোককে দেখাইবার জন্য; কিন্তু আজ তিনি একজন সত্য সত্য Practical Pandit ও সাধুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার কথাগু'ল সম্পূর্ণ অন্তরের কথা, আর তিনি তাঁহার কথাগুলিকে নিজে এতদূর বিশ্বাস করেন যে, সম্পূর্ণ আত্মদর্শন ব্যতীত ঐরূপ আত্মপ্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। তাঁহার উপলব্ধ সত্যে অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাতে অতুলনীয় দেখিতে পাইলাম। ইহা কেবল ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেই সম্ভব। এরূপ living source এর সঙ্গ ব্যতীত বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে না, ইহা আজ আমি স্পষ্টই অনুভব করিলাম।

———

শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়ায় তদীয় তিরোভাব-মহোৎসব

গত ১৮ই পৌষ (১৩৭৪), ইং ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬৮ বুধবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা—নদীয়া জেলার চাকদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী 'যশড়া' গ্রামস্থ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ নিজজন শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানির্দ্দেশক্রমে উক্ত শ্রীপাট-রক্ষক শ্রীমৎ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারীর আপ্রাণ সেবা-চেষ্টায় উক্ত শ্রীপাটে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-পূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস গোস্বামী (মুখোপাধ্যায়) সেবাসুহৃৎ, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিখিলরঞ্জন, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্লাদদাস বনচারী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, রাণাঘাট হইতে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, বলাগড় মিলন কলোনী হইতে শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী, অম্বিকা কাল্না হইতে পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরমপূজ্য আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশেখর নিষ্কিঞ্চন ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃৎ অকিঞ্চন মহারাজদ্বয় শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিতে করিতে এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আমাদের পরমানন্দ বর্দ্ধন করেন।

উৎসবের কার্য্যসূচী অনুসারে ১৭ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে যশড়া বিশ্বাসপাড়া প্রদক্ষিণ করত পিচের রাস্তা ধরিয়া দুর্গানগর নরেন্দ্রপল্লী, চাকদহ বাজার প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্ব্বক কাঁঠালপুলী শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরেবতীবলরাম জিউ শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধি মন্দির বন্দন পূর্ব্বক চাকদহপল্লী মধ্য দিয়া থানাকে দক্ষিণে এবং চাকদহ থানা-স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে বামে রাখিয়া দক্ষিণে রবীন্দ্রনগর, সুভাষনগর প্রভৃতি পরিভ্রমণান্তে নূতন গ্রামের মধ্যরাস্তা দিয়া যশড়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একসময়ে চক্রদহ বা চাকদহ, যশড়া প্রভৃতি পল্লীতে বহু লোকের বাস ছিল, গঙ্গাও খুব নিকটে প্রবাহিতা ছিলেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপে চাকদহ, যশড়া ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, গঙ্গাও দূরে সরিয়া যান। শ্রীভগবদিচ্ছায় আবার সেই পল্লীদ্বয় বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া বহু জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাটি বড় সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নামলিখিত প্রশস্ত পতাকার অনুগমনে প্রথমে ব্যাণ্ডপার্টি, তৎপশ্চাৎ পতাকা হস্তে ছোট ছোট বালক বালিকাগণ দুই পংক্তিতে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ড-হস্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপশ্চাৎ নর্ত্তনবাদনরত মার্দ্দঙ্গিক-গণ, তৎপশ্চাৎ উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে কীর্ত্তনকারিভক্তবৃন্দ, তৎপর পতাকাহস্তে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতাল কাঁসরাদি বাদ্যধ্বনি-সহ উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি চাকদহের গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। রাস্তার উভয়পার্শ্বে পল্লীবাসিনী গৃহলক্ষ্মীগণ মাঙ্গলিক

শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এবং পুষ্পবর্ষণ দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি ও ও জয় জগন্নাথধ্বনি সহ বাদ্য ও সংকীর্ত্তন কোলাহল মিশ্রিত হইয়া এক অপার্থিব পরিবেশের উদ্ভব করাইয়াছিল। মর্ম্মী ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমবশ্য শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীদুঃখিনী মাতার প্রাণধন শ্রীগৌরগোপালের অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করিতে করিতে শ্রবণকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে পল্লীমধ্যস্থ পথে চলা কষ্টকর হইতে পারে বলিয়া পরিক্রমার ক্রম ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। শোভাযাত্রা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে নৃত্যকীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হইল। অনন্তর শ্রীতুলসী আরতি ও পরিক্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—"জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার"। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশেখর নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি অন্তে কীর্ত্তন হয়।

১৮ই পৌষ ৩রা জানুয়ারী শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহের বিশেষার্চ্চন-ভোগরাগাদি ও সমবেত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দকে যথাশক্তি মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহাসমারোহে সম্মানিত হন। পৌষীশুক্লাতৃতীয়া ঠাকুরের তিরোভাব তিথি হইলেও গতকল্য ত্র্যহস্পর্শ নিবন্ধন পূর্ব্বতিথিবিদ্ধা থাকায় অদ্যই তিরোভাব তিথি-পূজা-মহোৎসবাদি কৃত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অনুভাষ্য হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিত শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ নারায়ণদাস গোস্বামিপ্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণের ইচ্ছায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন এবং শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীগৌরগোপাল, শ্রীশ্রীরাধা রাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম, শ্রীদামোদর ও অন্যান্য শালগ্রাম, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা প্রভৃতির অভিষেক ও পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের প্রাচীন বিধি অনুসারে প্রথমে ৫০ পঞ্চাশখানি মালসা ভোগ (ফল মূল মিষ্টান্নাদি সহ দধি চিড়া), পরে বিবিধ উপকরণ বৈচিত্র্য সহ অন্নভোগ নিবেদন করিয়া ভোগারাত্রিক সম্পাদন করেন। অতঃপর সমবেত শত শত পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। চাকদহ যশড়া ব্যতীত দূরবর্ত্তি স্থান হইতেও বহুভক্ত এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন, সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেরই কমলনয়ন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে আর্ত্তি ও শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্মানে অনুরাগ সত্যই মর্ম্মস্পর্শী ও শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের স্মৃতি উদ্দীপক। ভোগারাত্রিক আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃৎ অকিঞ্চন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তসমীপে ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ ভাষণ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয় মহারাজদ্বয়ের পূর্ব্ব হইতে অদ্যই বেথুয়াডহরীস্থিত মঠে উপস্থিত হইবার কথা থাকায় তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইবার পরই রওনা হইতে হয়। শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী প্রমুখ কতিপয় ভক্ত রাণাঘাট রওনা হন। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ কএক মূর্ত্তি সেবক কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমৎপুরী মহারাজ সমবেত কতিপয় সজ্জন সমীপে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারতির পরও স্বামীজী গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্বাদি কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের মাহাত্ম্যগ্রন্থ হইতে তাঁহার 'সূচক' কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপুরী মহারাজ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর সম্বন্ধেও কিছু বলেন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

১৯ শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী—শ্রীশ্রীদুঃখিনী মাতার তিরোভাবতিথিপূজা ও পাঠ-কীর্ত্তন ও পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মালসাভোগাদি সম্প্রদানমুখে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদুঃখিনী মাতা ঠাকুরাণীর স্নেহাকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌর-

গোপাল মূর্ত্তিতে এই শ্রীপাটে বহুকাল যাবৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহিত সেবিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবও শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীপুরীধাম হইতে এস্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন। অংশাংশাংশ শেষরূপে যিনি অনন্তকোটি ভূভারধারী আজ স্বয়ং অংশী সর্ব্বব্যাপক ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য সেই শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের স্কন্ধারোহণ পূর্ব্বক যশড়ায় আসিয়া নিজসেবা প্রকট করিলেন। আবার শ্রীভক্তিপ্রিয় মাধবের তদীয় ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিমহারাজকে সেবাধিকার প্রদানার্থই বা তাঁহার কীদৃশী লীলা-ভঙ্গী! ধন্য লীলাময় শ্রীহরি, ধন্য তোমার দুরবগাহ বিচিত্র লীলা-মাধুর্য্য!

নগর সংকীর্ত্তন-কালে ও অন্যান্য সময়ে মৃদঙ্গ বাদন-সেবায় ব্রহ্মচারী শ্রীপরেশানুভব, শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীতমালকৃষ্ণদাস, ভক্ত শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস ও শ্রীনিমাই দাস মুখোপাধ্যায় এবং কীর্ত্তনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী অপূর্ব্ব অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়।' শ্রীযুক্ত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাঁচু ঠাকুর মহাশয়ের সেবা-প্রাণতা ভাষা দ্বারা অবর্ণনীয়া। তিনি আমাদের মঠের একজন প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব। শ্রীমান্ গৌরদাস মুখোপাধ্যায়ও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিয়া মঠসেবকগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ ব্রহ্মচারী অর্চ্চনাদি কার্য্যে, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ভোগরন্ধন-সেবা এবং শ্রীদ্বারকেশ দাস ব্রহ্মচারী বাজার হাট প্রভৃতি বিভিন্ন সেবাকার্য্যে প্রাণপণে সেবোৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণও বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমঠের আশ্রিত এবং শুভানুধ্যায়ী গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণেরঐেধিয়াবাচা নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টায়ই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গোস্বামী শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় সেবাসুহৃৎ প্রভুর সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজকে বিশেষ সেবা-কার্য্যোপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইতে হওয়ায় তিনি এবৎসর এই উৎসবে সাক্ষাদ্ ভাবে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাঁহার সেবা-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া ভক্তিমান্ মঠ-সেবকগণ প্রতিসেবা-কার্য্যে তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি সঞ্চার অনুভব করিয়াছেন।

কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব

উপলক্ষে

পাঁচদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১লা মাঘ, ১৫ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি শ্রীপাঁচকড়ি সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

মহারাজ যথাক্রমে ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হন এবং ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, নরসিং দত্ত কলেজের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীঈশ্বরী-প্রসাদ গোয়েঙ্কা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ও কলিকাতা কর্পোরেসনের কমিশনার শ্রীদুলাল গোপাল মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সহসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্ভোকেট, শ্রীসলিল কুমার হাজ্রা, বার-য়্যাট্-ল ও শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। 'জীবের স্বার্থনির্ণয়', 'শ্রীগীতার শিক্ষা' 'ভাগবতধর্ম্ম', 'সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য' নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়সমূহ যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়! পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুললিত পদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে।

গত ২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজ্রা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট জংসন, গোলপার্ক, পূর্ণদাস রোড, পণ্ডিতীয়া টেরেস, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড—পথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহস্র সহস্র নরনারী রথে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের ও রথাকর্ষণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রধান বিচারপতি **শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়** ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের বক্তব্যবিষয় জীবের স্বার্থনির্ণয় সম্বন্ধে আপনারা মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রকৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেছেন। স্বরূপনিরূপণের উপর জীবের স্বার্থনির্ণয় নির্ভর করে। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় জীবের স্বরূপ কি বুঝিয়ে দিয়েছেন। জীব নিজেকে ভগবানের শক্ত্যংশ বলে জান্তে পারলে ভগবানের স্মরণ, মননাদি ভজন-বিষয়ে তার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি হবে, যদ্দ্বারা সে পরাশান্তি লাভ কর্তে পারবে। উহা ধর্ম্মজীবনের মূল কথা। জীবের মধ্যে বাস্তব স্বার্থবোধ জাগ্রত করবার জন্য শ্রীমঠের স্বামীজীগণের প্রচেষ্টা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আজকের দিনে সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের পক্ষে উহা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।"

প্রধান অতিথি **ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** বলেন—"ভগবদ্ কথা শ্রবণেচ্ছু উপস্থিত সকলেই আমার প্রণম্য। কারণ যিনি এক মিনিটের জন্যও ভগবৎকথা শ্রবণে সময় দেন তিনিই আমার প্রণম্য। যে মুহূর্ত্তে রাবণের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট এসে উপস্থিত হলেন ঠিক তন্মুহূর্ত্ত হ'তে বাল্মীকি মুনি বিভীষণের পূর্ব্বে 'শ্রীমান্' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যখন আমরা সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শুনি অর্থাৎ ভগবানে উন্মুখ থাকি তখন আমরা 'শ্রীমান্' হই, বাড়ীতে গিয়ে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হয়ে যখন ভগবান্কে ভুলে যাই তখন আমরা অশ্রীমান্ হয়ে পড়ি॥ জীবের প্রকৃত স্বার্থ কৃষ্ণ। সংসারী গৃহী লোক আমরা বহু

কিছুকে স্বার্থ মনে করি—ছেলেটীর যাতে অসুখ সারে, মেয়েটীর যাতে বিবাহ হয় ইত্যাদি। আমাদের যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা থাকে তখন আমরা বিষ্ণুকে স্বার্থ বলে মনে করতে পারি না। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।" শাস্ত্র আমাদিগকে ভগবদ্স্মৃতি-জ্ঞান প্রদান করেন। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥" দুঃখের বিষয় সেই শাস্ত্রে—ঈশ্বরবাক্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। নাস্তিকতার জন্য আমাদের কোনও সুবিধা হচ্ছে না। কখনও ভাব্‌তে পারেন কি ভারতবর্ষে ভাতের আকাল হবে, কণ্ট্রোলে জর্জ্জরিত হ'তে হবে। এত দুঃখকষ্ট কেন? আমরা ঈশরিক্ত হয়ে পড়েছি, উহাই মূল কারণ। কৃষ্ণ যখন চলে গেলেন অর্জ্জুন ঈশরিক্ত হলেন, তখন তিনি গাণ্ডিব তুল্‌তে পারেন নি, মহিষীগণকে দস্যুগণের হাত হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পারেন নি। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধূয়াতুলে আমরা এতটা ঈশরিক্ত হয়ে পড়েছি যে আমার মনে আছে কোন এক সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কোন স্কুলে যখন বাইবেল পড়ান হত তখন তাতে কোনও কথা উত্থাপিত হয় নি, কিন্তু যখন গীতা পড়ানর ব্যবস্থা হলো তখন ধর্ম্মনিরপেক্ষতার ধূয়া তুলে গীতা পড়ান বন্ধ করার চেষ্টা হলো। আমরা এতটা নীচে নেবে গেছি। আমরা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্মীয় কৃষ্টিকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছি, সেই কৃত কর্ম্মের ফল আমরা এখন ভোগ করছি। এখনও যদি আমরা সাবধান না হই ভবিষ্যতে দুর্গতির চরম সীমায় আমাদিগকে পৌঁছ্‌তে হবে।"

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিচারপতি **শ্রীপাঁচকড়ি সরকার** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,— "গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলার অধিকার আমার নাই। যদি কিছু বল্‌তে যাই ধৃষ্টতা হবে। তথাপি যখন কিছু বল্‌তেই হবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যতটা বুঝ্‌তে পেরেছি ততটা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। গীতা হিন্দুধর্ম্মের সার গ্রন্থ। এর অসংখ্য ব্যাখ্যা হয়েছে। যিনি যে ভাবে বুঝেছেন সে ভাবে গীতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা মন গড়া করে গীতার ব্যাখ্যা করে থাকি শ্রীমৎ মাধব মহারাজের এই কথার সঙ্গে আমি এক মত, এর দ্বারা ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধি সম্ভব নয় এটাও আমি জানি। শরণাগতিই গীতার পরমোপদেশ। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥" সব ধর্ম্ম ছেড়ে ভগবানে শরণাগত হবার কথা বলেছেন। শরণাগত ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধি কর্‌তে সমর্থ হন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"-শ্রুতি। গীতাতে আমরা অবতারবাদের কথা পাই। যুগে যুগে সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। ভগবান্ অবতীর্ণ হলেও ভগবন্মায়ামোহিত ব্যক্তিগণ তাঁকে মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্॥ পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" অবতার স্বরূপের মধ্যে আবার ঐশ্বর্য্যরূপ ও মাধুর্য্যরূপ আছে। ঐশ্বর্য্যরূপ আমাদের উপলব্ধির বাইরে। আমরা মধুররূপই উপলব্ধি কর্‌তে এবং মধুররূপেরই ভজন কর্‌তে পারি। গীতাতে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যাতিগুহ্য, গুহ্যতম ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ আছে। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের কথা গীতাতে রয়েছে। এক কথায় গীতাতে complete code আছে।"

অধ্যাপক **শ্রীহরিপদ ভারতী** বলেন—"গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী, উপনিষদের সার। ভগবান্ ও ভগবানের বাণী অভিন্ন। ভগবানের নাম ও নামীতে ভেদ নাই। অন্যত্র পার্থিব শব্দে আমরা শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ দেখ্‌তে পাই। যেমন 'জল' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা তৃষ্ণা দূর হয় না, কারণ 'জল' শব্দটী জলবস্তু নয়, শব্দের দ্বারা বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হয় মাত্র। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গ হয়, কারণ নামই সাক্ষাৎ ভগবান্।

লোক শিক্ষার জন্য ভগবানের আবির্ভাব। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপদেশ করছেন একজন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকে। অর্জুনের প্রশ্ন জেগেছে-"আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে নিহত করে আমার রাজত্ব করা কর্ত্তব্য অথবা যুদ্ধ হতে নিরস্ত হওয়া

কর্ত্তব্য—'to be' or 'not to be'।' একটু পূর্ব্বেই শ্রদ্ধেয় মহারাজ বল্লেন পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা শাস্ত্র বুঝ্তে গিয়ে মারাত্মক ভুল করি। পাশ্চাত্য দর্শন হতে ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ রয়েছে। তত্ত্ব ছাড়া, দর্শন ছাড়া কর্ম্ম সম্ভব নয়। সেই তত্ত্ব পরিবেশন কর্ছেন কৃষ্ণ—"তুমি হত্যা কর্তে চাওনা বলে যুদ্ধ কর্তে চাচ্ছ না, কিন্তু কে তুমি, কাকে তুমি হত্যা কর্বে, কৌরবরা কে, পিতামহ কে, অর্জ্জুন তুমিই বা কে? তুমি দেহ নও, ইন্দ্রিয়ের কাতরতা তোমার নয়, তুমি আত্মা, অবিনাশী, মৃত্যুঞ্জয়, অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা তাকে ক্ষত বিক্ষত করা যায় না, অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা যায় না, জল তাকে সিক্ত কর্তে পারে না, বায়ু শুষ্ক কর্তে পারে না। তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, দেহের অবসান অনিবার্য্য। তুমি নিজেকে হত্যাকারী মনে করছ, এ তোমার মিথ্যা অভিমান। আমি সর্ব্বনিয়ন্তা, আমি যাকে মেরে রেখেছি, তুমি তার কি কর্তে পার।" মানুষের পরিচয় আত্মায়, দেহে নয়, ইহাই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনের কথা। নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী কর্ত্তব্যকর্ম্মে অটলা নিষ্ঠা থাকা উচিত। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করতে না পারলে বৃহত্তর মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কর্বার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় সে কর্ম্মে আনন্দ নাই, কর্ম্মশেষে দুঃখ মাত্র লাভ হয়। ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মাচরণের দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হ'তে নিষ্কৃতি সম্ভব।

মেয়র **শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে** ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমি বহু মানুষের সঙ্গে মিশবার ও ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে সর্ব্বত্র যেন একটা বিক্ষিপ্ততার ভাব, অতৃপ্তির, অস্বস্তির ভাব মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে। অর্থের অভাব নাই, প্রতিষ্ঠাও আছে, অথচ তার মধ্যে কোথায় যেন একটা শূন্যতা আছে। এই অসন্তোষের কারণ আমার মনে হয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-বোধের অভাব। মানুষে মানুষে প্রীতি চলে যেতে বসেছে, সব কিছুতে যেন ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা পরের সমালোচনা করতে উৎসাহবিশিষ্ট হই, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করি না। বিজ্ঞানের দৌলতে পার্থিব উন্নতি প্রচুর দেখা যাচ্ছে, আমরা চাঁদে যাবার আকাঙ্ক্ষা কর্ছি, এক দেহ হতে অপর দেহে হৃদ্‌পিণ্ড লাগিয়ে দিচ্ছি, কত কি কর্ছি, কিন্তু শান্তি নাই। শান্তি আসবে কেবল ধর্ম্মেতে, যুগে যুগে ঋষিগণ এই শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ধর্ম্মে ব্রতী করা আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মহাত্মাগণ জনগণকে ধর্ম্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার সেই মহান্ ব্রত গ্রহণ করেছেন।"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"ধৃ' ধাতু 'মন্' প্রত্যয় ক'রে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধরতি লোকান্' যিনি লোকসমূহকে ধারণ করেন এই অর্থে ভগবানই ধর্ম্মের মূল। ভগবান্‌কে আমরা কেন চাই, কারণ তাঁকে না চেয়ে আমরা থাকৃতে পারি না। ভগবান্ হ'তে, ভগবানের দ্বারা ও ভগবানেতে আমরা, সুতরাং ভগবান্ই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। জৈব-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হ'তে যে ভগবদ্বিমুখতা উহাই অধর্ম্ম। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ। প্রথমে সম্বন্ধ জ্ঞান, তৎপর অভিধেয় অর্থাৎ সাধন এবং সাধনের দ্বারা যে বস্তু লভ্য হয় তাহাই সাধ্য বা প্রয়োজন-তত্ত্ব। জ্ঞানের পাঁচ প্রকার বিভাগ স্বস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, পুরুষার্থ-স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ, এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান সুষ্ঠু হলে আমরা শুদ্ধ ভক্তিপথে অগ্রসর হ'তে পারি। আমাদের প্রকৃত আশ্রয় বা অবলম্বন কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানিয়েছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ অভিশপ্ত হয়ে গঙ্গার তটে গিয়ে ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"আমার মৃত্যুকাল আসন্ন, এমতাবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।" সেই সময় ব্যাসনন্দন শুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্

নৃণাম্॥" (ভাঃ ২।২।৩৬) অতএব হে রাজন্, মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সকল সময় সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমূলা ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বিঘ্ন পথ। অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে নিমি নবযোগেন্দ্রসংবাদে ভাগবতধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে বলেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈনিবেদনম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২৭-২৮)

অলৌকিক লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম, গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপঃ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু, সদাচার, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ—এই সকল আপন প্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন। সমস্ত বিষয়ই তাঁর প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে অর্পিত হলে ভাগবতধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সাধুগণ সর্ব্বদা শ্রীহরির শুদ্ধা কথাকে আশ্রয় করে থাকেন। পরস্পর মিলিত হ'লে হরিপ্রসঙ্গেই সময় অতিবাহিত করেন, বৃথা সাংসারিক বাক্যালাপে সময় নষ্ট করেন না। "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

ভাগবতধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করতে হলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টা ছেড়ে অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

শ্রীসূত গোস্বামীকে শৌনকাদি ঋষিগণ যখন প্রশ্ন করেছিলেন যোগেশ্বর কৃষ্ণ নিত্যধামে চলে গেলে ধর্ম্ম কার শরণাপন্ন হবে তখন সূত গোস্বামী বলেছিলেন—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥
(ভাঃ ১।৩।৪৩)

ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করলে, নষ্টচক্ষু কলিহত জনের মঙ্গলের জন্য পুরাণার্করূপে এই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ। যেমন ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে জানা যায় না, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত ভাগবতও বুঝা যায় না। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" এজন্য ভাগবত বুঝ্‌তে হলে ভক্ত ভাগবতের সঙ্গ আবশ্যক।"

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে বিচারপতি **শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আজকের এই ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করছি। মঠের সেবকগণ যখনই আমন্ত্রণ জানান তখনই সাধ্যমত উপস্থিত হওয়ার যত্ন করি। এর বিশেষ কারণ আছে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকশ্রেণীর মধ্যে একটী তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে এই ভারতবর্ষে ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মগুরুগণ যে সকল দর্শনের ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করছেন তাতে দেশের অমঙ্গল হচ্ছে। ধর্ম্মাচার্য্যগণ নশ্বর জগতে অনাসক্ত হ'তে এবং নিত্য শাশ্বত বস্তুর অনুসন্ধান করবার জন্য উপদেশ করছেন, তাতে বিজ্ঞানভিত্তিক দেশ গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি বলা হয় ভারতের সমস্ত শিক্ষাই যদি অবাস্তব হয় তা'হলে বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্ত্য দেশে ভোগের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রাণের আনন্দ, জীবনের পরিপূর্ণতা নাই কেন এবং এখনও হিন্দু সন্ন্যাসিগণ তথায় গেলে তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হন কেন? একমাত্র বস্তুতন্ত্রবাদের দ্বারা শান্তি পাব যদি এই বিচার আমরা গ্রহণ করি তা' হ'লে সমাজকে আমরা নীতিজ্ঞানরহিতাবস্থায় নিয়ে যাব, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে দুরবস্থা হয়েছে। এই দুঃখকর পরিস্থিতির যদি পরিবর্ত্তন করাতে হয় তা' হ'লে এ ধরণের ধর্ম্মসভায় আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন করতে হ'লে আমাদিগকে মঙ্গলের কথা শুন্‌তে হবে। উপদেশ শুনব এমন সব ব্যক্তিদের নিকট যাঁরা শুধু ধর্ম্মের কথা বলেন না, নিজেদের জীবনে ধর্ম্ম আচরণ করে থাকেন, সাধন পথে অগ্রসর হ'য়ে কিছু কিছু উপলব্ধি করেছেন। বই পড়ে কথা বলা আর উপলব্ধি করে বলা এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমি দর্শনশাস্ত্র প'ড়ে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগের কথা বল্‌তে পারি, কিন্তু তার দ্বারা প্রকৃত সুফল হবে না। আমি সাধন করে কিছুই পাই নাই, সুতরাং অপরকে বুঝাবার যোগ্যতা আমাতে নাই। যাঁরা নিষ্কপটতার সহিত একাগ্রচিত্তে সাধন ভজন ক'রে সত্যের কিছু কিছু সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের মুখে কথা শুন্‌লে মানুষ প্রভাবান্বিত হবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ জাতীয় ধর্ম্মসম্মেলনের প্রতি সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই পূর্ণ সমর্থন জানান কর্ত্তব্য। বিশ্বে যে কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধেই চিন্তা করি না কেন একটী মূল তথ্য সকল ধর্ম্মেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষ বাস্তব আনন্দ পেতে চায়। যে আনন্দে অনিত্যতা নাই সে আনন্দ যদি কাম্য হয় তজ্জন্য কতগুলি গুণ অর্জ্জন করা আবশ্যক—আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, সকল জীবের প্রতি প্রেম। এ সব গুণগুলি অর্জ্জন করা খুব কঠিন, একমাত্র সৎসঙ্গের দ্বারাই লভ্য হতে পারে। যে আনন্দকে পেলে আমরা জগতের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য কর্‌তে পারব সেই আনন্দের সন্ধান এই মঠ দিচ্ছে। আমি যতদূর সংবাদ রাখি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা এরা সর্ব্বত্র পরিবেশন কর্‌ছেন। এই ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বতোভাবে সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক, উহার দ্বারা সমাজের বাস্তব কল্যাণ হউক, শ্রীভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।''

অধ্যাপক **শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী** তাঁহার অভিভাষণে **বলেন,—**"অদ্যকার বক্তব্য বিষয় 'সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি'র আলোচনা শুন্‌লে মনে হবে ভক্তি বোধহয় কোন একটা আগন্তুক বস্তু, তাকে প্রয়াস করে অর্জ্জন কর্‌তে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। শরীরের যেমন স্বাভাবিক চাহিদা পঞ্চ মহাভূতের জন্য, যবে হ'তে শরীর হয়েছে তবে হ'তে আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মৃত্তিকা ছাড়া অন্য বস্তু সে খুঁজে না, তদ্রূপ যে পরমাত্মা হ'তে জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতে রতি বা প্রীতি জীবাত্মার স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধভাব। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥'' আমরা নিজেকে নিজে যদি বুঝ্‌তে পারতাম তা' হ'লে ভগবান্ ছাড়া অন্য বস্তু অন্বেষণ করতাম না। ভক্তি বাহির হ'তে সংক্রামিত হবে এ রকম নয়। অবশ্য স্বরূপের বৃত্তির আবরণ উন্মোচনের জন্য কিছু অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। কবে হ'তে স্বরূপের রত্তি আবৃত হ'য়েছে তা' বলা যায় না। জ্ঞান কবে হতে বলা যায়, কিন্তু অজ্ঞান কবে হ'তে বলা যায় না। যেমন কবে হ'তে কোনো বাড়ী বা সহর দেখি নাই এটা বলা কঠিন, কিন্তু কবে দেখেছি তা বল্‌তে পারা যায়। স্বরূপের আবরণ সরিয়ে ফেলার প্রয়াসকেই প্রাথমিক ভক্তি বলে। ভক্তি আপেক্ষিক, ভজনীয় ও ভজনকারীর স্বরূপ সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা না থাক্‌লে ভক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না। ভক্তিলাভে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে জ্ঞানে ভজনীয় ও ভজনকারীর ঐক্য সম্পাদিত হয়, উহা ভক্তি-বিঘাতক। স্বরূপজ্ঞানের উন্মেষ হ'লে আমরা বুঝ্‌তে পারবো জীবের ভক্তি ছাড়া উপায় নাই। আমাদিগকে একদিন না একদিন ভগবানের কাছে যেতেই হবে। ভোগপ্রবণ ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভজনপরায়ণ সাধুগণকে বিদ্রূপ করে, কারণ তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই। অবুঝ শিশু খেলা করে, প্রহার কর্‌লেও খেলা হ'তে নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু একটু বড় হ'লে যখন ভবিষ্যৎ চিন্তা আসে তখন আপনা হতেই সংযত হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত চাঞ্চল্য দুরিভূত হয় না। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এজন্য নিত্য নূতন বস্তু ধরতে চায়, নূতন বস্তু ধরতে ধরতে অনিত্যবস্তুর প্রতি বিতরাগ হয়ে একদিন প্রকৃত নিত্য বস্তুকে ধর্‌বে। যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, যাঁকে জান্‌লে সব জানা হয় সেই পূর্ণ বস্তু ভগবান্‌ই জীবের প্রয়োজন। প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মদনের আকর্ষণে সমস্ত জগৎ মোহিত। সেই মদন যাঁর অপ্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে মোহিত হন, তিনি মদনমোহন। প্রকৃত বিষয়বুদ্ধিও যদি আমাদের থাকে তা' হ'লেও আমরা মদনমোহনের উপাসনা কর্‌বো।

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ অন্তিম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"সভার উদ্যোক্তামণ্ডলী ও তাঁদের নিয়ামক শ্রীমৎ মাধব মহারাজের মহৎ প্রচেষ্টায় পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন এবং তার সার্থকতা সম্পাদন, এই প্রকার শ্রদ্ধালু জনগণের সমাবেশ ক'রে কলিকাতা সহরে শ্রীচৈতন্যদেবের দান-বৈশিষ্ট্য প্রচারের যে অনুকূল পরিবেশ, এ সব দেখে বড়ই আনন্দ লাভ করছি। কলিকাতার মত স্থানে যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে জড়সম্ভোগের ও কর্ত্তৃত্বের competition চল্‌ছে সেখানে এই প্রকার হরিকথা পরিবেশনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ। শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্যের কথাই আপনারা এতদিন বিভিন্ন বক্তার নিকট শুনেছেন, আজও শুনবেন।

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥'

শ্রীচৈতন্যদেবানুগ ভক্তগণের মধ্যে কোন বিশিষ্ট মহাজন উপরি উক্ত একটী শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের দান-বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণন করেছেন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে! শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনির ন্যায় লেখক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। এত কথা কেহই লিখে যেতে পারেন নাই। এমন কোনও thought নাই যা বেদব্যাস মুনির লেখাতে পাওয়া যাবে না। আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারার অধিকাংশ source মহাভারত। বস্তুতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় মহাভারতে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। বেদব্যাসের রচিত সর্ব্বশেষ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥" সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সার এখানে সম্যক উদ্ধৃত করা হয়েছে। "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল, অস্থিবল্কলরহিত কেবল রসময়, উক্ত রস পান করবার জন্য রসিকগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত রসের আকর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য আরাধ্যতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয়গুণবিশিষ্ট, যাঁর সান্নিধ্যে এলে স্বাভাবিকভাবে পরিচর্য্যা ও আনুগত্য করবার ইচ্ছা হয়, যাঁর নিকট স্বাভাবিকভাবে ছোট হ'তে ইচ্ছা হয়, দম্ভ চলে যায় এবং যাঁর তৃপ্তি বিধান করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। ভোগ ও ত্যাগের বিচার ছেড়ে দিয়ে আরাধনা বা সেবার পথ গ্রহণ করলে আরাধ্য ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। যাঁর আরাধনাতে সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণতা আসে, তিনিই সর্ব্বোত্তম আরাধ্যতত্ত্ব। পার্থিব বস্তুর প্রাচুর্য্য থাক্‌লেই আভ্যন্তরীণ অভাব বা অশান্তি দূর হয় না। ভগবদারাধনাতেই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়ে থাকে। যখন পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে অসংখ্য উদ্বাস্তু নরনারী অসহায় অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গে এসে কীট পতঙ্গের ন্যায় কালাতিপাত করতে থাক্‌লো, তাদের দুরবস্থা দেখে তখন বিধান রায় কাতরভাবে বলেছিলেন—"এই সেই চৈতন্যদেবের দেশ। অথচ দুঃস্থ ব্যক্তিদের যথাযথরূপে অভাব বিমোচন করতে আমরা সমর্থ হচ্ছি না। আমরা failure হয়ে পড়েছি। চৈতন্যদেবের পন্থায় কেউ কি এদের একটু শান্তি দিতে পারেন না?" সুতরাং ভগবদারাধনা বাস্তব জীবনের একটী অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বৈ আর না বলিবা বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

ভোগেতে লিপ্ত হ'তে যেও না, তাতে বিপদ আছে, ত্যাগেতেও যেও না, উহা নিষ্ফল, আরাধনা কর তাতে তোমার জীবন মধুময় হবে।"

কর্পোরেসনের কমিশনার শ্রীদুলাল গোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন,—

"করুণাঘন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা বলবার ভার আমার মত একজন প্রেমভক্তিহীন ও অক্ষম ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়েছে, তাই আমার এই অক্ষমতার জন্য আগেই ভক্তগণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান। তাই ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য ভক্তের সান্নিধ্য লাভ মহাপুণ্য ফল বলে মনে করি।

আজ মানব সমাজ এক মর্ম্মান্তিক যুগ সমস্যার সম্মুখীন, জড় সুখ লাভের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি জীবনের বহুক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হচ্ছে। এই যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বেড়েছে, আত্মিক ক্ষুধা ম'রে গিয়েছে। বর্ত্তমান যুগ সমস্যার ঘোর অন্ধকারে সেই নদীয়ার ঠাকুরের যে প্রেমের দেউটি, তাতেই আমাদের পথ দেখ্‌তে হ'বে। ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আহার্য্যের দ্বারা উদর পূর্ত্তির ফল, মানব প্রেম সেরূপ ঈশ্বরীয় প্রেমের অনিবার্য্য পরিপূর্ণতা। কোন কৃত্রিম উপায়েই মানবীয় একত্ব আসে না। অন্তরের দেবতার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হ'লেই জীবে জীবে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাবার উপায়ের নাম সাধন। প্রেমধন প্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি।

আজ আবার সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমরা সেই করুণাময় ঈশ্বরের পুনরাবির্ভাবের কথা ভাব্‌ছি। কেন না আজ আমাদের সমাজে এক মর্ম্মান্তিক সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে, কৃত্রিম প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগের ভাবধারা আমাদের সমাজে যে ধ্বংস এনেছে তার জন্য প্রয়োজন "পারমার্থিক" দান।

জগতে নানা প্রকার দান আছে, যথা—বিদ্যাদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান ইত্যাদি। এই সব দানের পেছনে থাকে পুণ্য সঞ্চয় বা সামাজিক কল্যাণ। কিন্তু এতে নিত্য মঙ্গলের কোনও স্থান নেই। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে সেখানে তিনি জীবের নিত্যমঙ্গলের উদ্দেশ্যে মানবের পারমার্থিক জীবনে শাশ্বত মঙ্গল কামনা করেছেন, যাতে জীবগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের সেবার অধিকারী হয়।

এই দানের বৈশিষ্ট্য হ'ল জীবের নিত্য মঙ্গল। জীব জন্মজন্মান্তর ধরে ত্রিতাপ জ্বালায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপে ভুগ্‌ছে এবং জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে এসে বার বার দেহধারণ করে আস্‌ছে। সুতরাং এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেতে হলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষাই হল তাঁর দানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এই দান কোনও জাগতিক দানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এই দান পারমার্থিক দান, এই দান অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয়। তাঁর দানের মূল কথা হল, শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি ভালবাসা। এই ভালবাসার মধ্যে নেই কোন স্বার্থের গন্ধ বা স্বার্থের স্পর্শ। প্রভু তাঁর লীলা অন্তর্দ্ধান করিয়েছেন সত্য, কিন্তু এখনও "কোন কোন ভাগ্যবান্ তাঁরে দেখিবারে পায়।" যিনি তাঁর উপদেশ ও আদর্শের অনুসরণ ক'রে ভজন করবেন, তাঁদিগকে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম দেবার জন্য তিনি তাঁর অখণ্ড প্রেম ভাণ্ডার ল'য়ে যবনিকার অন্তরালে অপেক্ষা করছেন।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর এবং "হইয়াছেন ও হইবেন যত গৌরভক্তবৃন্দ" সকলের চরণে প্রণতি জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করলাম।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে নব-শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে আসাম প্রদেশের দরং জেলায় তেজপুরস্থিত শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী তিথি বাসরে নবনির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দির ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিজয়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণের নব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে পাঁচটী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে নগর ভ্রমণে বাহির হইবেন।

পঞ্জিকার উপবাস-সংশোধন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জীতে আগামী ২৭ ফাল্গুন (১৩৭৪), ইং ১১ মার্চ্চ সোমবার দিবস পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস লিখিত হইয়াছে। ইহা পি, এম্, বাগ্‌চী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পঞ্জিকাকারগণের মতানুযায়ী হইলেও অধিকাংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুমোদন-যোগ্য না হওয়ায় উহার উপবাস পূর্ব্বদিন ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C-4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ

[১৩৭৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৪ মাঘ]

(১ম—১২শ সংখ্যা)

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮১

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

সপ্তম বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলাভুমি

ঈশোদ্যান-মহিমা

মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে ।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার ।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন ।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন ॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে ।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে ॥

বনস্পতি কুঞ্জ-লতা নিবিড় দর্শন ।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান ॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায় ।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায় ॥
বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে ।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে ॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড ।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড-ভণ্ড ॥

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।